নূতন শিক্ষা-প্রণালী।

বিদ্যালয় সমূহের ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌স্পেক্টার

শ্রীপ্রমথনাথ দাশ গুপ্ত বি, টি,

প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ

১৩৪০

মূল্য এক টাকা দশ আনা।

স্বর্গীয়

পিতৃদেব বিশ্বেশ্বর দাশগুপ্ত

মহাশয়ের শ্রীচরণে

করিলাম।

নিবেদন।

অধুনা শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আমাদের দেশে বেশ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। পনর-বিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। এখন বিদ্যালয় স্থাপন করিলে ছাত্র-সংখ্যার বড় অভাব হয় না। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে প্রকৃত শিক্ষা কতদূর হইতেছে তাহা লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছে। অনেক সময় বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত থাকেন এবং শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে পরীক্ষা উত্তীর্ণ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। যাহারা তাড়াতাড়ি পুস্তকের বাক্যগুলি কণ্ঠস্থ করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে অনুপযুক্ত মনে করিয়া সাধারণতঃ তিনি বিশেষ যত্ন করেন না। এরূপ বালকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া তাহারা সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রায়ই অসমর্থ হয়। সুতরাং ইহারা সামাজিক অনিষ্ট ঘটায়। বর্ত্তমান কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে এইরূপ অপচয় নিতান্ত অনিষ্টকর। ইউরোপ ও আমেরিকাতে এই অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে শিশু ও বালকের প্রকৃতি উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও শিক্ষকদিগের জন্য সদাশয় গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিংস্কুল ও ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত শিক্ষা-প্রণালীর পুস্তক যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ক ইংরাজী পুস্তকসমূহ নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি শিশু-প্রকৃতি বিষয়ে লিখিত, কতক শিক্ষাদানের সহিত মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ে লিখিত, অপর কতকগুলি পুস্তকে পাঠ্য বিষয়সমূহের বিশেষ প্রণালী সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, শাসন,

কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসোরি প্রবর্ত্তিত প্রণালী ইত্যাদি বিষয়েও বিভিন্ন পুস্তক রহিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা অনেকেরই হয় না। স্ত্রীশিক্ষাও দেশমধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, এই অবস্থায় আধুনিক নিয়মে যদি শিশুদিগের গৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আশা করা যাইতে পারে। যাঁহাদের ইংরাজী পুস্তকসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা নাই তাঁহাদের জন্যই "নূতন শিক্ষাপ্রণালী" লিখিত হইল। কেহ কেহ মনে করেন যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহারা শিশু-প্রকৃতি (Child-psychology) বুঝিতে অসমর্থ; সুতরাং এইরূপ শিক্ষকদিগের পক্ষে কেবল শিক্ষাদানের কয়েকটী কৌশল জানাই যথেষ্ট, কোন কারণ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই। অবশ্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে শিশু-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু শিশুর মানসিক শক্তিগুলি কিরূপে বিকসিত হয় তাহা না জানিলে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। শিক্ষাদানের কৌশলগুলি প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, বালক প্রতিদিন নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, উহা দূর করিবার জন্য শিশু-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষকের নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতে হয় সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিশুর মনোবিজ্ঞান (Child-psychology) মোটামুটি জানা আবশ্যক। নতুবা শিশুকে মানুষ করা যায় না। কারণ অনুসন্ধান না করিয়া শিক্ষাদানের কয়েকটী কৌশল জানিলে যথেষ্ট হয় না। বালক নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে একটু সরিয়া গেলেই এইরূপ শিক্ষক বিপদে পতিত হন। এইজন্য পাঠশালাতে ৬।৭ বৎসরের ছেলেকে "এই আমার নাক, এই মোর কান" ইত্যাদি কর্ম্মসঙ্গীত করিতে দেখা যায়; এবং ৬।৭ বৎসর বয়স্ক কৃষকের ছেলেকে শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন 'বলত গরুর কয়টী পা ?" এবং যাহাদের লিখন অভ্যাস হইয়াছে তাহাদিগকে কাঠী,

বীজ ইত্যাদি সাজাইয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। বালকের পিতামাতা ইহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান এবং নূতন শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। এই অভাব লক্ষ্য করিয়া "নূতন শিক্ষা-প্রণালীতে" শিশুর মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সহৃদয় পাঠকবর্গ কোন ভুল ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া আমাকে জানাইলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। মাতাপিতা ও শিক্ষক যিনি বালকের শিক্ষাদান করেন এই গ্রন্থে "শিক্ষক" শব্দদ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেককেই বুঝাইয়াছে। ২০ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন বয়সে বালক কতক্ষণ মনোযোগ স্থায়ী রাখিতে পারে এই তালিকাটী Douglas প্রণীত The Laws of Health and School Hygiene নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কতকগুলি ইংরাজী গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি উহাদের তালিকা অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল, উক্ত গ্রন্থকারদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পূজনীয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয় এবং কিয়দংশ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় দেখিয়াছেন; "সৌরভ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় এবং "আকাশের গল্প" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এইজন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বিনীত

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

এই সংস্করণে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এইগুলি শিশুপ্রকৃতি বুঝিতে ও শিক্ষা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যায়। শারীরিক শিক্ষা বর্ণনাকালে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার "খাদ্য" নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে পুস্তকের আয়তন বর্দ্ধিত হইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

বিনীত
গ্রন্থকার।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়দিগের আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া, এই সংস্করণে কতকগুলি প্রয়োজনীয় নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম। তজ্জন্য গ্রন্থের কলেবর বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিনীত
গ্রন্থকার।

LIST OF BOOKS CONSULTED.

Welton	Psycholygy of Education.
West	Education and Psychology.
Sully	Studies of Childhood.
Mrs. Mumfords	The Dawn of Character.
Mc. Dougall	An Introduction to Social Psychology.
Key	The Education of the Child.
Fitch	Educational Aims and Methods.
Myer	An Introduction to experimental Psychology
Sonneschein	Cyclopaedia of Education.
Landon	The Principle and Practice of Teaching, and Class Management.
Raymont	The Principles of Education.
Wren	Indian School Organisation.
Garlick	A New Mauual of Method.
Mrs. Fisher	A Montessori Mother.
Dewey	Educational Essays.
Harmsworth	Popular Science.
Douglas	The Laws of Health and School Hygiene
Wren	Direct Teaching of English.
Mrs. Ferguson	"Do and Say" method.
	Suggestions for the consideration of teachers
Karkpatrick	Fundamentalas of the Child Study (Macmillan).
Terman	The measurement of Intelligence.
Sandiford	The mental and physical life of School children.

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—

প্রবাসী, ভারতবর্ষ—etc. etc.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

নূতন শিক্ষা-প্রণালী।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কেহ কেহ মনে করেন কেবল অর্থোপার্জ্জন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অবশ্য আমাদের জীবন ধারণের জন্য অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক। কিন্তু ইহা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অপরদিকে কেহ কেহ মনে করেন পাঠ্যপুস্তকগুলি মুখস্থ করা এবং লিখন, পঠন ও অঙ্ক করিবার কৌশল জানাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আবার অনেকে মনে করেন, বিদ্যালয়ের প্রচলিত বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক ইহা ভুল।

এক কথায় বলিতে হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য **"চরিত্র-গঠন"**। মানবের কতকগুলি বৃত্তি বা শক্তি আছে, সেগুলির সম্যক্ বর্দ্ধন ও স্ফুরণ করিয়া তাহাকে চরিত্রবান্ করা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বালক সংসারে প্রবেশ করিবে এবং ঘোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। এই জন্য বালককে প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার শক্তিগুলির সম্যক্ বর্দ্ধন ও স্ফুরণ করিতে হইবে। অনেক শিক্ষক শিক্ষাদানকালে এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইবার জন্য পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলি বালকের স্মৃতিপথে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহাতে স্মৃতিশক্তির অনুচিত পরিচালনা হয়,

কিন্তু অপর শক্তিগুলি উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত হইবার অবসর পায় না। অন্যের সিদ্ধান্তগুলি মুখস্থ করায় বালকের মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হয় না কি উপায়ে এই সিদ্ধান্তগুলি লাভ করা গিয়াছে বালকের তাহা জানা আবশ্যক। তাহা হইলেই বালকের মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। কি **প্রণালীতে** বালক জ্ঞান লাভ করে, তাহাই শিক্ষক দেখিবেন।

বিদ্যালয়ে এমন অনেক পাঠ্য বিষয় আছে (যেমন জ্যামিতি, সংস্কৃত, ফারসী, ইতিহাস ইত্যাদি) যাহা বালকের ভবিষ্যৎ জীবনে সর্ব্বদা আবশ্যক হয় না। কিন্তু বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে কতকগুলি মনোবৃত্তির পরিচালনা হয়। সুতরাং বিষয়গুলি শিক্ষা করাই আমাদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, মানসিকশক্তিগুলির সম্যক পরিচালনা ও বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়গুলি এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র।

কতকগুলি সিদ্ধান্ত কণ্ঠস্থ হইলেই বালকের শিক্ষা হইয়াছে মনে করা ভুল। যাহাতে বালক নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রতিদিন সৎকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারে, যাহাতে বালক ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ ও কর্ম্মবীর হইতে পারে, প্রত্যেক শিক্ষকের তৎপ্রতি সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

মনস্তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—চরিত্র-গঠন—স্থির করিবার পর শিক্ষকের জানা দরকার, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এখানে তাঁহার দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ যাহাকে নিয়া শিক্ষাকার্য্য চলিবে, যাহা বিকসিত বা গড়িয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ মানব-প্রকৃতি—এইটীই মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ মানব-প্রকৃতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য, মানবকে চরিত্রবান্ করিবার জন্য, তদুপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যবহার অর্থাৎ যাহাকে আমরা শিক্ষাদান-প্রণালী বলিয়া থাকি। মানব-প্রকৃতির অর্থাৎ মুখ্য বিষয়টীর

সম্যক্ পরিচয় না হইলে, উহাকে বিকসিত করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি বা কল-কৌশলের—এক কথায় শিক্ষাদান প্রণালীর—ব্যবহার চলে না। গোড়ার কথা মানব-প্রকৃতি; উহার সম্যক্ পরিচয় হইলে, তবে যন্ত্রপাতির প্রকৃত ব্যবহার চলে; নতুবা অন্ধকারে ঘুরিতে হয় বা কারণ না বুঝিয়া অপরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে হয়। এই কারণে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষকের মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। মানব-প্রকৃতি বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট জটিল বিষয়, সহজে উহার জ্ঞান লাভ করা যায় না। ধৈর্য্য সহকারে পর্য্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উহার জ্ঞানলাভ করিতে হয়। মানবপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় লাভ হইলে, উহার গতি বা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক তদুপযোগী যন্ত্রপাতি বা শিক্ষাদান-প্রণালী অবলম্বন করিবেন। অতএব সর্ব্বপ্রথম আমরা মনস্তত্ত্বের বা মানবের শক্তিসমূহ কিরূপে বিকসিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে, তাহার আলোচনা করিব।

শিক্ষকের স্মরণ রাখা দরকার যে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে শিশুর চরিত্র-গঠন। শিশুর শক্তিগুলিকে বিকসিত ও পুষ্ট করিয়া দিলেই শিক্ষকের কার্য্য সমাধা হয় না। তাঁহার লক্ষ্য করিতে হইবে, শিশু যেন সৎকে ভালবাসে ও অসৎকে ঘৃণা করে; শিশুর নব নব বিষয়ে জানিবার আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞান যেন ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই জন্য মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে—কোন্‌টী সৎ, কোন্‌টা অসৎ, কোন্‌টী শুভ, কোন্‌টা অশুভ—জ্ঞান থাকা আবশ্যক ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে শিক্ষককে বহু সাধনা করিতে হয়, সতত শিক্ষকের পড়াশুনা ও জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হয়, নতুবা তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার শুষ্ক ও নীরস হইয়া পড়ে; তখন বিদ্যার্থীকে শিক্ষাদান করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমাদের শক্তিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—(১) **মানসিক** (২) **নৈতিক** ও (৩) **শারীরিক**। এই ত্রিবিধ শিক্ষার বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

মানসিক শিক্ষা।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমাদের মানসিক শক্তিগুলি বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে পরিচালনা করাই বিদ্যালয়ে পাঠ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য।

সর্ব্বপ্রথম আমাদের মনোবৃত্তিগুলি কি তাহা জানা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে ছুটীর ঘণ্টা বাজিল, বালক অমনি খেলিতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিবিধ মনোবৃত্তি

এখানে বালকের মানসিক অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের ঘণ্টার ধ্বনি বালক তাহার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিল, তখন আরও নানারূপ ধ্বনি হইতে পারে,—অন্যান্য বালকের শব্দ, দেবালয়ে ঘণ্টার ধ্বনি, নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে কুকুরের চীৎকার—কিন্তু বালকের মনটী বিদ্যালয়ের ঘণ্টার ধ্বনিই অধিকার করিল। এই ধ্বনির সে একটা অর্থ বুঝিল, বিদ্যালয়ের খেলার সময় হইয়াছে ইহাই ঘণ্টা জ্ঞাপন করিল; বালক অমনি প্রফুল্লচিত্তে খেলিতে বাহির হইয়া গেল। এখানে ধ্বনিদ্বারা বালক বিদ্যালয়ের ঘণ্টা হইতে ধ্বনি আসিতেছে বুঝিল, তাহার মনে আনন্দ হইল ও সে বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া গেল। সুতরাং বালকের

ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তির দৃষ্টান্ত এস্থলে দেখা যায়, ধ্বনি দ্বারা (১) ঘণ্টার জ্ঞান, (২) আনন্দ ও (৩) খেলার ইচ্ছা ও তজ্জনিত বালকের অঙ্গসঞ্চালন। এই তিনটী বৃত্তির নাম (১) **জ্ঞান** (২) **ভাব** (সুখ ও দুঃখ) ও (৩) **ইচ্ছা**।

মানবের মনে এই তিনটী বৃত্তি সর্ব্বদাই জড়িত থাকে, এগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থায় পাওয়া যায় না, কখন জ্ঞান, কখন ভাব, কখন ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। আলোচনার সুবিধার জন্য কল্পনাবলে ইহাদের কার্য্য পৃথক্‌ভাবে দেখা আবশ্যক। যখন বালক ভয়ে অস্থির হয়, তখন ভয়ই প্রবল হইয়া তাহার মনকে অভিভূত করিয়া রাখে, কোন জ্ঞান তাহার মনে বা স্মৃতিপথে আসে না বলিয়াই বোধ হয়। বাস্তবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি তখনও জড়িত থাকে, কিন্তু সেগুলি তখন দুর্ব্বল অবস্থায় থাকে, তাহার ভয়জনিত ভাবই প্রবল হয়।

জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মন কখনও শূন্য থাকে না। কোনরূপ চেতনা (Consciousness) সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। এই চেতনা মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না, এগুলি নানাপ্রকার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাদ্বারা মিশ্রিত। কখনও উপস্থিত কোন বস্তুর জ্ঞান, ভাব বা ক্রিয়া দ্বারা মন অধিকৃত হইয়া থাকে, কখনও স্মৃতিসাহায্যে পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান, ভাব বা ক্রিয়ার উদয় হয়। যখন কোন বিষয় আমাদের চেতনায় প্রবল থাকে, তখন ঐ বিষয়টী **চেতনার কেন্দ্রস্থলে** (Focus of consciousness) অবস্থিত থাকে এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী বিষয়গুলি **চেতনার পার্শ্বদেশে** (Margin of consciousness) **অবস্থান করে। যাহা এখন চেতনার কেন্দ্রস্থলে আছে তাহা পর মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া যাইতে পারে এবং পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের পার্শ্বদেশস্থ বিষয়টী**

কেন্দ্রস্থলে আসিতে পারে। যখন কোন বালক ব্রহ্মপুত্র নদ মানচিত্রে অঙ্কিত করে, তখন ব্রহ্মপুত্র নদ তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে, তীরবর্ত্তী স্থানগুলি চেতনার পার্শ্বদেশে থাকে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তীরবর্ত্তী স্থানগুলি,—যেমন গৌহাটী, ময়মনসিংহ, লাঙ্গলবন্ধ ইত্যাদি—বালকের চেতনার কেন্দ্রস্থলে আসিতে পারে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ পার্শ্বদেশে চলিয়া যাইতে পারে। আমি বিদ্যালয়ে সুরেশের সহিত আলাপ করিতেছি, তখন সুরেশ আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে এবং দেবেন্দ্র ও অপর বালকগণ চেতনার পার্শ্বদেশে রহিয়াছে। পরমুহূর্ত্তে দেবেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন দেবেন্দ্র আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলে আসিল, সুরেশ ও অপর বালকগণ আমার চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া গেল।

এইরূপে আমাদের চেতনা বা মানসিক অবস্থা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু এই অবস্থাগুলি মনের ভিতর অনবরত স্রোতের মত বহিতেছে, এবং ইহাদের ভিতর একটা ব্যক্তিগত চিহ্নও বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের বাহ্যিক আকৃতির যেমন ব্যক্তিগত চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, যাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে অপর হইতে পৃথক করা যায়, তেমন তাহার মানসিক অবস্থা সমূহের ভিতরও একটা স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত চিহ্ন রহিয়াছে। এই ব্যক্তিগত চিহ্নদ্বারা আমরা একের মনের অবস্থা হইতে অন্যের মনের অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে পারি।

খুব সম্ভবতঃ চেতনার সীমার বাহিরেও আমাদের মনে অনেক ধারণা থাকে। এই ধারণাগুলি আমাদের চেতনার বাহিরে থাকিলেও ইহারা আমাদের মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটায়। এই স্থানকে আমরা **চেতনার প্রচ্ছন্নদেশ** (subconscious state) বলিতে পারি।

আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তগুলির সাহায্যে বালকের দৈনিক জীবনের ঘটনাগুলি কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহাই নিম্নে দেখান হইতেছে।

শিশুর দৈনিক জীবনে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির কার্য্য

একটী বালিকা পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে; স্নানের সময় উপস্থিত হইলে মা তাহাকে স্নান করিতে ডাকিলেন, বালিকা উঠিল না, খেলাতেই ব্যস্ত রহিল। মা তাঁহার আদেশ অবহেলা করিবার জন্য বালিকাকে শাস্তি দিলেন। বালিকা বিষণ্নমনে স্নান করিতে উঠিয়া গেল। এখানে কি দেখিতে পাই? বালিকা মায়ের আদেশ ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া খেলাতেই ব্যস্ত ছিল, সুতরাং মা শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, খেলার পুতুলগুলি তখন বালিকার চেতনার কেন্দ্রস্থলে ছিল এবং মাতার আদেশ চেতনার পার্শ্বদেশে কতক্ষণ থাকিয়া চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে চলিয়া গেল। এই অবস্থায় মাতার আদেশ বালিকা ভুলিয়া গিয়াছিল, ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করে নাই।

ইহাও হইতে পারে যে বালিকা নিজের পুতুলগুলির প্রতি এত অধিক মনোযোগ দিয়াছিল যে মাতার আদেশ একেবারেই শুনিতে পায় নাই। এ অবস্থায় মায়ের আদেশ বালিকা ভুলিয়া যায় নাই, অবহেলা করা ত দূরের কথা।

সুতরাং আদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে মাতার দেখা উচিত ছিল যে তাঁহার আদেশটী যেন বালিকার চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং পুতুলগুলি চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া যায়। তাহা হইলে তাঁহার আদেশটী বালিকার পালন করিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইত। তিনি বলিতে পারিতেন, "খুকি! খেলা রাখিয়া আমার কথা শোন দেখি" তখন বালিকা মস্তক উত্তোলন করিয়া মাতার দিকে চাহিলে "মা" বালিকার চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকিবে এবং খেলার পুতুলগুলি চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া যাইবে। তখন মা

বলিলেন "তোমার খাবার প্রস্তুত হইয়াছে, বিলম্ব করিলে নষ্ট হইয়া যাইবে, শীঘ্র স্নান করিয়া এস, এখন পুতুল খেলা রাখিয়া দেও" এইরূপে আদেশ দেওয়ার পর যদি বালিকা উহা অমান্য করে তবে সে শাস্তি পাইবার উপযুক্ত।

অপর একটী দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। পিতা ছেলেকে বলিলেন, "এখন বাহির হইবার সময় হইয়াছে জামা পর," ঘরের ভিতর তখন কতকগুলি নূতন জামা, কাপড়, অলঙ্কার ইত্যাদি তাঁহার মা বাক্স হইতে বাহির করিয়াছেন। বালক একবার জামা পরিতে অগ্রসর হয়, আবার নূতন জামা, অলঙ্কার ইত্যাদির দিকে চাহিতে থাকে ও জামা পরিতে বিলম্ব করে। এখানে বালককে কেবল ভর্ৎসনা করিলে চলিবে না। প্রত্যেক নূতন বস্তুই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে; কোন বিষয়ে মনোযোগ স্থির করিবার ক্ষমতা তাহার এখনও জন্মে নাই। কিন্তু যদি বালককে অপর ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, বা যে সকল বস্তু তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, সেগুলি তাহার চক্ষুর অন্তরাল করা যায়, তাহা হইলে বালকের জামা পরিতে বা পিতার আদেশ পালন করিতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা কম। এখানে পিতার আদেশ বালকের চেতনার কেন্দ্রস্থলে কতক্ষণ ছিল, কিন্তু চিত্তাকর্ষক অন্যান্য পদার্থগুলি তাহার মনোযোগ অন্যদিকে লইয়া গেল। এজন্য চিত্তাকর্ষক পদার্থগুলি তাহার দৃষ্টি হইতে দূরে রাখা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কোন বিষয়ে যাহাতে বালক অধিক সময় মনোযোগ স্থির রাখিতে পারে, সে শিক্ষা তাহাকে ক্রমশঃ দিতে হইবে। যে বিষয়ে বালকের আগ্রহ অধিক,—যেমন পুতুলখেলা—সেই বিষয়ে বালক যাহাতে অধিকক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। বালককে ভালরূপ পুতুল খেলিতে উৎসাহিত করিবেন, তাহা হইলেই বালকের পুতুল খেলাতে মনোযোগ স্থায়ী হইবে।

চিত্তাকর্ষক বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী করিতে আরম্ভ করিলে বালক অন্যবিষয়েও ক্রমশঃ মনোযোগ স্থায়ী করিতে সমর্থ হইবে।

শিশুর মন যুবার মন হইতে পৃথক্। চেতনার কেন্দ্রস্থল, চেতনার পার্শ্বদেশ বা প্রচ্ছন্নদেশ সম্বন্ধে ধারণা করিবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই।

শিশুর মানসিক শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি পায়?

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানা অনুভূতি তাহার মনে উদয় হইতেছে, কিন্তু সে গুলি পৃথক্ করিবার শক্তি এখনও তাহার জন্মে নাই। কোন কোন অনুভূতি মাঝে মাঝে বেশ লক্ষ্য করা যায়। অত্যধিক আলোক চক্ষে পড়িলে সে চক্ষু মুদিয়া থাকে, মাতৃস্তনের উষ্ণতা অনুভব করিয়া স্তন্যপান করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করে, কোন উজ্জ্বল বস্তু উহার চক্ষুর নিকটে রাখিলে উহা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে। ধীরে ধীরে শিশুর মানসিকশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া যুবার মনে পরিণত হয়। কিরূপে মানসিকশক্তি বৃদ্ধি পায় তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sensation)

শিশুর প্রাথমিক মানসিকশক্তি বুঝিতে হইলে আমাদের একটা উপমার সহায়তা গ্রহণ করিয়া উহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়; কারণ বয়সের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিক শক্তিগুলি জটিল হইয়া উঠিয়াছে; আদিম সরল অবস্থায় নাই। শিশুর প্রাথমিক সরল মানসিক অবস্থা বুঝিতে হইলে একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আমাদের বাস্তব জীবনের কোন একটা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া, খণ্ড করিয়া বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয়।

উৎসব উপলক্ষে সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত কোন কক্ষ হইতে হঠাৎ যদি আমরা কখনও ঘন কুয়াসাবৃত রজনীতে নগরের পথে বাহির হইয়া পড়ি, তবে প্রথমতঃ আমাদের একটা ধাঁধাঁ লাগে, স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারি না; কুয়াসার একটা স্পষ্ট আভাস মাত্র পাই। সেই অস্পষ্ট আঁধারের ভিতর থমকে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দৃষ্টির জড়তা দূর হইলে, অস্পষ্টতা ক্রমে দূর হইতে থাকে। পথ হাটিবার সময় পথের দুইধারে অস্পষ্ট কাল ছায়ার মত কি যেন দেখা যায়, দুই-চারি বার দেখিবার পর সেগুলি আরও স্পষ্ট হইতে থাকে এবং কুয়াসা সরিয়া গেলে যাহা এতক্ষণ অস্পষ্ট ছিল তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন আমরা রাস্তায় দুই ধারের আলোকস্তম্ভ, ঘর, বাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি স্পষ্ট বুঝিতে সমর্থ হই। **ইন্দ্রিয় সাহায্যে আমাদের যে প্রাথমিক মানসিক অবস্থা বা অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাস হয় তাহাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলে।**

একই সুর যখন বিভিন্ন যন্ত্রে সেতার, বাঁশী, হারমনিয়াম, এস্রাজ বা একতারা সাহায্যে বাজান হয়, তখন আমরা কর্ণদ্বারা বিভিন্ন অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি। চা পান করিবার সময় বিভিন্ন প্রকার "চা"এর গন্ধ ও স্বাদ গ্রহণ করিয়া নাসিকা ও জিহ্বাদ্বারা কতগুলি অনুভূতি লাভ করি। আমরা যখন হাটি বা কোন বস্তু ধরি, তখন অঙ্গসঞ্চালন ও স্পর্শজনিত নানাবিধ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিনিয়ত আমরা চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য অস্পষ্ট জ্ঞান (vague impressions) বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির আক্রমণ লাভ করিতেছি। আমাদের সাধারণ জীবনে কখনও বোধ হয়, **সরল, বিশুদ্ধ** ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয় না।

আলোকের ভিতর হইতে কুয়াসাবৃত পথে প্রথম বাহির হইবার পর

আমাদের মানসিক অবস্থার সহিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে আমাদের মনে একটা অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাস হয় মাত্র। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। ইহাদের প্রত্যেকটী আমাদের মস্তিষ্কে একটি বিশেষ অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাস বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে, আর সেইগুলি একত্র হইয়া একটা সাধারণ জ্ঞানের আভাস আমাদের মনে জন্মাইয়া দিতেছে। মন যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাসে আহত হয়, তখন মন ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে থাকে; এই অবস্থায় মন সর্ব্বাপেক্ষা কম ক্রিয়াশীল; মনের কার্য্য বা মানসিক শ্রম অত্যল্প। আমাদের মন সর্ব্বদা একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে রহে না। জটিল মানসিক ক্রিয়াও সাধারণতঃ চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে, মন প্রকৃতই ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে নামিয়া পড়ে। এই অবস্থাটা শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য করিতে পারেন অমনোযোগী ছাত্রের মানসিক অবস্থায়। "অমনোযোগী" দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, বালক শিক্ষকের কথায় কাণ না দিয়া অপর বিষয়ে মনোযোগ দেয়, এরূপ বালককে অমনোযোগী বলা চলে না।

কিন্তু কোন কোন বালকের মাঝে মাঝে এমন অবস্থা ঘটে যে সে কিছুই ভাবে না, কিছুই বুঝে না, একটা অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাস তাহার ইন্দ্রিয় বহন করিয়া চলিয়াছে মাত্র, বালক উহার প্রতি উদাসীন অর্থাৎ সেই অবস্থায় বালক সম্পূর্ণরূপে অনুভূতির স্তরে নামিয়া পড়িয়াছে। যখন বালক সম্পূর্ণরূপে অনুভূতির স্তরে নামিয়া পড়ে তখন সে কিছুই শিক্ষা করিতে পারে না। চিন্তার দ্বারগুলি তাহার নিকট অবরুদ্ধ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ যে সকল উপাদান তাহার মনের সম্মুখে ধরিতে চায়

সে তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। এই অনুভূতির স্তরে থাকাটা যে সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক তাহা বলা যায় না, ইহারও একটা মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যখন কেহ অবসাদগ্রস্ত বা রুগ্ন হইয়া পড়ে তখন প্রকৃতিদেবী তাহাকে অনুভূতির স্তরে রাখিয়া তাহার মানসিক বিশ্রাম উৎপাদন করিয়া থাকেন, কারণ অনুভূতির স্তরে মানসিক শ্রম সর্ব্বাপেক্ষা কম।

ইহা ছাড়া জটিল মানসিক ক্রিয়া সাধনের অন্য অন্তরায়ও রহিয়াছে। আমাদের মনে যখন ভাবের আধিক্য হয়—দুঃখে, কষ্টে, ক্রোধে, ক্ষুধায় ও ভয়ে যখন মন অভিভূত হয়—তখন আমাদের মনে কোন উচ্চাঙ্গের বা জটিল মানসিক ক্রিয়া বা চিন্তাধারা সম্ভবপর নহে। এই কারণে ভাবের আধিক্য হইলে মন অনুভূতির স্তরে নামিয়া আসে। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক বালকের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া, ভয় দেখাইয়া, বেত্রাঘাত করিয়া শিক্ষা দিতে ব্যস্ত থাকেন তথায় বালকের শিক্ষা সুচারুরূপে হইতে পারে না। সুশাসনের উদ্দেশ্য হইয়াছে বালকের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে শিক্ষাদানের উপযোগী করিয়া তোলা; ভীতি উৎপাদন করিয়া শিক্ষাদানের উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করা যায় না। ইহার ফল হয় বিপরীত। আমরা তখন শিক্ষককে লক্ষ্য করিয়া প্রচলিত কথায় বলিতে পারি "উল্টা বুঝিলি রাম।"

স্মরণশক্তি।

শিশু প্রতিদিনই মাতৃস্তন পান করিতেছে, মাতৃস্তনের উষ্ণতা সে অনুভব করিতেছে। এইরূপ অনুভূতি প্রতিদিনই তাহার হইতেছে।

এগুলি পৃথক্ করিবার ক্ষমতা তাহার এখনও জন্মে নাই। মাতা শিশুকে ঘুম পাড়াইয়া যত্নে বিছানায় রাখিয়া কার্য্যে অন্যত্র চলিয়া গেলেন, কতক্ষণ পর শিশুর ক্ষুধা পাইলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে ঘুম হইতে জাগিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতা শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া তাহাকে স্তন্য পান করাইলেন, শিশু শান্ত হইল। যন্ত্রণার কারণ যে ক্ষুধা তাহা শিশু এখনও বুঝিতে পারে নাই; সে নিজের যন্ত্রণার কারণ এখনও স্থির করিতে পারে নাই, সে ক্ষমতা এখনও তাহার জন্মে নাই। সে একটা যন্ত্রনা অনুভব করে এবং কাঁদিয়া তাহা ব্যক্ত করে। শিশুর কাঁথা ভিজিলে সে শীতলতা অনুভব করে এবং তাহার যন্ত্রণা কাঁদিয়া ব্যক্ত করে। কিন্তু যন্ত্রণার কারণগুলি স্থির করিবার শক্তি এখনও তাহার জন্মে নাই; শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া মাতা উপস্থিত হন, শিশুর ক্রন্দনের কারণ তিনি স্থির করেন, স্তন্যদানে অথবা কাঁথা পরিবর্ত্তন করিয়া শিশুর যন্ত্রনার কারণটী দূর করেন এবং শিশু শান্ত হয়। শিশু এইরূপে প্রতিনিয়ত মাতার শব্দ শুনিতেছে এবং ক্রমে মাতার শব্দ সে বুঝিতে পারে। মাতার শব্দ অন্য শব্দ হইতে পৃথক করিবার শক্তি শিশুর হঠাৎ একদিনে হয় না। শিশু ধীরে ধীরে এই শক্তি লাভ করিয়াছে। প্রতিনিয়ত মাতার শব্দ শুনিতে শুনিতে শিশুর মস্তিষ্কে মাতার শব্দের একটী ছাপ রহিয়া যায়। এখন মাতার শব্দ শুনিলেই চেতনার প্রচ্ছন্নদেশ হইতে মাতার শব্দের পূর্ব্বানুভূতি চেতনার কেন্দ্রস্থলে চলিয়া আসে। এখন বর্ত্তমান ধ্বনি ও পূর্ব্বের ধ্বনি একই বলিয়া সে উহা বুঝিতে পারে। সুতরাং মাতার শব্দ বুঝিতে এখন আর শিশুর কোন গোল হয় না।

কয়েক সপ্তাহ পর আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে শিশু যখন যন্ত্রণায় কাঁদে, মাতার শব্দ শুনিলেই সে শান্ত হয় বা আনন্দ প্রকাশ করে; মাতার শব্দ শুনিলেই শিশু বুঝিতে পারে যে মাতা তাহার যন্ত্রণা দূর

করিবেন, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন, স্তন্যদান করিবেন বা তাহার ভিজা কাঁথা পরিবর্ত্তন করিবেন। সুতরাং মাতার শব্দ শুনিবামাত্র শিশুর চেতনার প্রচ্ছন্নদেশ হইতে অপর কতকগুলি অনুভূতি কেন্দ্রস্থলে চলিয়া আসে।

পুনঃ পুনঃ একইরূপ ঘটনা শিশুর সম্মুখে ঘটিতেছে। তাহার নিকট এই ঘটনাগুলি একই সূত্রে গ্রথিত বা একটী শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এই শৃঙ্খলের একটী ঘটনা শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে অপর ঘটনাগুলি তাহার স্মরণ হয়। এখানে মাতার শব্দ শুনিলেই শিশু পরবর্ত্তী ঘটনাগুলিও যথা—মাতার আলিঙ্গন, স্তন্যদান বা কাঁথা পরিবর্ত্তন স্মরণ করে ও শান্ত হয়। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ নূতন ঘটনায় শৃঙ্খল তাহার মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়।

এখন মা আদর করিয়া তাহার হাতে ঝুনঝুনি দেন, শিশু উহা শক্ত করিয়া ধরে এবং তাহার হস্তসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে উহার শব্দ হয়। পুনঃ পুনঃ এরূপ শব্দ হওয়াতে **সে এখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উহাদ্বারা খেলা করে।**

কয়েক মাস পর একদিন শিশু অসুস্থ হইলে, মা ঝিনুকে ঔষধ নিয়া উহাকে খাওয়াইতে গেলেন, ঝিনুক দেখিয়া শিশু দুগ্ধপানের বিষয় স্মরণ করিল, সে মুখ ব্যাদন করিল, মাতা তাহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন; শিশু তিক্তস্বাদ অনুভব করিয়া উহা ফেলিয়া দিতে চাহিল, মা জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। পুনর্ব্বার ঔষধের সময় হইলে মা ঝিনুকে ঔষধ ঢালিয়া শিশুর সম্মুখে দিলেন; এবার শিশু হা করিল না, মুখ ফিরাইয়া রাখিল। এবার ঝিনুক দেখিয়া শিশু তিক্তস্বাদের বিষয় স্মরণ করিল, সুতরাং মা জোর করিয়া শিশুকে ঔষধ খাওয়াইলেন।

উপরের কয়েকটী ঘটনা হইতে শিশুর স্মরণশক্তি কিরূপে বৃদ্ধি হয়

তাহার আভাস পাওয়া যায়। শিশু যখন হাঁটিতে শিখে তখন সে নানা প্রকার পদার্থের সংসর্গে সহজে আসে এবং তাহার পর্যাবেক্ষণ ও স্মরণশক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তৎসঙ্গে বিভিন্ন ঘটনাশৃঙ্খলের ছাপ্ তাহার মস্তিষ্কে রহিয়া যায়।

যে মানসিক শক্তিবলে আমরা কোন বিষয় চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে রক্ষা করিতে পারি এবং আবশ্যকমত পুনরায় উক্ত বিষয়টী চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করিয়া চিনিতে পারি তাহাকে স্মরণশক্তি বলে।

এই স্মরণশক্তি আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও নৈতিক অভ্যাস বা চরিত্র গঠনের সহায়। স্মৃতির অভাবে শিক্ষা লাভ হয় না।

প্রতিদিন বালকের সম্মুখে কত ঘটনা উপস্থিত হইতেছে প্রত্যেকটী ঘটনা বালক স্মরণ রাখে না, রাখিতে পারেও না। **যে কার্য্য বা বিষয় আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে স্থায়িভাবে আবশ্যক হইবে তাহাই আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক।**

কোন্ কোন্ বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক?

যাহা সম্মুখে আসে তাহাই কণ্ঠস্থ করা ঠিক নয়। বালককে ফনোগ্রাফ বা গ্রামোফন যন্ত্রে পরিণত করিলে চলিবে না। কিন্তু এমন কয়েকটী বিষয় আছে যাহা বর্ণে বর্ণে আমাদের স্মরণ রাখিতে হয়। তথাপি যাহা বালকের জীবনে স্থায়ীভাবে আবশ্যক হইবে তাহাই সে স্মরণ রাখিবে। অক্ষর পরিচয়, বর্ণবিন্যাস, ধারাপাতের নামতা, শুভঙ্করের আর্য্যা, ইতিহাসের তারিখ, পরিভাষা ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সুন্দর কবিতা বা উৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত মনীষিগণের বাক্যাবলী ও এই নিয়মের অধীন। এরূপ কবিতা বা বাক্যাবলী বালকের জীবনে স্থায়িভাবে আনন্দ বর্দ্ধন করে।

পাঠ্য পুস্তকের গল্প বা বিষয়গুলি বর্ণে বর্ণে কণ্ঠস্থ করা অনাবশ্যক। এবং শিক্ষকের পক্ষেও বালককে উহাতে উৎসাহিত করা ভুল। মূল বিষয়টী স্থির রাখিয়া নিজের ভাষায় উহা প্রকাশ করিতে বা আলোচনা করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বালক সাধারণতঃ সূক্ষ্ম বিষয় অপেক্ষা স্থূল বিষয়েই আকৃষ্ট হয়। এজন্য প্রথমতঃ বস্তুর সাহায্যে শব্দ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকদিগকে বস্তু দেখাইয়া, শব্দ ও বাক্য সাহায্যে, উহার নাম, গুণ, কার্য্য ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হয়; তাহা হইলেই বালক শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে। নতুবা তাহার পক্ষে কতকগুলি শব্দ (যেমন পাদুকা, কুম্ভকার, উভচর, দন্তুর প্রাণী ইত্যাদি) কণ্ঠস্থ করা যত সহজ, শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ স্মরণ রাখা তত সহজ নহে। শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ও চিন্তা করিতে যদি বালককে শিক্ষা দেওয়া না হয়, তবে শব্দের একটী ভুল অর্থ বুঝিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং উহার ভুল প্রয়োগ করিবে। শব্দের এরূপ ভুল প্রয়োগ দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে হাসি সম্বরণ করিতে পারি না; কিন্তু বালক বাস্তবিকই বিশ্বাস করে যে শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহার জানা আছে। প্রথম বয়সে বস্তু পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া উহার নাম, গুণ ও কার্য্য কেবল শব্দসাহায্যে শিক্ষা করিতে চেষ্টা করাই ইহার কারণ। অর্থপ্রতীতি না হইতেই বালক কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছে, সুতরাং শব্দের এরূপ অপপ্রয়োগ বালকের পক্ষে স্বাভাবিক।

অর্থ না বুঝিয়া শব্দ কণ্ঠস্থ করিবার দোষ।

অর্থ না বুঝিয়া কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিলে স্মরণশক্তি প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায় না। এরূপভাবে বালক যাহাতে শব্দ কণ্ঠস্থ না করে তদ্বিষয়ে শিক্ষক তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবেন। "সবুজ ঘাস" বলিলে ঘাসের সবুজ রং বালককে পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলিবেন এবং অন্য বর্ণের (যথা

লাল, নীল, পীত ইত্যাদি) পদার্থের সহিত উহার তুলনা করিতে বলিবেন। নানাবর্ণের বস্তুর ভিতর হইতে কতকগুলি সবুজবর্ণের বস্তু বাহির করিতে বলিবেন। (বিভিন্নবর্ণের কাগজ, গুটিকা ইত্যাদির সাহায্যেও বর্ণ শিক্ষা দেওয়া যায়।) তাহা হইলে বালকের "সবুজ" শব্দ স্মরণ রাখা সহজ হইবে। নতুবা বালক "সবুজ ঘাস" না বলিয়া "নীল ঘাস" ও বলিতে পারে।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনেও ইহার ফল বেশ লক্ষ্য করা যায়। "জিনিষকে দেখিয়া শুনিয়া নয়, ধরিয়া ছুঁইয়া নয়, বাঙ্গালীর কাছে জিনিষের পরিচয় জিনিষের নামে; জিনিষের সাথে জিনিষের সম্বন্ধ নয়; কিন্তু জিনিষের নামের সাথে জিনিষের নামের সম্বন্ধ গড়িয়াই, বাঙ্গালী তাহার জগৎ গড়িতে চায়; এই কারণে আমাদের শিক্ষায় গলদ, একটা কৃত্রিমতা (unreality) আসিয়া ঢুকিয়াছে। ফলে আমরা জীবন হইতে, কর্ম্ম হইতে, বাস্তব হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। নাম জিনিষের পরিচয় বটে, কিন্তু নামই জিনিষ নয়; জিনিষ অপেক্ষা কথা বা নামের উপর আমাদের অতিরিক্ত আকর্ষণ, বস্তুকে ভুলিয়া ছায়া লইয়া কারবার হইয়াছে শিক্ষার প্রধান গলদ।"

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি স্মরণশক্তি ব্যতীত আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি, চরিত্রগঠন ও শিক্ষালাভ হয় না। এখন যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, পর মুহূর্ত্তে যদি উহা ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের জ্ঞান কিরূপে বৃদ্ধি পাইবে? এখন যাহা করিতেছি পর মুহূর্ত্তেই যদি উহা স্মরণ না থাকে, তবে কার্য্য করিবার অভ্যাস আমাদের কিরূপে গঠিত হইবে? অভ্যাস না জন্মিলে চরিত্রগঠন বা শিক্ষাকার্য্য হইতে পারে না। না বুঝিয়া স্মৃতিশক্তির অনুচিত পরিচালনা অহিতকর, এবং উহার বিরুদ্ধেই বর্ত্তমান সময়ে

স্মরণশক্তির আবশ্যকতা

আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রগঠনের জন্য, স্মৃতিশক্তির পরিচালনা আবশ্যক ও মঙ্গলজনক।

স্মরণশক্তির উন্নতিসাধন।

পরীক্ষাদ্বারা স্থির করা গিয়াছে যে স্মরণশক্তির উন্নতিবিধান সম্ভবপর। যুবাদের চেয়ে ছেলেমেয়েদের স্মৃতি প্রবল, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি কম। ছেলেমেয়েরা না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ, কিন্তু যুবার পক্ষে ইহা অসম্ভব না হইলেও, যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিলেই সন্তানের জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে স্মৃতির হ্রাস হয়। স্মরণ রাখার প্রণালী সকলের এক নহে; কেহ বা চক্ষুর সাহায্যে কেহ বা কর্ণের সাহায্যে স্মরণ রাখে, আবার অনেকে উভয় ইন্দ্রিয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। স্মরণ রাখিবার জন্য চক্ষু কর্ণের ব্যবহার—লিখন ও পুনরাবৃত্তি—আবশ্যক। স্মরণ রাখিবার জন্য ক্রমাগত অধিক সময় ব্যয় না করিয়া মাঝে মাঝে বিরাম দিলে অধিকতর ফল লাভ করা যায়। এই জন্য অবিশ্রান্ত আধঘণ্টাব্যাপী সময় ব্যয় না করিয়া, যদি দশ মিনিটকাল পাঠাভ্যাস করিবার পর একটু বিরাম দেওয়া যায় এবং এইরূপে পর পর আরও দুইবার পাঠাভ্যাস ও বিরাম দেওয়া হয় তাহা হইলে অধিকতর উন্নতি হয়। দশ মিনিটকাল পাঠাভ্যাসদ্বারা যাহা লাভ করা গিয়াছে, বিরাম দ্বারা সেইটী মনে স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিবার সুযোগ ঘটে। অনবরত বহু বিষয়ের জ্ঞান সন্তানের মনে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিলে সুফল লাভ করা যায় না, সে উহা স্মরণ রাখিতে অসমর্থ হয়। সন্তানকে বুঝিবার, চিন্তা করিবার সুযোগ দিতে হয়। প্রকৃতি কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি করে না। তাহা বলিয়া নিশ্চেষ্টও থাকে না; ধীরে ধীরে স্থায়িভাবে তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়।

স্মরণশক্তির উন্নতি করিবার স্বাভাবিক নিয়ম।

কোন ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিলে উহা স্মরণ রাখা সহজ। এই জন্য একই পাঠ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে,

(১) পৌনঃপুন্য। একই অক্ষর বা চিত্র পুনঃ পুনঃ অঙ্কন করিলে তাহা স্মরণ রাখা সহজ। পুনঃ পুনঃ এক বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে বা এক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে উক্ত চিন্তা বা কার্য্যের অভ্যাস জন্মে। অভ্যাস গঠিত হইলে কার্য্য সহজ হয়।

পুনঃ পুনঃ চিন্তা, কার্য্য বা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা একটী অভ্যাস জন্মে বটে, কিন্তু প্রত্যেক দিনের কার্য্য পৃথগ্ভাবে আমরা স্মরণ করিতে পারি না। রোজই এক পুকুরে স্নান করিতেছি কিন্তু প্রতিদিনের স্নানটা পৃথগ্ভাবে স্মরণ করিতে পারি না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কল্পনার সাহায্যে উহার বিবরণ পূর্ণ করিয়া দেই। কিন্তু অষ্টমীস্নান জীবনে হয়ত একবার করিয়াছি, তাহার প্রকৃত বিবরণ অনেকটা স্মরণ করিতে পারি; কিন্তু দৈনিক স্নানের বিবরণ স্মরণ করা কঠিন। ইহার কারণ কি? পুকুরের স্নান অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, কোন কার্য্য অভ্যস্ত হইলে তাহা করা সহজ, কিন্তু উহাতে মনোযোগের আবশ্যকতা হয় না, সুতরাং উক্ত কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ স্মরণ থাকে না। কিন্তু অষ্টমীস্নান আমার প্রাতাহিক জীবনের অভ্যাসটীকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সুতরাং জীবনে উহা একবার ঘটিলেও উহার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং উহা স্মরণ করা সহজ। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালা হয়; এক দিন তৈল অভাবে সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা

পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। শেষের ঘটনাটী স্মরণ করা সহজ, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি স্মরণ করা কঠিন, কল্পনার সাহায্যে উহাদের বিবরণ পূর্ণ করিতে পারি মাত্র।

পাঠ মুখস্থ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে:—

(ক) পাঠটী বেশ মনোযোগের সহিত ২।৩ বার পাঠ করা।

(খ) তৎপর দুই-এক ছত্র মুখস্থ করা।

(গ) উহা বেশ মুখস্থ হইলে আরও কিছু বেশী যোগ করিয়া আবৃত্তি করা।

(ঘ) এইরূপে একটী সম্পূর্ণ বাক্য মুখস্থ হইলে, এবং পুস্তক না দেখিয়া বাক্যটী অনেকবার আবৃত্তি করিয়া দ্বিতীয় বাক্য উক্ত প্রণালীতে মুখস্থ করিতে হইবে। এইরূপে পাঠের সকল বাক্যগুলি মুখস্থ করিতে হয়।

(২) অনুরাগ।

শিক্ষার সঙ্গে সুখ বা আনন্দ জড়িত থাকা আবশ্যক। শিক্ষিতব্য বিষয়টী বালকের সম্মুখে এরূপভাবে উপস্থিত করিতে হয় যেন উহাতে তাহার অনুরাগ জন্মে। বিষয়সমূহ কিরূপে উপস্থিত করিলে বালকের অনুরাগ জন্মে ইহাই শিক্ষার সমস্যা। শিক্ষাবিদ্‌গণ এই সমস্যা মীমাংসা করিতে নিরন্তর ব্যাপৃত।

অনুরাগ কি?

শিশু পুতুল খেলায় ব্যস্ত; বিদ্যালয়ের বালকগণ দাঁরি, গোলাছুট, ফুটবল খেলায় মত্ত; বালিকা বালি ও ঘাস দ্বারা মাটির থালাতে খাবার সাজাইতেছে; এগুলি অনুরাগের দৃষ্টান্ত।

অনুরাগ মনের একটী ভাব। **কোন ঘটনা বা বিষয় সম্মুখে**

উপস্থিত হইলে, উহাতে সন্তোষলাভ করিবার জন্য মনের স্বাভাবিক ঝোককে অনুরাগ বলে।

অনুরাগ ব্যতীত কোন বিষয় শিক্ষা লাভ করা যায় না। অনুরাগ দুই প্রকার :—(১) **সহজ** (natural); ও (২) **অর্জ্জিত** (acquired); বা (১) **মুখ্য** (direct); ও (২) **গৌণ** (indirect)। কোন বিষয়ে বালকের সহজ অনুরাগ থাকে, কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে (যেমন গণনা, অঙ্ক) যাহাতে বালকের স্বাভাবিক অনুরাগ নাই; অথচ উহা শিক্ষা করা আবশ্যক। শেষোক্ত অবস্থায়, অর্জ্জিত বা গৌণ অনুরাগ উৎপাদন করা প্রয়োজন। যেমন বালিকার পুতুল খেলাতে সহজ অনুরাগ আছে, কিন্তু এক, দুই গণিতে সে মোটেই চায় না। এ অবস্থায় বালিকাকে যদি বলা যায় যে পুতুল একখানা কাপড় পরিয়াছে, আর একখানা কাপড় স্নান করিয়া পরিবে, সুতরাং এই পুতুলের দুইখানা কাপড় আবশ্যক। তোমার দুইটী পুতুল আছে, উহাদের জন্য চারিখানা কাপড় লাগিবে। এখানে সংখ্যা গণনার প্রতি বালিকার অনুরাগ অর্জ্জিত বা গৌণ।

বালকের ছবির প্রতি অনুরাগ আছে, কিন্তু ইতিহাসের প্রতি তাহার অনুরাগ নাই। এ অবস্থায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার চিত্রাবলী দেখাইয়া শিক্ষক যদি ঐতিহাসিক গল্প বলেন তবে বালকের ইতিহাসেও অনুরাগ জন্মিবে। এখানে চিত্রের প্রতি বালকের সহজ বা মুখ্য অনুরাগ আছে, কিন্তু ইতিহাসের প্রতি অর্জ্জিত বা গৌণ অনুরাগ জন্মিয়াছে।

যখন আমরা কোন বিষয়ের প্রয়োজন বা অর্থ লক্ষ্য করিতে পারি, তখন আমাদের সেই বিষয়ে অনুরাগ জন্মে।

অনুরাগ উৎপাদনের উপায়। শিশু সাধারণতঃ ঝোকের মাথায়ই কাজ করে, তাহার দূরদৃষ্টি নাই, সে বহু বিষয়ের

উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে অসমর্থ। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দূরদৃষ্টির সীমা প্রসারিত হইতে থাকে। এই কারণে কোন পাঠে শিশুর অনুরাগ জন্মাইতে হইলে সেই **পাঠটী তাহার বয়সের উপযোগী হওয়া দরকার** এবং যাহাতে উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বালক স্বেচ্ছায় নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে সেই দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ যাহার অর্থ বা প্রয়োনীয়তা সুস্পষ্ট তাহাই বালককে শিক্ষা দিতে হইবে। যেমন নিজের নাম বা যে সকল বস্তুর নাম সে সর্ব্বদা ব্যবহার করে তাহা লিখিতে শিক্ষা দেওয়া। ইহার পর বালক যে কাজটী করিবে শিক্ষক যদি উহার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে বালককে বুঝাইয়া দিতে পারেন তবে বালক অধিকক্ষণ নিবিষ্টমনে সেই কাজ করিতে সমর্থ হইবে। **বালকের উপযোগী পাঠ দিতে** নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক :—

(১) নির্দ্দিষ্ট পাঠ সম্বন্ধে বালকের পূর্ব্বজ্ঞান কি রহিয়াছে তাহা স্থির করা।

(২) যে সকল শব্দের অর্থ বালক সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে তেমন শব্দ ব্যবহার করা।

(৩) পাঠে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে যে টুকু পাঠ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী প্রয়োজনীয় বিষয় বালক বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে কি-না তাহা স্থির করা।

(৪) শ্রেণীর সকল বালকের সহযোগিতা লাভ করা, অর্থাৎ শ্রেণীর সকল বালকই যাহাতে কাজে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া উহা সমাধা করিতে ব্যাপৃত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। বালকগণ স্বভাবতঃ কাজ করিতে ভালবাসে এবং তাহাদিগকে যদি কাজটীর প্রয়োজনীয়তা

বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই তাহারা অনুরাগের সহিত কাজটী সম্পন্ন করিতে যত্ন করিবে।

শিক্ষকের গুণে অনেক সময় পাঠগুলি বালকদিগের নিকট প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে। এই গুণ অর্জ্জন করিতে হইলে শিক্ষকের **আত্মপ্রত্যয়** থাকা আবশ্যক। পাঠের বিষয়টী যখন শিক্ষক নিজে উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন এবং নিজের ভাবগুলি যখন তিনি সহজে ও বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই। শিক্ষকের এই আত্মপ্রত্যয় একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এমন শিক্ষক রহিয়াছেন, বিষয়ের উপর উপযুক্ত অধিকার না থাকিলেও তিনি ভাবেন যে তিনি সব জানেন ও সহজে বালকদিগকে বুঝাইতে পারেন। বাস্তবিক ইহা আত্মপ্রত্যয় নহে, ইহা আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কার। অনেক সময় শিক্ষক বাক্যের সহিত **অঙ্গভঙ্গী** দ্বারা বালকের মনে অনুরাগ জন্মাইতে সমর্থ হন। যে শিক্ষক চোখে-মুখে হাতে-পায়ে, কথা বলিতে পারেন, তিনি যে শ্রোতার মনে অনুরাগ উৎপাদন করিবেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইহা ছাড়া শিক্ষকের যথেষ্ট পরিমাণ শব্দসম্পদ্ থাকা প্রয়োজন। তাঁহার মনে যখন যে ভাবটীর উদয় হয়, সেই ভাবটীর উপযোগী শব্দ ও বাক্য যথাসময়ে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইলে সুফল লাভ করা যায়। ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে শিক্ষকের অনেক পড়া শুনা করা আবশ্যক; যে সকল সার্থক ও সুন্দর শব্দ বা বাক্যাংশ তিনি পুস্তকে পাঠ করেন বা শুনেন, উহাদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা তিনি ভাষা প্রয়োগে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

পুরস্কার বিতরণ দ্বারাও নানা বিষয়ে অর্জ্জিত বা গৌণ অনুরাগ উৎপাদন করা যায়। কেহ কেহ এরূপ প্রলোভন দ্বারা অনুরাগ

উৎপাদনের বিরোধী, তাঁহারা মনে করেন ইহাতে স্থায়ী অনুরাগ না জন্মিয়া নৈতিক অবনতি ঘটে। পুরস্কার বিতরণদ্বারা কোন কোন বিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করা আবশ্যক। জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সহিত উক্ত বিষয়গুলিতে স্থায়ী অনুরাগ জন্মিতে পারে।

কোন্ কোন্ বিষয়ে শিশুর অনুরাগ বৃদ্ধি করা যায়?

উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া শিশুদিগের অনুরাগ নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎপাদন করা যাইতে পারে:—

(১) নানাবিধ তরু, লতা, বৃক্ষ, পাতা, ফুল, ফল, সব্জী।

(২) নানাবিধ পশু পক্ষী:--যথা, গরু, ঘোড়া, বিড়াল, কবুতর, কাক ইত্যাদি।

(৩) চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বৃষ্টি, শিল, কুয়াসা, মেঘ, বাতাস, কয়লা, পাথর ইত্যাদি।

(৪) আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

(৫) নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য।

(৬) ভৌগোলিক সংজ্ঞা ও বিবরণ।

(৭) পঠন, লিখন ও অঙ্ক।

কোন বস্তু বা বিষয়ে অনুরাগ জন্মিলে, বালক উক্ত বস্তু বা বিষয়টী

অনুরাগ উৎপাদনের আবশ্যকতা।

মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রবণ করে। সুতরাং উক্ত বস্তু বা বিষয়টীর ধারণা তাহার মনে সুস্পষ্ট হইলে উহা স্মরণ রাখাও সহজ; এ জন্য পাঠে বালকের অনুরাগ উৎপাদন করা শিক্ষকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা জানি যে শিক্ষাকার্য্য চলে ততক্ষণ, যতক্ষণ বালক শিক্ষকের

প্রতি মনোযোগ দেয়, আর মনোযোগ নির্ভর করে বালকের অনুরাগের উপর। অতএব শিক্ষাকার্য্যে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বালকের অনুরাগের উপযোগী হয়। বালকের বিভিন্নবিষয়ের অন্তর্বোধ অত্যল্প, তাহার ধারণার শৃঙ্খল ক্ষুদ্র, আর তাহার অনুরাগও চঞ্চল। তাহার চঞ্চল ধারণার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই কারণে বহুক্ষণব্যাপী মনোযোগ বালকের নিকট আশা করা যায় না। বালকের মানসিক শক্তির বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের স্থায়িত্বকালও বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহা স্মরণ রাখিয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য শিশুর স্বাভাবিক মানসিক উন্নতির ক্রম অনুসারে তাহার ক্রমোন্নত অনুরাগেরও একটী ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করা।

আমরা যখন কোন বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করি, তখন শুধু উক্ত বিষয়টী আয়ত্ত করিয়াই আমরা সন্তোষলাভ করি না, আরও অধিক জানিবার জন্য মনের ঝোক রহিয়া যায়। ইহার ভিতর আত্মচেষ্টা (Self activity) বর্ত্তমান আছে। বালকের অনুরাগ নানাবিষয়ে ধাবিত হয়, কখনও বিপথে ধাবিত হইয়া বালকের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। শিক্ষকের লক্ষ্য থাকে বালকের অনুরাগকে সৎপথে পরিচালনা করা। অসংযত অবস্থায় বালককে ছাড়িয়া দিলে, শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

শিশুর অনুরাগের বিষয় হইতে যুবকের অনুরাগের ক্ষেত্র বহুদূর প্রসারিত। হার্ব্বাট মানবের অনুরাগের বিষয়সমূহকে দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) বিষয়ানুরাগ ও (২) মানবানুরাগ। ইহাদের আবার তিনটী করিয়া উপবিভাগ রহিয়াছে যথা :—

অনুরাগের শ্রেণীবিভাগ।

(১) বিষয়ানুরাগ।	(২) মানবানুরাগ।
(ক) বস্তুপর্য্যবেক্ষণ জনিত অনুরাগ।	(ক) সহানুভূতি (ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি)।
(খ) বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি অনুরাগ।	(খ) সামাজিক অনুরাগ (সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান)।
(গ) বস্তুর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতি অনুরাগ।	(গ ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগ (মানবের পরিণতি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা)।

মনোযোগ ব্যতীত আমাদের কোন মানসিক শক্তিই বৃদ্ধি পায় না।

(৩) মনোযোগ—উহার আবশ্যকতা।

স্মরণশক্তির ভিত্তিই মনোযোগ। অনুরাগের সাহায্যে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং মনোযোগ বৃদ্ধি পাইলে বস্তু বা বিষয়টীর ধারণা সুস্পষ্ট হয়। সুস্পষ্ট ধারণা স্মরণ রাখা সহজ। যাহাতে বালক কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোযোগ স্থায়ী রাখিতে পারে তৎপ্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

যে মানসিক শক্তি অন্যান্য বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া কোন এক বিষয়ে উহাকে নিবিষ্ট করে তাহাকে মনোযোগ বলে।

মনোযোগের তিনটী প্রধান ধর্ম্ম।

(১) কোন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন উঠাইবার শক্তি।

(২) কোন এক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মন প্রয়োগ করিবার শক্তি বা একাগ্রচিত্ততা।

(৩) উক্ত বিষয়ে একাগ্রচিত্ততা বা তন্ময়তা স্থায়ী করা।

আমাদের মন সাধারণতঃ নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। কোন বিষয় শিক্ষা করিবার সময় এই বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে মন উঠাইয়া উক্ত বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিতে হয়। এরূপভাবে কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিতে মানসিক শ্রম হয়। এই মানসিক শ্রম সকল বালকের সমান হয় না। **বালক সাধারণতঃ বিভিন্ন বয়সে ক্রমাগত এক বিষয়ে কতক্ষণ মনোযোগ স্থায়ী রাখিতে পারে** তাহার তালিকা এখানে দেওয়া গেল।

বয়স	যতক্ষণ এক বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী রাখা যায়।
৬ বৎসর	১৫ মিনিটের অনধিক কাল।
৮—১০ ,,	২০ ,,
১০—১২ ,,	২৫ ,,
১২—১৬ ,,	৩০ ,,

এজন্য পাঠের ভিতর মাঝে মাঝে যাহাতে মন আবশ্যকমত কিছু সময় বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা ক্রমাগত অজস্র নূতন চিন্তার ফোয়ারা একটীর পর অপরটী উপর্য্যুপরি বালকের মনে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিলে, বালক কিছুই শুনিবে না এবং উহাতে মনোযোগ দিতে সমর্থ হইবে না। অতএব বালককে অবসর না দিয়া শিক্ষক যদি ক্রমাগত পাঠ দিতে থাকেন, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে বালক মনোযোগ দিতে পারে না এবং কিছুই বুঝিতে ও শুনিতে পারে না। সুতরাং এই অবস্থায় শিক্ষকের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। কোন কোন শিক্ষক মনোযোগের এই নিয়মটী বুঝিতে না পারিয়া ক্রমাগত, সাহিত্যের ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি অতি দ্রুত বালকদিগের নিকট বলিতে থাকেন, কিন্তু প্রশ্ন করিলে বালকগণ যখন উত্তর দিতে অসমর্থ হয়, তখন শিক্ষক বিস্ময় প্রকাশ করেন, এবং বলেন "ছেলেগুলির মাথাই নাই।"

মনোযোগ স্থায়ী করিবার উপায়। মনোযোগ স্থায়ী করিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঃ—

(ক) প্রথমত বালকের **বাহ্যিক অসুবিধাগুলি দূর করিতে হইবে।** বাহ্যিক বা শারীরিক অসুবিধাগুলি দূর না করিলে মনোযোগ স্থায়ী হয় না, যেমন—অতিরিক্ত আলো চক্ষে পতিত হইলে, চাপাচাপি করিয়া বসিলে বা বায়ুচলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ঘর দূষিত বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইলে; কোন বিষয়ে মনোযোগ স্থির রাখা কষ্টকর হইয়া উঠে। এই বাহ্যিক অসুবিধাগুলি দূর করিবার উপায় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বর্ণনাকালে দেখান হইবে।

(খ) **মানসিক অসুবিধা** ঃ—যে সকল বিষয় বা বস্তু বালকের মন বিষয়ান্তরে আকর্ষণ করে, সে গুলি বালকের সম্মুখ হইতে দূরে রাখা আবশ্যক। পাঠের সময় কোন আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করিলে, কোন বালক অঙ্গভঙ্গী করিলে, কোন মিছিল বা তামাসা উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের কোন চিত্তাকর্ষক চিত্র বা আদর্শ বালকের সম্মুখে থাকিলে, বালকের মনোযোগ পাঠে স্থির রাখা যায় না।

(গ) চিত্তাকর্ষক বস্তু বা পদার্থের সাহায্যে বা নূতন বিষয়ের সহিত পূর্ব্বপরিচিত বিষয়ের সম্বন্ধস্থাপনদ্বারা বালকের **অনুরাগ উৎপাদন করিয়া** মনোযোগ কোন এক বিষয়ে স্থির করা সহজ। এজন্য নক্সা, ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার, পুতুল, মনোহর গল্প ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক পদার্থের সাহায্যে পাঠে মনোযোগ স্থির করিতে সুবিধা হয়।

(ঘ) **ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে** কোন এক বিষয়ে মনোযোগ স্থির করা যায়। এই ইচ্ছাশক্তি অভ্যাসদ্বারা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ইহা বয়োবৃদ্ধির সহিত জন্মে। বালকের ইচ্ছানুসারে কোন এক বিষয়ে

একাগ্রচিত্ত হইবার অভ্যাস এখনও গঠিত হয় নাই; তাহার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়েই অল্পবয়স্ক বালকের মনোযোগ স্থির করিতে হয়।

কোন বিষয়ে মনোযোগ স্থির করিবার শক্তি, ক্রমাগত অভ্যাসদ্বারা জন্মে। সুতরাং কোন বিষয়ে মনোযোগের অভাব লক্ষিত হইলে, শিক্ষক কেবল তিরস্কার বাক্য ও আদেশদ্বারা বালকের মনোযোগ উক্ত বিষয়ে স্থির রাখিতে পারেন না। কারণ এই ইচ্ছাশক্তি বালকের এখনও দৃঢ় হয় নাই। যে শক্তি বালকের নাই, বালক তাহা প্রয়োগ করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করা শিক্ষকের ভুল ও অন্যায়।

বালকের বয়স ও অভিজ্ঞতার সহিত তাহার মনোযোগ স্থির করিবার অভ্যাস শিক্ষা দিতে হয়। প্রথমবারের চেষ্টাদ্বারা দ্বিতীয়বারের চেষ্টা সহজ হইবে। এইরূপে মনোযোগ স্থির করিবার অভ্যাস জন্মিলে, ইচ্ছা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, তখন বালক আত্মসংযম করিতেও সমর্থ হইবে।

(ঙ) বালক যে পরিমাণ পাঠ ভালরূপে শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহার অধিক পাঠ তাহাকে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। এরূপ অধিক পাঠ বালককে শিক্ষা করিতে দিলে, সে তাড়াতাড়ি পাঠ সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করে। ইহা মনোযোগের অন্তরায়। কারণ অল্প সময়ের ভিতর অধিক পাঠ সমাধা করিবার জন্য বালকেয় মন চঞ্চল হইয়া পাঠের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার মনোযোগ কোন বিষয়ে স্থির থাকে না। এ বিষয়ে শিক্ষকের সতর্ক থাকা আবশ্যক।

অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে শিশুর মনোযোগ লাফিয়ে লাফিয়ে বিভিন্ন পদার্থে ধাবিত হয়, এই কারণে পাঠ শুনিবার জন্য শিশুকে ১৫।২০ মিনিট কালও এক স্থানে উপবিষ্ট রাখা ঠিক নয়; ইহাতে সুফল না হইয়া কুফলই ঘটিয়া থাকে। অল্প বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরণ

করিলে শিশুর অনিষ্ট ঘটিবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে মানসিক শ্রমের আবশ্যক, ছয় বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বালককে তাহা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা অহিতকর। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের ইহাই মত।

(৪) আনুষঙ্গিক ভাব (সুখ ও দুঃখ)।

যে বস্তু বা বিষয়ের সহিত আমাদের মানসিক সুখ বা দুঃখ জড়িত হয়, তাহা স্মরণ রাখা সহজসাধ্য। বালকের অঙ্গুলি একবার পুড়িলেই, সে ইহা স্মরণ রাখে। ইহা স্মরণ রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি পোড়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রফুল্ল, কার্য্যে উদ্যমশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষক বালকের মনে আনন্দ ও উৎসাহ আনয়ন করেন এবং বালকের স্মরণশক্তির যথেষ্ট সহায়তা করেন। শিক্ষকের উক্ত গুণগুলি থাকা আবশ্যক। শিক্ষক বালকের মনে আনন্দবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইলে, বালক অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় বা প্রশ্ন দেখিয়া ভীত হয় না। একটী প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারিলেই, বালক অপর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আনন্দের সহিত অগ্রসর হয়। আনন্দের সহিত বালক জটিল প্রশ্নগুলির যে মীমাংসা করে, তাহা সে সহজে ভুলিয়া যায় না।

কিন্তু দুঃখজনক ভাবের সাহায্যে বালকের স্মরণশক্তি উন্নীত করিতে চেষ্টা করা শিক্ষকের পক্ষে সহজ নহে। অনুচিত শাস্তিদানহেতু বালক শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়; পাঠের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মে, এবং বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। বালকের প্রতি ভয় প্রদর্শন, উপহাস কিম্বা কঠিন ব্যবহার করা অনুচিত। ভয় প্রদর্শন হেতু বালকের স্নায়বিক উত্তেজনা হয়; এই উত্তেজনা দ্বারা বালকের স্মরণশক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং মনোযোগের অভাব হয়; সুতরাং বালক পাঠ স্মরণ করিতে পারে না।

স্বাস্থ্য স্মরণশক্তির সহায়তা করে। শরীর সবল থাকিলে ও পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া সুচারুরূপে চলিলে মন

(৫) স্বাস্থ্য।

সতেজ থাকে এবং পাঠ স্মরণ রাখা সহজ। রুগ্নাবস্থায় অথবা যখন অতিরিক্ত পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়, তখন কোন বিষয় স্মরণ রাখা সহজ নয়। শ্রান্ত বালকের নিকট ক্লান্তির ভাব আসে কিনা শিক্ষক সর্ব্বদাই তাহা লক্ষ্য করিবেন। যে পাঠে স্মরণশক্তির অধিক পরিচালনা আবশ্যক করে, মন যখন সতেজ থাকে—প্রাতঃকালে—তখন উহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মনের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে জীবনে আমরা যে সকল বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি দেখি বা শুনি, তাহাদের অনেকগুলি ধারণা শৃঙ্খলাকারে আমাদের মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠের মধ্যে বা

(৬) ধারণার শৃঙ্খল বা সংযোগ (Association of Ideas).

চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে লুক্কায়িত থাকে; এবং এই শৃঙ্খলের একটী বস্তু বা ঘটনা সম্মুখে উপস্থিত হইলে বা স্মরণ হইলে, অন্যান্য ঘটনাগুলি একটীর পর অপরটী স্মরণ হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে মাতার শব্দ শুনিলেই শিশু মাতার আলিঙ্গন, কাঁথা পরিবর্ত্তন ইত্যাদি স্মরণ করে। "তাজমহল" এই শব্দটী দেখিলে, উহার উচ্চারণ, সমাধিমন্দির, ঐতিহাসিক ঘটনা, আগ্রা সহর ইত্যাদি একটীর পর অপরটী স্মরণ হয়। সুতরাং ধারণার শৃঙ্খলের সাহায্যে আমাদের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। ধারণার ভিতর যেমন সংযোগ হয়, তেমন কার্য্য ও ভাবের ভিতরও সংযোগ হয়, যেমন হারমনিয়ামের চাবির উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন।

ক্রমাগত পৃথগ্‌ভাবে বহু বিষয় বালককে শিক্ষা দিলে সে জ্ঞানী হয় না; এরূপ শিক্ষা কার্য্যকরী হয় না; কিন্তু অল্প বিষয় শিক্ষা দিয়াও যদি

উহার ভিতর একটী কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তবে সে শিক্ষা কার্য্যকরী হয়, এবং বিষয়টীও বালক স্মরণ করিতে পারে।

বালকের পরিচিত বিষয়গুলির ভিতর যাহাতে সে এরূপ সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারে, শিক্ষক তৎপ্রতি যত্ন নিবেন। একই বিষয়ের ভিতর বালকগণ পৃথক সম্বন্ধ লক্ষ্য করে। গণিতের একটী প্রশ্ন বিভিন্ন উপায়ে সমাধান করে, একই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে বালকগণ বিভিন্ন বাক্য, ভাব, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করে। ইহার কারণ এই যে, সকল বালকের ধারণার সংযোগ এক ভাবে জন্মে নাই। এই জন্য এক বালকের নিকট যে দৃষ্টান্ত বা চিত্র প্রদর্শনদ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না, অপর বালকের নিকট সেই দৃষ্টান্ত বা চিত্র সুস্পষ্ট ও বেশ কার্য্যকর হয়। এক বালক দুইটী বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারে, কিন্তু অপর বালককে এই সম্বন্ধ দেখাইয়া দিলেও সে উহা দেখিতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষক তাহার দৈনিক জীবনে ইহা লক্ষ্য করিতেছেন। একটী দৃষ্টান্ত বা চিত্র কার্য্যকর না হইলে, শিক্ষক আবশ্যকমত অপর দৃষ্টান্ত বা চিত্র বালকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিষয় দুইটীর মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিতে বালককে সাহায্য করিবেন।

আমাদের মনে ধারণার সংযোগ কিরূপে হয়?

আমরা যে সকল বস্তু বা ঘটনা প্রত্যেক্ষ করিতেছি বা শুনিতেছি তাহাদের ধারণা আমাদের মনে কতকগুলি নিয়মানুসারে সংযুক্ত হয়। এই নিয়মগুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (ক) সান্নিধ্য ও (খ) সাদৃশ্য।

(ক) সান্নিধ্যের নিয়ম (Law of Contiguity)। দুই বা অধিক ঘটনা বা কার্য্য যদি একই সময় বা অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে, তবে ইহাদের একটী ঘটনা বা কার্য্য মনে

উদয় হইলে অপরগুলিও একটীর পর অন্যটী স্মরণ হইতে থাকে।

বালক $\frac{\substack{৮\\৯}}{৭২}$ ভুলিয়া গেলে, প্রথম হইতে ৮ ঘরের নামতা আবৃত্তি করিয়া ($\frac{\substack{৮\\১}}{৮}$ $\frac{\substack{৮\\২}}{১৬}$ $\frac{\substack{৮\\৩}}{২৪}$ ইত্যাদি রূপে) উহা স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। কবিতা বা বাক্যের অংশ ভুলিয়া গেলে বালক এই উপায়ে স্মরণ করিতে চেষ্টা করে।

এগুলি সময়ের সান্নিধ্যের দৃষ্টান্ত।

পুস্তকের কোন স্থান বা পৃষ্ঠা দেখিলে ঐ পৃষ্ঠায় কোন্ বিষয় লেখা আছে তাহা স্মরণ হয়। মানচিত্র দেখিলে ভূগোলের বিবরণ স্মরণ হয় **এগুলি স্থানের সান্নিধ্যের দৃষ্টান্ত।**

এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ কৃত্রিম উপায়ে নানাবিষয় স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক ঘটনা বা অপর কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখিবার জন্য তাহারা এক-একটী ঘটনা বা বিষয়, নিকটবর্ত্তী পৃথক ঘর, বৃক্ষ বা প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উহার সঙ্গে কৃত্রিম সম্বন্ধ স্থাপন করে। তৎপর এক-একটী ঘর, বৃক্ষ বা প্রাচীর স্মরণ করিয়া উক্ত বিষয়গুলি একটীর পর অপরটী স্মরণ করে। ইহাতে স্মৃতির অনুচিত পরিচালনা হয়, কিন্তু জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয় না। ইহা দুর্ব্বল মস্তিষ্কের পরিচায়ক। সুতরাং শিক্ষক দেখিবেন বালক যেন এই প্রথা অবলম্বন না করে।

উৎপাটিত বৃক্ষ, ভগ্নগৃহ ইত্যাদি দেখিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঝড়ের বিষয় স্মরণ হয়, ভস্মীভূত গৃহ দেখিলে অগ্নিকাণ্ডের ধারণা জন্মে। **এগুলি কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত।**

মন্দ ছেলেকে ভাল করিতে হইলে, তাহার সম্মুখে সৎকার্য্য করিয়া সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বালকের ধারণার শৃঙ্খলগুলির উন্নতি বিধান

করিতে হয়। "মিথ্যা কথা বলিও না" না বলিয়া "সত্য কথা কহিও" বলিতে হয়; কারণ "ইহা করিও না, উহা করিও না" ইত্যাদি নিষেধ বাক্যদ্বারা বালকের চেতনার কেন্দ্রস্থলে তাহার হীন প্রকৃতিটীকে জাগাইয়া তুলিতেছি; বালকের হীন প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া সৎ আদর্শটী তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে উঠাইয়া ধরিলে বালকের ধারণার শৃঙ্খলগুলি সৎ আদর্শে গঠিত হইয়া তাহার চরিত্রের উন্নতি সাধন করিবে।

(খ) **সাদৃশ্যের নিয়ম** (Law of Similarity)। **উপস্থিত কোন বস্তু বা বিষয় উহার সদৃশ অপর বস্তু বা বিষয় স্মরণ করায়।** কোন পরিচিত ব্যক্তির ফটোগ্রাফ্ দেখিলে, উক্ত ব্যক্তির বিষয় স্মরণ হয়।

পাঠদানের সুবিধার জন্য আমরা শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে পৃথক করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকি। বাস্তবিক বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পৃথক নহে, উহাদের ভিতর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই লিখন, পঠন ও বানান একত্র শিক্ষা দেওয়া হয়; উত্তম শিক্ষক ইতিহাস শিক্ষাদানকালে ভূগোলের অবতারণা করিতে ত্রুটী করেন না। ইহা ছাড়া, নিম্নলিখিত কারণে বিষয়সমূহ বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাদান করা অকর্ত্তব্য :—

শিক্ষণীয় বিষয়গুলির ভিতর পরস্পর সম্বন্ধস্থাপন। (correlation of studies)

(১) বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দিলে, শিক্ষায় কৃত্রিমতা প্রবেশ করে ও বিষয়সমূহে বালকের অনুরাগ রক্ষা করা যায় না। কোন একটী বিষয় বুঝিতে, অপর একটী বিষয় যে সহায়তা করে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

(২) এইরূপ শিক্ষাদ্বারা "কতকগুলি বিচ্ছিন্ন মুক্ত ধারণার সমষ্টিই প্রকৃত জ্ঞান" এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া থাকে।

(৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য এক না হইয়া বহুবিধ হইয়া উঠে।

এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক ও অধ্যাপক হার্ব্বার্ট সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বিষয়সমূহের একীকরণের (concentration) পক্ষপাতী। তাঁহার মতে চরিত্রগঠন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু

একীকরণ।
(concentration)

চরিত্রগঠন	নির্ভর	করে	ইচ্ছার	উপর
ইচ্ছা	"	"	বাসনার	"
বাসনা	"	"	অনুরাগের	"
অনুরাগ	"	"	চিন্তার বিষয়ের	"

সুতরাং চরিত্রবান্ হইতে এক বিস্তৃত সুযুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। হার্ব্বার্টের মতে তাঁহারাই শক্তিশালী মানব, যাঁহারা যৌবনে সুযুক্তিপূর্ণ পরস্পর ঘনিষ্ট চিন্তাধারায় মন পরিপূর্ণ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন। কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল খণ্ডজ্ঞান মনের ভিতর ভাসিয়া চলিলে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি অসংযত হয় ও উদ্দেশ্যবিহীন অসংযত জীবন যাপন করিতে হয়। চিন্তাধারার ভিতর ঐক্য বা সম্বন্ধ রক্ষা করিতে না পারিলে, ঐকান্তিক চরিত্রবল লাভ করা যায় না।

অধিকতর নৈতিক শিক্ষা যে বিষয়ে লাভ করা যায়, তাঁহার মতে, সেই বিষয়টীই প্রধান। উহাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। ইতিহাস ও গল্পকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের তিনি পক্ষপাতী।

সম্বন্ধ স্থাপনের বিপদ্।

বালকের মনে একটী বস্তু বা বিষয়ের অনেকগুলি ধারণার শৃঙ্খল গঠিত হয়; সুতরাং একটী ঘটনা বা শব্দ স্মরণ হইলে, অপর ঘটনা বা বিষয় স্মরণ হইয়া তাহাকে অনেক দূরে নিয়া যায়, এবং বালক অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করে। ব্যাকরণের পাঠে "তাজমহল" কোন্ পদ বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, বালকের মনে যদি অন্যান্য ধারণার উদয় হয়—তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে কত ব্যয় হইয়াছে, কলিকাতার মনুমেণ্টের মত উচ্চ কি না, তাজমহলের গল্প বালক তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছে, তাহার পিতা বরিশালে চাকুরী করেন, বরিশাল ষ্টীমারে যাইতে হয়, সেখানে অনেক ষ্টীমার থাকে, ষ্টীমার কোথায় প্রস্তুত হয়, বিলাত কেমন দেশ, সেখানে কিরূপে যাইতে হয়, সমুদ্র কত বড়, ইত্যাদি—এরূপে যদি একটীর পর অপর ঘটনা তাহার স্মরণ হয়, এবং সে যদি শিক্ষকের নিকট ক্রমাগত এরূপভাবে প্রশ্ন করিতে থাকে তবে শিক্ষকের পাঠ দেওয়া চলে না। কোন কোন বালক এরূপে শিক্ষকের পাঠের ব্যাঘাত জন্মায়। এ বিষয়ে শিক্ষকের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কর্ণহীন তরীসমূহের ন্যায় বালকের উদ্দেশ্যবিহীন ধারণাগুলিকে এরূপভাবে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; উহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খলভাবে দুইটী বিষয়ের ভিতর অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি বাহ্যিক সম্বন্ধস্থাপন করা অকর্ত্তব্য। একটী মূল বিষয় কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া তাহার সহিত যথাসম্ভব অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক সম্বন্ধস্থাপন করা কর্ত্তব্য। অপর বিষয়ের (যেমন ভূগোলের) সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিলে, যদি মূলবিষয়টী (যেমন ইতিহাস) বুঝিতে বালকের পক্ষে সহজ হয়, তাহা হইলেই অপর বিষয়ের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে হইবে। নতুবা বাহ্যিক সম্বন্ধস্থাপন অনাবশ্যক; উহা কৃত্রিম এবং এইরূপ সম্বন্ধস্থাপনদ্বারা বালকের বুদ্ধি

মার্জ্জিত হয় না। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত তিনটী নিয়মের প্রতি শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন :—

(১) শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত, বালক নিজেই যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

(২) যে সম্বন্ধস্থাপন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, ও যাহা কার্য্যকর হইবে না শিক্ষক তাহার চেষ্টা করিবেন না।

(৩) দুইটী বিষয়ের মধ্যে মিথ্যা বা কৃত্রিম সম্বন্ধস্থাপন করা অনুচিত।

ধারণার সংযোগ ও শব্দ-যোজনা (Word association)

মাঝে মাঝে আমাদের মনে এমন ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়, যে উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বেশ চিন্তা করিয়া বাহির করিতে হয়। "ফল" শব্দটী শুনিবার পর নিম্নলিখিত ধারণাগুলি আমার মনে পর পর উদয় হইতে পারে :—"আম", "মালদহ", "গৌড়", "দিল্লী", "কুতুবমিনার"। মনের উদাসীন বা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চঞ্চল মনে ইহা যে হইয়া থাকে, তাহা আমরা অনেকে দৈনিক জীবনে লক্ষ্য করিয়া থাকি। প্রথম ধারণাটী হইতে অল্পক্ষণের ভিতর আমরা এমন ধারণায় উপস্থিত হই যে প্রথমটীর ("আম") সহিত শেষ ধারণার (কুতুব-মিনারের) কোন সম্বন্ধ আমরা আপাততঃ লক্ষ্য করিতে অপারগ হই। কিন্তু নিবিষ্ট মনে যদি শেষ ধারণাটী হইতে ক্রমাগত পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণাগুলিকে খুঁজিতে থাকি তবে আমরা ধারণার শৃঙ্খলটীর ভিতর একটী যুক্তিমূলক সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া আমোদ উপভোগ করি। আমাদের নিকট যদি এমন দুইটী শব্দ (যথা "হাস" ও "দুগ্ধ") উপস্থিত করা

হয়, যাহাদের ভিতর কোন সম্বন্ধ আমরা তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করিতে অসমর্থ, নিবিষ্ট মনে একটু চিন্তা করিয়া আমরা প্রথম ও শেষ শব্দ দুইটীর ভিতর এমন কয়েকটী শব্দ বসাইয়া ধারণার শৃঙ্খল রচনা করিতে পারি, যাহাতে প্রথম ও শেষ শব্দের ভিতর সম্বন্ধ লক্ষ্য করিতে আমাদের ইতস্ততঃ করিতে হয় না। (যথা :—"হাঁস", "গৃহস্থ", "গরু", "দুগ্ধ")।

আমাদের ধারণার সংযোগ সাধারণতঃ বিশৃঙ্খল নহে, ইহা নিয়মের অধীন। বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্নরূপে এই সংযোগ ঘটে, উহাদের মনের গতি অনুসারে। বালক ও অসভ্য লোকের কথার ভিতর আমরা অনেক অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করি, কারণ তাহাদের ধারণা ও আমাদের ধারণা বহু পরিমাণে পৃথক; কিন্তু উহাদের ধারণার সংযোগের ভিতরও যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এমন কি আমাদের স্বপ্নে যে সকল ধারণা হয়, উহাদের ভিতরও যে সম্বন্ধ থাকে, পণ্ডিতগণ পরীক্ষাদ্বারা তাহা স্থির করিয়াছেন।

বালক যাহাতে স্বীয় ধারণার ভিতর সম্বন্ধস্থাপন করিতে শিখে তজ্জন্য শিক্ষক মহাশয় শব্দযোজনা ও বাক্যরচনা অনুশীলন করিতে দিবেন। যেমন কয়েকটী বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া পদের সহিত অপর পদ সংযোগ করিতে দিবেন।

যথা :—লাল—, নীল—, হালকা, ছোট—, বড়—, ব্যাঘ্র—বিড়াল—, শিশু—, নদী—, —আকাশ, —মাঠ, —উদ্যান, —কাঁদিতেছে, —হাসিতেছে, —উদয় হইয়াছে, —ফুটিয়াছে, —খাইতেছে, —উড়ে, —গান করে ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষজ্ঞান। (Perception)

ইন্দ্রিয়ানুভূতির পর আমাদের যে মানসিক জটিল অবস্থা ঘটে তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে (field of consciousness) সতত অসংখ্য পদার্থের অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্থানলাভ করিতেছে। এই অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতিসমূহ হইতে আমরা যখন কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মনোযোগের সাহায্যে চেতনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করি, তখন সেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া আমাদের নিকট উহার অর্থ প্রকাশ করে। **যে মানসিক ক্রিয়াদ্বারা আমাদের চেতনার অন্তর্গত অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতিসমূহ হইতে, মনোযোগের সহায়তায় কোন বিশেষ অনুভূতিকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলি ও সঙ্গে সঙ্গে উহার একটা অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই, সেই মানসিক ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষজ্ঞান** (Perception) **বলে**। আর যে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে রক্ষা করিয়া উহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই, তাহাকে **প্রত্যক্ষবিষয়** (Percept) বলে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে বালক নানাবিধ ধ্বনির ভিতর হইতে বিদ্যালয়ের ছুটীর ঘণ্টাধ্বনি পৃথক করিয়া চেতনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়াছে এবং উহার একটা অর্থ সে বুঝিতে পারিয়াছে যে উহা ছুটীর সময় জ্ঞাপন করিতেছে, সুতরাং বালকের উক্ত ধ্বনির প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়াছে। (পৃঃ—৪)

কুয়াসাবৃত অন্ধকার রজনীর দৃষ্টান্তে বহুবিধ অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর কতকগুলি কালো ছায়া আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়া অর্থ প্রকাশ করিল; উহারা রাস্তার

আলোকস্তম্ভ, বৃক্ষ, ঘর ইত্যাদি জ্ঞাপন করিল; সুতরাং আমাদের উক্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইল। (পৃঃ—১০)

আমার চক্ষুর সম্মুখে একটী পেন্সিল রহিয়াছে; আমি চক্ষুর সাহায্যে উহার আকৃতি ও রূপ অর্থাৎ চক্ষুর সাহায্যে যে সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করা যায় তাহাই লাভ করিতেছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি পূর্ব্বানুভূতি আমার স্মৃতিপথে উদয় হইয়া উহার একটা অর্থ ও কার্য্য—যেমন উহা শক্ত, মসৃণ, উহাদ্বারা লিখা যায়—জ্ঞাপন করিল; সুতরাং আমার পেন্সিলের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইল।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীবনে আমাদের কখনও সরল বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয় না। কোন পদার্থের সর্ব্বপ্রথম অভিজ্ঞতা আমাদের সরল বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতেও বা পারে, কিন্তু পরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়ানুভূতি সরল অবস্থায় থাকে না। দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতা অন্ততঃ আংশিকভাবে প্রথমবারের ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্মরণ করাইয়া দেয় ও ইহার ফলে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। তৎপরবর্ত্তী অভিজ্ঞতাসমূহ ক্রমে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের জটিলতা বর্দ্ধিত করিতে থাকে। আমার যখন "গ্লাসের" প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় তখন আমাদের সম্মুখস্থ "গ্লাসটীর" বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ানুভূতিসমূহ এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতাসমূহ জড়িত থাকে। **প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত পূর্ব্বস্মৃতি সর্ব্বদাই জড়িত থাকে।** আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় বস্তুর; প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের গোড়ায় সর্ব্বদাই একটা বস্তুর সত্ত্বা রহিয়াছে। বস্তুকে বাদ দিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের অপর একটী সংজ্ঞা এখানে দেওয়া গেল। **যে মানসিক শক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতিসমূহের অর্থবোধ করাইয়া বাহ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে।**

আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। বালকের প্রথম প্রত্যক্ষজ্ঞান স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ হয়। স্পর্শদ্বারা বালক প্রথমতঃ কোমল ও কঠিন, হাল্‌কা ও ভারী, মসৃণ ও খস্‌খসে ইত্যাদি গুণযুক্ত পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে। হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া সে বস্তুসমূহের দূরত্ব বোধ করিয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয়তার হিসাবে প্রথমতঃ স্পর্শেন্দ্রিয়, তৎপর চক্ষু বা দর্শনেন্দ্রিয়ের স্থান। পঠন ও লিখন শিক্ষাদানের পূর্ব্বে এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার বা উৎকর্ষসাধন একান্ত আবশ্যক। শৈশবে এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের উপর আমাদের পরিণত বয়সের জ্ঞানের উন্নতি বহুপরিমাণে নির্ভর করে। শিশুর এই ইন্দ্রিয় দুইটীর উৎকর্ষ সাধন করিবার পক্ষে কিণ্ডারগার্টেন ও ডাঃ মণ্টেসোরির প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী শ্রেষ্ঠ। আমাদের অনেক বিদ্যালয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অত্যধিক। কিন্তু শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, জিনিষের নাম শুনিয়া জিনিষের জ্ঞান লাভ করা যায় না, জিনিষকে ধরিয়া ছুইয়া, জিনিসকে দেখিয়া জিনিসের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই শিক্ষার অভাবে অনেক ছেলে বথাটে হইয়া পড়ে; অল্প বয়সে পাকাকথা কয়, কিন্তু যাহা বলে তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা বালকের জন্মে নাই।

পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে শুধু শিশুই ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে থাকে না, যুবাও ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে থাকে; তেমনি প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্তরেও শুধু শিশু বা বালক থাকে না, যুবকও অনেক সময় সেই স্তরে অবস্থান করে। বাস্তবিক যুবক ও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্তরেই অধিক সময় যাপন করেন, কিন্তু তাঁহারা ইহা অপেক্ষা উচ্চস্তরেও অনেক সময় চিন্তা করিয়া থাকেন। বহু পরিমাণ সুস্পষ্ট ও

বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবার পর উচ্চস্তরের চিন্তার পূর্ণতা লাভ করিবার সুযোগ ঘটে। এই কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি শিক্ষকের যত্ন লওয়া আবশ্যক।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বস্তুর সাহায্যে গণিত শিক্ষা, আদর্শ প্রস্তুত করিয়া ভূগোল শিক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ সাহায্যে পদার্থপাঠ ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু পরিমাণে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্মরণশক্তি।

আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্,) স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। ইন্দ্রিয়সাহায্যে যে সকল বস্তু বা ঘটনা আমরা দেখি ও শুনি, তাহার ছবি বা "ছাপ" আমরা স্মরণ রাখি। এই ছবি বা "ছাপা" সুস্পষ্ট হইলে উহা স্মরণ রাখা সহজ। ইহা সুস্পষ্ট করিতে হইলে, বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি বা কার্য্য করিবার শক্তি প্রধান। ইহাদের উৎকর্ষ সাধন করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়দ্বারা যখন দুই বা বহু অনুভূতির (বস্তুর রং, আকৃতি, ওজন ইত্যাদির) পার্থক্য সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে সমর্থ হই, তখন বুঝিতে হইবে যে উহাদের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এই পার্থক্য সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে বালকদের যথেষ্ট পরিমাণ বস্তু পর্য্যবেক্ষণ, বিবিধ বিষয় শ্রবণ ও নানাপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক। এজন্য বালকদিগকে প্রথমতঃ যথেষ্ট পরিমাণ বস্তুপাঠ দিতে হয়। এমন অনেক লোক আছে তাহারা যাহা দেখে বা শুনে তাহা ভালরূপে স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু যাহা বলে বা করে তাহা বেশ স্মরণ রাখিতে পারে। অনেক সময় ইহা বালকদিগের ভিতর লক্ষ্য করা যায়। তাহারা তজ্জন্য পাঠগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করে।

প্রথমতঃ বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি পৃথগ্‌ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে, অপর একব্যক্তি তাহার নিকট কোন বিষয় পড়িবে এবং বালক যতক্ষণ উহা আবৃত্তি করিতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ বিষয়টী তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হইবে। দর্শনশক্তির সাহায্যে স্মরণশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, বালক শব্দগুলি কেবল চক্ষুর সাহায্যে মুখস্থ করিবে; বাক্যের সাহায্যে মুখস্থ করিতে হইলে বালক পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে উহা পাঠ করিবে।

শিশু যদি প্রথমাবধি দুই তিনটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমবেত পরিচালনা করে, তবে উহাদের উৎকর্ষ সাধন করিতে বিলম্ব হয়।

নিয়মিতরূপে স্মরণশক্তির পরিচালনা না করিলে উহার অবনতি ঘটে।

স্মরণশক্তির অবনতি;

বালক যাহা শিক্ষা করে তাহা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে না। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের কোন শব্দ বালক স্মরণ করিতে না পারিলেও উহা বালকের চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে থাকে; তজ্জন্য অল্প সময়ের ভিতর বালক পুনরায় ইহা কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন বিষয় স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেও উহা স্মরণ হয় না, বরং দূরে সরিয়া যায়। এ অবস্থায় উহা স্মরণ করিবার জন্য চেষ্টা করা অনুচিত। অতিরিক্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ স্মরণশক্তির পথগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য উক্ত বিষয় হইতে মনোযোগ উঠাইয়া বিষয়ান্তরে নিতে হয়, তাহা হইলে স্মরণশক্তির পথ মুক্ত হইবে এবং বিষয়টী হঠাৎ স্মরণ হইতে পারে।

বার্দ্ধক্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু আমাদের স্মরণশক্তির অবনতি ঘটে। প্রথমতঃ আমরা সূক্ষ্মবিষয়গুলি ভুলিতে থাকি, স্থূল বিষয়গুলি মাত্র স্মরণ করিতে পারি।

ধারণা (Idea)

প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বারা আমাদের উপস্থিত বস্তুর এক ৭ অর্থবোধ হয়। কিন্তু সেই বস্তু হইতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হইতে অর্থ যখন বিযুক্ত হয়, তখন আমাদের মনে উক্ত পদার্থের **ধারণা** জন্মে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সম্মুখে না থাকিলেও, উহার অভাবেও, সেই বস্তুটীকে স্মরণ না করিয়াও যখন উহার একটী পরিষ্কার ধারণা আমার মনে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে, তখন আমার মন প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্তর অপেক্ষা উন্নততর স্তরে আরোহণ করে। মানবের কল্পনা ও চিন্তা সেই স্তরে ফুটিয়া উঠে। ইহারা আঁধার পথে আলো ছড়াইয়া দেয়।

কল্পনা।

বালক যাহা দেখে, শুনে, বা করে, সময়ান্তরে কি প্রকারে সে উহা স্মরণ করিতে সমর্থ হয়, স্মরণশক্তি বর্ণনাকালে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময় বালক অপ্রাকৃত বিষয়ের—যাহা সে দেখে নাই তাহার—বর্ণনা শুনে ও প্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করে। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে শিশু "পরী", "রাক্ষস", "সোণার কাঠি", "রূপার কাঠি", "হীরার ফুল", "পাতালপুরী" ইত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব অনুরাগের সহিত শুনে ও বলে, এবং বালক উক্ত পদার্থগুলি প্রত্যক্ষ না করিলেও সে উহাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে। বালক উক্ত পদার্থগুলি দেখে নাই বটে, কিন্তু উহাদের গুণগুলি পৃথক অবস্থায় দেখিয়াছে। শিশু "পরী" দেখে নাই সত্য, কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়াছে এবং পাখীর ডানা ও পাখীকে উড়িতে দেখিয়াছে। সুন্দরী স্ত্রীলোকের

অবয়ব এবং পাখীর ডানা, আকাশে উড়িবার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ সংযোগ করিয়া বালক "পরী" কল্পনা করিয়াছে।

আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থের যে সমুদয় গুণ পর্য্যবেক্ষণ করি, যে মানসিক শক্তিদ্বারা সেই গুণগুলি নূতন প্রকারে সংযোগ করিয়া নূতন কোন বস্তু বা ঘটনার ছবি মনে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হই, সেই মানসিক শক্তিকে আমরা কল্পনা বলিয়া থাকি।

শিশু নিজে কথা বলিতে, চলাফিরা করিতে ও সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ, সুতরাং নিজের এই গুণগুলি কল্পনাবলে শিশু খেলার পুতুল বা অন্যান্য অচেতন পদার্থসমূহে আরোপিত করে, এবং খুব আগ্রহের সহিত উহাদের সঙ্গে আলাপ করে ও উহাদিগকে যত্ন করে।

স্থান ও **সময়** কল্পনার বাঁধা জন্মায় না। যে স্থানে যে সময়ে বাস্তব ঘটনা ঘটে, কল্পনারাজ্যে উহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। শিশু, কবি, ঔপন্যাসিক ইত্যাদি কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে! "সোণার পাহাড়" "পরী' ইত্যাদি কোন স্থানে কোন সময়ে কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। শিশু কল্পনাবলে অচেতন পদার্থগুলিকে (পুতুল, পাতা, কাঠ, তৃণ ইত্যাদি) চেতন মনে করে; নিজের জীবনীশক্তি কল্পনাবলে উক্ত অচেতন পদার্থগুলিতে আরোপ করে। অচেতন পদার্থগুলিকে চেতন কল্পনা করিয়াই সে ক্ষান্ত থাকে না, নিজে কখন ঘোড়া, কখন রেলগাড়ী, কখন মুটে, গোয়ালা, মুদী, ধোপা, মিঠাইবিক্রেতা ইত্যাদি সাজিয়া খেলা করে। তাহার এই বহুরূপ শিশু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে এবং খেলাতে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করে। কেহ যেন তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া না দেয়, বা তাহার নির্ম্মল আনন্দে বিঘ্ন না ঘটায় সেইজন্য শিশু গোপনে খেলা করিতে ভালবাসে;

তাহার খেলার ঘরে কোন অনুদার ব্যক্তিকে সে প্রবেশ করিতে দেয় না।

কল্পনার অনুশীলন দ্বারা আমাদের দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত

কল্পনার আবশ্যকতা। হয়—(১) জ্ঞানার্জ্জন ও (২) সৌন্দর্য্যোপভোগজনিত আনন্দ।

যে সকল স্থান, দৃশ্য, বস্তু বা ঘটনা বালক প্রত্যক্ষ করে নাই, শিক্ষক যদি বালকের নিকট তাহা উজ্জলরূপে বর্ণনা করেন, বা চিত্র প্রদর্শন করেন, তবে বালক কল্পনাবলে উক্ত স্থান, দৃশ্য বা বস্তুর ছবি তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবে।

মানচিত্র, আদর্শ ইত্যাদির সাহায্যে বালক ভৌগোলিক বিবরণগুলি কল্পনা করে। উহ্যশব্দাদির সম্পূরণ, রচনা ইত্যাদি শিক্ষাদানকালে অনেক সময় কল্পনার অনুশীলন হয়। শিশু উপকথা শুনিতে ভালবাসে। কল্পনা অনুশীলনের জন্য এবং তৎসঙ্গে ভাষা ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য চিত্তাকর্ষক ছড়া, গল্প, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ঐতিহাসিক ও বীরত্বপূর্ণ ঘটনা শিশুর নিকট বর্ণনা করা আবশ্যক। বালকদিগের শিক্ষাদানের জন্য এই প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। হিতোপদেশের উপাখ্যানগুলি ইহার দৃষ্টান্ত।

ইতিহাস শিক্ষাদানকালে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। কল্পনা ব্যতীত ঐতিহাসিক বিষয় স্মরণ করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থানের অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে আমাদের বাসনা হয়। সেই অতীতের বিষয় ও ব্যক্তিগণকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে চলে না। উহাদের উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা করিয়া কল্পনাকে জাগরিত রাখা যায়।

অতীতের ঘটনাসমূহে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার করিলে উহারা সজীব হইয়া সন্তানের মর্ম্মস্থল স্পন্দিত করিতে সমর্থ হয়। সত্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনাই ইতিহাসের লক্ষ্য, উহা খর্ব্ব না করিয়া ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা চলে।

সন্তানের কল্পনাশক্তির উন্নতিবিধান করিতে, কবিতা ও কলার প্রতি তাহাদের অনুরাগ বর্দ্ধন করা প্রয়োজন। পছন্দমত কবিতার আবৃত্তি, গল্প ও রূপকথা কল্পনাশক্তিকে সঞ্জীবিত রাখে। ইহা ছাড়া প্রতিদিন নূতন কিছু রচনা করিতে অভ্যাস করিতে হয়।

বালকের জ্ঞানবৃদ্ধি কল্পনার অন্তরায় নহে; বরং জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে কল্পনা স্বীয় উপাদান সংগ্রহ করে। বৈজ্ঞানিক উন্নতিসমূহ পরিকল্পনা (Hypothesis) সাহায্যে সুসম্পন্ন হইতেছে।

কল্পনাপ্রিয় বালকের বিপদ্।

অন্যান্য শক্তির ন্যায় কল্পনাও কুপথে পরিচালিত হইলে উহা বালককে ধ্বংসের দিকে নিয়া যায়। সুতরাং শিক্ষক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। অপরদিকে কল্পনাপ্রিয় বালক অনেক সময় একটীর পর অপর একটী আদর্শ কল্পনা করিতে থাকে, কিন্তু কোনটীই কার্য্যে পরিণত করে না। এ অবস্থায় বালক যাহাতে কার্য্য করিবার জন্য যথেষ্ট সুবিধা পায়, তৎপ্রতি শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। কার্য্য অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সুবিধা না পাইয়া বালক এরূপ অনিয়মিত কল্পনা করে। বালকের দৈনিক কার্য্যাবলী—পুস্তক, কাপড় ইত্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করা এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করা—যাহাতে সে ভালরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে, তৎপ্রতি শিক্ষক মহাশয় দৃষ্টি রাখিবেন; এইরূপে তাহাকে কার্য্যে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই প্রকার বালকের বিচার ও যুক্তি

যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং ভাবের আধিক্য হ্রাস পায় তৎপ্রতিও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হয়।

অপরদিকে কল্পনাপ্রিয় বালকের জীবন আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ; কোন কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য তাহার বেগ পাইতে হয় না, ভবিষ্যৎ তাহার নিকট প্রকাশিত, তাহার কল্পনাপ্রসূত জীবনের আদর্শগুলি সর্ব্বদা তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে। আমাদের জীবন কল্পনাশূন্য করা সম্ভবপর নহে। মানবের জীবন কল্পনাশূন্য হইলে, তাহা অপেক্ষা হতভাগ্য জীব পৃথিবীতে আর পাওয়া যাইবে না। আমাদের দৈনিক জীবনের আশা-ভরসা, স্বর্গসুখ ও অন্যান্য পার্থিব সৌন্দর্য্যরাশি, যদি আমাদের মন হইতে মুছিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আমরা পশুর মত অধম হইয়া পড়ি। কল্পনাবলে একটীর পর অপর একটী আদর্শ অনুসরণ করিয়া মানবজাতির ক্রমোন্নতি হইতেছে। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদর্শগুলি আমাদিগকে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন করিয়া কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইতেছে।

কল্পনা ও আদর্শ

চিন্তা (Thought processes)

বিচার (Judgment) ও যুক্তি (Reasoning)

বাহ্যজগতের পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের মনে ধারণা জন্মে। যে মানসিক শক্তিবলে আমরা উক্ত ধারণাগুলির ভিতর বিচার ও যুক্তির সাহায্যে স্থায়ী সম্বন্ধস্থাপন করিতে সমর্থ হই, সেই মানসিক শক্তিকে **চিন্তা** বলে।

শিশু কেবল কল্পনাপ্রিয় নহে, সে চিন্তাও করে; অবশ্য তাহার চিন্তা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। শিশু দর্পণে মাতার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে, একবার প্রতিবিম্বের প্রতি অন্যবার মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে; পুনঃ পুনঃ এইরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া শিশু প্রতিবিম্বের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করে। শিশু কত বড় হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য কোন বস্তুর বা ব্যক্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে নিজকে তুলনা করে। শিশু মাতাপিতা ও অন্যান্য পরিজনবর্গের কথোপকথন প্রতিনিয়ত শুনিতেছে, সুতরাং শিশু যখন বাধ্য হইয়া "মাছ", "গাছ", "মিমি" (বিড়াল), "ভাত" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে শিখে, তখন শিশু চিন্তা করে। শিশু কোন পদার্থ দেখিলেই এটা "কি", "কেন", "কে করিয়াছে", ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে থাকে। এরূপ প্রশ্ন করিবার সময় শিশুর বিশ্বাস যে, তাহার পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্ব্বজ্ঞ, প্রত্যেক পদার্থ কেহ প্রস্তুত করিয়াছে এবং প্রত্যেক পদার্থ কোন কার্য্য করিতেছে। এই সকল শিশুর অসম্পূর্ণ চিন্তার নিদর্শন।

শিশুর অসম্পূর্ণ চিন্তা

বিচার ও যুক্তিদ্বারা আমরা সত্যের (Truth) সন্ধান পাই। যাহা

বিচারসহ নহে, তাহাকে কেহই বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদের আচরিত কর্ম্ম বা গৃহীত মতামত বিচারসহ না হইলে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে ব্যথা পাইতে হইলেও, সত্যের জন্য, সততার খাতিরে ব্যথা পাইয়াও, সেই প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া, শ্রেয়কে অবলম্বন করিতে হইবে।

বিচার ও যুক্তির আবশ্যকতা।

বিচার ও যুক্তির সাহায্যে চিন্তা সম্পূর্ণতা লাভ করে; সুতরাং উহাদের কার্য্য পর্য্যালোচনা করা যাউক।

বিচার (Judgment)।

কোন দুইটি বিষয়, ঘটনা বা কার্য্য উপস্থিত হইলে, উহাদিগকে তুলনা করিয়া উহারা প্রকৃত কি অপ্রকৃত, উচিত কি অনুচিত, উহাদের ভিতর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা—যে মানসিক শক্তিবলে উক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি, সেই মানসিক শক্তিকে "বিচার" বলে। যেমন চিনি মিষ্ট, এই পুস্তকটি অপর পুস্তক হইতে বড়, কলম দ্বারা লেখা যায় ইত্যাদি। এইবাক্যগুলিকে বিচারবাক্য (Proposition) বলে। আমাদের চিন্তার ভিতর এরূপ বিচার সর্ব্বদাই জড়িত থাকে।

তুলনা (Comparison)।

তুলনা বিচারের ভিত্তি; তুলনার সাহায্যে আমরা বিচার করিতে সমর্থ হই। দুইটী বিষয়ের মধ্যে কি সাদৃশ্য ও বৈষম্য আছে, তাহা নির্ণয় করাই তুলনার উদ্দেশ্য। যে বালক ভালরূপে তুলনা করিতে শিখে, সে বিচার-শক্তিতেও সুনিপুণ হয়। এজন্য শিক্ষক বালককে প্রথমতঃ বিভিন্ন পদার্থের তুলনা করিতে শিক্ষা দিবেন। বিদ্যালয়ে বস্তুপাঠ শিক্ষাদানের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। বালক

দুইটী বস্তুর ভিতর সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈষম্যই সহজে লক্ষ্য করিতে পারে। যে দুইটি পদার্থের ভিতর বৈষম্য খুব সুস্পষ্ট তাহাই তুলনা করিবার জন্য বালকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, যেমন একটী গোল ও অপরটী চ্যাপ্‌টা, একটী লাল অপরটী কাল বস্তু প্রদর্শন। বালক প্রথমতঃ **একটি উদ্দেশ্য** লক্ষ্য করিয়া দুই বা বা বহু বস্তুর তুলনা করিবে। রং শিক্ষা দেওয়ার সময় বিভিন্ন বস্তুর রং তুলনা করিতে বলি। নানা বর্ণের পদার্থ হইতে তাহাকে লাল বর্ণের পদার্থগুলি বাহির করিতে বলি, পুনরায়, সবুজবর্ণের পদার্থগুলি বাহির করিতে বলি, তৎপর হলুদ বর্ণের পদার্থগুলি পৃথক করিতে বলি ইত্যাদি। এই পাঠে বালক পদার্থের আকৃতি, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি গুণ তুলনা করে নাই। যখন পদার্থের আকৃতি বিষয়ক পাঠ দেই, তখন বালককে বিভিন্ন পদার্থের আকৃতি তুলনা করিতে বলি, বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থসমূহ হইতে তাহাকে গোল পদার্থগুলি বাহির করিতে বলি, তৎপর নলাকার (Cylindrical), সমঘনাকার (Cubical) পদার্থসমূহ পৃথক করিতে বলি। আকৃতিবিষয়ক পাঠে বস্তুর রং তুলনা করা হয় নাই। এইরূপ কঠিন ও কোমল, দৈর্ঘ্য, ওজন ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া পদার্থের তুলনা করিতে শিক্ষা দিতে হয়। ধীরে ধীরে বালক পদার্থের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে শিখে, এবং বিভিন্ন বস্তুর গুণ, কার্য্য, পরিমাণ ইত্যাদি সূক্ষ্মভাবে তুলনা করিতে সমর্থ হয়।

যুক্তি। (Reasonsing)

এক বা ততোধিক পদ বা বিচারবাক্য হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে যুক্তি বলে। যুক্তির প্রণালী দুই প্রকার (১) **আরোহী প্রণালীর যুক্তি** ও (২) **অবরোহী প্রণালীর যুক্তি**। এই দুই প্রণালীর যুক্তির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিম্নে দেওয়া গেল।

Inductive Reasoning

আরোহী—প্রণালীর যুক্তি।

অনেকগুলি পৃথক্ পরিজ্ঞাত বিশেষ বিচারবাক্যের সাহায্যে একটি অপরিজ্ঞাত সাধারণ সূত্রে বা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াকে আরোহী-প্রণালী বলে।

যথা ঃ—

পরিজ্ঞাত বিচার-বাক্য	রাম মরিয়াছে। শ্যাম মরিয়াছে। আবদুল মরিয়াছে। ডেভিড্ মরিয়াছে।
অপরিজ্ঞাত সাধারণ সূত্র	অতএব সকল মানুষ মরিবে।
পরিজ্ঞাত বিচার-বাক্য	প্রথম বৃক্ষের মূল আছে। দ্বিতীয় ,, ,, ,, তৃতীয় ,, ,, ,, চতুর্থ ,, ,, ,,
অপরিজ্ঞাত সাধারণ সূত্র	অতএব সকল বৃক্ষের মূল আছে
পরিজ্ঞাত বিচার-বাক্য	প্রথল বিড়াল মাছ খায়। দ্বিতীয় ,, ,, ,, তৃতীয় ,, ,, ,, চতুর্থ ,, ,, ,,
অপরিজ্ঞাত সিদ্ধান্ত	সকল বিড়াল মাছ খায়।

এখানে রাম, শ্যাম, আবদুল ও ডেভিডের মৃত্যু আমি দেখিয়াছি, সুতরাং রাম "মরিয়াছে" "শ্যাম মরিয়াছে" ইত্যাদি বিচার-বাক্যসমূহ আমার পরিজ্ঞাত; কিন্তু সকল মানুষের মৃত্যু আমি দেখিতে পারি না, সুতরাং সকল 'মানুষ মরিবে' এই সিদ্ধান্তটী আমার অপরিজ্ঞাত। প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, বৃক্ষের মূল আমি দেখিয়াছি, সুতরাং 'প্রথম বৃক্ষের মূল আছে', দ্বিতীয় বৃক্ষের মূল আছে' ইত্যাদি বিচার-বাক্য আমার পরিজ্ঞাত; কিন্তু সকল বৃক্ষের মূল আমি দেখিতে পারি না, সুতরাং 'সকল বৃক্ষের মূল আছে' এই সিদ্ধান্তটী আমার অপরিজ্ঞাত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বিড়ালকে মাছ খাইতে আমি দেখিয়াছি, সুতরাং 'প্রথম বিড়াল মাছ খায়' 'দ্বিতীয় বিড়াল মাছ খায়' ইত্যাদি বিচার বাক্য আমার পরিজ্ঞাত; কিন্তু সকল বিড়ালকে মাছ খাইতে আমি দেখি নাই, সুতরাং "সকল বিড়াল মাছ খায়" এই সিদ্ধান্ত আমার অপরিজ্ঞাত।

আরোহী প্রণালীর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক? আরোহী প্রণালীর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(১) ঘটনাসমূহের পর্য্যবেক্ষণ।

(২) পর্য্যবেক্ষণের অন্তর উক্ত ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) সমগুণবিশিষ্ট ঘটনাসমূহ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) ঘটনাসমূহ বিশেষরূপে পরীক্ষা না করা পর্য্যন্ত বিচারকার্য্য স্থগিত রাখা আবশ্যক।

(৫) ঘটনাসমূহ বিভিন্ন অবস্থায় পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৬) নূতন প্রমাণ গ্রহণ করিবার জন্য মনের উদারতা রক্ষা করা আবশ্যক।

(৭) প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহ পৃথক্ রাখিতে হইবে।

(৮) অধিকতর সাধারণ তথ্যে উপনীত হইবে।

আরোহী প্রণালীর আবশ্যকতা।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি আরোহী-প্রণালী অবলম্বনেই আবিষ্কার করা হয়। সুতরাং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এই প্রণালীর আবশ্যকতা অত্যধিক। আরোহী-প্রণালীর সিদ্ধান্তগুলি স্মরণশক্তির সহায়তা করে; প্রত্যেক ঘটনা পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ রাখা অসম্ভব। এই প্রণালীর যুক্তি আমাদের ধারণাসমূহের সুশৃঙ্খলা আনয়ন করে। ঘরের জিনিষপত্রগুলি এলোমেলোভাবে থাকিলে, উহাদিগকে কাজের সময় খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। আবশ্যকমত ব্যবহারে না আসিলে জিনিষগুলি থাকিয়াও কোন লাভ নাই। এরূপ প্রত্যেক ঘটনার ধারণা যদি মনের ভিতর এলোমেলোভাবে থাকে, তবে আবশ্যকমত ঘটনাগুলি আমাদের স্মরণ হয় না এবং ব্যবহারে না আসিলে সেই জ্ঞানের কোন মূল্য নাই। আরোহী-প্রণালীর যুক্তি আমাদের বিভিন্ন ধারণাসমূহের ভিতর সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া উহাদিগকে কার্য্যকরী করে।

অবরোহী-প্রণালীর যুক্তি (Deductive Reasoning).

যে প্রণালীর সাহায্যে একটি সাধারণ তথ্য কোন একটি বিশেষ ঘটনার উপর প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ঘটনাটী সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত প্রমাণ করা যায় তাহাকে অবরোহী প্রণালী বলে; যথা :—

(সাধারণ তথ্য)	সকল মানুষ মরিবে।
(বিশেষ ঘটনা)	পদ্মলোচন মানুষ।
(সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত বিশেষ ঘটনা)	অতএব পদ্মলোচন মরিবে।
(সাধারণ তথ্য)	সকল গাছের মূল আছে।
(বিশেষ ঘটনা)	কচু একটী গাছ।
(সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত বিশেষ ঘটনা)	অতএব কচুর মূল আছে।
(সাধারণ তথ্য)	সকল নামবাচক শব্দ বিশেষ্য পদ।
(বিশেষ ঘটনা বা বিষয়)	রাম নামবাচক শব্দ।
(সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত বিশেষ ঘটনা)	অতএব রাম বিশেষ্য পদ।

কোন স্বতঃসিদ্ধ, সাধারণ নিয়ম, সূত্র বা তথ্য অবলম্বন করিয়া কোন নূতন ঘটনা বা বিষয় যখন বালককে শিক্ষাদান করা হয়—যেমন, জ্যামিতি—তখন শিক্ষক অবরোহী-প্রণালী অবলম্বন করেন।

"আরোহণ" অর্থ উপরে উঠা, "অবরোহণ" অর্থ নামা। আরোহী প্রণালী অবলম্বনে আমরা বিশেষ ঘটনা হইতে সাধারণ তথ্যে আরোহণ করি; অবরোহী-প্রণালী অবলম্বনে আমরা সাধারণ তথ্য হইতে বিশেষ ঘটনাতে অবরোহণ করি। রেখার সাহায্যে নিম্নে ইহা দেখান গেল।

সকল মানুষ মরিবে।
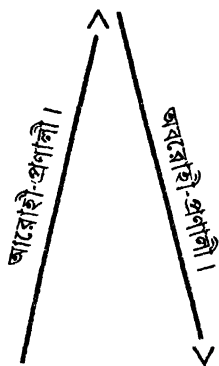
আমরা আরোহী ও অবরোহী দুই প্রকার যুক্তির সাহায্যেই চিন্তা করি। যুক্তির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অপর কোন জীব-জন্তুর পক্ষে ইহা অসম্ভব। সুতরাং মানবের ইহা বিশেষ সম্পদ্।

শিক্ষদানের দুইটী প্রধান প্রণালী রহিয়াছে :—(১) আরোহী ও (২) অবরোহী।

(১) শিক্ষক মহাশয় যখন বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা বিষয় যাহা বালক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া একটী সংজ্ঞা বা সাধারণ তথ্য শিক্ষা দেন তখন তিনি আরোহী-প্রণালী অবলম্বন করেন। ব্যাকরণ

শিক্ষা দিতে যখন প্রথমতঃ কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন আরোহী-প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা দান করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে যখন প্রথমতঃ পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া. প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয় তখন আরোহী প্রণালী অবলম্বন করা হয়।

(২) শিক্ষক মহাশয় যখন কোন সংজ্ঞা নিয়ম বা সাধারণ তথ্য অবলম্বন করিয়া, বিভিন্ন স্থলে উহার প্রয়োগ করেন তখন তিনি অবরোহী-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে প্রথমতঃ যদি সংজ্ঞা বা নিয়মটী বুঝাইয়া পরে উহার প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন অবরোহী প্রণালী অবলম্বন করা হয়। জ্যামিতির শিক্ষক যখন কতকগুলি সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রতিজ্ঞার সিদ্ধান্তে পৌছেন, তখন তিনি অবরোহী প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন।

প্রায় সকল বিষয় শিক্ষা দিতে আমরা আরোহী ও অবরোহী প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি। বস্তুপাঠ, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দিতে আরোহী-প্রণালীই অধিকরূপে অবলম্বন করা হয়; আর অঙ্ক, জ্যামিতি ও সূক্ষ্ম (abstract) বিষয় শিক্ষা দিতে অবরোহী-প্রণালী অধিকরূপে অবলম্বন করা হয়।

আরোহী ও অবরোহী প্রণালীর বিভিন্নতা।

এই দুই প্রণালীর যুক্তির প্রকৃতিগত বৈষম্য নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

(১) আরোহী প্রণালীতে আমরা প্রথমতঃ ঘটনাসমূহ পৃথগ্‌ভাবে এক-একটী পরীক্ষা করি, এবং পৃথক্ ঘটনাসমূহ হইতে একটী সাধারণ তথ্যে বা সূত্রে উপস্থিত হই।

(ক) আরোহী-প্রণালী।

(২) শিক্ষাদানের জন্য আরোহী-প্রণালী প্রশস্ত। এই প্রণালীর সাহায্যে বালক সংজ্ঞা, সূত্র, সাধারণ নিয়ম ইত্যাদি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। ইহার সাহায্যে নূতন তথ্যে উপনীত হওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করা যায় ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।

(৩) আরোহী-প্রণালীতে বালকের জ্ঞান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকটী ঘটনা পৃথগ্‌ভাবে পরীক্ষা করিতে হয়।

(৪) আরোহী-প্রণালী অনেকটা নিরাপদ। নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে হয়; সুতরাং নূতন সিদ্ধান্তটীর অর্থ বালক সহজে বুঝিতে পারে, এবং আবশ্যকমত সে উহা প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়।

(৫) প্রত্যেক ঘটনা বালক নিজে পরীক্ষা করে, এবং অনেকগুলি ঘটনা পরীক্ষা, তুলনা ও বিচার করিয়া বালক নিজে নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করে; সুতরাং আরোহী-প্রণালী অবলম্বনে বালক আত্মনির্ভর হয়।

(খ) **অবরোহী-প্রণালী**। (১) অবরোহী-প্রণালীতে সাধারণ তথ্য বা সূত্র বালকের নিকট বলা হয়। তৎপর বিশেষ ঘটনাসমূহ যে উক্ত সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত তাহা দেখান হয়।

(২) ইহাদ্বারা নূতন তথ্য আবিষ্কার করা যায় না বা জ্ঞান বৃদ্ধি পায় না। বিশেষ ঘটনার সাহায্যে সাধারণ তথ্যটীর সত্যতা প্রমাণ করা হয়।

(৩) অবরোহী-প্রণালীর সাহায্যে অনেকগুলি নূতন তথ্য বালক অতিদ্রুত জানিতে পারে। আরোহী-প্রণালীতে ইহা সম্ভবপর নহে। অবরোহী-প্রণালী প্রয়োগ করিতে, অপরের অর্জ্জিত নূতন তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিতে হয়।

(৪) অবরোহী-প্রণালীর শিক্ষাদান সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। অন্যের আবিষ্কৃত সাধারণ তথ্যসমূহ বালক উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইয়া, অনেক সময় বালক উহাদের ভুল প্রয়োগ করে।

(৫) অবরোহী-প্রণালীর সাধারণ তথ্যসমূহের জন্য বালক অন্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে বালক অন্যের উপর নির্ভর করিতে উৎসাহিত হয়।

প্রতিবস্তুকল্পনা (Image) ও সামান্যজ্ঞান (Concept)

"বিড়াল" শব্দ শুনিয়া বা পাঠ করিয়া, বিড়াল আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদের বাড়ীর বিড়ালের ছবি স্মরণ হইল। এখানে আমার "বিড়ালের" সামান্য জ্ঞান হয় নাই। একটী নির্দ্দিষ্ট বিড়ালের ছবি আমার স্মরণ হইল। ইহা বিড়ালের প্রতিবস্তুকল্পনা (Image)। প্রত্যক্ষজ্ঞানে (৩৯ পৃষ্ঠঃ) বস্তুটী আমার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু প্রতিবস্তুকল্পনাতে বস্তুটী আমার সম্মুখে থাকে না ; কিন্তু উহার ছবিটী আমার স্মরণ হয়। যদিও প্রতিবস্তুকল্পনা করিতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের আবশ্যক, তথাপি প্রত্যক্ষজ্ঞান ও প্রতিবস্তুকল্পনা এক নহে। আমি যাহা কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহার প্রতিবস্তুকল্পনা করিতে পারি না।

সামান্যজ্ঞান (Concept)

যখন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিড়ালের প্রতিবস্তুকল্পনা না হইয়া বহু বিড়ালের ধারণা আমার মনে জন্মে ও উহাদের ব্যক্তিগত অনৈক্য বা বৈচিত্র্য—ছোট-বড়, সাদা-কাল, স্থূল-কৃশ ইত্যাদি—দূর হইয়া যখন উহাদের সাধারণ (সামান্য) গুণের ধারণা আমার মনে জন্মে, তখন আমার বিড়ালের সামান্যজ্ঞান হয়। বিড়ালের সামান্যজ্ঞানদ্বারা আমার বাড়ীর বিড়াল বা শ্যামের

বাড়ীর বিড়াল বুঝি না, কোন নির্দ্দিষ্ট বিড়ালকে না বুঝিয়া যে কোন বিড়ালের অর্থ বুঝি। বর্ণদ্বারা যখন লাল, নীল, পীত, সবুজ ইত্যাদি কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ না বুঝিয়া যে কোন বর্ণের অর্থ বুঝি তখন আমার বর্ণের সামান্যজ্ঞান হয়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। প্রত্যক্ষবস্তুসমূহের তুলনা করিয়া উহাদের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধগুলিকে বিযুক্ত বা বিশ্লেষণ (Analysis) করিলে আমাদের কতকগুলি মুক্ত ধারণা (Independent ideas) জন্মে (যেমন,—লাল, নীল, দীর্ঘ, হ্রস্ব, হালকা, ভারী, মসৃণ, খস্‌খসে, গতি, বুদ্ধি ইত্যাদি)। এই মুক্ত ধারণাসমূহকে নূতন ভাবে সংযুক্ত বা সংশ্লেষণ (Synthesis) করিলে আমাদের সামান্যজ্ঞান হয় (যেমন পাখী, মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ, বর্ণ, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি); সুতরাং সামান্যজ্ঞান লাভ করিতে বিশ্লেষণ (Analysis) ও সংশ্লেষণের (Synthesis) আবশ্যক।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি (৯ পৃঃ) অপেক্ষা প্রত্যক্ষজ্ঞান (৩৯ পৃঃ) জটিল;

প্রত্যক্ষজ্ঞান ও সামান্য জ্ঞানের পার্থক্য।

প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে সামান্যজ্ঞান আরও জটিল মানসিক অবস্থা। প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে সামান্যজ্ঞানের পার্থক্য নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়।

সামান্যজ্ঞান অপেক্ষা প্রত্যক্ষজ্ঞান অধিকতর (১) সুস্পষ্ট ও (২) স্থায়ী; এবং (৩) অযত্নসিদ্ধ ও (৪) অখণ্ড।

আমার চক্ষুর সম্মুখে যখন একটী কুকুর উপস্থিত হয়, তখন উহাকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই, উহার গায়ের রং, আকৃতি, গতি, লাঙ্গুল সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গী বেশ সুস্পষ্ট হয়, কুকুরটী আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, যখন আমি আমাদের বাঙ্গালাদেশের কুকুরের কথা ভাবি, তখন আমার

কুকুরের ধারণাটী ক্রমে ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইতে থাকে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য আমাদের কোন বিশেষ যত্ন বা চেষ্টার আবশ্যক হয় না। চক্ষুর সম্মুখে কুকুর উপস্থিত হইলে কুকুরের প্রত্যক্ষজ্ঞান বিনাযত্নেই হইয়া থাকে; আমি কুকুরের কোন একটী অংশ বা গুণ বিযুক্ত বা খণ্ডিত করিয়া দেখি না। অখণ্ডিত সমগ্র কুকুরটীকে বুঝি। কিন্তু কুকুরের সামান্যজ্ঞান তেমন সুস্পষ্ট ও স্থায়ী নহে, উহা চঞ্চল; একটীর পর অপর একটী সামান্যজ্ঞান মনে উদয় হইতে থাকে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের মত সুদৃঢ় না হওয়ায় সামান্যজ্ঞানসমূহকে ভেঙ্গে নূতনরূপে গঠন করা চলে; প্রত্যক্ষজ্ঞানের বেলায় তাহা সম্ভবপর নহে। সকল জন্তুই প্রত্যক্ষজ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু সামান্যজ্ঞান মানবের সম্পদ্। একটী বানর লাঠিদ্বারা আঘাত করিতে পারে এবং লোহা দ্বারা কাটিতেও পারে, কিন্তু এই দুইটী সামান্যজ্ঞানের সংযোগ করিয়া কুড়ালি বা হাতুড়ি প্রস্তুত করিতে অসমর্থ।

শিক্ষাদান কার্য্যে প্রবর্ত্তিত কয়েকটি যুক্তিমূলক পদ্ধতি।

বালকের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নিম্নলিখিত যুক্তিমূলক পদ্ধতিসমূহ শিক্ষাদান কার্য্যে প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

(১) পদার্থের পৃথক জ্ঞান হইতে পদার্থের সাধারণ জ্ঞান।

পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা বস্তুর পৃথক্ জ্ঞান লাভ করি। বালক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। এজন্য বালকদিগকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ পদার্থপাঠ দেই। ইন্দ্রিয়সাহায্যে একবার আমরা বৃক্ষের পত্র পরীক্ষা করি, দ্বিতীয়বার কাণ্ড পরীক্ষা করি; তৃতীয়বার মূল পরীক্ষা করি, তৎপর আমরা বৃক্ষের সামান্য জ্ঞান লাভ করি। বিভিন্ন

কুক্কুর পৃথগ্‌ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কুক্কুরের সাধারণ জ্ঞানে উপস্থিত হই। বিভিন্ন পুষ্প পৃথগ্‌ভাবে পরীক্ষা করিয়া পুষ্পের সামান্যজ্ঞান লাভ করি।

(২) স্থূল বস্তুর জ্ঞান হইতে বস্তুর সংখ্যা ও গুণবিষয়ক জ্ঞান।

৩টী মারবেল ও ৫টী মারবেল একত্রযোগে ৭টী মারবেল হয়, ৩টী আম ও ৪টী আম একত্রযোগে ৭টী আম হয়, ৩টী কাঠি ও ৪টী কাঠি একত্রযোগে ৭টী কাঠি হয়। যে কোন ৩টী ও ৪টী বস্তু একত্রযোগে ৭টী বস্তু হয়, অতএব ৩+৪=৭।

কতকগুলি কোমল ও কঠিন বস্তু পরীক্ষা করিয়া বালক "কোমল" ও "কঠিন" গুণের জ্ঞান লাভ করে।

(৩) দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ নিয়ম ও তথ্য।

ব্যাকরণের সংজ্ঞা শিক্ষাদানের পূর্ব্বে বালকদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করিতে দেওয়া আবশ্যক। "নামবাচক শব্দ বিশেষ্য পদ" শিক্ষাদানের পূর্ব্বে, বালকদিগের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ নামবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে হইবে। 'পত্রের উপরিভাগ মসৃণ ও তলভাগ খস্‌খসে" শিক্ষাদানের পূর্ব্বে বালকদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ পত্র পরীক্ষা করিতে দিতে হইবে।

(৪) জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাত বিষয়।

সম্পূর্ণ নূতন অজ্ঞাত বিষয় আমরা ধারণা করিতে পারি না। পূর্ব্ব পরিচিত বিষয়ের সাহায্যে আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করি। সুতরাং কোন নূতন বিষয় শিক্ষাদানের পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে বালকের পূর্ব্বজ্ঞান কি

আছে শিক্ষক পরীক্ষামূলক প্রশ্নসাহায্যে তাহা বাহির করিবেন; এবং বালকের পূর্ব্বজ্ঞান অবলম্বন করিয়া নূতন বিষয় শিক্ষা দিবেন। লাটিমের সাহায্যে পৃথিবীর আবর্ত্তন শিক্ষা দেওয়া হয়, রজ্জুবদ্ধ গোলকের ঘূর্ণন দ্বারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণের ঘূর্ণন শিক্ষা দেওয়া চলে।

(৫) সরল বিষয় হইতে জটিল বিষয়।

প্রথমতঃ জটিল বিষয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে বালক উহা শিখিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং বালককে প্রথম সরল বিষয় শিক্ষা দিতে হয়, এবং তৎপর ক্রমশঃ জটিল বিষয় বালকের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। প্রথমতঃ বালকের দাঁড়ান (|), শয়ান (—), হেলান (/ /) ও বক্ররেখা (⌒ (⌒) অঙ্কন করিতে শিক্ষা দিলে, তাহার পক্ষে অক্ষর লেখা সহজ। প্রথমতঃ জটিল অক্ষরগুলি (থ, ঘ, ঙ, ঞ,) লিখিতে চেষ্টা না করিয়া বালক যদি অপেক্ষাকৃত সরল অক্ষর (ব, র, ক, ধ, য, ফ, ইত্যাদি) হইতে ক্রমশঃ জটিল অক্ষর লিখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বালক সহজে অক্ষরগুলি লিখিতে সমর্থ হইবে।

(৬) অস্পষ্ট বিষয় হইতে সুস্পষ্ট বিষয়।

প্রথমতঃ বালকের পদার্থবিষয়ক জ্ঞান অস্পষ্ট থাকে। সুতরাং বালকের এই অস্পষ্ট জ্ঞান লইয়াই শিক্ষাদানকার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। গরু, ঘোড়া, বিড়াল, হাঁস, ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান প্রথমতঃ বালকের অস্পষ্ট থাকে; পর্য্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে উহাদের প্রকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিষয়ক জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়।

(৭) পরীক্ষামূলক জ্ঞান হইতে যুক্তিমূলক জ্ঞান।

বালক প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের পৃথক জ্ঞানলাভ

করে; তৎপর উহাদের শ্রেণীবিভাগ, পরস্পর সম্বন্ধস্থাপন এবং সাধারণ তথ্যগুলি যুক্তির সাহায্যে বাহির করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষক বালকদিগকে প্রথমতঃ বিভিন্ন পদার্থ ও ঘটনা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে দিবেন এবং পরীক্ষার ফল বালক বিচার-বাক্যদ্বারা লিপিবদ্ধ করিবে; তৎপর এই পৃথক বিচার-বাক্য হইতে যুক্তির সাহায্যে বালক নূতন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবে। বালক প্রথমতঃ বিভিন্ন বৃক্ষ পরীক্ষা করিয়া উহার ফল বিচার-বাক্য দ্বারা লিপিবদ্ধ করিবে, যেমন :—

আমগাছের মূল ও কাণ্ড আছে।
কলা " " " " "
লাউ " " " " "

এই বিচার-বাক্য হইতে বালক যুক্তির সাহায্যে "সকল বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড আছে" এই নূতন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবে।

ভাষা ও চিন্তা।

শিশু কথা বলিবার বহু পূর্ব্বে অস্পষ্ট ধ্বনি করিতে থাকে। এই অস্পষ্ট ধ্বনিসমূহ ও কিচিমিচি দ্বারা শিশু নিজের সুখ-দুঃখ ব্যক্ত করে:

শিশুর ভাষা।

ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ধ্বনিসমূহের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; ক্ষুধার ক্রন্দন, ভিজা কাঁথায় ঠাণ্ডা লাগার জন্য ক্রন্দন, ব্যথা পাওয়ার ক্রন্দন, আনন্দের ধ্বনি ইত্যাদির ভিতর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, শিশুর প্রথম ধ্বনিগুলি স্বরবর্ণের ভিতর

আবদ্ধ বা তাহার নানানাবিধ রূপান্তর মাত্র ; যথা অস্পষ্ট অ, — — আ, — — ই, — — উ — — ইত্যাদি। শিশু ছয় মাসের পূর্ব্বেই অস্পষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনি করিতে থাকে যেমন ম, ম—অ, মা, প। কিছুকাল পর "গ" — "ল" ও "ব" এর উচ্চারণ ও দেখা যায়। অবশ্য আমরা যেরূপ স্পষ্টরূপে অ, আ, ই, উ, গ, ল, ব, এর উচ্চারণ করিয়া থাকি শিশু তাহা করিতে পারে না, তাহার ধ্বনি অস্পষ্ট "অ আ, গ" ইত্যাদির বহু প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। পুনঃ পুনঃ এই সকল ধ্বনিদ্বারা প্রকৃতিদেবী শিশুকে কথা বলিবার জন্য অভ্যস্ত করাইতে থাকেন। শিশুর এই প্রাথমিক ধ্বনিগুলি স্বাভাবিক, সে যত্নপূর্ব্বক একটা উদ্দেশ্য নিয়া বা বুঝিয়া এই ধ্বনি করে না ; ইহা অনেকটা স্নায়বিক বলিয়া বোধ হয়।

এই স্নায়বিক ও উদ্দেশ্যহীন ধ্বনি ক্রমে উদ্দেশ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। শিশু যখন নিজের উচ্চারিত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উহার প্রতি আসক্ত হয়, তখন সুখের জন্য আনন্দের জন্য, সে ক্রমাগত অস্পষ্ট ধ্বনি করিতে থাকে।

শিশুর একটু বুদ্ধি হইলে শব্দ ব্যবহার না করিয়াও অন্যের দৃষ্টান্ত অনুকরণ বা উপদেশ গ্রহণ না করিয়াও সে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে চায়, যেমন চলিবার জন্য শিশু মায়ের অঞ্চল ধরিয়া টানে, মাতা খাইতে বসিলে খাইবার জন্য ধ্বনি না করিয়া মাতার হাত ধরিয়া টানে, মাকে দেখিয়া কোলে উঠিবার জন্য শিশু হাত বাড়াইয়া দেয় ইত্যাদি। যে সকল শিশু বিলম্বে কথা বলে তাহারা প্রায়ই এইরূপ ইসারা-ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। শিশুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রাথমিক ধ্বনিসমূহের সহিত ভাব (সুখ-দুঃখ) জড়িত থাকে। কতকগুলি ধ্বনিবিশেষদ্বারা (যেমন দা—দা—দা) সুখ বুঝা যায়, আবার কতকগুলি ধ্বনিবিশেষদ্বারা সে দুঃখ প্রকাশ করে। ক্ষুধার সময় শিশু যে ধ্বনিবিশেষ উচ্চারণ

করে তাহা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও ক্ষুধার বেদনার সহিত জড়িত রহিয়াছে তাহা বেশ লক্ষ্য করা যায়। শিশু এই স্বাভাবিক উচ্চারিত ভাবপ্রকাশক ধ্বনিসমূহ হইতে ক্রমে পদার্থবিশেষকে জ্ঞাপন করিয়া পদার্থের অর্থজ্ঞাপক ধ্বনি করে; এক বৎসরের একটী শিশু দুধ, খৈ, চিনি অর্থাৎ খাবার জিনিষকে "নু", বলিত; একটী ধ্বনিদ্বারা সকল খাবার জিনিষকেই সে লক্ষ্য করিত। শিশু ক্রমে শব্দ ও অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করিতে থাকে। কখনও জন্তুর শব্দ অনুকরণ করিয়া জন্তুর পরিচয় দেয়, যেমন বিড়ালকে "মিমি" বলে।

যে কৌশল অবলম্বন করিয়া একে অপরের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, বিস্তৃত অর্থে তাহাকে ভাষা বলা হয়। সাধারণতঃ আমরা ভাষা ত্রিবিধ অর্থে বুঝি:— (১) মৌখিক ভাষা (২) লিখিত ভাষা ও (৩) চিত্র।

শিশুর নিকট সর্ব্বদাই আমরা কথা বলি, শিশু এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ শুনে ও আমাদের কার্য্য লক্ষ্য করে। শিশু আমাদিগকে অনুকরণ করিয়া কথা বলিতে শিখে, যে কোন জাতীয় শিশু হউক না কেন, সে যে জাতির কথা সর্ব্বদা শুনে, সেই ভাষাই অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করে। আমাদের বাড়ীর ধারে এক উচ্চবংশীয় মারাঠা ভদ্র পরিবার বাস করিতেন, তাঁহার শিশু সন্তানগণ বাঙ্গালা ভাষা অনর্গল বলিতে পারিত, তাহাদের কথা শুনিয়া তাহারা যে অ-বাঙ্গালী তাহা বুঝা যায় না। এইরূপ কোন বাঙ্গালী শিশু যদি বিহারে, বোম্বাই বা ইউরোপে বাস করে, তাহা হইলে সেই দেশের লোকের কথা শুনিয়া ও কার্য্য দেখিয়া তাহাদের ভাষা অনুকরণ করিয়া শিখিবে। ভাষা শিখিতে শিশুর অনুকরণবৃত্তি যথেষ্ট সহায়তা করে।

(১) মৌখিক ভাষা।

ইতর জন্তুর ভাষার সহিত মানুষের সহজাত বা স্বাভাবিক ভাষার ঐক্য রহিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইয়াই মানব-শিশু চীৎকার করিয়া উঠে, মানুষের স্বাভাবিক ভাষা ভাবব্যঞ্জক, ইহা শিখিতে হয় না, ইহা জাতিনির্ব্বিশেষে সকল দেশের লোকই ব্যবহার করে ও বুঝিতে সমর্থ হয়। শিশুর প্রথম চীৎকারগুলি দুঃখব্যঞ্জক এবং তাহার ক্রন্দন শুনিয়া প্রথমতঃ কোন্ প্রকার দুঃখ তাহা বুঝা যায় না; তাহার ক্রন্দনের পার্থক্য বিশেষত্ব বা প্রকারভেদ প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কিছুকাল পর শিশুর চীৎকারের বিশেষত্ব বিকসিত হয়, শিশুর ক্ষুধার চীৎকার, আঘাত জনিত চীৎকার, ক্রোধ বা বিরক্তিব্যঞ্জক চীৎকারের অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার কিছুকাল পর তাহার সুখের চীৎকার আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, সে নানা প্রকার অস্পষ্ট ধ্বনি করে, দুগ্ধ পান করিতে বিলম্ব করিয়া গলায় দুধ রাখিয়া গড়্ গড়্ করিয়া উহা নিয়া খেলা করে। কয়েক মাস পর অপরের মানসিকভাব শিশুর মনে ক্রিয়া করে; শিশু কাঁদিলে মাতা অনেক সময় সোহাগের বা আদরের বুলি উচ্চারণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেন। দুই বৎসরের শিশুর দিকে চাহিয়া ভৎ'সনা বা ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিলে শিশুর মনে উহার প্রতিক্রিয়া হয়; সে কাঁদিয়া বা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করে। বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিবার সময় ক্রমে শিশুর সুখ ও অঙ্গভঙ্গীর পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুর ও অঙ্গভঙ্গীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কথা না বলিয়া শুধু অঙ্গভঙ্গীদ্বারা যে কিরূপে সুন্দরভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ করা যায় তাহা অনেকে সিনেমা (Cinema) বা টেবলো (Tableau) তে দেখিয়া থাকিবেন।

মৌখিক ভাষা শিখিবার সোপান।

অনুকরণবৃত্তির সাহায্যে শিশু বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী ও ধ্বনি শিক্ষা করে। শিশুর দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই সে কথা বলিতে থাকে, শিশু কথা বলিবার পূর্ব্বে কথার অর্থ বুঝিতে পারে। আবার অনেক কথা সে অপরের নিকট শুনিয়া আবৃত্তি করে, উহাদের অর্থও বুঝে না। শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা করা নিতান্ত সহজ নহে; শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে, জিহ্বা ও অন্যান্য মাংসপেশীর সঞ্চালনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যথেষ্ট যত্ন ও অভ্যাসের প্রয়োজন। এই কারণে কথার অর্থ বুঝা যত সহজ, উহার উচ্চারণ তত শীঘ্র ও সহজে করা চলে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিশু কতকগুলি (শব্দের অন্তর্গত) বর্ণের ধ্বনি শীঘ্র করে, অপর কতকগুলি ধ্বনি বিলম্বে করে। যেমন 'ঘৃণার' পরিবর্ত্তে 'গিণা' ফ্রকের পরিবর্ত্তে 'ফক' স্কুলের পরিবর্ত্তে 'ইস্‌কুল' বলে। শিশু কোন্ শব্দের ভুল উচ্চারণ করে তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিলে অনেক সুবিধা হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির বিকাশ হয়। কোন্ বয়সে শিশু কোন্ শব্দ বা বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে উহার একটী তালিকা করিয়া পরীক্ষা করিলে শিক্ষাকার্য্যের অনেক সুবিধা ঘটে। অবশ্য এই তালিকা সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যায় না; কারণ গৃহশিক্ষা ও শিশুর অভিজ্ঞতা সকল পরিবারে সমান নয়, উহার মধ্যে অনৈক্য রহিয়াছে, এইজন্য বিভিন্ন শিশুর ভিতর কতকটা অনৈক্যও লক্ষ্য করা যায়। বাগেন্দ্রিয়ের জড়তা ও মাংসপেশীর সামঞ্জস্যবিধান ছাড়াও শিশুর ভুল উচ্চারণ করিবার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিশু যখন বড়দের কথা শুনিয়া উহার অনুকরণ করে তখন তাহাদের কথাগুলির সকল অংশ স্পষ্ট শুনিতে পারে না। বড়রা দ্রুত কথা বলিয়া থাকেন ইহার ফলে শব্দের কোন কোন বর্ণের উচ্চারণ সুস্পষ্ট হয় না, বা মোটেই হয় না, সুতরাং শিশুর নিকট যে ধ্বনিটুকু সুস্পষ্ট, যে টুকু কান পাতিয়া

স্মরণ রাখিতে পারে, তাহাই সে উচ্চারণ করিয়া থাকে। অনেক সময় বড় শব্দের মাঝের অংশটুকু বাদ দিয়া প্রথম বা শেষের অংশটুকু উচ্চারণ করিয়া থাকে। কোন্ শ্রেণীর শব্দে শিশুর অধিক অনুরাগ তাহাও অনেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। শিশুর কাজে ও নড়াচড়ার প্রতি অধিক অনুরাগ, বিশেষ্য পদই শিশু প্রথমতঃ অধিক ব্যবহার করে, কিন্তু বড়রা যে অর্থে বিশেষ্য পদের ব্যবহার করেন শিশু তেমন প্রয়োগ করে না; শিশু "দুধ" বলিয়া অর্থ প্রকাশ করে "দুধ খাব", 'বিছান' অর্থ "বিছানায় ঘুমাইব" ইত্যাদি। সুতরাং শিশুর উচ্চারিত বিশেষ্য পদ অনেক স্থলে ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য ও ক্রিয়া-পদই শিশু অধিক প্রয়োগ করে তৎপর বিশেষণপদ ও সর্ব্বাপেক্ষা কম অব্যয়-পদের ব্যবহার।

আমরা শুধু কথা বলিয়া অপরের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করি না, লিখিয়াও উহা ব্যক্ত করি। পুস্তক ও চিঠিপত্রের সাহায্যেও মানুষ মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। মৌখিক ভাষা কর্ণ দিয়া গ্রহণ করি, আর পুস্তকের ভাষা বা লিখিত ভাষা চক্ষু দিয়া গ্রহণ করি। শিশুর মুখের ভাষা যেমন স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক শিশুর জীবনে বিকশিত হয় আমাদের লিখিত ভাষা তেমন নহে; জাতিবিশেষের বা বহু লোকের সম্মতিক্রমে লিখিত ভাষার বা অক্ষরগঠনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে অক্ষর-পরিচয়ের জন্য শিক্ষক নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। কিণ্ডারগার্টেন ও ডাঃ মণ্টেসোরির প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীতে ইহা আমরা পরে লক্ষ্য করিব। লিখিত ভাষা শিক্ষা দিতে শিশুর দুইটী সহজ বৃত্তির—প্রশংসালাভ ও খেলার—উপর প্রায় নির্ভর করিতে হয়। বিভিন্ন অক্ষরের সাদৃশ্য (যথা—ব র ক ধ)

(২) লিখিত ভাষা

ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া, অক্ষর সাজাইয়া, বালকদিগকে বাহির করিতে দেওয়া হয়; বিভিন্ন অক্ষর কাগজে কাটিয়া, একত্র করিয়া, সেই গুলিকে দ্রুত বাছিতে দেওয়া হয়, যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত বাছিয়া বাহির করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে প্রশংসা বা পুরস্কার দ্বারা উৎসাহিত করা যায় ইত্যাদি।

শিশু প্রথমতঃ ধ্বনির সহিত অঙ্গভঙ্গি করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে, তেমনি লিখিত শব্দ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না করিয়া প্রথমতঃ যদি উহার সঙ্গে মৌখিক বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় লিখিত শব্দের পরিচয় করিতে শিশুর এত বিলম্ব ঘটে না। শিক্ষক যদি নিজের মৌখিক বাক্য হইতে দুই-একটী অতি প্রয়োজনীয় শব্দ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দেন ও অপর কথাগুলি মুখে বলেন তাহা হইলে বালক লিখিত শব্দ শিক্ষা করিতে অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিবে।

বালকের পুস্তক পড়িবার কিছু ক্ষমতা জন্মিলেই তাহার নানা বিষয়ের—মানুষ, জন্তু ও বিভিন্ন দেশের—কথা জানিবার আগ্রহ জন্মে। সন্তানের এই স্বাভাবিক কৌতুহলবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুস্তক পাঠে বালকের অনুরাগ বৃদ্ধি করা যায়। এই অবস্থায় বালক নিজে গল্পের বই পড়িতে ভালবাসে, সুতরাং তাহার শব্দসম্পদ্ বর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বালকের পুস্তকপাঠের অভ্যাসও জন্মে। বালক কিছু বড় হইলেই কবিতা, গল্প ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়া নিজের মনের ভাব অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া আনন্দ লাভ করে।

পুস্তক পড়িতে সমর্থ হইলে ও ভাষা প্রয়োগে কতদূর অগ্রসর হইবার পর, বালককে বাক্যের গঠনপ্রণালী শিক্ষা দিতে হয়। বাক্যটীকে বিশ্লেষণ করিয়া, শব্দগুলি বাক্যের কোন্ স্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা বাহির করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হয়। নানা বাক্য হইতে কতগুলি শব্দ যে শুধু নাম বুঝায়, কতগুলি শব্দ কার্য্য

ব্যাকরণ-শিক্ষা।

বুঝায়, কতগুলি গুণ বুঝায় এইরূপে শব্দের বিশ্লেষণ ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হয়। বাক্যের অন্তর্গত শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার শিক্ষা করিবার পর ভাষার মাধুর্য্য ও অলঙ্কার শিক্ষা করিতে হয়।

চিত্রাঙ্কনদ্বারাও মনের ভাব প্রকাশ করা চলে, সুতরাং বিস্তারিত অর্থে ইহাও ভাষা। কিন্তু জন্ম হইতেই শিশু যেমন স্বাভাবিক ভাষা—অস্ফুট ধ্বনি—ব্যবহার করে চিত্রাঙ্কনের বেলা তাহা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এস্থলেও শিশুর অনুকরণপ্রিয়তা ও খেলার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। শিশু যেমন অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, তেমনি কিছু বড় হইয়া ভাই বোন্ বা পিতামাতাকে লিখিতে দেখিলে পেন্সিল নিয়া শিশুও কতগুলি রেখাপাত করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। বড়দের চিত্রাঙ্কন দেখিয়া ঠিক তাঁহাদের চিত্রাঙ্কনবিশেষকে অনুকরণ করিবার জন্য প্রথমতঃ সে কোন চেষ্টা করে না। কিছুকাল পর তেমন একটা অস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই অনুকরণের চেষ্টাও তেমন স্থায়ী বা সফল হয় না। শিশু আরও বড় হইলে হাত নাড়িয়া, শুধু রেখাপাত করিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্যই সে অঙ্কন করে না, কিন্তু অঙ্কন করিয়া একটা পদার্থ বা ঘটনাকে প্রকাশ করিতে চায়। দুই-একটী বিন্দুপাত করিয়া বা রেখা অঙ্কন করিয়াই সে ভাবে যে, কোন বস্তু বা ঘটনার চিত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। একটী বৃত্তের ভিতর একটী বিন্দু দিয়াই সে মনে করে যে একটী মানুষ আঁকিয়াছে। বিভিন্ন অংশের ভিতর সম্বন্ধস্থাপন বা অনুপাতানুসারে অঙ্কনের শক্তি শিশুর ধীরে ধীরে উন্মেষ হয়।

(৩) চিত্রাঙ্কণ।

শিশুর মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি সহজাত। বধির এবং

বোবার ও ভাষা রহিয়াছে; কারণ সে আকার-ইঙ্গিতের ভাষাদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ভাষা সম্পূর্ণতা লাভ করে না মুখের মাংসপেশীর ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের উপর ভাষার উন্নতি নির্ভর করে।

ভাষার কার্য্য।

ভাষাই চিন্তার ভিত্তি। ভাষার উন্নতির উপর সকল সূক্ষ্ম বিচার নির্ভর করে। আমরা কোন বস্তু হইতে উহার গুণ বিযুক্ত করিয়া ধারণা ও সামান্যজ্ঞান লাভ করি, ভাষার আশ্রয়ে। **ভাষা দেশ ও কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়।** আমাদের মনের কথা ভাষার সাহায্যে অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, গৌতমবুদ্ধ যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ইত্যাদি মহাপুরুষগণ যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, লিখিত ভাষার সাহায্যে আজ আমরা তাহা জানিতে পারি। মৌখিক ভাষার সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যাইত, লেখার কৌশল আবিষ্কার হইবার ফলে, উহার আশ্চর্য্য উন্নতি ও বিশুদ্ধতা লাভ হইয়াছে। লিখিত ভাষার সাহায্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জ্জিত জ্ঞান ও চিন্তাধারার অতুল সম্পদ্ আমরা ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছি; ইহার ফলে আমাদের সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। ভাষা লোপ হইলে, আমাদের জ্ঞান, গৌরব, সভ্যতা সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, এমন কি আমাদের অস্তিত্বও বোধ হয় রক্ষা করা যাইবে না।

ভাষার প্রয়োজনীয়তা।

গৃহশিক্ষা।

বালক পঞ্চম বৎসরের পূর্ব্বে সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে না। শৈশবে পিতামাতা ও অন্য পরিজনবর্গের নিকট তাহার গৃহে শিক্ষা লাভ হয়। শিশুকালে বালক খেলাতে অনুরাগ প্রকাশ করে, সুতরাং খেলার ভিতর দিয়া, বালক গৃহে শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন। চরিত্রগঠন সদভ্যাসের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। শৈশব অভ্যাস গঠনের উপযুক্ত সময়। বালক প্রথম বয়সে যাহা শিক্ষা করে, তাহা স্থায়ী হয়; সুতরাং শিশুর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তদুপযোগী শিক্ষা তাহাকে এই বয়সে দিতে হইবে। অনেক পিতামাতা শিশুর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করেন না, সুতরাং গৃহে তাহার উপযোগী শিক্ষা দিতে সমর্থ হন না। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে শিশুদের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, এবং অধিকাংশ শিশুবিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমান সময় ফ্রোবেলের কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করিতেছে। আমাদের দেশে সাধারণ শিশুবিদ্যালয় নাই, গৃহশিক্ষাই প্রচলিত আছে। সুতরাং প্রত্যেক পিতামাতার কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের তথ্যগুলি জানা প্রয়োজন।

কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালী।

মহাত্মা ফ্রোবেল ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুপ্রকৃতি তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কিণ্ডারগার্টেন (শিশূদ্যান) বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান সময় তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক পরিবারে ও শিশু-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাঁহার

মতে মাতৃক্রোড়ে শিশু শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতিই উহার শিক্ষয়িত্রী। শিশুর খেলার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক; এই প্রবৃত্তির সাহায্যে শিশুর বিবিধ অঙ্গসঞ্চালন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবশ্যক বিষয়ের জ্ঞান, অভ্যাসগঠন, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেন-বিদ্যালয়ের ক্রীড়াসমূহ শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করে, কিণ্ডার-গার্টেন-ক্রীড়নকের সাহায্যে শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্ফুরণ হয়। ক্রীড়নকের সাহায্যে বর্ণ, আকৃতি, সংখ্যা, অংশ, দূরত্ব, ইত্যাদি শিক্ষাদান করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধন করা হয়। কর্ম্ম-সঙ্গীতের সাহায্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের, এবং নিপুণতার সহিত বিভিন্ন ক্রীড়নকের ব্যবহারদ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উন্নতিসাধন করা হয়।

কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে বালকের ইচ্ছাশক্তি, পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষজ্ঞান, স্মৃতি, চিন্তা, কার্য্যকুশলতা ইত্যাদি অনুশীলনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফ্রোবেল বালকের ত্রিবিধ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন, (১) প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ, (২) মানবের সহিত সম্বন্ধ, (৩) ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ। এই হেতু কিণ্ডারগার্টেনে নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিণ্ডারগার্টেন-বিদ্যালয়ে, শিশু, উদ্যানে রোপিত বৃক্ষের ও জীবজন্তুর যত্ন করিয়া থাকে। এইরূপে বালকের সহানুভূতি যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত হয়। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ক্রমশঃ জীবজন্তু ও বৃক্ষের প্রতি বালকের অনুরাগ এবং সমপাঠী ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জন্মে। প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীবজন্তু ও মানবের প্রতি ভগবানের অসীম দয়া, তাঁহার অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তি বালক লক্ষ্য করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে।

কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে শিক্ষা দিতে বিশেষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের

আবশ্যক। কেবল কিণ্ডারগার্টেন-খেলা, কর্ম্ম-সঙ্গীত ইত্যাদি শিক্ষা দিলেই উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না; বালকের প্রকৃতি, মনোবৃত্তি ইত্যাদি কিরূপে স্ফুরিত হয়, শিক্ষকের তাহা জানা আবশ্যক। বালকের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া, কর্ম্ম ইত্যাদি বাহ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

বালকের মন কাদার মত ইচ্ছানুরূপ গঠন করা যায় ভাবিলে ভুল হইবে। বালকের মন কাদার মত ইচ্ছানুরূপ গঠন করা যায় না; উহার প্রকৃতি চারা গাছের প্রকৃতির ন্যায়। উদ্যানপালক যেমন রোপিত বৃক্ষের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন, তদ্রূপ শিক্ষকও বালকের স্বাভাবিক প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহার মানসিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ করিতে সহায়তা করিবেন। বাগানে মালী যেমন অনুকূল জল, রৌদ্র, বাতাস ও মৃত্তিকার ব্যবস্থা করিয়া চারা গাছের বৃদ্ধি সুসম্পন্ন করেন, শিক্ষকও ছেলেকে অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া বর্দ্ধিত করিবেন। সকল চারাগাছের প্রকৃতি এক নয়, বিভিন্ন জাতীয় চারাগাছের উপযোগী বিভিন্ন পরিমাণ আলো, বাতাস ও পৃথক্ সারের প্রয়োজন। চারাগাছের নিজের বর্দ্ধিত হইবার শক্তি রহিয়াছে, কিন্তু ইহা বিকশিত হয় অনুকূল আবহাওয়ার আশ্রয়ে। তেমনি শিশুর নিজের বর্দ্ধিত হইবার শক্তি রহিয়াছে কিন্তু সেই শক্তি বিকশিত হয় অনুকূল আবেষ্টনীর সহায়তায়। বাগানে মালীর কার্য্য হইয়াছে চারাগাছের অনুকূল সার, জল, রৌদ্র ও মৃত্তিকার ব্যবস্থা করা ও শত্রুর (গবাদি জন্তু, পোকা ইত্যাদির) আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করা। শিক্ষকের কার্য্য হইয়াছে বিদ্যার্থীর অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দেওয়া, অর্থাৎ

শিক্ষকের সহিত উদ্যান-পালকের তুলনা।

যাহার আশ্রয়ে তাহার শক্তিসমূহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং প্রতিকূল অবস্থা বা শত্রু (অর্থাৎ যাহা শিশুর শক্তি বিকাশের অন্তরায়) হইতে রক্ষা করা। বাগানের মালীর সহিত শিক্ষককে তুলনা করিয়া, ফ্রোবেল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। সেকালের অনেক শিক্ষক মনে করিতেন শিশু যেন মাটির ঢেলা বা তাল এবং শিক্ষক যেন কুমার। তাঁহারা মনে করিতেন কুমার যেমন মাটির ঢেলাকে চাকে ফেলিয়া স্বীয় ইচ্ছানুরূপ নানাবিধ আকার দিতে পারেন, শিক্ষকও ছেলেকে বিদ্যালয়রূপ চাকে ফেলিয়া স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে ছেলের শক্তিগুলিকে গড়িয়া তুলিতে পারেন। ফ্রোবেল প্রচার করিলেন প্রত্যেক সন্তানের ভিতর বিভিন্ন প্রকৃতি লুক্কায়িত রহিয়াছে। শিশুপ্রকৃতির এই অনৈক্যকে অগ্রাহ্য করা চলে না, শিক্ষকের ইচ্ছামত শিশুকে গড়িয়া তোলা যায় না। শিশু-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে শিশুকে রক্ষা করিয়া বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

কিণ্ডারগার্টেন ক্রীড়নক ও নানাবিধ কাজ।

কিণ্ডারগার্টেন ক্রীড়নকের সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফ্রোবেল সাতটি ক্রীড়নক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী শিক্ষকগণ উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

প্রথম ক্রীড়নক। সমান আয়তনের বিভিন্ন বর্ণের (তিনটী মূল রঙ—লাল, নীল ও পীত, তিনটী মিশ্র—সবুজ, কমলা ও বেগুনে) ছয়টী উলের গোলাকার বল; এই বলগুলি ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেকটী বলের সহিত সূত্র সংলগ্ন আছে, বিবিধ বর্ণের বলগুলি একখণ্ড কাঠে ঝুলাইয়া নিম্নলিখিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

(১) রং ছয় প্রকার। তিনটী মূল ও তিনটী মিশ্র।

(২) বালকের ডাইন ও বামদিক্। একটী বল ডাইন ও বামদিকে হস্তদ্বারা সঞ্চালন করিয়া বালককে ডাইনদিক্ ও বামদিক্ শিক্ষা দেওয়া যায়।

(৩) কোমল ও কঠিন। অঙ্গুলি সাহায্যে বলগুলি টিপিতে দিয়া "কঠিন" ও "কোমল" বস্তুর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় ক্রীড়নক। দ্বিতীয় ক্রীড়নকে একটী কাঠের গোলাকার বল, একটী কাঠের চোঙ্গ বা নলাকার দ্রব্য (cylinder) ও একটী কাঠের "কিউব" (cube) বা সমঘন রহিয়াছে। ইহার সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়:—

(১) পদার্থের বিভিন্ন আকার,—গোলাকার নলাকার, সমঘনাকার— বালক ইহাদের সাহায্যে শিক্ষা করে; এবং বিভিন্ন পদার্থের আকার বালক তুলনা করিতে শিখে।

(২) বালক কোণ, পাশ, ধার ইত্যাদি লক্ষ্য করে ও ইহাদের পৃথক নাম শিক্ষা করে।

(৩) ইহাদের বিভিন্ন প্রকার গতি বালক পর্য্যবেক্ষণ করে।

তৃতীয় ক্রীড়নক। তৃতীয় ক্রীড়নকে একটী বড় "কিউবকে" ছোট আটটী "কিউবে" বিভক্ত করা হইয়াছে, ইহার সাহায্যে বালককে নিম্নলিখিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়:—

(১) গঠন কুশলতা—"কিউব" গুলির সাহায্যে বালক তাহার পরিচিত বিবিধ দ্রব্যের আকৃতি (বাক্স, সিড়ি, মঠ, সেতু, ঘর ইত্যাদি) গঠন করে।

(২) সংখ্যাগণনা, ভগ্নাংশ ইত্যাদি।

(৩) বালকের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বৃদ্ধি করে।

(৫) বালকের মৌলিকতা বৃদ্ধি পায়। বালক স্বাধীনভাবে "কিউব" গুলি বিভিন্ন প্রকারে সাজাইয়া নূতন নূতন আকৃতির সৃষ্টি করে।

চতুর্থ ক্রীড়নক।

এই ক্রীড়নকে একটী "কিউবকে" আটটী আয়তাকার কাষ্ঠখণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে, এই আয়তাকার কাষ্ঠখণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ এবং প্রস্থ বেধের দ্বিগুণ।

তৃতীয় ক্রীড়নকের ন্যায় ইহার সাহায্যে বালক নানাপ্রকার আকৃতি গঠন করিতে সমর্থ হয়। আয়তাকার কাষ্ঠগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ পৃথক্ হওয়াতে কাষ্ঠখণ্ডগুলি কখন কোন্ পাশে সাজাইলে বিভিন্ন আকার গঠন করা যায়. তাহা বালকের চিন্তা করিতে হয়, সুতরাং ইহাতে বালকের নির্ম্মাণকৌশল, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি হয় এবং বিভিন্ন আকার সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হয়;

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্রীড়নক।

এই দুইটী ক্রীড়নকে "কিউবকে" নানাপ্রকার আকারে বহু অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রীড়নকের ন্যায় ইহাদের উদ্দেশ্যও এক; ক্রমে 'কিউব" গুলি বিভিন্ন আকারে বিভক্ত করিয়া গঠন কার্য্যের জটিলতা উৎপাদন করা হইয়াছে। ক্রমেই বালকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, কার্য্যকুশলতা, ধৈর্য্য, মনোযোগ ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ক্রীড়নকের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রীড়নকের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহাতে পূর্ব্বজ্ঞানের সাহায্যে নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

সপ্তম ক্রীড়নকে বিবিধ বর্ণের নানা আকারের সমতল কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ (সমকোণী. সূক্ষ্মকোণী, বিষমকোণী) প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ডের নানা আকার গঠন করিয়া বালক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে।

ফ্রোবেলের এই সাতটী ক্রীড়নক ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে শিশুদিগের

জন্য আরও অনেক প্রকার খেলার ব্যবস্থা রহিয়াছে ; ইহাদের কয়েকটীর নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

কাঠি সাজান, বুনন, আংটী সাজান, চিত্রাঙ্কণ, সেলাই, কাগজ-কাটা, কাগজ ভাঁজ করা, কাদা ও বালির সাহায্যে পদার্থের আদর্শগঠন ইত্যাদি।

ফ্রোবেলের কিণ্ডারগার্টেন ক্রীড়নক ইত্যাদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ব্যবহারবিধি এবং কতকগুলি আদর্শ উহাদের সঙ্গে দেওয়া হয়।

মণ্টেসোরি (Dr. Montessori) প্রবর্ত্তিত শিশু-শিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে ইতালী দেশের মহিলা ডাক্তার মণ্টেসোরি শিশুদিগের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য রোমনগরে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে এক অভিনব প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই নবপ্রবর্ত্তিত প্রথা সভ্যজগতে আদৃত হইয়াছে। মণ্টেসোরি প্রবর্ত্তিত শিশুশিক্ষা প্রণালী এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

মণ্টেসোরি প্রবর্ত্তিত শিক্ষাদানের বিশেষত্ব।

এই প্রণালীর বিশেষত্বগুলি নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

(১) তাঁহার উদ্ভাবিত খেলানার সাহায্যে শিশুগণ **শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত** নিজে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ।

খেলানার ব্যবহার পুনঃ পুনঃ শিক্ষকের প্রদর্শন করিবার আবশ্যক নাই।

(২) উদ্ভাবিত খেলানাগুলিতে শিশুদের **স্বাভাবিক অনুরাগ** দেখা যায়।

(৩) খেলানাগুলিতে শিশুর উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ **কাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে।** শিশুর অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে এইরূপ কাজের ব্যবস্থা থাকিলে বিদ্যালয়ের শাসন সহজ হয়।

(৪) শিশুর **ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা** রক্ষা পায়। শিশু নিজেই তাহার ইচ্ছামত খেলানা পছন্দ করিয়া নেয়। এই প্রথা অবলম্বনে যে শিশু দ্রুত শিক্ষা করিতে অসমর্থ, সে ধীরে শিক্ষা করিতে পারে; এবং যে শিশু দ্রুত শিক্ষা করিতে সমর্থ, সে দ্রুত শিক্ষা করিতে পারে। শ্রেণী শিক্ষার ন্যায় এখানে প্রতি পাঠে নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া সকলের শিক্ষা করিতে হয় না।

শিশু খেলানার ব্যবহার ভুল করিলে, উক্ত খেলানায় সাহায্যে সে **নিজেই তাহার ভুল বুঝিতে সমর্থ হয়।**

(৫) শিশু ক্লান্তি অনুভব করিলে, সে **আবশ্যকমত বিশ্রাম লাভ** করিতে পারে।

একত্র দলবদ্ধ হইয়া শ্রেণীশিক্ষার ন্যায় এখানে সকলের পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শিশুর পাঠ শিক্ষা করিতে হয় না। শিশু ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম করিতে পারে, এবং আবশ্যক বোধ করিলে ঘুমাইতেও পারে। শিক্ষক তাহাকে উৎপাত করেন না, কিন্তু খেলানাগুলির এমন মোহিনী শক্তি যে, শিশুর ক্লান্তি দূর হইলে সে নিজেই পুনরায় খেলানা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

(৬) খেলানার সাহায্যে শিশুর **মনোযোগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়।** শিশু অনেক সময় একটী খেলানা ৪০।৪৫ বার ব্যবহার করিয়াও আমোদ পায়।

(৭) শিশু **তাহার দৈনিক জীবনের অনেক কার্য্য** এই প্রথার সাহায্যে শিক্ষালাভ করে।

(৮) শিশু **আত্ম-নির্ভর** হয়।

(৯) এখানে **তিরস্কার বা শাস্তিদানের ব্যবস্থা নাই।** সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক দণ্ড-বিধান পাশ্চাত্য দেশের অনেক পরিবার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ইহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

(১০) খেলানা ব্যবহার করিয়া শিশু **আরোহী-প্রণালীর যুক্তি অবলম্বন করে।** শিক্ষাকার্য্যে আরোহী-প্রণালীর যুক্তিই প্রশস্ত।

মণ্টেসোরী প্রবর্ত্তিত খেলানাসমূহের বিবরণ :—এই খেলানাগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,—(ক) অঙ্গসঞ্চালক খেলানা; (খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শিক্ষামূলক খেলানা; (গ) লেখাপড়া ও সংখ্যাগণনা, ভাষা ও পদার্থপরিচয় শিক্ষা দিবার উপযোগী খেলানা।

(ক) অঙ্গসঞ্চালক খেলানা।

ইহার সাহায্যে শিশু তাহার দৈনিক কার্য্যের উপযোগী কতকগুলি আবশ্যক অভ্যাস স্বাধীনভাবে শিক্ষা করে; বোতাম ও লেস্ লাগাইবার ফ্রেম্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শিশুকে অঙ্গসঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার, কারণ ইহা শিক্ষা দিতে, শিশুর বিভিন্ন স্নায়ু ও মাংসপেশীর সঞ্চালন নিয়মিত করিতে হয়। এ বিষয়ে শিশু কোন উপদেশ না পাইলে সে বিশৃঙ্খলভাবে তাহার অঙ্গসঞ্চালন অভ্যাস করিবে। এজন্য তাহাকে আমরা চঞ্চল বলিয়া থাকি, যাহা সম্মুখে পায় তাহা সে স্পর্শ করে। যুবকগণ শিশুর এই চঞ্চলতা পছন্দ করেন না, তাহাকে শান্তশিষ্ট হইবার জন্য প্রায়ই তিরস্কার করেন এবং শিশুর এই স্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালনে বিঘ্ন জন্মান। বাস্তবিক শিশু এইরূপ বিশৃঙ্খল অঙ্গচালনাদ্বারা মানবের উপযোগী

অঙ্গসঞ্চালনগুলি নিজেই শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহার আপাতবিশৃঙ্খল অঙ্গচালনাগুলি ক্রমশঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মিত করিতে হইবে ; ইহাতে বাঁধা জন্মাইয়া তাহাকে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে আদেশ করা আমাদের ভুল। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য শিশুর অঙ্গসঞ্চালনের উদ্দেশ্যগুলি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে উক্ত বিষয়ে সাহায্য করা। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক পিতামাতা এই শিশুপ্রকৃতি বুঝিতে অসমর্থ। খেলানার সাহায্যে শিশুকে তাহার উপযোগী অঙ্গচালনা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মণ্টেসোরী করিয়াছেন। এই অঙ্গসঞ্চালন শিক্ষা নিম্নলিখিত বিষয়ে দেওয়া হয় :—

(১) দাঁড়ান, বসা, হাটা, বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ করা, উত্তোলন করা ইত্যাদি।

(২) শারীরিক যত্ন লওয়া—যেমন বস্ত্রপরিধান, জামার বোতাম লাগান, জুতার লেস্ লাগান, ইত্যাদি—শিক্ষা দেওয়া হয়। এজন্য একটী কাঠের ফ্রেমের একধারে আট্‌কান একখণ্ড কাপড়ে বোতামের ঘর কাটা আছে, এবং অপরদিকে আর একখণ্ড আট্‌কান কাপড়ে বোতাম লাগান আছে। এই কাঠের ফ্রেমটী শিশুর একটী খেলানা। শিশু বোতামগুলি উহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে লাগাইতে থাকে। প্রথমতঃ শিশু নিজের অনভ্যস্ত অঙ্গুলিদ্বারা এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য শিক্ষক শিশুর সম্মুখে অপর একটী ফ্রেমে ধীরে ধীরে বোতাম লাগাইতে থাকেন যেন শিশু তাঁহার অঙ্গসঞ্চালনের প্রত্যেক অবস্থা ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুকরণ করিতে পারে। প্রথমতঃ তিনি কাপড় দুইটীর কিনারা (এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত) যাহাতে স্পর্শ করে এইরূপ ভাবে উহাদিগকে স্থাপন করেন। তৎপর বোতাম নির্দ্দিষ্ট ঘরের সম্মুখে স্থাপন করেন, এবং ক্রমে নির্দ্দিষ্ট ঘরে উহা প্রবেশ করাইয়া দেন। কিন্তু শিক্ষকের ইহা সর্ব্বদা দেখাইতে হয় না। শিশু

একবার খেলানার উদ্দেশ্য বুঝিলেই সে নিজে উহা সম্পন্ন করিতে পারে। কখনও দুই-একস্থলে শিক্ষকের একটু ইঙ্গিতমাত্র আবশ্যক করে। শিশু নির্দ্দিষ্ট ঘরে কোন একটি বোতাম প্রবেশ করাইতে ভুল করিলে, একটী বোতাম অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং শিশু নিজেই তাহার ভুল বুঝিতে পারিবে। শিক্ষকের উহা বলিয়া দিতে হইবে না। সে পুনরায় বোতামগুলি খুলিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করাইতে থাকিবে, এইরূপে শিশুর মনোযোগ, অনুরাগ, অধ্যবসায় ইত্যাদি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। অন্যান্য শিশুগণও বিভিন্ন খেলানা ব্যবহার করিতেছে, ইহা দেখিয়াও শিশু উৎসাহিত হয়। এইরূপে বিভিন্ন ফ্রেমে জুতার লেস্ লাগান, হুক্ লাগান ইত্যাদি কাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৩) গৃহকার্য্য।

আবশ্যক গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে যেরূপ অঙ্গসঞ্চালন প্রয়োজন হয় তাহাও শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসন-পত্র ধুইতে, টেবিল স্থাপন করিতে, খাদ্যাদি পরিবেষণ করিতে, শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ শিক্ষক নিজে এই কার্য্য,—কিরূপে উঠিবে, কিরূপে থালা ধরিবে, কিরূপে অগ্রসর হইবে, কিরূপে উহা রাখিবে ইত্যাদি বিষয়—শিশুদিগের সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রদর্শন করেন। তাহারা উহা অনুকরণ করে। এইরূপে গৃহকার্য্যের উপযোগী অঙ্গসঞ্চালন, সামাজিক রীতিনীতি, শিষ্টাচার ইত্যাদি শিশুগণ শিখে। গৃহকার্য্যের ভিতর দিয়া এগুলি শিক্ষা করিতে শিশুগণ আমোদ পায় এবং কৃত্রিমতা অবলম্বন করিতে হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুগণ ইহাতে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করে এবং যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে। দেখা গিয়াছে একখানা তরকারীসহ থালা পরিবেষণ করিতে দুই হাতে ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় নাকের অগ্রভাগে মাছি বসিয়াছিল, কিন্তু শিশু কোন বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া

যথাস্থানে উহা পৌছাইয়া দিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আত্মসংযম ও নয়নাভিরাম শিক্ষা আর কি হইতে পারে?

এইরূপে আমাদের দেশের উপযোগী গৃহকর্ম্ম শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। শিশুদিগকে আমরা প্রায়ই বিশ্বাস করিয়া কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে সাহস পাই না। কিন্তু শিশুদিগকে বিশ্বাস করিতে শিখিলে, তাহাদিগকে ধীরে ধীরে গৃহকর্ম্মের উপযোগী অঙ্গচালনা, শিষ্টাচার ইত্যাদি বেশ শিক্ষা দেওয়া যায় ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করা চলে। অনেক সময় আমরা মেজেতে এক টুকুরা কাগজ বা আবর্জ্জনা থাকিলে শিশুকে উহা উঠাইয়া ফেলিতে বলি, এবং এজন্য শিশুকে প্রশংসাও করা হয়। কিন্তু মণ্টেসোরি বিদ্যালয়ে শিশু উহা নিজেই করিতেছে, সে জানে যে উহা তাহার নিজের ঘর, সুতরাং তাহাকে উহা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। এজন্য শিক্ষকের কোন তিরস্কার বা প্রশংসাসূচক বাক্য আবশ্যক করে না। তাহার মাতা যেমন গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা নিজের কাজ বিবেচনা করেন, শিশুও তদ্রূপ, দুই-এক বৎসর শিক্ষালাভ করিবার পর তাহার গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা নিজের কাজ মনে করিয়া থাকে। আমাদের অনেক বয়স্থা মেয়েরাও গৃহে এ শিক্ষা পায় না।

(৪) বাগানের কাজ।

শিশু চারাগাছ ও জীব জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে; সুতরাং উহাদিগকে বাগানের কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) হাতের কাজ।

গঠনবৃত্তি শিশুর স্বাভাবিক; সুতরাং ইহাতে সে আমোদ পায়। অঙ্গচালনা শিক্ষা দেওয়া চলে। শিশু মৃত্তিকাদ্বারা ইষ্টক, দোয়াত, গ্লাস, বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে।

ব্যায়াম ও নৃত্য সাহায্যে অঙ্গসঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া হয়। এজন্য মণ্টেসোরি বিদ্যালয়ে একটী ডিম্বাকৃতি বৃত্তাভাস

ব্যায়াম ও নৃত্য।

মেজের উপর রং বা খড়িমাটির সাহায্যে অঙ্কিত করা হয়। এই রেখার উপরে শিশু লম্বাভাবে এক পায়ের পিছনে অপর পা ফেলিয়া হাঁটিতে অভ্যাস করে। বাজিকর যেমন তুইটী খুঁটীতে শক্তরূপে বাধা রজ্জুর উপরে দেহের ভার রক্ষা করিয়া হাঁটে, শিশুও সেই প্রকার দেহের ভার রক্ষা করিয়া এই রেখার উপর দিয়া হাঁটিতে অভ্যাস করে, কিন্তু এখানে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা নাই, কারণ মেজের উপরে রেখা অঙ্কিত করা রহিয়াছে। এখানেও শিক্ষক প্রথমতঃ রেখার উপরে হাটিয়া শিশুকে উহা অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেন; কিন্তু বলিবার আবশ্যক হয় না। এইরূপে ক্রমে একজনের পশ্চাৎ অপর একজন হাঁটিতে আরম্ভ করে ও বৃত্তাভাসটী পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে শিশুরা আমোদ পায়। ক্রমে পিয়ানা সাহায্যে তালে তালে পা ফেলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। মেজের রেখাগুলি নানারূপে অঙ্কিত করিয়া শিশুদিগের গতি পরিবর্ত্তিত করা হয়। প্রথমতঃ শিশু বাদ্যের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয় না, ধীরে ধীরে সে ইহা বুঝিতে সমর্থ হয় ও তালে তালে পা ফেলিতে থাকে। আমাদের গরীব দেশে অতি অল্প গৃহেই পিয়ানা আছে; সুতরাং হাততালি দ্বারা শিশুদিগকে তালে তালে পা ফেলিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শিক্ষামূলক খেলানা।

ইহার সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সম্যক্ পরিচালনা হয় এবং শিশুর প্রত্যক্ষজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই শ্রেণীর খেলানাগুলির বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :—

তিনটী শক্ত লম্বা কাষ্ঠের ভিতর, বিভিন্ন আয়তনের তিন প্রস্থ

“সিলিণ্ডার” বা নলাকার শক্ত পদার্থ বসান আছে। প্রত্যেক কাঠের ভিতরে দশটী গর্ত্ত। গর্ত্তগুলির ভিতর দশটী “সিলিণ্ডার” রহিয়াছে। গর্ত্তগুলি বিভিন্ন “সিলিণ্ডারের” ঠিক আয়তনে প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রকৃত “সিলিণ্ডার” তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসাইলে ঘরের ভিতর অতিরিক্ত কোন স্থান থাকে না। প্রত্যেক “সিলিণ্ডারের” অগ্রভাগে একটী হাণ্ডেল আছে। এই হাণ্ডেলে ধরিয়া “সিলিণ্ডার”গুলি গর্ত্ত হইতে বাহির করিতে ও উহার ভিতর প্রবেশ করাইতে পারা যায়।

(১) “সিলিণ্ডার।”

প্রথম কাঠের ভিতর দশটী “সিলিণ্ডার” রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের উচ্চতা সমান, কিন্তু প্রত্যেকের ব্যাস ক্রমে হ্রাস পাইয়া “স্থূল” হইতে “সূক্ষ্ম” আকার ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় কাঠের ভিতরের দশটী “সিলিণ্ডারের” উচ্চতা ও ব্যাস উভয় দিকেই ক্রমে হ্রাস পাইয়া “বৃহৎ” হইতে “ক্ষুদ্র” আকার ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয় প্রস্থ “সিলিণ্ডার”গুলির ব্যাস একই রহিয়াছে কিন্তু উচ্চতা ক্রমে হ্রাস পাইয়া থালার আকার ধারণ করিয়াছে। শিশু প্রথমতঃ এক প্রস্থ “সিলিণ্ডার” ঘর হইতে বাহির করিয়া একত্র করে পুনরায় সেইগুলি এক একটী করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসায়। ঘরের আয়তন ও “সিলিণ্ডারের” আয়তন সে হস্ত ও চক্ষুর সাহায্যে অনুভব করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে “সিলিণ্ডার”গুলি বসাইতে চেষ্টা করে।

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ঘরে একটী “সিলিণ্ডার” ভুলক্রমে প্রবেশ করাইলে, শিশু দেখিতে পাইবে যে, সর্ব্বশেষে একটী “সিলিণ্ডার” অনির্দ্দিষ্ট ঘরে বসে না; সুতরাং শিশু নিজেই তাহার ভুল বুঝিয়া পুনরায় “সিলিণ্ডার”গুলি উহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসাইতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে শিক্ষকের কোন উপদেশের আবশ্যক করে না। শিক্ষক একবারমাত্র উহাদের ব্যবহার

প্রদর্শন করিতে পারেন; না দেখাইলেও চলিতে পারে। কারণ অপর শিশুগণ উহা কিরূপে ব্যবহার করিতেছে সে তাহা দেখিতে পায়; এবং শিক্ষকের সাহায্যে ব্যতীত সে উহাদের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়। "সিলিণ্ডার"গুলির ব্যবহারদ্বারা শিশুর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইরূপে সে বিভিন্ন বস্তুর তুলনা, বিচার, যুক্তি ইত্যাদি শিক্ষা করে। পুনঃ পুনঃ মনোযোগ ও জ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতে শিশুর মানসিক শক্তিগুলি বৃদ্ধি পায়।

(২) "কিউব।" দশটী গোলাপী রঙ্গের "কিউব" ঃ—প্রত্যেক "কিউবের" পাশ ক্রমে দশমাংশ করিয়া হ্রাস পাইয়াছে। ইহার সাহায্যে শিশু গির্জ্জা, সিড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে এবং অঙ্গুলি দ্বারা ঈষৎ কম্পিত করিয়া, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলে ও পুনরায় উহা গঠন করিয়া খেলা করে।

(৩) "লাঠি।" দশটী কাঠের লাঠি। প্রথমটী প্রায় ৫ ইঞ্চি লম্বা, দ্বিতীয়টী ১০ ইঞ্চি; এইরূপে প্রত্যেকটী ক্রমে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পাইয়া দশমটী ৫০ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটীর লাল রং দ্বিতীয়টীর প্রথম ৫ ইঞ্চি লাল ও অবশিষ্ট ৫ ইঞ্চি নীল। এইরূপে অপর লাঠিগুলি পর্য্যায়ক্রমে ৫ ইঞ্চি লাল ও ৫ ইঞ্চি নীল রঙ্গে চিত্রিত করা হইয়াছে। শিশু এই লাঠিগুলি তুলনা করিয়া উহাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে উহাদিগকে সাজায়। এই খেলানাগুলি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া শিশু উহাদিগকে যথার্থরূপে সাজাইতে পারিবে। এই খেলানাদ্বারা শিশুর ভুল সে নিজে প্রথমতঃ ধরিতে পারে না, কিন্তু ইহাদ্বারা ক্রমশঃ তাহার দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা হয়; এবং অবশেষে যথার্থরূপে উহাদিগকে স্থাপন করিয়া শিশু আনন্দ অনুভব করে।

একখানি কাঠের অর্দ্ধাংশ অসমান ও খস্‌খসে; অপরার্দ্ধের উপরিভাগ সমান ও মসৃণ। শিশু ধীরে ধীরে তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ কাঠের উপর মৃদুভাবে ঘষিতে থাকে।

(৪) মসৃণ ও খস্‌খসে কাষ্ঠখণ্ড। এইরূপে শিশু স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মসৃণ ও খস্‌খসে বিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে।

স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে শিশু অঙ্গুলিগুলি ভালরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করে, তৎপর অল্লাধিক নানাপ্রকারের খস্‌খসে ও মসৃণ কাগজ, একটী কাঠে আবদ্ধ করিয়া শিশুর সম্মুখে রাখা হয়। সে উহার উপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ চালনা করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উহাদের পার্থক্য সূক্ষ্মভাবে অনুভব করিতে শিক্ষা করে। শিশুগণ ইহাতে বেশ আনন্দ পায় এবং বিভিন্ন বস্তুর নাম শিখে তাহার নিজের কাপড়, পোষাক, জামা, মশারি, কাষ্ঠ, লোহা, কাচ ইত্যাদি অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদের পার্থক্য বেশ অনুভব করিতে পারে। শিশু চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্ধের ন্যায় অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা দ্রব্য স্পর্শ করিয়া উহাদের নাম বলিতে সমর্থ হয়।

নানাবর্ণের রেশমেয় চাক্‌তি শিশুর সম্মুখে রাখা হয়। বাজারের স্থতা-জড়ান চেপ্টা কার্ডের ন্যায় বিভিন্নবর্ণের রেশম জড়ান কার্ড হইলেই চলিতে পারে। শিশু একই বর্ণের দুইটী চাক্‌তি বাহির করিয়া জোড়া মিলায়। প্রথমতঃ তিন চারিটী বর্ণের—লাল, নীল, পীত—৬ কি ৭ জোড়া চাক্‌তি শিশু ব্যবহার করে।

(৫) বিভিন্ন বর্ণের রেশমের চাকতি।

শিক্ষক লাল বর্ণের একটী চাক্‌তি বাহির করেন, উহা দেখিয়া শিশু অপর একটী লাল বর্ণের চাক্‌তি বাহির করিয়া জোড়া মিলায়। পরে শিশু নিজেই বিভিন্ন বর্ণের জোড়া মিলাইতে থাকে। কয়েকটী রং ভালরূপে শিক্ষা হইলে অন্য রং বা এক রঙ্গের ভিতর তারতম্য শিক্ষা

দেওয়ার জন্য আরও কতকগুলি চাকৃতি ধীরে ধীরে ব্যবহার করা হয়। বর্ণের নাম শিক্ষক শিশুকে বলিয়া দেন।

রঙ্গের চাকৃতি বাহির করিবার জন্য নানা প্রকার খেলা বাহির করা হইয়াছে। পাঁচ ছয় জন শিশু একত্র খেলা করে। প্রথম শিশু দোকানদার সাজে, তাহার সম্মুখে বিভিন্ন রঙ্গের চাকৃতিগুলি একত্র মিশাইয়া রাখা হয়; দ্বিতীয় শিশু কোন এক রঙ্গের নাম (যেমন লাল) বলে, দোকানদার-শিশু তৎক্ষণাৎ তাহাকে উক্ত রঙ্গের চাকৃতি দেয়, তৃতীয় শিশু অপর রঙ্গের নাম বলে, এবং দোকানদার-শিশু তৎক্ষণাৎ উহা তাহাকে দেয়। প্রথম শিশু ভুল করিলে দ্বিতীয় শিশু দোকানদার হয়। এইরূপে প্রত্যেকে এক-একটী বিভিন্ন রঙ্গের চাকৃতি পাইলে তাহারা সকলেই মিশ্রিত চাকৃতির স্তূপ হইতে অতিদ্রুত নিজ নিজ রঙ্গের চাকৃতি বাহির করিতে থাকে। যে সর্ব্বাগ্রে নিজ রঙ্গের চাকৃতিগুলি বাছিয়া শেষ করিতে পারে সে খেলাতে জয়লাভ করে।

(৬) ওজন শিক্ষা।

সমান আয়তনের বিভিন্ন কাঠের চাকৃতি পর পর, এক-একটী হাতের তালুর উপরে রাখিয়া উঠানামা করিলে শিশু উহাদের ওজনের তারতম্য অনুভব করিতে শিখে। তৎপর সমান আয়তনের যে কোন বস্তুর ওজন, এবং সর্ব্বশেষে একই বস্তুর বিভিন্ন আয়তনের ওজন শিশু অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

(৭) জ্যামিতিক আকৃতি-বিশিষ্ট কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলানা।

একটী বাক্সে ৬টী বৃত্তাকার কাষ্ঠখণ্ড আছে, ইহাদের ব্যাস ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর বাক্সে একটী বর্গক্ষেত্র ও ৫টী আয়তক্ষেত্র রহিয়াছে। আয়তক্ষেত্রগুলির দৈর্ঘ্য বর্গক্ষেত্রের বাহুর সমান কিন্তু প্রস্থ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে।

অন্য বাক্সে বিভিন্ন প্রকার ত্রিভুজ আছে, অপর বাক্সে ৬টী বিভিন্ন প্রকার বহুভুজ (৫ হইতে ১০ বাহু বিশিষ্ট) আছে।

অন্য বাক্সে ডিম্বাকারক্ষেত্র, সমবাহু, বিষমকোণী চতুর্ভুজ ইত্যাদি রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটী বিভিন্ন আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড আছে। প্রত্যেকটী খেলানা রাখিবার জন্য বাক্সে খেলানার আকৃতিবিশিষ্ট গর্ত্ত রহিয়াছে। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট গর্ত্ত হইতে শিশু খেলানা উঠাইয়া একত্র করে; এবং পুনরায় উহাদিগকে বাছিয়া বাহির করে ও নির্দ্দিষ্ট ঘরে স্থাপন করে। এই খেলানাগুলি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে রাখা যায় না।

ত্রিভুজের ঘরে বৃত্ত, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, ইত্যাদি বসিবে না এবং সমকোণী ত্রিভুজের ঘরে বিষমকোণী ত্রিভুজ বসিবে না। সুতরাং খেলানাদ্বারাই শিশু তাহার নিজের ভুল বুঝিতে সমর্থ হয়। ডিম্বাকৃতি খেলানা বৃত্তের ঘরে বসিবে কি না চক্ষুর সাহায্যে স্থির করিতে অসমর্থ হইলে, শিশু প্রথমতঃ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা গর্ত্তের চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করে, তৎপর খেলানাগুলির চতুর্দ্দিক উক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে খেলানাগুলি বসাইতে সমর্থ হয়।

উল্লিখিত জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট কতকগুলি কার্ডও ব্যবহার করা হয়। শিশুরা এই সকল জ্যামিতিক খেলানা ব্যবহার করিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করে। গৃহে ও অন্যত্র বিভিন্ন আকারের পদার্থ, পিষ্টকাদি দেখিলেই শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহারা আগ্রহের সহিত উহাদিগকে আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি বলিয়া দেখাইতে থাকে।

বাক্সের মুখ দুইটী কাঠের আবরণদ্বারা বদ্ধ। বাক্সগুলির ভিতরে

বিভিন্ন পদার্থ থাকে। এই বাক্সগুলি হাতে লইয়া ঝাঁকুনি দিলে ভিতরের পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার (উচ্চ হইতে মৃদু) শব্দ হয়। এক রকম দুই প্রস্থ বাক্স আছে। শিশু বাক্সগুলির শব্দ পরীক্ষা করিয়া প্রথমতঃ যে দুই বাক্স হইতে এক প্রকার শব্দ হয় তাহাদিগকে একত্র করিয়া জোড়া মিলায়। ইহাতে অভ্যস্ত হইলে শিশু বিভিন্ন বাক্সের ধ্বনি তুলনা করিয়া ক্রমোচ্চ ধ্বনি অনুসারে বাক্সগুলি সাজায়। তৎপর শিশুর চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয়; শিশু এখন চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত বাক্সের শব্দ শুনিয়া উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে থাকে।

(৮) কতকগুলি নলাকৃতি পীস্‌ বোর্ডের বাক্স।

ক্রমে সঙ্গীতের বিভিন্ন ধ্বনি ও উহাদের নাম (সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা নি, সা, ইত্যাদি) বিভিন্ন ঘণ্টার সাহায্যে, শিশুগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শিক্ষা করে।

আমাদের দেশের বালকদিগের উপযোগী বিভিন্ন সুরে পৃথগ্‌ভাবে বাঁধা এক প্রস্থ দ্রব্য কোন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে শিশুদিগের ধ্বনি শিক্ষাদানের সুযোগ হয়। আমাদের দেশের সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলি এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। এই খেলানাদ্বারা শ্রবেণেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন করা হয়।

মণ্টেসোরি বিদ্যালয়ে শিশুগণ মৌনাবলম্বন শিক্ষা করে। শিশুগণ সময় সময় মৌন থাকিতে আনন্দ অনুভব করে। প্রথমতঃ শিশু নড়াচড়া না করিয়া বসিয়া থাকিতে শিখে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন সম্পূর্ণরূপে সংযত করে। শিক্ষক কোন আদেশ না দিয়া, অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদির স্পন্দন রহিত করিয়া শিশুদিগের সম্মুখে বসেন। শিশুগণ তাঁহার

মৌনাবলম্বন।

অনুকরণ করে, এমন কি শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্যও যাহাতে নিঃশব্দে চলিতে পারে তৎপ্রতি সতর্ক থাকে। ইহা শিক্ষা করিবার সময় শিশুগণ যাহাতে আরামে বসিতে পারে (শারীরিক কোন অসুবিধা না জন্মে) সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুদিগের যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন রহিত হয় তখন গৃহ অৰ্দ্ধ অন্ধকারাবৃত করিতে হয়। ইহা মৌনাবলম্বনের সহায়তা করে। নিঃশব্দ ক্রমে গভীরতর হইতে থাকে তখন বাহিরের যে শব্দ পূর্ব্বে শুনা যাইত না (যেমন ঘড়ীর টিক্ টিক্ শব্দ, পাখীর ডাক, বৃক্ষপত্রপতনজনিত শব্দ ইত্যাদি) তাহা সুস্পষ্ট হয়। এই মৌনাবলম্বন-পাঠ সমাপ্ত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী কামরা হইতে শিক্ষক এক-একটী শিশুর নাম ধরিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া ডাকেন। শিশু ইহা শুনিতে পাইয়া তাহার স্থান হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে অপর কামরাতে চলিয়া যায়। এইরূপে শিশুগণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিয়া শব্দসমূহের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করে। মৌনাবলম্বনে অভ্যস্ত হইলে শিশু অত্যুচ্চ শব্দ, চীৎকার, গোলযোগ ইত্যাদি ভালবাসে না, এইরূপ শব্দ তাহার কাণে লাগে। শিশু ক্রমে তাহার দৈনিক জীবনের কার্য্যে ইহা প্রয়োগ করিতে—নিঃশব্দে উঠা, হাটা, বসা, এবং শ্লেট, পুস্তক, খেলানা ইত্যাদি রাখিতে—শিখে।

(গ) লেখা, পড়া ও সংখ্যাগণনাশিক্ষা, ভাষা-শিক্ষা ও পদার্থ পরিচয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শিক্ষামূলক খেলানাসমূহের সাহায্যে শিশু পদার্থের গুণের নাম ও পরিচয় শিক্ষা করে। সুতরাং কোন পদার্থ শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সে উহার গুণবর্ণনা করিতে আগ্রহ দেখায়। শিক্ষামূলক খেলানাসমূহের সাহায্যে নিম্নলিখিতরূপে গুণবাচক শব্দ ও পদার্থপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

১। নামকরণ :—কাঠের 'ত্রিভুজ' ও 'চতুর্ভুজ' দেখাইয়া শিক্ষক বলেন 'ইহা ত্রিভুজ', 'ইহা চতুর্ভুজ'।

২। পরিচয় :—কতকগুলি খেলানা দেখাইয়া শিক্ষক বলেন "আমাকে একটী ত্রিভুজ দেও", "আমাকে একটী চতুর্ভুজ দেও"।

৩। উচ্চারণ :—শিক্ষক একটী ত্রিভুজ দেখাইয়া বালককে প্রশ্ন করেন 'এটা কি'? পুনরায় একটী চতুর্ভুজ দেখাইয়া প্রশ্ন করেন 'এটা কি'? শিশু উহাদের নাম উচ্চারণ করে।

এইরূপে বিভিন্ন খেলানা প্রদর্শন করিয়া শিক্ষক শিশুকে গোল, ডিম্বাকার, বৃত্ত, শক্ত, কোমল, খস্‌খসে, মসৃণ, ভারী, হাল্কি (লঘু) বড় ছোট, মোটা (স্থূল), সরু (সূক্ষ্ম), উচ্চ, মৃদু, লাল, সবুজ, পীত, নীল ইত্যাদি বস্তুর গুণ ও নাম শিক্ষা দিতে সমর্থ হন।

কতকগুলি ধাতুময় জ্যামিতিক আকৃতির সাহায্যে শিশুকে প্রথমতঃ অঙ্কন ও পেন্সিলের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়, শিশু ধাতুময় জ্যামিতিক আকৃতিগুলি কাগজের উপর রাখে এবং বাম হাতে চাপাদিয়া রঙ্গিন চক্ বা পেন্সিলের সাহায্যে সে দক্ষিণহাতে ফ্রেমের অভ্যন্তর অঙ্কন করে এবং জ্যামিতিক আকৃতিগুলি কাগজ হইতে উঠাইলে তদনুরূপ চিত্র কাগজে অঙ্কিত রহে; পুনরায় শিশু পৃথক রং ব্যবহার করিয়া চিত্র অঙ্কন করে ইহাতে শিশু অমোদ পায়, পুনঃ পুনঃ এইরূপে চিত্র অঙ্কন করিতে করিতে শিশু চিত্রাঙ্কনে ও পেন্সিল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়।

লিখন।

এখন শিশুকে বর্ণমালা শিক্ষা দিতে হয়। অক্ষরগুলির আকৃতি শিরীষ কাগজ হইতে কাটিয়া বাহির করিয়া, আঠাদ্বারা একখানা সাদা কার্ডে লাগাইতে হয়। শিরীষ কাগজের অক্ষরের উপর কালি লাগাইয়া কাল করা হয়। সুতরাং চক্ষুর সাহায্যে শিশু অক্ষরের আকৃতি ঝিতেবু

পারে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ অক্ষরের উপর ধীরে ধীরে ঘষিয়া স্পর্শদ্বারা উহার আকৃতি অনুভব করে ও অবশেষে পেন্সিলের সাহায্যে অক্ষরটী কাগজে অঙ্কিত করে। শিশু এইরূপে অক্ষরগুলি লিখিতে অভ্যাস করে; তৎপর পৃথক কার্ডে অক্ষরগুলি লেখা হয়, শিশু প্রত্যেকটী কার্ড হাতে উঠাইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিক্ষক উহার নাম বলিয়া দেন এবং অক্ষর পরিচয় ও উচ্চারণ শিক্ষা দেন। এই কার্ডসমূহের সাহায্যে অক্ষর যোজনা করিয়া শিশু বিভিন্ন শব্দ গঠন করে।

সংখ্যা গণনা।

সংখ্যাজ্ঞান ও গণনা শিক্ষাদানের জন্য পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শিক্ষামূলক ৩য় খেলানা (দশটী লাঠি) ব্যবহার করিতে হয়। ৫ ইঞ্চি লম্বা লাঠির সাহায্যে ১, দশ ইঞ্চি লম্বা লাল ও নীল রঙ্গের লাঠিদ্বারা ২, ১৫ ইঞ্চি লাল, নীল ও লাল রঙ্গের লাঠিদ্বারা ৩, ও ২০ ইঞ্চি লাল, নীল, লাল, নীল লাঠিদ্বারা ৪, এইরূপে দশটী কাঠিদ্বারা ১০ সংখ্যার জ্ঞান হয়। কিণ্ডারগার্টেন গুটিকা বা কাঠি সাহায্যে আমরা একের জ্ঞান হইতে অপর সংখ্যার (১,১+১=২, ১+১+১=৩, ১+১+১+১=৪, ইত্যাদি) জ্ঞানলাভ করি; কিন্তু এখানে প্রত্যেকটী লাঠির সাহায্যে পৃথক সংখ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এক রঙ্গের ৫ ইঞ্চি কাঠি দেখাইয়া শিক্ষক বলেন ইহা "এক"। দুই রঙ্গের কাঠি দেখাইয়া বলেন ইহা 'দুই' ইত্যাদি। তৎপর পূর্ব্বোক্তরূপে সংখ্যা পরিচয় করাইবার জন্য শিশুকে বলেন আমাকে এক দেও, দুই দেও ছয় দেও, ইত্যাদি, এবং উচ্চারণ শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন লাঠি লক্ষ্য করিয়া বলেন ইহা কি? ইত্যাদি। এই উপায়ে সংখ্যা সম্বন্ধে শিশুর পরিষ্কার ধারণা জন্মে।

এখন শিশু দুইটী লাঠি একত্র যোগ করিয়া দশম সংখ্যক লাঠির

সমান দীর্ঘ করে। লাঠিগুলি নিম্নলিখিত আকারে সাজাইলে ১০ম সংখ্যক লাঠির সমান হইবে।

(১) ১০ম লাঠি।

(২) ৯ম ও ১ম ,,

(৩) ৮ম ও ২য় ,,

(৪) ৭ম ও ৩য় ,,

(৫) ৬ষ্ঠ ও ৪র্থ ,,

এই খেলাদ্বারা শিশু ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা করে:—যথা ৯+১, ৮+২, ৭+৩, ৬+৪=১০।

পুনরায় শিশু যখন লাঠিগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখে তখন সে বিয়োগ করিতে শিখে ১০—৪=৬; ১০—৩=৭; ১০—২=৮; ১০—১=৯।

অবশ্য কেবল লাঠির সাহায্যে বহুদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। শিশু ইহার পর ১, ২, ৩ সংখ্যাগুলি লিখিতে শিখে। সংখ্যা লিখিবার জন্য অক্ষর লিখিবার প্রথাই অবলম্বন করা হইয়াছে। শিরীষ কাগজে অঙ্ক কাটিয়া উহা আঠা দ্বারা কার্ডে লাগাইবে ও পরে উহাতে কালী সংযোগ করিবে। এখন উহার উপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ ধীরে ধীরে বুলাইয়া আবশ্যক অঙ্গুলি চালনা অভ্যাস করিবে এইরূপে অঙ্গুলি চালাইতে অভ্যস্ত হইলে পেন্সিল ও কলমদ্বারা কাগজে সংখ্যাগুলি লিখিবে।

সংখ্যা লেখায় অভ্যস্ত হইলে, সংখ্যার চার্ট, বাক্স ইত্যাদির সাহায্যে শতকিয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

গৃহ-শিক্ষার প্রভাব।

বিদ্যালয়ে গৃহ-শিক্ষার প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। একই বিদ্যালয়ে, এক শ্রেণীতে, এক শিক্ষকের অধীন, এক নিয়মে, পৃথক্ জাতি বা পরিবারের দুইটী

বালক শিক্ষালাভ করিলে, তাহাদের সাধারণ জ্ঞান, অনুরাগ, কথাবার্ত্তা, রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গৃহ-শিক্ষার পার্থক্যবশতঃ দুই বালকের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায় গৃহ-শিক্ষার প্রভাব অনিষ্টকর হইলে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারী হইতে পারে না। মাতা, পিতা পরিজনবর্গের মধ্যে শিশুর সমাজ সীমাবদ্ধ, সুতরাং গৃহেই শিশু সামাজিক গুণগুলি প্রথম শিক্ষালাভ করে। প্রাণভরা ভালবাসা, সহানুভূতি, উদারতা ও সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, শ্রমশীলতা ও অলসতা বালক গৃহে প্রথমতঃ শিক্ষা লাভ করে। বালক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া গৃহেই ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। শৈশবে বালকের মন নির্ম্মল থাকে, এসময়ে বালক যাহা শিক্ষা করে, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয়, সুতরাং গৃহ-শিক্ষার প্রভাব যথেষ্ট, প্রত্যেক পিতামাতার শিশু-শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। গৃহ-শিক্ষার পর বালক যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তখন বালকের সামাজিক সীমা বৃদ্ধি পায় এবং তাহার নৈতিক গুণগুলিও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

গৃহ ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা

গৃহশিক্ষা বিদ্যালয়ের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করে তাহা উপরে বলা হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত গৃহ-শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই ভাবিলে ভুল হইবে; বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বিবেচনা করিলে চলিবে না। বিদ্যালয়ের অধীনে বালক অতি অল্প সময় থাকে সুতরাং সেখানে সম্পূর্ণরূপে বালকের চরিত্র গঠিত হইতে পারে না। পিতামাতা গৃহে বালকের বিশেষত্ব যেরূপ লক্ষ্য করিতে পারেন, অতি অল্প শিক্ষকই বিদ্যালয়ে উহা ততদূর লক্ষ্য

করিতে সমর্থ হন। বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই অধিক যত্ন লওয়া হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বালকের চরিত্র-গঠনের প্রতি তেমন যত্ন লওয়া হয় না। পক্ষান্তরে গৃহে পিতামাতা চরিত্র-গঠনের জন্য অধিক যত্ন লইয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তেমন যত্ন নিতে পারেন না। পিতামাতা যেমন গৃহে সন্তানের ব্যক্তিগত রুচি, অতীত কার্য্যাবলী, বংশপরিচয়, পারিবারিক আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া, তাহার উপযোগী শিক্ষা দিতে সমর্থ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক উহা লক্ষ্য করিয়া বিদ্যার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্রকে তেমনভাবে ফুটাইয়া তুলিতে অসমর্থ। যে শিক্ষা গৃহে অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, বিদ্যালয় তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে মাত্র। আত্মোন্নতি সাধনের অনুকূল যে সকল সুবিধা সন্তান গৃহে লাভ করিতে অসমর্থ, তাহা দূর করা হইয়াছে বিদ্যালয়ের কার্য্যে। সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই পিতামাতার কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করা ভুল। বালকের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে, মাতাপিতা ও শিক্ষকের সমবেত চেষ্টা—গৃহ ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা—আবশ্যক। এই সহযোগিতা স্থাপনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(১) **চিঠি পত্রের আদান-প্রদানদ্বারা** ইহা কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে। বালকের পড়াশুনা, আচরণ ইত্যাদি বিষয় চিঠির সাহায্যে জানাইয়া পিতামাতার মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

(২) **বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ,** বায়স্কোপ, ম্যাজিক্ লণ্ঠন ইত্যাদি উপলক্ষে বালকের পিতা বা অন্য অভিভাবকদিগকে নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে, ইহাতে অভিভাবকদিগের সহিত শিক্ষক পরিচিত হন এবং উভয়ের ভিতরে সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

(৩) **গ্রামের কোন উৎসব** উপলক্ষে শিক্ষক তথায় নিমন্ত্রিত হইলে, অভিভাবকদিগের সহিত তাঁহার সুপরিচিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। বালক অসুস্থ হইলে শিক্ষক যথাসম্ভব তাহার অনুসন্ধান লইবেন ; ইহাতে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হয়।

(৪) বালকদিগের রচনা, প্রবন্ধ, বিদ্যালয়ের ফলাফল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া **বিদ্যালয় হইতে একটী মাসিক পত্রিকা বাহির করিলে** বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবকদিগের অনুরাগ ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়, এইরূপ পত্রিকা—প্রচার করিতে ব্যয়াধিক্য হইলে স্থানীয় সংবাদপত্রে বিদ্যালয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকাশ করা যাইতে পারে।

(৫) শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে বালকদের গৃহে উপস্থিত হইয়া বালকের খবর নিবেন। পিতামাতাকে নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বালক গৃহে কিরূপ জীবন যাপন করে তাহা জানিতে পারেন।

(ক) বালকের স্বাস্থ্য ভাল ত? (নতুবা) তাহার কি অসুখ বলুন?

(খ) কখন ঘুমায়? কখন ঘুম হইতে উঠে?

(গ) কোন্ বিষয় তাহার নিকট সব চেয়ে কঠিন এবং কোন্ বিষয় সহজ? কণ্ঠস্থ করা, না মর্ম্মগ্রহণ করা?

(ঘ) গৃহে কয় ঘণ্টা লেখা-পড়া করে?

(ঙ) পাঠ্য পুস্তক ছাড়া কোন্ বই পড়ে? কতক্ষণ? কোন্ দৈনিক, মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠ করে?

(চ) বালকের খেয়ালের বা অভ্যাসের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

(ছ) পাঠ্য বিষয় ছাড়া কোন্ বিষয়ে বালকের অনুরাগ রহিয়াছে?

(সঙ্গীত, বাগানের কাজ, হাতের কাজ ইত্যাদি) কত সময় উহাতে ব্যয় করে?

(জ) কখন তাহার ক্লান্তি বোধ হয়? খেলার পর তাহার বিশেষ ক্লান্তি আসে কি? (ঝ) বিদ্যালয়ে যাইয়া সে আনন্দ পায় কি? (ঞ) আপনার কোন মন্তব্য বা প্রস্তাব লক্ষ্য করিয়া সে কিছু বলিয়াছে কি?

গৃহে পাঠ্যভ্যাস।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বালক একসঙ্গে শিক্ষালাভ করে। সেখানে বালকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত সুবিধা হয় না; শিক্ষক প্রত্যেক বালকের বিশেষত্ব ভালরূপ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন না, সুতরাং বালকের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন না। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের উপর বালকের প্রতিভা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। শ্রেণীশিক্ষার এই অভাব দূর করিবার জন্য গৃহে ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যগুলির পুনরাবৃত্তি, এবং যে অঙ্কগুলি বালক বিদ্যালয়ে অনুশীলন করিয়াছে, পুনরায় তদ্রূপ কতকগুলি অঙ্ক গৃহে অনুশীলন করিতে আদেশ করিলে বালকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায় না; যাহাতে বালকের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়, যাহাতে বালক আগ্রহ সহকারে বাহিরের নানা বিষয় শিক্ষালাভ করিতে চেষ্টা করে, শিক্ষক গৃহ-শিক্ষার জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবেন। গৃহকার্য্যে ও পাঠে বালকের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। শিক্ষক নিজের ইচ্ছানুরূপ বিষয় শিক্ষা করিতে বালককে বাধ্য করিবেন না।

শ্রেণীতে পাঠের সময় বালক কোন বিষয় আগ্রহসহকারে জানিতে চাহিলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ যে পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায়, শিক্ষক সেই পুস্তকের নাম তাহার নিকট বলিবেন, বালক সেই

পুস্তকখানা গৃহে পাঠ করিবে। ইহা ব্যতীত বালকের রুচি অনুসারে সে উদ্ভিজ্জ, জলজ পদার্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে; অথবা তাহার রুচি অনুসারে সে নানাপ্রকার চিত্র ও কারুকার্য্য অনুশীলন করিতে পারে; বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসের জন্য গৃহে অল্প সময় ব্যয় করিতে হয় এজন্য বেশী সময় ব্যয় করা অনুচিত। অনেক গৃহে পিতামাতা বালকের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না এবং নির্জ্জনে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিবার সুবিধাও অনেক গৃহে নাই, এজন্য অল্পবয়স্ক বালকদিগের শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিবার ব্যবস্থা রাখাই প্রশস্ত।

কোন কোন শিক্ষক বালকদিগকে গৃহে প্রতিদিন ১৫।২০টী অঙ্ক অনুশীলন করিতে এবং একশতবার অশুদ্ধ শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিতে আদেশ দেন, বালকের মনোযোগ এক বিষয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী রাখা কষ্টকর। বিদ্যালয়ে দৈনিক পাঠের পর গৃহেও উক্ত পাঠ বহুক্ষণ অভ্যাস করিলে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হয় এবং উক্ত বিষয়ে বালক বীতশ্রদ্ধ হয়; সুতরাং শিক্ষক মহাশয় এই ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিবেন।

গৃহে বালকের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বালক পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী হয়, এবং তাঁহার কুসংসর্গে পড়িবার আশঙ্কা থাকে না।

পর্য্যবেক্ষণ (Observation).

বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় মনোযোগ দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট বস্তু ব্যতীত সম্মুখে অপর যাহা কিছু থাকে তাহা উপেক্ষা করিতে হয়। এইরূপ নির্ব্বাচনের শক্তি বা পর্য্যবেক্ষণ বিনা যত্নে, বিনা সাধনায় লাভ

করা যায় না। শিকারী যখন বনে পাখী বা বাঘ অনুসন্ধান করিয়া ঘুরে, তখন শিকার কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধানেই সে ব্যস্ত থাকে। অন্যান্য দৃশ্য বা পদার্থ গুলিকে সে উপেক্ষা করে। গুলি ছুড়িবার সময় একমাত্র শিকারের প্রতিই তাহার লক্ষ্য থাকে; অপর পদার্থগুলিকে সে দৃষ্টি হইতে সরাইয়া রাখে। অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধ, শরাঘাতে উইলিয়াম টেলের পুত্রের মস্তকের উপরে রক্ষিত ফলের কর্ত্তন ইহার চরম দৃষ্টান্ত। দুই-এক দিনে এই শক্তি লাভ করা যায় না, ক্রমাগত যত্ন ও সাধনাদ্বারা ইহা লাভ করিতে হয়। শিশু প্রথমতঃ সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই ধরে ও দেখে। ইহার আবশ্যকতা যথেষ্ট রহিয়াছে বটে, কিন্তু শিক্ষক তাঁহার কার্য্য এইখানে শেষ করেন না। তিনি বালককে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটী পদার্থের এক একটী উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা দেন, শিক্ষক বালকের চঞ্চলদৃষ্টি বা পল্লবগ্রাহিতা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করিয়া উহার গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া দেন। পর্য্যবেক্ষণ করা নিতান্ত সহজ নয়। এক সময়ে একস্থানে একই পদর্থ দুই জনে দেখিলেন, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে প্রত্যেকে বিরুদ্ধবর্ণনা করেন; পর্য্যবেক্ষণের এই ত্রুটী আমরা প্রায়ই দৈনিক ঘটনায় ও আদালতের সাক্ষ্যদানে লক্ষ্য করিয়া থাকি।

আমরা বাহ্যজগতের বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। এক হিসাবে পর্য্যবেক্ষণ কল্পনার বিপরীত। আমাদের কল্পনা হয় বস্তুর অনুপস্থিতিতে এবং তখন মনোযোগ বস্তুর গুণের প্রতি ধাবিত হয়; আর পর্য্যবেক্ষণকালে বস্তু সম্মুখে থাকে; মনোযোগ বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়।

আমাদের সকল জ্ঞানের গোড়াতে যখন প্রত্যক্ষজ্ঞান বর্ত্তমান, তখন জ্ঞানের উন্নতির জন্য, বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু তজ্জন্য যে কোন বস্তু, যা-তা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উন্নতি

সাধন করিতে চেষ্টা করিলে, সুফল লাভ করা যায় না। একটী উদ্দেশ্য লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। যাহাতে আমাদের অনুরাগ জন্মে, যাহা আমাদের প্রয়োজনে আসিবে তাহা আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। চিত্রকরের পক্ষে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য যেমন প্রয়োজনীয়, একজন মুটে বা কৃষকের পক্ষে তেমন নহে। শিশুর মঙ্গলের জন্য, শিশুর জীবনে যাহা প্রয়োজনীয় তাহাতেই শিশুর অনুরাগ জন্মাইতে হইবে সুতরাং তদুপযোগী পদার্থই শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দিতে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, পড়িতে শিখিলেই সাধারণতঃ বালকের বাহ্য-বস্তুর প্রতি অনুরাগ কমিয়া আসে। ইহার কারণ এই যে অল্পবয়সে বালকের মনোযোগ বস্তু অপেক্ষা অক্ষরপরিচয়ের প্রতি অতিরিক্তরূপে নিবিষ্ট করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে বস্তুপাঠ দ্বারা সেই অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না। যাহাতে বালক শৈশবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীবনের অনুরাগ ও আনন্দ স্থায়ী করিতে সমর্থ হয় তৎপ্রতি আমাদের যত্ন লওয়া প্রয়োজন।

শ্রেণী-শিক্ষা

আমাদের বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির প্রকৃতি এবং উহাদের বৃদ্ধি হইবার নিয়মসমূহ পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রেণী-শিক্ষাদান কালে শিক্ষক প্রত্যেক পাঠের সময় উক্ত মনোবৃত্তিগুলির সম্যক পরিচালনা হইতেছে কি না এবং বালক নূতন জ্ঞান কিছু লাভ করিয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবেন। পাঠদানকালে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত শিক্ষক মহাশয় নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। এই উপায়গুলিকে 'শিক্ষাদানের কৌশল' বলা যাইতে পারে।

শিক্ষাদানের কৌশলগুলি সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায় যথা :—

(১) প্রশ্ন। (২) উহ্য শব্দাদির সম্পূরণ (Ellipsis); প্রদীপন (Illustration) ও (৪) বর্ণনা।

উক্ত চতুর্ব্বিধ "শিক্ষা দানের কৌশলগুলির" উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা :—

(১) **প্রশ্ন :**—শিক্ষক সারারণতঃ দুই প্রকার প্রশ্ন ব্যবহার করেন।

(ক) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন ও (খ) শিক্ষা-মূলক প্রশ্ন।

(ক) **পরীক্ষা-মূলক প্রশ্ন :—**

বালকের পূর্ব্বজ্ঞান শিক্ষকের জানা না থাকিলে শিক্ষাদান কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং বালকের পূর্ব্বজ্ঞান জানিবার জন্য প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হয়। এই প্রকার প্রশ্নকে **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন বলে।** পরীক্ষামূলক প্রশ্নদ্বারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যথা :—

(১) বালকের পূর্ব্বজ্ঞান স্থির করা যায়।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তীপাঠ বালক বুঝিতে পারিয়াছে কিনা এবং উহা তাহার কতদূর স্মরণ আছে তাহাও নির্দ্ধারণ করা যায়।

(৩) শিক্ষকের সুবিধার জন্য পরীক্ষামূলক প্রশ্নের ব্যবহার হয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক, ইত্যাদি সাময়িক পরীক্ষাগুলির প্রশ্নও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠগুলির সাহায্যে বালকের জ্ঞান কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে সাময়িক পরীক্ষাদ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করা হয়।

দৈনিক পাঠের কোন্ ভাগে শিক্ষক পরীক্ষামূলক প্রশ্ন ব্যবহার করেন?

পাঠের প্রথম, মধ্য ও শেষভাগে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

(১) পাঠের **প্রথমভাগে** নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকপ্রশ্ন ব্যবহৃত হয়।

(ক) পূর্ব্বপাঠে বালকের জ্ঞান কতদূর জন্মিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। নূতন পাঠ শিক্ষাদানের পূর্ব্বে শিক্ষকের ইহা জানা প্রয়োজন। নতুবা নূতনের সহিত পুরাতনের সংযোগ ঘটে না, জ্ঞান বিচ্ছিন্ন থাকে।

(খ) নূতন পাঠে বালকের অনুরাগ উৎপাদন করা যায়। প্রশ্নদ্বারা বালকের পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয় তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করিলে নূতন পাঠের মধ্যে পূর্ব্বপরিচিত বিষয়ের সাদৃশ্য অনুভূত হওয়ায় পাঠ্য বিষয়ে বালকের অনুরাগ জন্মে।

(২) পাঠের **মধ্যভাগে** বালক নূতন পাঠের কোন্ অংশ কতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা পরীক্ষামূলক প্রশ্নদ্বারা শিক্ষক স্থির করেন, এবং পাঠে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তিনি জটিল অংশসমূহ যাহা বালক বুঝে নাই তাহা বালককে বুঝাইবার সুযোগ পান।

চিংড়ীবিষয়ক পাঠ দিবার পূর্ব্বে মৎস্য সম্বন্ধে বালকের পূর্ব্বজ্ঞান কতদূর আছে তাহা প্রশ্নদ্বারা বাহির করিতে হয়। এই পূর্ব্বজ্ঞান পরবর্ত্তী চিংড়ী বিষয়ক পাঠে অনুরাগ উৎপাদন করে, তখন উহাদের তুলনা করা সহজ।

(৩) পাঠের **শেষভাগে** এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা (ক) পাঠের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বালকের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে ও তাহা স্মরণ রাখিতে সুবিধা হয়।

চিংড়ী বিষয়ক পাঠ সমাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রশ্নদ্বারা বালকের নিকট হইতে আদায় করিয়া ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দিতে হয়।

(১) চিংড়ীর পা আছে। (২) উহার শরীর কঠিন আবরণে ঢাকা (৩) দেহ কোমল ও কতিপয় অংশে বিভক্ত। (৪) মেরুদণ্ডহীন।

(৫) উহার শোনিত জলের ন্যায় বর্ণহীন। (৬) খাদ্য মস্তকে পরিপাক হয়। (৭) ইহা জলচর প্রাণী।

(খ) **শিক্ষা-মূলক প্রশ্ন** :—শিক্ষামূলক প্রশ্নদ্বারা বালকের শিক্ষাকার্য্য সহজ হয়।

(ক) ইহার সাহায্যে বালকের মনোযোগ পাঠের বিভিন্নাংশে স্থায়ী করা সহজ।

শিক্ষামূলক প্রশ্নের আবশ্যকতা।

এইরূপ প্রশ্নদ্বারা চিংড়ী বিষয়ক পাঠে বালকের মনোযোগ চিংড়ীর বিভিন্ন অবয়ব, কার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে আকর্ষণ করা যায়।

(খ) দুইটী বিষয় বা বস্তুর মধ্যে তুলনা ও উহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করা সহজ হয়।

উক্তপাঠে প্রশ্নদ্বারা মৎস্যের ও চিংড়ীর তুলনা করা সহজ।

(গ) জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণ-কার্য্য সহজ হয়।

(ঘ) যুক্তির সাহায্যে নূতন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। উক্ত পাঠে প্রশ্নদ্বারা চিংড়ী মৎস্য-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, উহা একপ্রকার জলচর প্রাণী—বালকেরা এই নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

(১) প্রশ্নের **ভাষা সহজ ও সুস্পষ্ট** হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নের গঠন প্রণালী।

(২) **একটী মাত্র উত্তর** সম্ভবপর এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। সকল স্থলে ইহা সম্ভবপর না হইলেও এদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। নতুবা বালকগণ আন্দাজে নানাপ্রকার অসম্বন্ধ উত্তর প্রদান করিতে থাকে।

(৩) প্রশ্ন এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন বালক **চিন্তা করিবার সুযোগ পায়।**

(ক) অতি সহজ প্রশ্ন করিলে বালিকের চিন্তা আবশ্যক হয় না। যেমন "গরুর কয়টী পা ?"

(খ) যে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর নির্দ্দেশ করা থাকে তেমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। যেমন একটী লাল ফুল দেখাইয়া শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন 'এই ফুলটী কি লাল ?' অথবা 'হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, বলত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত কি ?'

(গ) যে প্রশ্নের উত্তর দিতে বালক সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ, শিক্ষক এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, সে উহার উত্তর দিতে কোন চেষ্টা বা চিন্তা করিবে না।

(ঘ) সকল প্রশ্নের গঠন **একরকম হওয়া অনুচিত**। একঘেয়ে প্রশ্নে বালকের মনোযোগ নষ্ট হয়।

(ঙ) প্রশ্নগুলি এরূপভাবে সাজাইতে হয় যেন পরবর্ত্তী প্রশ্নোত্তরের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী **প্রশ্নোত্তরের নৈকট্য সম্বন্ধ** থাকে।

(গ) এলেমেলো প্রশ্ন করিলে বালক পাঠেয় বিভিন্নাংশের মধ্যে সম্বন্ধ লক্ষ্য করিতে পারে না ; সম্বন্ধস্থাপন করিতে অসমর্থ হইলে বালক নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে না এবং পাঠের বিষয়গুলির সে স্মরণ ও রাখিতে পারে না। বিশৃঙ্খল প্রশ্নের সাহায্যে পাঠ দিলে শিক্ষকের পরিশ্রম ও সময় বৃথা নষ্ট হয়, এবং বালকের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

শ্রেণীতে সকল বালককে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে। প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় বালক এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রশ্ন করিলে শ্রেণীতে সকল বালক প্রশ্নগুলির প্রতি মনোযোগ দেয় না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর যে সকল বালক উত্তর দিতে সমর্থ হইবে তাহারা হস্ত উত্তোলন করিবে। শিক্ষক তখন উহাদের একজনকে উত্তর দিতে আদেশ করিবেন। এমন

অনেক দুষ্ট বালক আছে যাহারা প্রশ্নের উত্তর জানে না, অথচ শিক্ষককে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে হস্ত উত্তোলন করে। সুচতুরর শিক্ষক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিবেন। চোক্ মুখের ভাব দেখিয়া কে উত্তর জানে আর কে উত্তর জানে না বুঝা যায়। যে সকল বালক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই হস্ত উত্তোলন করে না, বা করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে নীরব থাকে, উক্ত ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আবশ্যকমত, তাহাদের অলসতা ও মিথ্যাব্যবহারের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হয়।

উহ্য শব্দাদির সম্পূরণ।

শিক্ষক শ্রেণীর পাঠদানেকালে প্রশ্নের ন্যায় উহ্যশব্দাদির সাহায্যও গ্রহণ করেন। ইহার আবশ্যকতা নিম্নশ্রেণীতেই অধিক উপলব্ধি করা যায়। যথা ঃ— কালে নদী, খাল, বিল ইত্যাদি ভরিয়া যায়। সূর্য্য — দিকে উদয় হয় এবং পশ্চিম দিকে —। অল্পবয়স্ক বালকগণ বাক্যরচনায় অভ্যস্ত না হওয়াতে প্রশ্নের উত্তর জানিলেও তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। তাহাদের পক্ষে এইরূপ সম্পূরণ অনেকটা সহজ। ইহার সাহায্যে বালকগণ বাক্যরচনা করিতেও শিখে। ক্রমাগত প্রশ্নের ব্যবহার না করিয়া এইরূপ সম্পূরণদ্বারা নিম্নশ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষাকার্য্য অনেকটা সহজ।

৩। প্রদীপন।
(Illustration)

স্থূল পদার্থসমূহ বালকগণের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বালকগণ উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে; কিন্তু এমন অনেক বিষয় বা ঘটনা আছে যাহা তাহাদিগের প্রত্যক্ষ করিবার সুবিধা হয় না; অথচ উহা শিক্ষা করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়। আবার অনেক বিষয় বা ঘটনা, বালকদিগের সম্মুখে

ঘটিলেও উহারা এত জটিল, যে বালকগণ তাহা বুঝিতে পারে না। এ অবস্থায় শিক্ষক প্রদীপনের সহায়তায় উহা বালকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রদীপনকার্য্য সাধারণতঃ পঞ্চবিধ উপায়ে সম্পন্ন করা যায়।

(ক) বস্তু।

নানাবিধ বস্তুর সাহায্যে শিক্ষক বস্তুপাঠ, সংখ্যাগণনা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন। এজন্য বিদ্যালয়ে মিউজিয়াম্ থাকা আবশ্যক, এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

(খ) আদর্শ।

অনেক সময় পাঠের পদার্থটী বালকদিগের নিকট উপস্থিত করা যায় না, তখন শিক্ষক উক্ত বস্তুর একটি আদর্শ তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং উহার সাহায্যে উক্ত পাঠটী বালকদিগকে বুঝাইয়া দেন। যেমন গোলকের সাহায্যে পৃথিবীর আকার, লাটিমের সাহায্যে পৃথিবীর গতি, (অরেরী) যন্ত্রদ্বারা গ্রহাদির আবর্ত্তন ইত্যাদি বালকদিগকে বুঝান হয়।

(গ) ছবি ও নক্সা

কখনও আবশ্যক পদার্থ বা আদর্শ সংগ্রহ করা যায় না, যেমন ব্যাঘ্র সম্বন্ধে বা কাগজের কল সম্বন্ধে পাঠ দিতে হইবে। এ অবস্থায় ছবি বা নক্সা শিক্ষক মহাশয় বালকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করেন, বা ব্লাকবোর্ডে অঙ্কন করেন। ছবি অপেক্ষা ব্লাকবোর্ডের চিত্র অধিক উপযোগী, কারণ ইহাতে প্রয়োজনমত প্রত্যেক অংশ পৃথগ্‌ভাবে অঙ্কন করিয়া বালকের মনোযোগ তৎপ্রতি আকর্ষণ করা সহজ-সাধ্য; অল্পবয়স্ক বালকগণ কোন কাজে নিবিষ্ট থাকিতে ও শিক্ষকের অনুকরণ করিতে ভালবাসে; এইজন্য শিক্ষক কোন ছবি বা নক্সা ব্লাকবোর্ডে অঙ্কন করিলে তৎপ্রতি বালকদিগের মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হয়। ম্যাজিক্‌লণ্ঠনও

শিক্ষাকার্য্যে অতি প্রয়োজনীয়, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ইহা থাকা আবশ্যক।

(ঘ) মানচিত্র। ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষাদানকালে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব, দিক্ ও প্রাকৃতিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য শিক্ষক মহাশয় মানচিত্রের ব্যবহার করিয়া পাঠটী বালকদিগের নিকট সুস্পষ্ট করেন।

(ঙ) পরীক্ষণ (Experiment) বিজ্ঞান শিক্ষাদানকালে পরীক্ষণের ব্যবহার যথেষ্ট আবশ্যক। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি আমরা মৌলিক অবস্থায় পাই না। প্রত্যেকটী বিষয় পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিলে এক একটী বিষয় শিক্ষা করিতে বহু সময়ের আবশ্যক এবং একবার পর্য্যবেক্ষণ করিতে না পারিলে সেই সুযোগ বালকের জীবনে পুনরায় না আসিতেও পারে। এজন্য শিক্ষক মহাশয় বিজ্ঞান শিক্ষাদানকালে পরীক্ষণের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করেন। বৃক্ষ কিরূপ জমিতে বৃদ্ধি পায়—ইহা শিক্ষা দিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার মাটীতে উহা রোপণ করিয়া পরীক্ষা করিতে হয় এবং বালকদিগকে দেখাইতে হয় যে, বালি বা কর্দ্দমে বৃক্ষ বাঁচিতে পারে না। বাষ্প, মেঘ ইত্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা পরীক্ষণের সাহায্যে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়। তাড়িতের উৎপত্তি দেখাইতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে তাড়িত উৎপাদন করিয়া (যেমন ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলে কাচের শলাকা যে কাগজের টুক্‌রা ইত্যাদি আকর্ষণ করে) তাহা বালকদিগকে বুঝান যাইতে পারে।

প্রদীপনের আবশ্যকতা।

(১) প্রদীপনের সাহায্যে পাঠটী **সহজে** বুঝা যায়।

(২) পাঠে বালকের **কৌতুহল** ও **অনুরাগ** জন্মে।

(৩) পাঠের বিষয়গুলি **স্মরণরাখা সহজ**।

(৪) বালকের **পর্য্যবেক্ষণ শক্তি** বৃদ্ধি পায়।

(৫) **জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের উৎকর্ষ** সাধিত হয়। প্রদীপণের সাহায্যে বালকের মনোযোগ, স্মৃতি, তুলনা যুক্তি ইত্যাদি শক্তিসমূহের পরিচালনা হয়।

পাঠের অনেক স্থলে শিক্ষক দৃষ্টান্ত, বস্তু, চিত্র ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে পারেন না। তথায় তিনি নানাবিধ উপমাসাহায্যে পুরাতন ও নূতন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ইত্যাদি, বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিয়া পাঠটী বালকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বালকের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তু, চিত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের আবশ্যকতা হ্রাস পায়, সুতরাং উপরের শ্রেণীর বালককে পাঠের অধিকাংশ বিষয় বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বর্ণনা।

বর্ণনা করিবার সময় শিক্ষক অনর্গল বলিয়া গেলেই ইহা কার্য্যকর হইবে না, শিক্ষকের বর্ণিত নূতন বিষয়গুলির মর্ম্ম একটীর পর অপরটী, বালক সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা সেদিক শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। এজন্য বর্ণনার স্তরে স্তরে শিক্ষকের থামিতে হইবে। বালকদিগকে চিন্তা করিবার ও বর্ণিত বিষয়গুলি গুছাইয়া লইবার অবসর দিতে হইবে। এইজন্য বর্ণনার প্রতিস্তরে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দিবেন। পাঠ সমাপ্তির পর ছোট বালকদিগকে প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষায় উহা অনর্গল আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতে হয়। অধিক বয়স্ক বালকগণ পাঠের ২।৩ দিবস পর উক্ত বিষয়ে রচনা লিখিবে।

উত্তর প্রদান।

কিরূপ উত্তর বালকদিগের নিকট হইতে শিক্ষকের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহা জানা আবশ্যক। উত্তর প্রদান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

(১) বালক চিন্তা করিয়া প্রশ্নের আংশিক উত্তর প্রদান করিলেও শিক্ষকগণ তাহা গ্রহণ করিবেন; নতুবা চিন্তা করিবার জন্য বালক উৎসাহ পায় না। উত্তর অসম্পূর্ণ হইলে, শ্রেণীর অপর বালকের সাহায্যে বা শিক্ষক নিজে উহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

(২) উত্তরটী সম্পূর্ণ এবং ভাষা সরল, বিশুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

(৩) সাধারণতঃ সম্পূর্ণ বাক্যের সাহায্যে উত্তর প্রদান করিতে হয়, কেবল "হাঁ" বা "না" এইরূপ একটী পদদ্বারা উত্তর প্রদান করা অনুচিত। শিক্ষক যাহা বলেন তাহাতেই একটী শান্তশিষ্ট বালক "হাঁ" বলিতে পারে, কিন্তু ইহাদ্বারা বালক প্রকৃতপক্ষে উহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা বুঝা যায় না, সুতরাং "হাঁ"-উত্তরের কোন মূল্য নাই।

(৪) চিন্তা না করিয়া বোকার মত হঠাৎ উত্তর দিলে শিক্ষক তাহা গ্রহণ করিবেন না। এ অবস্থায় বালককে উপহাস করিবেন না, ইহাতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে।

(৫) অহঙ্কারের সহিত কোন উত্তর প্রদান করিলে শিক্ষক তাহা গ্রহণ করিবেন না; ইহা বালকের নৈতিক অবনতির লক্ষণ। শিক্ষক ইহা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন; তিনি বালককে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশ্ন করিয়া তাহার অজ্ঞতা বুঝাইয়া দিবেন।

সাধারণতঃ প্রত্যেক বালকের পৃথগ্‌ভাগে উত্তর দেওয়াই কর্ত্তব্য, কিন্তু সমবেত উত্তর-প্রদান। নিম্নশ্রেণীতে মাঝে মাঝে সকল বালকের একত্র উত্তরদানের ব্যবস্থাও অনেক শিক্ষক করিয়া থাকেন।

শিশুশ্রেণীতে এইরূপ উত্তর গ্রহণ করা যায়, উপরের শ্রেণীতে, যখন বালকের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, তখন উহার ব্যবহার চলে না।

সমবেত উত্তর-প্রদানের সুবিধা।

(১) লাজুক ও ভীরু বালকগণ উৎসাহিত হয় এবং উত্তর প্রদান করে।

(২) মানসিক অবসাদ দূর হয়।

(৩) বালকগণ আমোদ অনুভব করে।

(৪) পাঠের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দ্রুত কণ্ঠস্থ করা যায়। ধারাপাতের নামতা, ব্লাকবোর্ডে লিখিত পাঠের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, বানান ইত্যাদি বালক এই প্রণালীতে উত্তর প্রদান করে।

ইহার অসুবিধা ঃ—

(১) কোন্ বালক কতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা বুঝা যায় না।

(২) অন্যের উপর নির্ভর করিবার অভ্যাস জন্মে।

(৩) চিন্তার প্রয়োজন হয় না ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় না।

(৪) ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায় না।

পাঠের নোট বা টীকা প্রস্তুত করা।

পাঠ-টীকার আবশ্যকতা।

শ্রেণীতে পাঠ দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক শিক্ষকেরই তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষাদান শিল্পকার্য্যের অন্তর্গত, শিল্পীর ন্যায় ইহাতে শিক্ষকের নিপুণতা প্রয়োজন। শিল্পকার্য্যের ন্যায় ইহারও কতকগুলি নিয়ম বা মৌলিক তথ্য আছে। প্রত্যেক পাঠ আরম্ভ করা ও শেষ করা, অনুরাগ-উৎপাদন, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, পুনরালোচনা, বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন পথ আবিষ্কার, বালকদিগের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রকার অনুরাগ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন কতকগুলি সহজ ও প্রকৃত উপায় আছে; তেমন কতকগুলি ভুল এবং জটিল উপায়ও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রত্যেক শিক্ষকের প্রথমোক্ত বিষয়ের নিপুণতা লাভ করা আবশ্যক; কিরূপে পাঠটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও শ্রেণীর উপযোগী করা যাইতে পারে,

বালকগণ পাঠের ভিতর কোন্ কোন্ বিষয়ে জটিলতা অনুভব করিবে এবং কিরূপে বিষয়গুলি তাহাদের নিকট সহজ করা যাইতে পারে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিরূপে পাঠটী শেষ করা যায়, পাঠে কিরূপে বালকদিগের অনুরাগ, তাহাদের সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক চিন্তার সুযোগ উৎপাদন করা যায়, শ্রেণীতে পাঠদানের পূর্ব্বে প্রত্যেক শিক্ষকের তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক এবং পাঠ-টীকা বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিতে হয়।

হার্ব্বাট একজন জার্ম্মান দার্শনিক ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মতে পাঁচটী ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া প্রত্যেক পাঠ শিক্ষা দেওয়া স্বাভাবিক ও সহজ। এই পাঁচটী ক্রমের নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

হার্ব্বাটের পঞ্চবিধ ক্রম।

(১) **সূচনা বা প্রস্তুতীকরণ।** **(Preparation)**

(২) **প্রদান।** **(Presentation)**

(৩) **সংযোগ।** **(Assimilation)**

(৪) **সামান্যীকরণ।** **(Generalisation)**

(৫) **প্রয়োগ।** **(Application)**

ইহাদের প্রত্যেকটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্রমের সহিত স্বাভাবিক নিয়মে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমান সময় অনেক শিক্ষক হার্ব্বার্টের পঞ্চবিধ ক্রম অনুসারে শ্রেণীতে পাঠ শিক্ষা দেন ও তদনুসারে পাঠের টীকা প্রস্তুত করেন।

এখন হার্ব্বার্টের পঞ্চবিধ ক্রমের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য পর্য্যালোচনা করা যাউক। হঠাৎ কোন নূতন বিষয় বা বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ উহা বুঝিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বজ্ঞাত কোন বিষয় বা বস্তুর সহিত ইহার কতদূর সাদৃশ্য আছে তাহা স্থির করিয়া উহা বুঝিতে চেষ্টা

(১) সূচনা।

করি। কোন বালক প্রথম যদি একখানা বাইসিকেল দেখে, সে উহার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিবে না। বালক যদি পূর্ব্বে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা ঠেলা গাড়ী দেখিয়া থাকে, তবে তাহাকে বাইসিকেলের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বুঝান কতকটা সহজ, কিন্তু যদি পূর্ব্বে সে কোন প্রকার গাড়ী না দেখিয়া থাকে তবে বাইসিকেলের উদ্দেশ্য বালককে বুঝান অপেক্ষাকৃত কঠিন; কারণ তাহার পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ের সহিত নূতন বস্তুটীর সাদৃশ্য নিতান্ত কম। আমরা সর্ব্বদাই পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি; নূতনের সহিত পুরাতনের একটী সম্বন্ধ স্থাপন করি। ইহা মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

যে মানসিক শক্তিদ্বারা আমরা পরিজ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি; হার্ব্বার্ট তাহাকে "অন্তর্ব্বোধ" (Apperception) বলিয়াছেন। সুতরাং নূতন পাঠ শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে শিক্ষক দেখিবেন বালকের পূর্ব্বজ্ঞানের ভিতর কোন্‌গুলি নূতন পাঠের সহায়তা করিবে; পরীক্ষামূলক আবশ্যক প্রশ্নদ্বারা বালকের পুরাতন জ্ঞানগুলি তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে তিনি উপস্থিত করিবেন। এই বিশ্লেষণ কার্য্যদ্বারা নূতন পাঠের জন্য বালকের মন প্রস্তুত হইবে, ইহাই প্রস্তুতীকরণ বা সূচনার উদ্দেশ্য। যে পরিজ্ঞাত বিষয়গুলি পরীক্ষামূলক প্রশ্ন-সাহায্যে পাঠদানের পূর্ব্বে বালকের নিকট হইতে বাহির করিতে হইবে, তাহা পাঠটীকার সূচনা বা প্রস্তুতীকরণের ঘরে লিখিত হয়।

বিশেষ্যপদ সম্বন্ধে পাঠ দিতে, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কতকগুলি মানুষের নাম বল; কতকগুলি রোগের নাম বল; কতকগুলি ক্রিয়া ও গুণের নাম (পূর্ব্বে শিক্ষা দেওয়া হইলে) বল। শিক্ষক সূচনার

ঘরে লিখিবেন :—"বালককে কতকগুলি মানুষ, বস্তু, জাতি, অবস্থা, ক্রিয়া ও গুণের নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

(২) প্রদান। বালকের মন সূচনার সাহায্যে যখন নূতন পাঠ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন শিক্ষক পাঠের বিষয়টী ক্রমশঃ বালকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। বালককে নূতন বিষয়টী ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলা হয় এবং শিক্ষক এই কার্য্যে প্রয়োজনমত বালককে সাহায্য করেন। এই অবস্থায় শিক্ষক বর্ণনা, পরীক্ষণ, দৃষ্টান্ত ইত্যাদির সাহায্যে পাঠের বিষয়টী ক্রমে বালকের নিকট প্রকাশ করিতে থাকেন। সূচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। সূচনার সহিত প্রদানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পাঠের সূচনা ভাল হইলে পাঠের প্রদান ও সফলতা লাভ করে। ইহা সংশ্লেষণ কার্য্য। "সূচনা" ও "প্রদানের" সাহায্যে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানগুলি সুস্পষ্ট হয়। বিশেষ্যপদের পাঠদানকালে বালককে সাহিত্য হইতে কোন বাক্য—'রাম পুস্তক পড়িতেছে"—পরীক্ষা করিতে বলিতে হইবে। বাক্যের অন্তর্গত সকল পদ যে একরূপ নহে তাহা পৃথক করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া বালককে দেখাইতে হইবে। কতকগুলি শুধু নাম এবং কতকগুলি কেবল কার্য্য বুঝায় এইরূপ যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টান্ত ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া বা পুস্তকের বিভিন্ন বাক্য বালককে প্রদর্শন করিয়া বুঝাইতে হইবে। দৃষ্টান্তগুলি সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

(৩) সংযোগ। পুরাতন বিষয়ের সহিত নূতন বিষয়ের একটী স্বাভাবিক সম্বন্ধস্থাপন করাই সংযোগ। বর্ণনা, দৃষ্টান্ত, পরীক্ষণ ইত্যাদি প্রদীপনের সাহায্যে বালকের পরিজ্ঞাত বিষয়ের সহিত পাঠের নূতন বিষয়গুলি সংযুক্ত করা হয়, এইরূপে নূতন ও পুরাতনের সম্বন্ধস্থাপন করা যায়।

জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সম্বন্ধস্থাপন নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের বর্ণিত পাঠে—রাম পুস্তক পড়িতেছে—"পুস্তক" ও "রাম" এই দুইটী পদের ভিতর যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। উহারা উভয়ই নামবাচক পদ।

(৪) সামান্যীকরণ।

প্রতিনিয়ত আমরা বহু বিষয়ের পৃথক জ্ঞান, একটীর পর অপরটীর লাভ করিতেছি, কিন্তু প্রত্যেকটীর বিষয় পৃথকভাবে স্মরণ রাখা ও বুঝা মনের ধর্ম্ম নহে। এজন্য আমরা এগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করি। রাম, শ্যাম, হরি, জোসেফ্, আবদুল ইত্যাদি ব্যক্তিদিগকে পৃথক্‌ভাবে চিন্তা না করিয়া, ইহাদিগকে লইয়া একটী শ্রেণী গঠন করি এবং স্মরণ রাখিবার সুবিধার জন্য একটী শব্দদ্বারা এই শ্রেণীর নাম রাখিয়াছি 'মানুষ"। এখন "মানুষ" বলিলে রাম, হরি ইত্যাদি সকলকেই বুঝায়, এই প্রক্রিয়াই সামান্যীকরণ। এই ক্রমের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় ও দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া আমরা সাধারণ তথ্য, সূত্র, সংজ্ঞা ও নিয়ম ইত্যাদিতে উপনীত হইতে সমর্থ হই। (পৃঃ ৬২)।

বর্ত্তমান পাঠে আমরা এস্থলে বালকদিগকে সকল নামবাচক পদের একটী সাধারণ নাম বা সংজ্ঞা বলিয়া দেই। সকল নামবাচক পদ "বিশেষ্য"। "সংযোগ" ও "সামান্যীকরণ"—এই দুইটী ক্রম "চিন্তার" অন্তর্গত।

(৫) প্রয়োগ।

আমরা যাহা শিক্ষা করি—নিয়ম, সূত্র, সংজ্ঞা, উপদেশ—তাহা যখন কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি তখনই শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে।

বর্ত্তমান পাঠে শিক্ষক মহাশয় বালককে নূতন পাঠ বা কতকগুলি নূতন বাক্য হইতে বিশেষ্যপদগুলি বাছিয়া বাহির করিতে জিজ্ঞাসা

করিতে পারেন ; বালক ইহাতে সমর্থ হইলে বুঝিতে হইবে বালকের পাঠটী সম্যক্ শিক্ষা হইয়াছে। অনেক সময় শিক্ষক মহাশয় হার্ব্বার্টের পাঁচটী ক্রমে পাঠ বিভাগ করেন না। ৪র্থ ক্রমে "সামান্যীকরণ" অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে কঠিন, সুতরাং নিম্ন শ্রেণীতে অনেক সময় এই ক্রমটী ব্যবহার করা হয় না। ২য় ও ৩য় ক্রম অনেক সময় পৃথক্‌ভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইতিহাস শিক্ষা-দানকালে "প্রয়োগে"র ক্রমে প্রধান ঘটনাগুলি তারিখসহ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করান হয় ; ঐতিহাসিক তালিকা, মানচিত্র, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতে ও বালককে বলা হয়।

এক ঘেঁয়ে কোন নিয়মই অনুসরণ করা ঠিক নহে। বালকদিগকে কলের পুতুল মনে করা ভুল, ইহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। শিক্ষক মহাশয় পাঠদানকালে উহা লক্ষ্য করিবেন এবং আবশ্যকমত পাঠের পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিবেন।

হার্ব্বার্টের ক্রমগুলির সুবিধা।

(১) হার্ব্বার্টের নিয়মটী **স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত**। জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা করা যায়। (৪র্থ যুক্তিমূলক নিয়ম দেখুন)। "সূচনার" ক্রমে, বালকের নিকট হইতে তাহার পূর্ব্বজ্ঞান প্রশ্নদ্বারা বাহির করা হয় ; "প্রদানের" ক্রমে বালকের পূর্ব্বজ্ঞানের সাহায্যে নূতন বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) পাঠে বালকের **অনুরাগ উৎপাদন** করা যায়। পূর্ব্বজ্ঞানের সাহায্যে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে বালকের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত "প্রদানের" ক্রমে নানাপ্রকার প্রদীপনের কার্য্য রহিয়াছে ; যেমন ব্ল্যাকবোর্ডের অঙ্কন, চিত্র, আদর্শ, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। ইহাতেও বালকের অনুরাগ উৎপাদনে সহায়তা করে।

(৩) পাঠে বালকের **চিন্তার সুযোগ** হয়। অনেক সময় দেখা

যায় শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীতে পাঠদানের সময় ক্রমাগত নানাবিষয় বলিতে থাকেন এবং কথনও নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, কিন্তু বালক চিন্তা করিবার সুবিধা পায় না বলিয়া পাঠটী সে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। হার্ব্বার্টের তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রমে সে সুবিধা ঘটে

(৪) নূতন পাঠের বিষয়সমূহ **সুস্পষ্ট** হয় এবং পাঠটী স্মরণ রাখা সহজ হয়।

পাঠে বালকের অনুরাগ ও চিন্তার সুযোগ হইলে, পাঠটী স্মরণ রাখা সহজ (স্মৃতিশক্তির নিয়মগুলি দেখুন)। হার্ব্বার্টের পঞ্চম ক্রমে বালকের জ্ঞান সুস্পষ্ট হইল কিনা ধরা পড়ে এবং অনুশীলন দ্বারা উহা সুদৃঢ় হয়।

পাঠ শিক্ষাদানকালে, আমরা প্রথমতঃ দেখিব বালকের পূর্ব্বজ্ঞান কতদূর আছে তৎপর বালকের এই জ্ঞানগুলি ক্রমে বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব। এইজন্য অধ্যয়ন, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, আদর্শ ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে অর্জ্জিত নূতন জ্ঞানসমূহ ক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইতে হয়। পাঠে বালকের অনুরাগ, কৌতূহল ও আত্মচেষ্টা জন্মাইতে না পারিলে উহাতে সফলতা লাভ করা যায় না।

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়?

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার সময় শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীর বালকদিগের

(১) শ্রেণী — মানসিক শক্তির উপর লক্ষ্য রাখিবেন। বিষয়, প্রণালী, জটিলতা ইত্যাদি শ্রেণীর উপযোগী হওয়া আবশ্যক।

বিত্থালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠটী যাহাতে শেষ করা যায়, পাঠ-টীকা প্রস্তুতকালে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পাঠ অতি দীর্ঘ হইলে পাঠের মধ্যভাগে ঘণ্টা শেষ হইবে ও পাঠটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া যাইবে। এজন্য দীর্ঘ পাঠ হইলে উহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া দৈনিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপযোগী কতকগুলি ছোট পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিতে হয়। পরবর্ত্তী পাঠের 'স্থচনার' সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের 'প্রয়োগের' নৈকট্য সম্বন্ধ রাখিতে হইবে।

(২) সময়।

প্রত্যেক পাঠের একটী সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে যেমন বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি, মানসিক শক্তির পরিচালনা, নৈতিক উন্নতি ইত্যাদি ; উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সকল পাঠেই কতক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য—যেমন "অর্থগ্রহণ করিয়া পঠন", "সংখ্যাগণনা", "দ্রুতলিখন" "বিড়ালের আকৃতি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ" ইত্যাদি পরিষ্কার ভাষায় লেখা আবশ্যক। পাঠের উদ্দেশ্য জানা থাকিলে মনোযোগ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না এবং আশাপ্রণোদিত হইয়া বালকের অনুরাগ পাঠে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাঠদানের সময় শিক্ষক মহাশয় এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং তদনুসারে পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবেন।

(৩) পাঠের উদ্দেশ্য।

পাঠদানের জন্য যে সমুদয় উপকরণ আবশ্যক হইবে তাহা পাঠ-টীকায় লিখিতে হয়, যেন পাঠের পূর্ব্বেই সে সমুদয় পদার্থ সংগ্রহ করা যায়। নতুবা পাঠের সময় শিক্ষক মানচিত্র, চক্, গ্লোব, আদর্শ ইত্যাদির অন্বেষণ করিলে অনর্থক সময় নষ্ট হয় ও পাঠে বালকের অনুরাগ জন্মে না।

(৪) উপকরণ।

শিক্ষকের এই অভ্যাস অনুকরণ করিয়া বালকগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়; সুতরাং নৈতিক অবনতি ঘটে।

পাঠের বিষয়গুলি বালকদিগের নিকট সুস্পষ্ট করিবার জন্য আবশ্যকমত ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার, ছবি, আদর্শ ইত্যাদি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। পাঠটী উত্তমরূপে বালকদিগকে বুঝাইতে যে পরিমাণ প্রদীপনের আবশ্যক তাহাই করিতে হইবে। বালকদিগের কল্পনা ও চিন্তার অবসর দিতে হয়; নতুবা বালকের শক্তিগুলি বৃদ্ধি পাইবে না। শিশু সর্ব্বদা অন্যের উপর ভর করিয়া হাঁটিতে অভ্যাস করিলে নিজে হাটিতে শিখিবে না।

(৫) প্রদীপন।

নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীতে বস্তু ও চিত্রসাহায্যে প্রদীপনের প্রয়োজনীয়তা কম। উচ্চশ্রেণীতে বর্ণনাসাহায্যে প্রদীপনের কার্য্য চলে; আবশ্যকমত বস্তু ও চিত্র প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অল্পাধিক পরিমাণ ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার ও প্রশ্নজিজ্ঞাসা প্রতি পাঠেই আবশ্যক হয়।

অনেক শিক্ষকের পাঠ-টীকাতে বিষয় ও প্রণালী পৃথক ভাবে—পাঠে যে সকল তথ্য বালক শিক্ষা করিবে তাহা "বিষয়ের" ঘরে এবং যে প্রণালী অবলম্বনে উক্ত তথ্য বালককে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা "প্রণালীর" ঘরে—লেখা হয়। কেহ কেহ "প্রণালীর" ঘরটী "শিক্ষকের কার্য্য" ও "বালকের কার্য্য" এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। নূতন শিক্ষকদিগের পক্ষে এই প্রণালী অবলম্বনে পাঠ-টীকা প্রস্তুত করা সুবিধাজনক। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও যুক্তিমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিষয়গুলি ধারাবাহিকরূপে সাজাইতে হয়।

(৬) বিষয় ও প্রণালী।

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার কোন বাঁধা নিয়ম হইতে পারে না।

এখানেও শিক্ষকের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। পাঠদানকালে শ্রেণীতে সময় সময় এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যাহা পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার সময় শিক্ষক চিন্তা করেন নাই। যে দৃষ্টান্ত বা প্রদীপন শিক্ষক পাঠ টীকাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বালকবিশেষের নিকট কার্য্যকর না হইতে পারে। এ অবস্থায় উক্ত বালকের জন্য নূতন চিত্র দৃষ্টান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা আবশ্যক। বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক বিস্তারিত পাঠ-টীকা প্রস্তুত করেন না। কিন্তু নূতন শিক্ষকের পক্ষে ইহা আবশ্যক।

নূতন শিক্ষকদিগের অনুশীলনের জন্য কয়েকটী পাঠ-টীকার আদর্শ এখানে দেওয়া গেল।

শ্রেণী—শিশু।
বিষয়—বস্তুপাঠ-বিড়াল।
সময়—৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য—বিড়ালের অবয়ব ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ।
উপকরণ—বিড়াল, বিড়ালের ছবি, থাবা ও চক্ষুর পৃথক চিত্র।
পূর্ব্বজ্ঞান—গৃহপালিত জন্তু।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
১। সূচনা।		কয়েকটী গৃহপালিত জন্তুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। শিক্ষক বলিবেন যে আজ আমরা বিড়ালের আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিব।	বালক বলিবে, গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি।
২। প্রদান।	বিড়ালের মুখ গোল।	বিড়াল দেখাইয়া বালককে উহার মুখ দেখিয়া উহার আকার জিজ্ঞাসা করিবেন।	বালক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিবে "গোল"।
	গোপ দুইটী দেহের সমান আছে।	বিড়ালের গোপ বাহির কর। সূতা বা স্কেল দিয়া উহাদিগকে মাপ, দেহের প্রস্থও মাপ। কোন্‌টী বড়?	মাপিয়া বলিবে গোপ দুইটীর দৈর্ঘ্য ও বিড়ালের দেহের প্রস্থ সমান।

চক্ষুর তারা দিনে ছোট হইয়া রেখার মত হয়।	বিড়ালের চক্ষুর তারা দেখিতে বলুন। কাল স্থানটী তারা বলিয়া দিন। কেমন দেখিতে ?	বালক দেখিয়া বলিবে "রেখার মত ছোট"।
রাত্রিতে বৃহৎ হইয়া গোল হয়।	রাত্রিতে দেখিতে কেমন? না দেখিলে চক্ষুর ছবি দেখিতে বলিবেন ও রাত্রিতে গৃহে দেখিতে বলিবেন।	দেখিয়া বলিবে "গোল ও বিস্তৃত"।
থাবার ভিতরে নখ লুকাইয়া হাটে।	বিড়ালের পায়ের তলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলুন, পায়ের নখ দেখিতে বলুন।	পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিবে "দেখা যায় না"।
	মাটীর উপর বিড়ালটীকে ছাড়িয়া হাটিতে দেন। মাটীতে নখের কোন দাগ পড়িয়াছে কিনা দেখিতে বলুন।	বালক দেখিয়া বলিবে, "মাটীতে নখের কোন দাগ নাই"।
নখ বাহির করিয়া শিকার ধরে।	বিড়ালের সম্মুখে একটী পোকা ছাড়িয়া দিন। বিড়াল কি করে ?	থাবা হইতে নখ বাহির করিয়া পোকা ধরিতে যায়।
বিড়াল ক্রুদ্ধ হইলে নখ বাহির করে।	বিড়ালকে ধরিয়া বিরক্ত করিলে কি করে দেখিতে বলুন।	নখ বাহির করিয়া আচরাইতে চায়।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
	বিড়ালের লোমে তৈলাক্ত পদার্থ নাই।	বিড়ালকে জলে যাইতে দেখিয়াছ ?	"দেখি নাই"
		কুকুরকে জলে যাইতে দেখিয়াছ ?	"হাঁ দেখিয়াছি"
		বিড়ালের গায়ে জল দিলে কি হয় ?	বিড়াল পলাইয়া যায়। লোম ভিজিয়া যায়।
		কুকুরের গায়ে জল দিলে কি হয় ?	কুকুর পলায়ন করে না, জল লোম হইতে ঝড়িয়া পড়ে।
		শিক্ষক বলিয়া দিন কুকুরের লোমে তৈলাক্ত জিনিষ আছে, তাই জল ঝড়িয়া পড়ে। বিড়ালের লোমে তৈলাক্ত জিনিষ নাই, তাই লোম জলে ভিজা থাকে।	
		প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি আদায় করিয়া ব্লাকবোর্ডে লিখিবেন।	

প্রয়োগ।	(১) বিড়ালের মুখ গোল।	বিড়ালের মুখ কিরূপ ?	বালক উত্তর দিবে।
	(২) বিড়ালের গোপ দুইটীর দৈর্ঘ্য উহার দেহের প্রস্থের সমান।	বিড়ালের গোপ দুইটী উহার দেহের কোন্ অংশের সমান।	ঐ
(পুনরালোচনা)	(৩) দিবাভাগে চক্ষুর তারকা ক্ষুদ্র হইয়া রেখার আকার ধারণ করে।	বিড়ালের চক্ষুর তারকা দিনের বেলা কেমন দেখায় ?	ঐ
	(৪) রাত্রিতে তারকা গোল হইয়া বড় হয়।	রাত্রিতে উহা কেমন দেখায় ?	ঐ
	(৫) নখ থাবার ভিতর লুকাইয়া রাখে।	বিড়াল কোথায় নখ লুকাইয়া রাখে ?	ঐ
	(৬) বিড়াল শিকার ধরিবার সময় ও ক্রুদ্ধ হইলে নখ বাহির করে।	বিড়াল কখন নখ বাহির করে ?	ঐ
	(৭) বিড়ালের লোমে তৈলাক্ত পদার্থ নাই।	বিড়াল জল লাগিলে কষ্ট পায় কেন ?	ঐ
		বিড়ালের একটী ছবি আঁকিতে ও বিড়াল সম্বন্ধে কয়েকটী বাক্য রচনা করিতে বলিবেন।	

শ্রেণী—তৃতীয়।
বিষয়—বিজ্ঞান-জ।।
সময়—৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া জলের গুণ বাহির করা।
উপকরণ—জল, তৈল, দুধ, বিবিধ আকৃতির শিশি, বাটি, পাথর বা ইটের টুকরা, কাঠ, চিনিমিশ্রিত জল।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
সূচনা।	জল পান করিলে পিপাসা দূর হয়।	পিপাসা হইলে আমরা কি করি? জলের গুণ আমরা আজ পরীক্ষা করিয়া বাহির করিব।	আমরা জলপান করি।
প্রদান	জল বহিয়া যায় (প্রবাহিত হয়	একটী পাত্র জলে পরিপূর্ণ করুন, এখন পাত্রটী একটু কাৎ করুন। বালককে পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলুন। পুনরায় দুগ্ধপূর্ণ পাত্র, তৈল ভরা পাত্র, পাথর বা ইটের টুকরা ভরা পাত্র ও কাঠের টুকরাপূর্ণ পাত্র কাৎ করিয়া দেখান। এখন বালককে জিজ্ঞাসা করুন "কোন্ জিনিষ কাৎ করিলে বহিয়া যায়? কোন্ জিনিস বহিয়া যায় না?"	বালক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিবে:— 'জল, দুধ, তেল বহিয়া যায়।' 'ইট কাঠ, পাথর বহিয়া যায় না।'

জল সহজেই আকৃতি পরিবর্ত্তন করে।	বিবিধ আকৃতির শিশি, বাটি ইত্যাদি জলপূর্ণ করিয়া জলের আকৃতি দেখিতে বলা।	বালক দেখিয়া বলিবে জলদ্বারা পাত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া যায়, এবং জলের আকৃতি পাত্রের ন্যায় হয়।
	কাঠের টুকরা, ইটের টুকরা ইত্যাদিদ্বারা পুনরায় পাত্রগুলি পূর্ণ করা।	ইট, কাঠের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পাত্র পূর্ণ হয় না।
কতকগুলি গোল ফোটার সমষ্টি জল।	উপর হইতে একটু জল ঢাল, জলের ফোটার আকৃতি লক্ষ্য করিতে বলা। বৃষ্টির ফোটার আকৃতি কিরূপ?	জল গোল ফোটা হইয়া পড়ে। বৃষ্টির ফোটা গোল।
স্থির জলের উপরিভাগ সর্ব্বদা সমতল।	কয়েকটী পাত্রে জল ঢালিয়া বালককে জলের উপরিভাগ দেখিতে বলা। জলের উপরিভাগ কেমন দেখায়? সমতল, উচ্চ না নিম্ন? নদীর জলের উপরিভাগ কেমন?	জলের উপরিভাগ সমতল। নদীর জলের উপরিভাগে ঢেউ থাকে, উহা সমতল নহে।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
প্রদান।	জলের কোন বর্ণ নাই।	জলের রং দেখিতে বলা। দুধের রং দেখিতে বলা। বিবিধ বর্ণের কাগজের রং দেখিতে বলা।	দুধের রং সাদা। জলের রং নাই। কাগজের রং বিবিধ।
	জলের কোন স্বাদ নাই।	বালককে জলের স্বাদ গ্রহণ করিতে বলা। বালককে চিনি; মিশ্রিত জলের স্বাদ গ্রহণ করিতে বলা। বালককে দুধের স্বাদ গ্রহণ করিতে বলা।	জলের মিষ্ট তিক্ত বা টক্ স্বাদ নাই।
	জলের কোন গন্ধ নাই।	তৈলের গন্ধ নিতে বলা। দুধের ” ” ” জলের ” ” ”	তৈলের ও দুধের গ আছে, জলের কোন গন্ধ নাই

	জলের ভিতর আলো প্রবেশ করে।	এক গ্লাস জলের ভিতর একটী পয়সা ফেল। পয়সা দেখা যায় কি? একগ্লাস দুধের ভিতর একটী পয়সা ফেল। পয়সা দেখিতে পাও কি?	জলের ভিতর পয়সা দেখা যায়, কিন্তু দুধের ভিতর পয়সা দেখা যায় না।
প্রয়োগ।	জল :— (১) জল প্রবাহিত হয়। (২) আকৃতি সহজে পরিবর্ত্তিত হয়। (৩) উপরিভাগ সমতল। (৪) কতকগুলি গোল ফোটার সমষ্টি। (৫) গন্ধহীন। (৬) বর্ণহীন। (৭) স্বাদহীন। (৮) জলের ভিতর আলো প্রবেশ করে।	জলের উল্লিখিত গুণগুলি বালকদিগকে প্রশ্ন করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে হইবে।	বালক উহা পড়িয়া লিখিয়া রাখিবে।
		জলের গুণ উল্লেখ করিয়া কতকগুলি বাক্য রচনা করিতে বল।	বালক জলের গুণ সম্বন্ধে কয়েকটী বাক্য রচনা করিবে

শ্রেণী—৫ম
বিষয়—শ্রুতলিপি
সময়—৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য—শব্দের বর্ণবিন্যাস ও দ্রুত লিখন শিক্ষা করা।
উপকরণ—ব্ল্যাকবোর্ড, চক্, পেন্সিল।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
সূচনা।	স্থূল, তিরস্কার, বিদ্ধ, পূর্ব্বক, লজ্জা, ম্রিয়মাণ, ভ্রমণ	পাঠের উদ্দেশ্য বালকদিগকে বলিবে	
প্রদান।		বালকদিগকে ব্ল্যাকবোর্ডে শব্দসমূহ শুদ্ধ করিয়া লিখিতে আদেশ করিতে হইবে, নিকটবর্ত্তী বালকদিগকে পর পর জিজ্ঞাসা না করিয়া অমনোযোগী বালকদিগকে বিশেষতঃ আদেশ করিতে হইবে, ইহাতে সকল বালকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।	ব্ল্যাকবোর্ডের শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিবে ও উচ্চারণ করিবে, কেহ ভুল লিখিলে অপর বালক উহা শুদ্ধ করিবে, (সকলে অসমর্থ হইলে শিক্ষক শুদ্ধ করিয়া লিখিয়া দিবেন)।

প্রদান।		বোর্ডে শব্দসমূহ লেখা হইলে শিক্ষক পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, শ্রেণীর বালকগণ শব্দসমূহ বানান করিতে শিখিয়াছে কি না। এখন ব্ল্যাকবোর্ডখানি উল্টাইয়া শব্দগুলি বালকদিগের দৃষ্টির বাহিরে রাখিতে হইবে।	বালকগণ প্রশ্নোত্তর দিবে।
. . . . .	বাল্যকালে বোপদেবের বুদ্ধি স্থূল ছিল, এক দিন গুরু তীব্র তিরস্কার করিলেন, গুরুর তিরস্কার তাঁহার মনে বিদ্ধ হইল, তিনি লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পথে পথে ভ্রমণ	পাঠটী বালকদিগের নিকট একবার পড়িতে হইবে।	বালকগণ মনোযোগের সহিত শুনিবে কিন্তু লিখিবে না।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
		বালকদিগের নিকট ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে ইহা পাঠ করিতে হইবে, বাক্যের বিভিন্ন অংশ লিখিবার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হইবে।	কাগজে বাক্যসমূহ লিখিবে।
		শিক্ষক তৃতীয় বার পাঠ করিবেন।	
প্রয়োগ।		ব্ল্যাকবোর্ডের লিখিত শব্দগুলি পুনরায় বালকের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে।	
		বালকদিগের :: কাগজগুলি প্রত্যেক বেঞ্চে ১ম বালক ২য় বালককে, ২য় বালক ১ম বালককে	বালক আদেশ প্রতিপালন করিবে।

৩য় ব।লক য় বালককে
এব। ২য় বালক ৩য় বা ককে
ইত।দিরূ।প ক রিবর্ত্তন
।তে বলিতে হইবে। ১ম
বালবে ক বেঞ্চের শেষ
বালক পাইবে।

।ক শব্দ। লি ন
করিবেন ও বিরাম চি বলি
দিবেন।

পুনরায় প্রত্যেক বেঞ্চের
সর্ব্বশেষ বালক হইতে আরম্ভ
করিয়া কাগজ পরিবর্ত্তন করিতে
আদেশ দিবেন।

অশুদ্ধ শব্দগুলির নীচে
চিহ্ন দিবে ও ভুলের সংখ্যা
লিখিবে, বিরাম চিহ্নগুলি
লিখিয়া দিবে।

বালকগণ আদেশ পালন
করিয়া নিজ নিজ কাগজ
পাইবে।

ব্ল্যাকবোর্ড দেখিয়া অশুদ্ধ
শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া ব্ল্যাক-
বোর্ডে লিখিবে।

শ্রেণী—৪র্থ
বিষয়—ভূগোল।
সময়—৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য—রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলির অবস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান।
উপকরণ—বঙ্গ-প্রেসিডেন্সির মানচিত্র, ব্ল্যাকবোর্ড, স্কেল, টি-স্কোয়ার, চক্, প্রেসিডেন্সির কতকগুলি খসড়া নক্সা।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
সূচনা।	রাজসাহী বিভাগের সীমানা উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে বিহার ও পদ্মানদী, দক্ষিণে পদ্মা, প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও ফরিদপুর, পূর্ব্বে আসাম, ব্রহ্মপুত্র নদ ও ঢাকা বিভাগ।	প্রত্যেক বালককে একটী খসড়া নক্সা দেন, খসড়া দেখিয়া রাজসাহী বিভাগের সীমানা নির্দ্দেশ করিতে বালককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। বর্ত্তমানপাঠের উদ্দেশ্য বালকদিগকে বলিতে হইবে ও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।	বালকগণ খসড়া দেখিয় রাজসাহীবিভাগের সীমান বলিবে।

প্রদান ও সংযোগ।	রাজসাহী বিভাগে ৮টী জেলা। (১) রাজসাহী। (২) পাবনা। (৩) বগুড়া। (৪) রঙ্গপুর। (৫) দিনাজপুর। (৬) মালদহ। (৭) জলপাইগুড়ি। (৮) দার্জ্জিলিং	ব্ল্যাকবোর্ডে জেলাগুলির সীমানা পৃথগ্‌ভাবে একটীর পর অপরটী অঙ্কিত করিতে হইবে, উহাদের নামগুলি বলিতে ও লিখিতে হইবে। রাজসাহী জেলার সীমানা বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া বালক-দিগের নক্সা পরীক্ষা করিতে হইবে ও ভুলগুলি সংশোধন করিতে হইবে। পাবনা ইত্যাদি জেলা একটীর পর অপরটী পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা দিতে হইবে।	লকগণ শিক্ষকের অ ণ করিবে, তাহাদে র খসড়া নক্সাতে জেলাগুলি সী ন অঙ্কিত করিবে। ে লার নাম লিখিবে উ ঐ

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
প্রদান ও সংযোগ।	এই বিভাগে (১) দিনাজপুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা। (২) রঙ্গপুর জেলা আয়তনে দ্বিতীয়।	বালকদিগকে রাজসাহী বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলার নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আয়তনে দ্বিতীয় জেলার নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।	বালক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বা স্কেলদ্বারা মাপিয়া উহা স্থির করিবে ও জেলার নাম বলিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে বালক উহা স্থির করিবে ও নাম বলিবে।
	(৩) জলপাইগুড়ি। (৪) রাজসাহী। (৫) মালদহ। (৬) পাবনা। (৭) বগুড়া। (৮) দার্জ্জিলিং।	আয়তনে, ১ম, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জেলাগুলির নাম বালককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।	ঐ
প্রয়োগ।	দিনাজপুর রাজসাহীর উত্তরে।	রাজসাহী জেলার কোন দিকে দিনাজপুর জেলা ?	বালক মানচিত্র দেখিয়া উত্তর করিবে ও ব্ল্যাকবোর্ডে জেলার সীমানা অঙ্কিত করিবে।

মালদহ দিনাজপুরের পশ্চিমে।	দিনাজপুর জেলার কোন্ দিকে মালদহ জেলা ?	বালক মানচিত্র দেখিয়া উত্তর ক ব, ও ব্র্য র্ড জেলার সীমানা ত করিবে
রঙ্গপুর দিনাজপুরের পূর্ব্বে।	দিনাজপুর জেলার কোন্ দিকে রঙ্গপুর ?	
জলপাইগুড়ি রঙ্গপুরের উত্তরে।	রঙ্গপুর জেলার কোন্ দিকে জলপাইগুড়ি ?	ঐ
দার্জ্জিলিং . জলপাইগুড়ির উত্তরে।	জলপাইগুড়ি জেলার কোন্ দিকে দার্জ্জিলিং ?	ঐ
বগুড়া রঙ্গপুরের দক্ষিণে।	রঙ্গপুরের কোন্ দিকে বগুড়া ?	ঐ
পাবনা রাজসাহীর পূর্ব্বে।	রাজসাহীর কোন্ দিকে পাবনা ?	ঐ
রাজসাহী দিনাজপুরের দক্ষিণে।	দিনাজপুরের কোন্ দিকে রাজসাহী ?	ঐ

শ্রেণী—৪র্থ
বিষয়—গণিত।
সময়—৪৫ মিনিট।

উদ্দেশ্য—লঘুকরণ শিক্ষাদান ও বালকের চিন্তাশক্তির পরিচালন করা।
উপকরণ—ব্ল্যাকবোর্ড, চক্, টাকা, কতকগুলি একআনি।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
সূচনা।	৩ সহস্র ২ শতক ৭ দশক ও ৮ এককে = ৩২৭৮ একক।	ব্ল্যাকবোর্ডে ৩২৭৮ লিখিয়া বালককে উহা পড়িতে বলিবে। স্থানীয় মান জিজ্ঞাসা করিবে। ৩ সহস্র ও ২ শতকে মোট কত শতক হয় ? কিরূপে ঠিক করিলে ?	তিন সহস্র, দুই শতক সাত দশক, ৮ একক উত্তর দিবে। উত্তর — মোট ৩২ শতক। ১ সহস্র = ১০ শতক। ৩ ” = (৩ × ১০) ,, আর ২ শতক = ৩২ শতক

		৩২ শতকে ও ৭ দশকে কত দশক?	পূর্ব্বোক্তরূপে উত্তর দিবে। ৩২৭ দশক (৩২ × ১০) দশক + ৭ দশক।
		৩২৭ দশক ও ৮ এককে কত একক?	৩২৭৮ একক (৩২৭ × ১০) একক + ৮
	১০ শতকে = এক সহস্র।	কয় শতকে ১ সহস্র?	উত্তর দিবে।
	১০ দশকে = ১ শতক।	„ দশকে ১ শতক?	ঐ
	১০ এককে = ১ দশক।	„ এককে ১ দশক?	ঐ
প্রদান।	১৬ আনাতে এক টাকা।	কয় আনাতে এক টাকা?	ঐ
		উত্তর ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবে।	
		১ টাকা ও ১৬ আনি দুই ভাগে বালকদিগকে প্রদর্শন করিবে।	বালকগণ আনিগুলি গণনা করিবে।
		এক টাকা ও এক আনাতে কত আনা?	উত্তর দিবে।
		ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবে।	

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
	১/=১৭ আনা।	প্রশ্নসাহায্যে উত্তর আদায় করিয়া বোর্ডে লিখিবে :—	উত্তর দিবে।
		১ টাকা = ১৬ আনা	
		+ ১ আনা	
		১/০ = ১৭ আনা	
	২/=৩৩ আনা।	২/০ আনাতে কত আনা।	ঐ
		বোর্ডের কার্য্য।	
		(২ × ১৬) = ৩২ আনা	
		+ ১ ,,	
		মোট ৩৩ আনা।	
	৪৮ ,,	৩ টাকাতে কয় আনা ?	ঐ
	৮৭ ,,	৫।৵০ আনাতে ,, ,,	ঐ
	২৯৪ আনা	১৮৷৶০ ,, ,, ,,	ঐ

শ্রেণী—৩য়।
বিষয়—রচনা
সময়—৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য—বাক্যরচনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করা।
উপকরণ—ব্লাকবোর্ড, চক্, ছবি, কাগজ, পেন্সিল।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
সূচনা।	পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা সম্বন্ধে পাঠ	শিক্ষক সংক্ষেপে ইহা উল্লেখ করিবেন, এবং অদ্যকার পাঠের উদ্দেশ্য বলিবেন।	বালকগণ মনোযোগের সহিত গল্প শুনিবে ও শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিবে।
প্রদান।	বানরের বিচার।	গল্পটী বালকদিগের নিকট বলিতে হইবে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া স্থির করিতে হইবে বালকগণ গল্পটী বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা; সম্ভবপর হইলে	

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
	দুইটী বিড়াল। পিঠা। ঝগড়া। বানরের বুদ্ধি। নিক্তি, ভাগটা ভারী। টুক্রা, কামড়াইয়া, হাল্কা করিল, পরিশ্রমের মজুরী। বিড়াল বোকা।	ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি অঙ্কিত করিতে হইবে, বা অঙ্কিত ছবি প্রদর্শন করিতে হইবে। বালকের গল্পটী স্মরণ রাখিবার জন্য প্রধান ঘটনা স্মারক কয়েকটী শব্দ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে হইবে।	উল্লিখিত শব্দ ও ছবি লক্ষ্য করিয়া গল্পটী নিজ ভাষায় লিখিবে।
প্রয়োগ।		লেখা শেষ হইলে শিক্ষক কয়েকটী বালককে রচনা পাঠ করিতে বলিবেন, এবং বালকদের খাতাগুলি অবসর মত গৃহে পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবেন	বালক শুদ্ধ করিয়া পুনরায় লিখিবে।

শ্রেণী—৬ষ্ঠ ।
বিষয়—সাহিত্য
সময়—৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য—ভাব-প্রকাশ পাঠ ও বালকের শব্দ সম্পদ্ বর্দ্ধিত করা ।
উপকরণ—ব্ল্যাকবোর্ড ও চক্ ।

শিক্ষা ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
সূচনা ।	স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল সুতরাং আমাদের শরীর সুস্থ রাখা আবশ্যক ।	বালকদিগকে পাঠের মূল বিষয়টী সংক্ষেপে বলিতে হইবে । ব্ল্যাকবোর্ডে উহা লিখিতে হইবে ।	বালকগণ শুনিবে ও ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখিবে ।
প্রদান ও সংযোগ ।	নির্দ্দিষ্ট পাঠ ।	বালকদিগকে নির্দ্দিষ্ট পাঠের বিভিন্ন অংশ পাঠ করিতে বলিতে হইবে । পাঠের ত্রুটী লক্ষিত হইলে অপর বালককে পড়িতে বলিবেন বা নিজে সংশোধন করিয়া দিবেন ।	বালকগণ (শিক্ষকের পাঠ অনুকরণ করিয়া) পাঠ করিবে ।
	শরীরী—দেহী ; যাহার শরীর আছে । (শরীর + ইন্)	শব্দসমূহ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া বালকদিগকে অর্থ জিজ্ঞাসা করিবে ।	বালক উত্তর দিবে ও ব্লাক-বোর্ডের লেখা পাঠ করিয়া খাতায় লিখিবে ।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
প্রদান ও সংযোগ।	দেহী, পক্ষী, দুঃখী সুখী	ইন্ ভাগান্ত কতকগুলি শব্দের নাম কর। উত্তর ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবে।	বালক উত্তর দিবে ও ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পাঠ করিবে ও খাতাতে লিখিবে।
	শারীরিক = দৈহিক (শরীর + ষ্ণিক)	শব্দ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে হইবে ও অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।	ঐ
	মানসিক	বিপরীতার্থক শব্দ কি ?	ঐ
	দৈহিক, কায়িক, বৈদিক	ষ্ণিক্ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দ উল্লেখ কর।	ঐ
			ঐ
	আগার = গৃহ ; ঘর। প্রতীয়মান = বোধগম্য। গগন-মণ্ডল = আকাশ-মণ্ডল।	কঠিন শব্দগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া উহা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে হইবে।	উত্তর দিবে, পাঠ করিবে ও খাতাতে লিখিবে।
	দুর্ব্বহ = যাহা অতিকষ্টে বহন করা যায় ; দুঃসহ। অভিভূত = ব্যাকুল।	সমুদ্র-মন্থন ও দেবগণের অমৃত-পানের উপাখ্যান বলিতে হইবে।	

প্রত্যক্ষ = স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রমাণ = দৃষ্টান্ত । সুধা = অমৃত।		শুনিবে ও লিখিয়া রাখিবে।
স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে কিছুতেই সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় না এবং জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে অতএব প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লওয়া আবশ্যক।	যাহা পাঠ করা হইয়াছে তাহার সার-মর্ম্ম বালককে প্রশ্ন করিয়া বুঝাইতে হইবে।	বালক উত্তর দিবে ঐ
শরীরী জীবের পক্ষে স্বাস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর।	শরীরী জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর কি ?	ঐ
স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে সংসার দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়।	স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে সংসার কিরূপ বোধ হয় ?	
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আমাদের মনে বিমল আনন্দ উৎপাদন করে।	পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমাদের নিকট কেমন বোধ হয় ?	ঐ

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
	জ্যোৎস্না উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া আমাদের মন বিষণ্ণ হয়।	পূর্ণিমা রজনীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে আমাদের কিরূপ বোধ হয়?	বালক উত্তর দিবে
	জ্যোৎস্নার বিমল আনন্দ অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া রোগী বিষণ্ণ হয়।	পূর্ণিমা রজনীতে রোগীর মন কিরূপ থাকে?	ঐ
	রোগী সর্ব্বদা রোগের চিন্তাতেই ব্যস্ত।	রোগী সর্ব্বদা কি চিন্তা করে?	ঐ
	দুঃখের দিনগুলি তাহার নিকট অতিদীর্ঘ বোধ হয়।		ঐ
	স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্ন করিলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।	রোগের হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়?	

শ্রেণী—তৃতীয়।

বিষয়—ইতিহাস—সম্রাট অশোক।

সময়—এক ঘণ্টা।

উদ্দেশ্য—সম্রাট্ অশোকের মহত্ব উপলব্ধি করা ও তৎসঙ্গে কল্পনার ও নৈতিকউন্নতি বিধান।

উপকরণ—ভারতের মানচিত্র, শিলালিপি ও স্তূপের ছবি।

পূর্ব্বজ্ঞান—বুদ্ধদেব, চন্দ্রগুপ্ত, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
সূচনা।	পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের সংশ্লিষ্ট বিবরণ।	ভারতের মানচিত্র হইতে মগধ সাম্রাজ্য রাজগৃহ ও পাটলিপুত্রের অবস্থান বাহির কর।	বালক প্রদর্শন করিবে।
		গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মমত কি ?	অহিংসা, দয়া, আত্মসংযম ও পবিত্রতা মুক্তির উপায়।
		মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?	মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত।
		তাহার পৌত্রের নাম "অশোক"। আজ অশোকের বিবরণ আলোচনা করা হইবে।	

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য
প্রদান।	১। অশোকের রাজ্যলাভ। ২। কলিঙ্গ বিজয়। ৩। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার। ৪। মানবের কল্যাণ সাধন। ৫। মৃত্যু ও চরিত্র।	অশোকের জীবনীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা সুবিধাজনক। ব্যাকবোর্ডে উহা লিখিয়া দিবেন।	বালক উহা পড়িবে ও লিখিয়া রাখিবে।
		কখন চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয় ?	
	চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র মহারাজ অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে রাজ্য লাভ করেন।	চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের নাম ও অশোকের রাজ্যলাভের তারিখ উল্লেখ করুন ও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। চন্দ্রগুপ্তের কত বৎসর পর এবং বর্ত্তমান সময়ের কত বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজ্যলাভ করেন, তাহা	বালকগণ ব্যাকবোর্ডের লেখা পড়িবে ও হিসাব করিয়া প্রশ্নোত্তর দিবে।

	বালকদিগকে হিসাব করিয়া বলিতে বলুন ।	
রাজত্বের অষ্টম বর্ষে, কলিঙ্গ বিজয় করেন ।	মহারাজ অশোকের একমাত্র যুদ্ধ কলিঙ্গ বিজয় ও তৎপর অশোকের মনের ভাব বর্ণনা করুন ।	
	মানচিত্র হইতে কলিঙ্গ বা বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও নিকটবর্ত্তী স্থান বাহির করিতে দিন । বহুকালব্যাপী যুদ্ধ কলিঙ্গ বিজয় ও একলক্ষ যোদ্ধার প্রাণনাশ ও দেড়লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী । তাঁহার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করুন । প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্থির করুন বালক বর্ণনা অনুসরণ করিতে কতদূর সমর্থ হইল ।	কলিঙ্গের অবস্থান মানচিত্রে প্রদর্শন করা ও প্রশ্নোত্তর দান ।
সন্ন্যাসী উপগুপ্ত অশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ।	মনে যখন দুঃখ ও অশান্তি আসে তখন মানুষ শান্তির জন্য সন্ন্যাসীর শরণাগত হয় । উপযুক্ত সময়ে	বালক উহা অনুসরণ করিয়া পুস্তকের স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিবে ।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
	অশোক ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।	মহারাজ অশোক কিরূপে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অহিংসা ও দয়া ধর্ম্মে আকৃষ্ট হন তাহা বর্ণনা করিতে হইবে, এবং পুস্তকের কোন্ স্থলে উহার বিবরণ রহিয়াছে তাহা বলিয়া দিবেন। তিনি ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরণ করেন। তাহার ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভগ্নী সঙ্ঘমিত্রা সিংহলবাসীদিগকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি বহু গ্রীক রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, অহিংসা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য।	

	অশোক প্রজার হিত-সাধনে নিযুক্ত ছিলেন।	রাজ্যের মধ্যে নানাস্থানে তিনি ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ অনুশাসনলিপি খোদিত করিয়াছিলেন। প্রজাগণকে উহাতে উপদেশ দিয়াছিলেন, পিতামাতা ও গুরুজনকে ভক্তি করিবে। সত্য কথা বলিবে। তিনি নিজের জীবনে উপদেশগুলি পালন করিতেন। পথিকদের ক্লান্তি দূর করিবারজন্য পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষরোপন, কূপখনন পান্থশালা স্থাপন করেন। মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় ও শিক্ষাবিস্তা-রের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অশোকস্তম্ভের ছবি ও শিলা-লিপির প্রতিলিপি প্রদর্শন করুন।	বালক মনোযোগের সহিত শুনিবে। ঐ
	খৃঃ পূঃ সালে ২৩১ মহারাজ অশোকের মৃত্যু হয়।	খৃঃ পূঃ ২৩১ সালে মহারাজ অশোকের মৃত্যু হয়। মহারাজ অশোক কত বৎসর রাজত্ব করেন?	শুনিবে ও প্রশ্নোত্তর দিবে।
প্রয়োগ।	১। মহারাজ অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র।	প্রশ্নদ্বারা বালকগণ হইতে উত্তর আদায় করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে হইবে।	বালকগণ উহা পড়িবে ও লিখিয়া রাখিবে।

শিক্ষাদানের ক্রম	বিষয়	পদ্ধতি	
		শিক্ষকের কার্য্য	বালকের কার্য্য।
	২। মহারাজ অশোক বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। ৩। মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ৪। জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। ৫। তিনি রাজ্যজয় অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা মানবের হৃদয় অধিকার করিতে যত্নবান ছিলেন। ৬। তিনি সর্ব্বপ্রথম বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। ৭। খৃঃ পূঃ ২৩১ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয়।	বিস্তারিত বিবরণ কোন্ পুস্তকে পাওয়া যাইবে তাহা বলিয়া দিবেন। মহারাজ অশোক সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ রচনা করিতে বলিবেন।	বালকগণ পুস্তকের নাম ও স্থান লিখিয়া রাখিবে। বালক রচনা লিখিয়া আনিবে।

শ্রেণী শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষকের কয়েকটী ত্রুটী।

পাঠদানকালে শিক্ষকগণের যে সমুদয় ভুল-প্রমাদ সাধারণতঃ ঘটে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

(১) **শিক্ষক বালকদিগকে অত্যধিক সাহায্য করিয়া থাকেন।** তিনি ক্রমাগত নানা বিষয়ে বর্ণনা করেন, প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর বলিয়া দেন; চিত্রাঙ্কন, অঙ্ক ইত্যাদি বালকদিগকে করিয়া দেন। ইহাতে বালকগণ চিন্তা ও কার্য্য করিবার সুযোগ পায় না, সুতরাং সম্যক্ পরিচালনার অভাবে তাহাদের মানসিক শক্তিগুলি পরিস্ফুট হয় না।

(২) শিক্ষাদানের জন্য দৈনিক **পাঠের বিষয়গুলি কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রম বা পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া আসেন না।** কি প্রণালীতে পাঠটী বালকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান বা ধারণার অভাবে শিক্ষক অনেক অসংলগ্ন প্রস্তাবের অবতারণা করেন; সুতরাং পাঠটী বিশৃঙ্খল হয়। আবশ্যক বিষয়ের পরিবর্ত্তে তিনি অনেক অবান্তর বিষয় উপস্থিত করেন। এইজন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি পাঠটী সমাধা করিতেও পারেন না। এই প্রকার পাঠে শিক্ষার বিঘ্ন ঘটে।

(৩) নির্দ্দিষ্ট পাঠের একটী **অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়াই শিক্ষক** শ্রেণীতে শিক্ষাদান করিতে প্রয়াস পান। সুতরাং পাঠে কোন্‌গুলি প্রধান ও কোন্‌গুলি আনুষঙ্গিক বিষয়—তাহা শিক্ষক নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন না এবং বিষয়টীর সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাতে, শিক্ষক পুস্তকের শব্দ ও বাক্যসমূহ আবৃত্তি করিয়া পাঠটী বালকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হন।

(৪) পাঠে বালকদিগের **অনুরাগের অভাব দেখা যায়।** ইহার কারণ এই যে শিক্ষক অনেক সময় শ্রেণীর উপযোগী পাঠ দেন না। বালকদিগের পূর্ব্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষক পাঠ দিতে ভুলিয়া যান। বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হয় না, এক ঘেয়ে কাজ বৃদ্ধি করা হয় এবং আবশ্যক প্রদীপন হয় না। শিক্ষক অনবরত কেবল বকিতে থাকেন, ইহাতে অনেক সময় বালকদিগের ঘুম পায়।

(৫) **পাঠের শেষভাগে** প্রধান স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের পুনরালোচনা যথোচিত ভাবে হয় না।

বালকের নোট বহি (Note Book)

বালক যখন শুদ্ধরূপে লিখিতে সমর্থ হয় তখন বিদ্যালয়ের অধীত বিষয়সমূহ অনুশীলনের জন্য সে নোট-বহি রাখে। শ্রেণীতে শিক্ষক যাহা বলেন, তাহা হইতে বাছিয়া বালক অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নোট-বহিতে লিখিয়া রাখে। এই কার্য্য সহজ নহে; ইহাতে অভ্যাস ও যথেষ্ট দক্ষতার আবশ্যক। শিক্ষক বালককে এ বিষয়ে আবশ্যকমত সাহায্য করিবেন। বালক যাহা নোট-বহিতে লিখিবে, শিক্ষক প্রথমতঃ তাহা প্রশ্নসাহায্যে বালকের নিকট হইতে আদায় করিবেন; তৎপর তিনি উহা বিশুদ্ধ ও সহজ ভাষায় সংক্ষেপে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া পাঠ করিবেন, বালকগণ তাহাদের নোট-বহিতে উহা লিখিয়া রাখিবে। শিক্ষক শ্রেণীতে ঘুরিয়া দেখিবেন বালকগণ উহা শুদ্ধরূপে লিখিতে সমর্থ হইয়াছে কি না; নতুবা আবশ্যকমত তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন। ক্রমে ক্রমে বালক নোট করিতে অভ্যস্ত হইবে। প্রাথমিক ও মধ্য-বিদ্যালয়সমূহের বালকদিগকে স্বাধীনভাবে নোট করিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। অতিরিক্ত কালী ফেলিয়া বা লিখিত পদগুলি পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিয়া বালক যাহাতে

নোট-বহিখানা অপরিচ্ছন্ন না করে তৎপ্রতি শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। নোট-বহিতে যাহাতে তৈল না লাগে, বহির কোণ মুড়িয়া না যায়, পাতাগুলি ছিঁড়িয়া নষ্ট করা না হয়, এবং নির্দ্দিষ্ট লেখা ব্যতীত অপর কিছু লিখিয়া বালক উহা নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে একখানা বহিতে বিভিন্ন বিষয়ের নোট্ লিখিয়া গৃহে পুনরায় পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট বহিতে নোট নকল করিবার প্রথা অনিষ্টজনক। ইহাতে অযথা সময় নষ্ট হয়, পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসগঠনে বিঘ্ন উৎপাদন করে; মনোযোগ ও সতর্কতার অভাব ঘটে, এক ঘেয়ে কাজ বৃদ্ধি পায় এবং দেহ ও মন অবসন্ন হয়। প্রথমতঃ দুই চারি দিন বালকের ভুল-ত্রুটী হইবে, কিন্তু ক্রমে উহা দূর হইবে।

শ্রেণী শিক্ষা ও ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য।

শ্রেণীর সকল বালক সমবয়স্ক হইলেও ইহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা প্রত্যেক শিক্ষক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন এবং ইচ্ছা করিলে তিনি পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট ৩০।৪০টী যোগ অঙ্ক শ্রেণীর প্রত্যেক বালককে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর সমাধান করিতে আদেশ করিলে দেখা যাইবে যে অনেক বালক বিভিন্ন সংখ্যক অঙ্ক করিয়াছে। কেহ ৩টী, কেহ ৪টী কেহ ৫টী, কেহ ৬টী ইত্যাদিরূপে অঙ্ক সমাধান করিয়াছে। শিক্ষক কতকগুলি শব্দ পড়িবেন এবং শ্রেণীর সকল বালকই শুনিবে; তৎপর প্রত্যেক বালককে শব্দগুলি পর্য্যায়ক্রমে লিখিতে আদেশ করিলে, শিক্ষক দেখিতে পাইবেন বালকগণ বিভিন্ন সংখ্যক শব্দ পর্য্যায়ক্রমে লিখিতে সমর্থ হইয়াছে, কারণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল বালকের স্মরণশক্তি সমভাবে স্ফুরণ হয় নাই। কেহ অঙ্কে বিশেষ পটু, কেহ বা সাহিত্যে পটু। সকল বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ সমভাবে পরিচালনা হয় নাই। ইহা ব্যতীত বালকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

ও ক্ষমতার পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং শ্রেণীশিক্ষাদানকালে শিক্ষক "শিক্ষাদানের কৌশল" ও নিয়মসমূহ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিবেন। এই কারণে অনেক সময় কোন একটী দৃষ্টান্ত, বর্ণনা বা চিত্র-প্রদর্শনদ্বারা সকল বালকের নিকট হইতে সমান সাড়া (response) পাওয়া যায় না। শিক্ষাদানের জন্য প্রত্যেক বালকের প্রকৃতি অনুসারে প্রদীপনের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক। যে প্রদীপন এক বালকের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট উদ্বোধক (stimulus) তাহা অন্যের পক্ষে তেমন উৎকৃষ্ট নহে। শ্রেণী-শিক্ষাদানকালে বালকদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা দুরূহ বলিয়া অনেক সময় শিক্ষক একটী আপোষ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন; অধিকাংশ বালকের জন্য যে প্রদীপন বা উদ্বোধক সমধিক কার্য্যকারী হইবে তাহাই তিনি অবলম্বন করেন। অবশ্য সহজ-বৃত্তিসমূহ অল্পাধিক সকল বালকেরই রহিয়াছে, সকল বালকই সূক্ষ্ম বিষয় (abstract) অপেক্ষা স্থূল পদার্থে (concrete) অনুরাগ প্রকাশ করে। শিক্ষক বালকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তদুপযোগী শিক্ষাদান করিতে যত্ন নিবেন; তাহা হইলে বালকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাইবে। সকল বালককে এক প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে বালকদিগের মানসিক শক্তি বিকসিত হইবে না এবং তাহাদের চরিত্রও গঠিত হইবে না (সহজ-বৃত্তি সমূহের প্রকৃতি ও বিবরণ নৈতিক শিক্ষা বর্ণনা কালে দেওয়া হইবে)।

ডল্‌টনের শিক্ষাব্যবস্থা (Dalton plan)

Miss Helen Parkhurst (মিস্ হেলেন পার্কহার্স্ট্) Massachusetts এর অন্তর্গত ডল্‌টন নামক স্থানে শিক্ষাদানের এক অভিনব ব্যবস্থার পরীক্ষা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটী ডলটনের শিক্ষাব্যবস্থা নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছে। এই শিক্ষাব্যবস্থাটী সম্যক্ বুঝিতে হইলে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে। ইউরোপে কলকারখানার প্রতিষ্ঠার (Industrial Revolution) সঙ্গে সঙ্গে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। আমাদের দেশে ও আধুনিক শিক্ষার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, যে বালক যতটুকু পাঠ দৈনিক আয়ত্ত করিতে সমর্থ, তাহাকে ততটুক পাঠই শিক্ষা করিতে আদেশ করা হইত। বর্ত্তমান সংস্কৃত টোলে এইরূপ ব্যক্তিগত শিক্ষারই ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়সমূহে পঠন, লিখন ও অঙ্ক শিক্ষাদানের উপরই অত্যধিক যত্ন ও চেষ্টা চলিতেছে। এই শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত শিক্ষার ত্রুটী ঘটিতেছে। শিক্ষকের পছন্দমত বালককে শিখিতে হইবে, বালকের নিজের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া শিখিবার ব্যবস্থা অত্যল্প। একশ্রেণীর সকল বালককেই পণ্যদ্রব্যের ন্যায় এক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার ব্যর্থপ্রয়াস। বালকদের ব্যক্তিগত অনৈক্যের প্রতি খুব কমই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়া, বোকা ও চতুর বালককে এক ছাঁচে গড়িয়া উঠাইবার প্রয়াস ভুল ও অনিষ্টকর। শ্রেণীতে আমরা রামকে তিরস্কার করি কারণ সে শ্যাম হইতে অঙ্কে দুর্ব্বল, আবার শ্যামকে তিরস্কার করি কারণ তাহার রচনা রামের রচনা হইতে নিকৃষ্ট। ননী যেরূপ অনুরাগের সহিত "হাসি খুসি" ও "ছড়া" পাঠ করে আমাদের ইচ্ছা, পূরণের নামতাগুলিও সে তেমনি অনুরাগের সহিত আবৃত্তি করে। শ্রেণীর বোকা, মেধাবী বা অসাধারণ ছেলে দেখিলেই আমাদের বিরক্তি হয় কারণ তাহাকে অপর বালকদের সহিত চালান বা খাপ্ খাওয়ান কঠিন।

শ্রেণী-শিক্ষার উল্লিখিত ত্রুটীসমূহ দূর করিয়া বালকের ব্যক্তিগত

শক্তিগুলিকে সম্যক্ বিকসিত করাই হইয়াছে ডল্‌টনের শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরা মণ্টেসোরী বিদ্যালয়েও (৮০ পৃঃ) এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ইহা মণ্টেসোরি প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রকারভেদ। মণ্টেসোরি প্রণালী শিশুর উপযোগী, কিন্তু ডল্‌টনের শিক্ষাব্যবস্থা দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক সন্তানের অনুপযোগী। শ্রেণীর সকল বালকের শক্তি একরূপ নয়; যে কাজ শ্রেণীর এক বালক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করিতে সমর্থ, উহা সম্পন্ন করিতে অপর বালকের অধিক সময় লাগে; আবার সকল বালক এক সময়ে এক বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করে না, ছেলেদের শিক্ষা করিবার প্রণালী ও এক নয় সকল বালক এক উপায়ে শিখে না। মোট কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয়ের জন্য বা শিক্ষকের সুবিধার জন্য ছেলে নয়, ছেলের জন্যই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। যে বিদ্যালয়ে কেবল সাধারণের উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না, আবার যে বিদ্যালয়ে শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, যেখানে প্রত্যেক বালকই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে, যেখানে সহযোগিতা ও সুশাসনের কোন ব্যবস্থাই নাই, সেই বিদ্যালয়ও অসম্পূর্ণ।

ট্রেনিংস্কুলগুলিতেও যে ছাত্র নিপুণতা সহকারে চিত্রাঙ্কন, ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার ও মানচিত্র অবলম্বনে পাঠের যথাযথ প্রদীপন করিতে সমর্থ, আমরা তেমন ছাত্রকেই কৃতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে বালকের মনোযোগ আকর্ষণ ও উহা পাঠে নিবিষ্ট করিবার জন্য প্রদীপনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিলেও পাঠটী আয়ত্ত করিতে হইবে বালকের নিজের। এই কারণে বালককে কাজ করিবার সুযোগ দিতে

হইবে; বেঞ্চের উপর স্থির হইয়া বসিয়া শিক্ষকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেই, বালক যে আগ্রহের সহিত শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করিতেছে তাহা মনে করা ভুল। শিক্ষক মহাশয় তাহার উপদেশের (বক্তৃতার) মাঝে মাঝে যদি বালককে দুই-একটী পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করেন, তাহা হইলেই নিজের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। তিনি লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে বালকের মনোযোগ শিক্ষকের উপদেশের ত্রিসীমার মধ্যেও নাই। বেঞ্চে বসিয়া আগ্রহের সহিত শিক্ষকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা, বালকের বহুদিনের অভ্যাসের ফল, অনেকটা ড্রিলের মত, চিন্তা করিবার অবসর নাই, কলের পুতুল সাজা। একথা ভুলিলে চলিবে না যে আমরা বাহির হইতে বালকের মনে যাহা চাপাইতে চাই উহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু বালকের নিজের পাঠ আয়ত্ত করিতে বাহিরের যতটুকু সহায়তার আবশ্যক তাহা প্রদান করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

মিস্ হেলেন্ পার্কহার্স্ট্ তিনটী মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন:— (১) স্বাধীনতা (২) বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর সংযোগ ও সহযোগিতা ও (৩) ব্যক্তিগত বিশিষ্ট কার্য্য। শুধু ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা রক্ষা করাই এই প্রণালীর বিশেষত্ব নহে, ইহাতে শ্রেণীগঠন এবং বিষয় শিক্ষাদানের প্রণালীরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যাহাতে বিদ্যার্থী সুপরিচালিত হইয়া স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচালনা করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, বর্ত্তমান নিয়মে সময়-পত্র প্রস্তুত

করিয়া বহু ছাত্রকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিক্ষিত করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিবে না।

ডলটন বিদ্যালয়ে চারিটী অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে।

(১) পাঠাগার (Laboratories) :—বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবর্ত্তে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাগারে বিভিন্ন বিষয়ের বহুবিধ পুস্তক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রাখিতে হইবে। এই সকল পাঠাগারগুলিতে বিদ্যার্থীর অনুকূল পরিবেষ্টন—পারিপার্শ্বিক অবস্থার—সৃষ্টি করিতে হয়। ভূগোলের পাঠাগারে মানচিত্র, ভৌগোলিক উপকরণ ও পুস্তকাদি যথেষ্ট থাকে। সাহিত্যের পুস্তকাগারে প্রসিদ্ধ লেখকগণের (যেমন রাজা রামমোহন, অক্ষয়কুমার, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনসেন, রবীন্দ্রনাথ, টেনিসন্, সেক্সপিয়ার ইত্যাদির) ছবি ও বহু সাহিত্য পুস্তক, অভিধান, সমালোচনা, জীবনী ইত্যাদি থাকিবে। ইতিহাসের পাঠাগারেও এইরূপ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত ঐতিহাসিক চিত্র, যুদ্ধের নক্সা ইত্যাদি থাকিবে। পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে সুদক্ষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তকই নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। পাঠ্যপুস্তক-বিক্রেতার ব্যবসাদারী কতকগুলি পুস্তক দিয়া পাঠাগার পূর্ণ না করাই ভাল।

পুস্তকের সংখ্যা প্রতিবৎসর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এই পাঠাগারগুলি ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের জন্যই যে শুধু ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলেই, এক বিষয়ের কাজ শেষ করিয়া ক্লান্তি অনুভব করিলে অন্য ঘরে বা পাঠাগারে যাইতে পারে।

(২) বিশেষজ্ঞ শিক্ষক।

প্রত্যেক বিষয়াগারের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন।

এই সকল বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শ্রেণীর শিক্ষকের ন্যায় ছাত্রদিগের সম্মুখে প্রতিদিন বক্তৃতা দেন না। শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন যে সকল বিষয় বুঝিতে অসমর্থ হয় বা যখন অপরের সহায়তার প্রয়োজন মনে করে, তখনই শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহিত উক্ত বিষয়ের আলোচনা করেন। সুতরাং ইহাতে বালকগণ ক্লান্তি বোধ না করিয়া অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল শিক্ষাগারে বালকগণ প্রয়োজনমত দলে দলে যাইয়া, বিভিন্ন পুস্তক হইতে, এবং আবশ্যক হইলে শিক্ষক ও সমপাঠীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজ নিজ সমস্যা মীমাংসা করিয়া শিক্ষা করিতে থাকে। স্বীয় যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা কিরূপে বিদ্যানুশীলন করা যায় শিক্ষার্থীগণ এই ব্যবস্থায় তাহা শিখে ও আত্মনির্ভরশীল হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের জন্য, বিদ্যালয়ের বাহিরে খুঁজিতে হইবে না শিক্ষকদের মধ্যে যাহার যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ রহিয়াছে তিনি একটু যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হইতে পারেন। এইজন্য ভীত হইবার আশঙ্কা নাই।

(৩) **সম্পাদ্য বিষয় (Assignment)।**

নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর বালক কোন্ বিষয় কতদূর শিক্ষা করিবে তাহা নির্দ্ধারণ না করিলে ব্যক্তিগত শিক্ষায় গোলযোগ বাঁধে। এই কারণে মূল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে কয়েকটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিতে হয়; এই বিভিন্ন অংশকে সম্পাদ্য বিষয় (assignment) বলে। এই সম্পাদ্য বিষয়গুলি এক বৎসর, একমাস বা এক সপ্তাহকাল মধ্যে সম্পাদন করিবার চুক্তিতে বালকগণ আবদ্ধ হয়। মাসিক চুক্তিতে বালকদিগকে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়াই সুবিধাজনক। এই ব্যবস্থায় শিক্ষণীয় বিষয়টীর একটা মোটামুটি ধারণা (central idea) বালক লাভ করিতে

পারে ; দৈনিক বা সাপ্তাহিক হিসাবে কাজ দিলে বালকেরা বিষয়টীর একটী মোটামুটি ধারণা লাভ করিতে অসমর্থ হয়। দৈনিক কার্য্য বিভাগদ্বারা বালকগণ কিছুতেই বিষয়টীর গতি বা মূল ধারণা করিতে পারে না ; প্রতিদিনের আরব্ধ কার্য্য কোন পথে চলিয়াছে তাহা বালক সম্যক্‌রূপে বুঝিতে অসমর্থ হয়। মাসিক চুক্তিতে কাজ গ্রহণ করিলে সমগ্র কাজটীর উদ্দেশ্য বালক সহজে বুঝিতে সমর্থ হয়, সঙ্গে সঙ্গে বালকের উক্ত বিষয়ের অনুরাগ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

শুধু পুস্তকের পৃষ্ঠার সংখ্যাদ্বারা সম্পাদ্য বিষয়ের পরিমাণ স্থির করিলে চলিবে না। নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদ্য বিষয়টী অতি প্রাঞ্জলভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সাজাইতে হয়।

(ক) মূল বিষয়টীর সংক্ষিপ্ত সূচনা।

(খ) পুস্তকের যে অংশ পাঠ করিতে হইবে তাহার উল্লেখ।

(গ) প্রশ্ন (যে প্রশ্নের মৌখিক বা লিখিত উত্তর দিতে হইবে তাহার উল্লেখ)।

(ঘ) প্রশ্ন সমাধানের জন্য গৃহ-পাঠের উপযোগী পুস্তকের নাম।

(৪) **পরীক্ষা**।

ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, বালকগণ কাজে কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহা পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এজন্য প্রতি সপ্তাহের কাজের আনুমানিক পরিমাণ ধরিয়া একটী কার্য্যতালিকা বা নক্সা (graph) প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই চিত্রে মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক কতটা কার্য্য সমাধা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে। প্রতিবালক একসপ্তাহে বা এক পক্ষকালে যতটুকু কার্য্য সমাধা করিতে পারে তাহা ঐ চিত্রে নির্দ্দেশ করিলেই বুঝা যাইবে বালক উক্ত ... করূপ গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই ব্যবস্থায় সফলতা লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়ঃ—

(১) শিক্ষককে পরিশ্রমী হইতে হইবে।

(২) তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া ও দক্ষতার সহিত সম্পাদ্য বিষয়টী প্রস্তুত করিবেন।

(৩) ছাত্রগণের প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তাঁহার সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৪) তিনি বহু পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবেন।

ইহা ছাড়া (৫) ছাত্রদের কাজের হিসাবও তাঁহার রাখিতে হইবে, ছাত্রগণ যথারীতি কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য ছাত্রদের কার্য্যগুলি পরিদর্শন করিতে হয়।

(৬) বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

সঙ্ঘবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা।

(Group System)

ছাত্রদের বয়স ও তাহাদের একটা মাঝারি রকম বুদ্ধিশক্তির উপর আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে। কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য করিলে চলে না যে মানুষের বয়স দুই প্রকারঃ—(১) কায়িক (chronological) আর (২) মানসিক (mental)। এই কারণে ছাত্রদের শুধু কায়িক বয়সের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত

করিয়া শিক্ষা দিলে ভুল হইবে; তাহাদের মানসিক শক্তির সমতার উপর নির্ভর করিয়াই বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিভাগ করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে তীক্ষ্ণধী বালকগণের (শতকরা ৩১টী) সহিত ক্ষীণধী বালকগণকে (শতকরা ৩১টী) একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষার আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে উন্নত (gifted) বালকদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে গেলে, অবনত (backward) বালকগণ উহা অনুসরণ করিতে অসমর্থ হয়, ও তাহারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের নিম্নলিখিত ক্রটী ঘটে:—

(১) বালকদিগের মৌলিকতা নষ্ট হয়, (২) শ্রেণীতে শিক্ষকের অত্যধিক াধান্য ঘটে, (৩) শিক্ষাকার্য্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে, কলের ন্যায় বাঁধা নিয়মে শিক্ষা চলিতে থাকে (৪) শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বাহির হইতে জোর করিয়া বালকের মনের ভিতর চাপাইয়া দিলে উহাদিগকে পরিপাক করিয়া আয়ত্ত করা বালকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তীক্ষ্ণধী বালকের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন: করা কর্ত্তব্য; সাধারণ বালকের সহিত তাহাদের উপযোগী শিক্ষা চলিতে পারে না। পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা অসম্ভব হইলে, তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধির তারতম্যানুসারে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে মনের সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা গিয়াছে; কিন্তু দুই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার ভিতর যে ব্যক্তিগত পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। অধুনা এই ব্যক্তিগত মানসিক শক্তির পরিমাপের ব্যবস্থা চলিতেছে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায় যে স্ত্রীপুরুষভেদে, বয়সভেদে, বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে মানসিক অবস্থারও পার্থক্য ঘটে। এই ব্যক্তিগত মানসিক

অবস্থা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে ইহাকে **ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান** বা **নব-মনোবিজ্ঞান** বলা যাইতে পারে। ইহা এখনও অসম্পূর্ণ।

অধুনা আমরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বালকের স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিমাপ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার অর্জ্জিত মানসিক শক্তির পরিমাপ করিতে অসমর্থ। শুধু জ্ঞানই বালকের চরিত্র নহে, জ্ঞানের পরিমাপও সকল সময় ঠিক হয় না, সুতরাং জ্ঞানের পরিমাপ করিয়া সমগ্র বালকটীকে পরিমাপ করা চলে না।

ইহা ব্যতীত আর একটী অন্তরায় এই যে বুদ্ধির পরিমাপ করিয়া যদি বলা যায় যে এই বালকের বুদ্ধি অল্প ও উহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাকে মন্দ ছেলেদের শ্রেণীতে পৃথক করিয়া রাখা হয়, তবে বালক হতোৎসাহ হইবে ও শিক্ষার জন্য তাহার উদ্যম ও চেষ্টা হ্রাস পাইবে। এই অন্তরায়গুলি গুরুতর হইলেও ইহার উপকারিতা অগ্রাহ্য করা চলে না। কারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ক্ষীণবুদ্ধি বালকদিগকে যদি বাছিয়া বাহির করা না যায় তবে তাহাদের শক্তির অনুরূপ শিক্ষাদান চলে না; আর এমন একটা সীমা রহিয়াছে যাহা ক্ষীণবুদ্ধি বালকের উদ্যম ও চেষ্টা দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়।

আমেরিকায় শ্রেণীবিভাগের এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া সম্ভবপর নহে। পাঠকের কৌতূহল উপশমের জন্য কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল; মেক্‌কল (Mac Call) ইহার প্রবর্ত্তক। শিক্ষাসম্বন্ধীয় বা মানসিক বয়স বাহির করিবার জন্য কতকগুলি আদর্শ প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রশ্নগুলি বহু পরীক্ষা ও পরিশ্রমের ফল। এই প্রশ্নসমূহের সহায়তায় ছেলেদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বয়স (educational age)

বাহির করিয়া উহাকে কায়িক (chronological) বয়সদ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল বাহির হইবে (educational quotient) সেইটী দেখিলেই বুঝা যাইবে বালক কোন্ শ্রেণীর উপযোগী।

শিক্ষার বয়স বাহির করিতে হইলে বালকের প্রতিবিষয়ে (Subject) কত বয়স তাহা বাহির করা আবশ্যক। পৃথক্‌ভাবে সকল বিষয়ের বয়স বাহির করিয়া উহাদের গড় যাহা হইবে তাহাই বালকের শিক্ষার বয়স (educational age)।

শিক্ষা-বয়সকে (educational age) কায়িক বয়স (chronological age) দ্বারা ভাগ করিলে বুঝা যাইবে বালক কিরূপ গতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে এবং একবার ইহা বাহির করিতে পারিলে ভবিষ্যতে বালক কিরূপ গতিতে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করাও কঠিন হইবে না।

মানবগণের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনৈক্য রহিয়াছে। অনেক গবেষণার ফলে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে গড়ে নিকৃষ্ট বালকের তুলনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক দুই হইতে পাঁচিশ গুণ কাজ সম্পাদন করিতে পারে বা একই কাজে দুই হইতে পচিশ গুণ উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ। এই কারণে বালকগণকে কোনও শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই প্রণালীতে উত্তমরূপে সজ্জবদ্ধ বালকগণের তারতম্য পরিজ্ঞাপক একটি কুটিল রেখার (Frequency curve) গতি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে শতকরা সাতটী মাত্র বালক শ্রেণীতে বিশেষ মেধাবী ও শতকরা সাতটী বালক ক্ষীণবুদ্ধি। এইরূপে

(See Fundamentals of Educational Measurement by C. A. Gregory Page 1911, para 2.)

শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ বালকের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষাদান চলিতে পারে, কেবল কুটিল রেখার উপরের ও নীচের অংশে যে সামান্য সংখ্যক বালক রহিয়াছে তাহাদের শিক্ষার ধারা সাধারণের শিক্ষার ধারা অপেক্ষা স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষকমহাশয় শ্রেণীর মেধাবী, সাধারণ ও ক্ষীণবুদ্ধি বালকদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের শক্তির অনুকূল কার্য্য-তালিকার কার্ড প্রস্তুত করিয়া দিবেন। একত্র এক সপ্তাহের কার্য্যতালিকা দেওয়া যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা সম্পাদন করিবার জন্য ছেলেদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। দলের প্রত্যেক বালক যে কার্য্যটুকু সম্পন্ন করে তাহা অপর একখানা কার্ডে লিখিয়া রাখিবে। উহার যথার্থতা বালক নিজে বা দলের অপর বালক পরীক্ষা করিতে পারে। ইহাতে বালকদের কার্য্য করিবার উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ও তাহাদের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা চলে। বর্ত্তমান শ্রেণী-পাঠে উহা হইয়া উঠে না, অনেক বালকের উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না; সুতরাং জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। কিন্তু উল্লিখিত ব্যবস্থায় মেধাবী বালকদের শক্তির স্ফুরণে বিঘ্ন ঘটে না, এবং ক্ষীণবুদ্ধি বালক ও তাহাদের শক্তির অনুকূল পাঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। পঠনের পাঠে বালক কঠিন শব্দগুলি পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত করিবে বা লিখিতে জানিলে নোটবুকে লিখিবে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক মহাশয়কে আবশ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। প্রত্যেক দলের প্রশ্নোত্তরের জন্য কতক সময় (১০ মিনিটে) রাখিবেন। অনাবশ্যক প্রশ্নের প্রশ্রয় দিতে নাই। এই ব্যবস্থায় বালকগণ নীরবে একাগ্রতা, উৎসাহ ও স্বাবলম্বনের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিবে।

বালকগণ তাহাদের দৈনিক পাঠে অনেক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করে বটে, তথাপি উপরের শ্রেণীর বালকের জন্য সপ্তাহে একঘণ্টা সাধারণ জ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান ঘটনা, আধুনিক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের কার্য্যাবলী ও জীবনী আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান জগতের গতি ও জাতির কল্যাণ বুঝিতে যদি বালককে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করা যায়, এবং বিদ্যালয়ের কাজের সহিত বালক ইহার যদি কিছুমাত্র সম্বন্ধস্থাপন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কাজগুলি তাহার নিকট প্রীতিপ্রদ ও সজীব হইয়া উঠে। এইরূপ কোন বিষয় বুঝিতে অসমর্থ হইলে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন লিখিয়া বিদ্যালয়ের একটি নির্দ্দিষ্ট বাক্সে বালক উহা রাখিয়া দিবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে বাক্সের প্রশ্নগুলি শিক্ষক বালকদিগের সম্মুখে আলোচনা করিবেন, বালকগণ ইহাতে আমোদ পাইবে। বিশেষ কোন ঘটনা উপস্থিত না হইলে শিক্ষক বালকদিগের নিকট নানাবিধ প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্প বিষয়ক ঘটনা, যাহা বালক বুঝিতে সমর্থ হইবে তাহা আলোচনা করিবেন। সূর্য্যের উদয় অস্ত কেমন করিয়া হয়? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতই বা কেমন করিয়া হয়? চন্দ্র কখন বড়, কখন ছোট, কখনও অদৃশ্য হয় কেন? জলের চেয়ে ভারি বড় বড় জাহাজ কিরূপে সমুদ্র পার হয়? শীতকালে কেন কাপড় শীঘ্র শুকায় আর বর্ষাকালে কেন দেরীতে শুকায়? রান্না করবার কয়লা আমরা কিরূপে পাই? কাপড় কিরূপে তৈয়ারী হয়? মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা, শীলা, ঝড় কেন হয়? কাগজ, কালী, পেন্সিল কিরূপে প্রস্তুত হয়? এইরূপ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বালক জানিতে পারিবে এবং তাহার সম্মুখে যাহা ঘটে তাহা লক্ষ্য করিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

ব্যবহারিক সাধারণ জ্ঞান।

"শিক্ষাকে বাস্তব জীবন হইতে পৃথক করিয়া রাখিলে চলে না। শিক্ষাকে বাস্তব করা অর্থ সমস্ত জীবনের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সাথে উহাকে মিলাইয়া গাথিয়া ধরা। আমাদের ছাত্রদিগকে এই জীবন হইতে কাটিয়া পৃথক করিয়া একটা কৃত্রিম hot houseএ বা অচলায়তনের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। বাহিরের জীবনের সাথে তাহাদের আদান প্রদান নাই, তাহাদের নিজেদের ভিতরেও একটা জীবন পরিকল্পনা নাই। খাঁটি শিক্ষা যাহা, চিরকালই তাহা হইয়াছে হাতে-কলমে শিক্ষা। জীবন ব্যাপারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জিনিষকে হাতে করিয়া নাড়িয়া ছানিয়া, চলিতে চলিতে মনে যে-সব সমস্যা যে-সব সমাধান হইতে থাকে, মনে যে-সব ভাব যে-সব চিন্তা উদয় হয় তাহাদিগকে জীবন ব্যাপারের জিনিষের উপর ফেলিয়া ফলাইয়া যে নব নব ভাবের চিন্তার সৃষ্টি হইতে থাকে তাহা লইয়াই শিক্ষা; প্রকৃত শিক্ষা অন্য রকমে হয় না।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন "যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে আমি সেই ছেলেকে তত বাহবা দিব; অর্থাৎ যে শিক্ষাদ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে ও মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"

বালকদিগের বুদ্ধির প্রখরতা ও শীঘ্র উত্তর প্রদানের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বাগ্‌-যুদ্ধ উপযোগী। ১৪।১৬টি বালককে দুই দলে ভাগ করিয়া কোন বিষয় আলোচনা করিতে দিতে হয়; একদল যুক্তিদ্বারা একপক্ষ সমর্থন করিবে অপর দল যুক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ বিষয় সমর্থন করিতে চেষ্টা করিবে। বিষয়গুলি প্রথমতঃ খুব সহজ হওয়া আবশ্যক, যেন সকল

বাগ্‌যুদ্ধ (Debates)

বালকই উহা আলোচনা করিতে সমর্থ হয়; যথা—কোন খেলা উৎকৃষ্টতর—দাড়ি কি গোলাছুট ? ফুটবল কি ক্রীকেট ? কে সুখী—রাজা কি সন্ন্যাসী ? মা কি বাবা ? নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই তিন দিন পূর্ব্বে বালকদিগকে আলোচ্য বিষয়টি বলিয়া দিতে হইবে; বালকগণ ইতিমধ্যে নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি চিন্তা করিবে।

বাগ্-যুদ্ধের সময় শিক্ষক সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং সভার নিয়ম ও শৃঙ্খলা যাহাতে রক্ষা পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দুই পক্ষের যুক্তি শুনিয়া শিক্ষক ভাল ও মন্দ দিক্ নিরপেক্ষভাবে দেখাইবেন। অতঃপর উপস্থিত ছাত্রবৃন্দ হাত উঠাইয়া তাহাদের নিজ নিজ মত জানাইবেন।

মাঝে মাঝে এইরূপ বাগ্-যুদ্ধ করিলে বালকদিগের চিন্তা যুক্তি ও দ্রুত উত্তরদানের শক্তি বৃদ্ধি পায়, ইহা ছাড়া তাহারা পরমত গ্রহণ করিয়া আত্মসংযম শিক্ষা করে এবং জানিতে পারে যে, প্রায় সকল বিষয়েরই দুইটি দিক্ বা পক্ষ রহিয়াছে।

বংশানুক্রম (Heredity)
পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment)
ও ব্যক্তিত্ব (Individuality)।

সন্তান মাতাপিতা বা নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ের আকৃতি-প্রকৃতি লাভ করে ইহা আমরা সকলেই লক্ষ্য করি। সন্তানকে দেখিয়া আমরা বলিয়া থাকি "মায়ের মুখখানা পাইয়াছে"' "নাকখানা বাপের মত" "এ ছেলেটী ঠিক ঠাকুরদাদার স্বভাব পাইয়াছে" ইত্যাদি। কিন্তু কোন সন্তানই পিতামাতার সম্পূর্ণ রূপ বা গুণ লাভ করে না; এমন কি যমজ সন্তানও সর্ব্বতোভাবে এক নয়, উহাদের ভিতর অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার বহুপূর্ব্বেই জননী-জঠরে ভ্রূণাবস্থায় মানব কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ, বংশানুগত, লুক্কায়িত চিহ্ন ও শক্তি লাভ করিয়া থাকে। জন্মগ্রহণের পর সেইগুলি ধীরে ধীরে বিকসিত হইতে থাকে, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে। মানব জীবনে বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা—এই দুইটী শক্তির প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। ইহাদের একটী ছাড়া অপরটী কার্য্য করিতে পারে না। এই দুইএর মিলনে মানবের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ।

পিতামাতার বা পূর্ব্বপুরুষগণের আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করিবার জন্য সন্তানের ভিতর যে অপরিস্ফুট গুপ্তশক্তি রহিয়াছে, অনেকে তাহাকে বলেন বংশানুক্রম। মোটের উপর বংশানুক্রমদ্বারা আমরা বুঝি কোন ব্যক্তির চরিত্রের বিকাশ ও উন্নতির সম্পূর্ণ উপযোগী সহজাত উপাদান বা মাল-মসল্লা। যখন আমরা কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক

বংশানুক্রম (Heredity)

শক্তিগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি, তখন আমরা বাস্তবিক তাহার বংশানুক্রমই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি। বংশানুক্রমের প্রধান কার্য্য হইয়াছে পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের রূপগুণ লাভ করা ; কিন্তু একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে বংশানুগত সাদৃশ্যটা কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না। বিভিন্ন সন্তানের ব্যক্তিগত অনৈক্য নানাদিকে দেখা যায়, কেহ বা হ্রস্ব কেহ বা দীর্ঘ, কেহ বা চতুর কেহ বা বোকা। ব্যক্তিবিশেষের রূপ গুণ কেমন হইবে বংশানুক্রম শুধু তাহাই স্থির করিয়া দেয় না, কিন্তু তাহার রূপ গুণ কতদূর পর্য্যন্ত বিকসিত হইতে পারে তাহাও স্থির করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির একটা সীমা-রেখা রহিয়াছে। এই সীমা-রেখাটীকে অতিক্রম করিয়া কোন ব্যক্তি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাদানকালে অনেক শিক্ষক এই মোটা কথাটা ভুলিয়া যান। তাঁহারা সকলেই জানেন যে কোন দুইটী বালকের আকৃতি ও প্রকৃতি এক নহে, সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা যেমন কোন বালককে পাঁচ হাত দীর্ঘ করা যায় না, তেমনি প্রত্যেক বালকের সাহিত্য, অঙ্ক, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি শিক্ষাবিষয়েও একটা সীমা-রেখা রহিয়াছে, এবং সীমারেখা অতিক্রম করিয়া কোন বিষয়ে বালকের উন্নতি সাধন করা চলে না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া শিক্ষক মহাশয় কখনও নিজ ইচ্ছামত আদর্শ মানুষ গড়িয়া তুলিতে পারেন না। এই মতবাদীরা স্বীয় মত সমর্থন করিয়া বলেন যদি এই মতবাদ অস্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে উপযুক্ত সময় ব্যয় করিলে সকল মানুষই সকল বিদ্যা ও গুণ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

শিশু জন্মিয়াই যাহার মধ্যে আসিয়া পড়ে, উহাই তাহার পরিবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ব্যক্তিবিশেষের যে সকল অপরিস্ফুট আভ্যন্তরিক শক্তি (বংশানুক্রম) রহিয়াছে, উহাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বলে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন ব্যক্তির আভ্যন্তরিক সহজাত শক্তিগুলিকে বিকসিত করিয়া তুলিতে পারে, তেমনি উহা ব্যক্তিবিশেষের বিকসিত আকৃতি প্রকৃতির বিনাশ সাধন বা খর্ব্বতা করিতেও পারে। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিলে, অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও বুদ্ধিলোপ হইতে পারে। কিন্তু যে সকল গুপ্তশক্তি বা গুণ বালকের সহজাত নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহায়তায় উহাদিগকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা চলে না। মানুষের উপর পরিবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে প্রভাব রহিয়াছে তাহারও একটা সীমা আছে। যে শক্তি বা গুণ বালকের সহজাত নহে তাহা গড়িয়া তোলা শিক্ষকের কাজ নয়, শিক্ষকের কাজ হইয়াছে বালকের যে সকল অপরিস্ফুট সহজাত শক্তি ও গুণ রহিয়াছে, উহাদের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃজন করিয়া, উহাদিগকে বিনাশ বা অধোগতি হইতে রক্ষা করা। শিক্ষক কখনও স্রষ্টা নহেন, তিনি গুপ্তশক্তির উন্মেষক মাত্র। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তির আকৃতি ও প্রকৃতি তিনটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে।—

পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment)

(১) বংশানুক্রম,

(২) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও

(৩) শিক্ষা।

পণ্ডিতগণ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন এই তিনটী প্রভাবের ভিতর বংশানুক্রমের প্রভাবই প্রবল। শিশু স্বীয় বংশানুক্রম ও

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে যাহা করিতে সক্ষম হয় তাহাই শিশুর শিক্ষা (Training or education)। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাবে যেমন একটী বংশগত সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তেমনি শিশুর কতকগুলি অপরিস্ফুট গুণ, যাহা বিকসিত হইতে পারিত, তাহাও নিংশেষ হইতে পারে। অপরদিকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যত শিক্ষাই দেওয়া যাক্ না কেন, সহজাত বংশানুগত শক্তি বা গুণ অতিক্রম করিয়া শিশুর উন্নতিবিধান করা চলে না। পণ্ডিতগণ পরীক্ষাদ্বারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন ঃ—

(১) ব্যক্তির উপর বংশানুক্রমের প্রভাবই প্রধান ;

(২) ব্যক্তি যতই শিক্ষিত বা অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর থাকুক না কেন সে বংশানুধারার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে অসমর্থ।

(৩) বংশানুক্রমই ব্যক্তির বৃদ্ধি ও বিশেষত্বসমূহের উৎকর্ষসাধন আরম্ভ করিয়া থাকে।

যে সকল কোম্পানী জীবনবীমা করেন, তাঁহারা বংশানুক্রমকে বেশ মানিয়া চলেন। পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়স্বজনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ লইয়া থাকেন। বংশধারার ভিতর যদি কোথাও দোষ পাওয়া যায়, তবে স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির জীবনবীমা করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়।

পিতামাতা স্বীয় জীবনে যে সকল গুণ অর্জ্জন করেন, বংশানুক্রমদ্বারা সন্তান তাহা লাভ করিতে অসমর্থ, একশ্রেণীর পণ্ডিতের ইহাই মতবাদ। এই মতবাদে সন্তানকে পিতামাতার সম্পত্তি উইল করিয়া দান করা যায়, কিন্তু তাঁহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা বা জ্ঞান সন্তানকে দান করা চলে না। পিতামাতা জীবনে যত বিদ্যাই অর্জ্জন করুন না কেন উহা দ্বারা সন্তানের অজ্ঞতার কোন উন্নতি হয় না।

অর্জ্জিত গুণ ও বংশানুক্রম।

স্বীয় যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা সন্তানের মানসিক উন্নতি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে শিক্ষিত পরিবার হইতেই অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সন্তানগণ প্রায়ই পিতার বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেকের ভ্রম হয় সন্তান বুঝি বাস্তবিকই পিতামাতার অর্জ্জিত গুণ বংশানুক্রমে লাভ করে। এই বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয় নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে। পিতামাতা সোজাসুজি জীবকোষের কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অসমর্থ হইলেও তাঁহারা সন্তানের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার— উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, বিদ্যালয়, দেশ পর্য্যটন ইত্যাদির—ব্যবস্থা করিতে পারেন। আধুনিক সভ্যতায় উন্নত দেশসমূহে শিক্ষাদানের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সাধারণ পাঠাগার, সুলভ সংবাদপত্রের প্রচার, দ্রুতগামী যানের সাহায্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অবাধ সরবরাহের ব্যবস্থা এই সকল স্থানে রহিয়াছে।

বংশানুক্রমের প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, সকল বালককে এক প্রণালীতে শিক্ষা বা এক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনে রাখা চলে না, ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত গুণগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বিকসিত করা যায় না। এই কারণে বংশানুক্রম মানিয়া চলিতে হইলে, শিক্ষক মহাশয় ব্যক্তিগত বংশানুগত গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদুপযোগী শিক্ষা-প্রণালীরও ব্যতিক্রম করিবেন; নতুবা প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস হইয়া জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে।

শিক্ষক যদি শ্রেণীর ভিতর প্রতিভাশালী বালকটীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি সমস্ত জাতির নিকট একটী অমূল্য সম্পদ্ নষ্ট করিবার অপরাধে দোষী হইবেন। প্রতিভাবান্ বালকের ...শষ্ট গুণগুলি জানিয়া শিক্ষক মহাশয় তাহাকে তদনুরূপ পারিপার্শ্বিক

অবস্থার অধীনে রাখিয়া, শিক্ষা প্রদান করিবেন, যেন তাহার বিশিষ্ট গুণগুলি পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে শিক্ষক মহাশয় প্রত্যেক বালকের স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিমাপ করিবেন। কিরূপে ইহা সম্পন্ন করা যায় আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ উহাও স্থির করিয়াছেন।

নৈতিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের সুশাসন।

মানবের অভিজ্ঞতা (Experience) ও শিক্ষকের কার্য্য :—

শিক্ষাদান বিষয়ে দুইটি প্রচলিত মত আছে :—(১) সকলই শিশুর ভিতরে রহিয়াছে, শিক্ষাদান দ্বারা উহাদিগকে বাহিরে আনিতে হয়; (২) সকলই শিশুর বাহিরে রহিয়াছে, শিক্ষাদান দ্বারা উহাদিগকে শিশুর ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে। দেখিতে দুইটী বিরুদ্ধ মত হইলেও উহারা সত্য, বা ভুল প্রয়োগ হেতু অর্দ্ধ-সত্য। প্রথমটী সম্পূর্ণ সত্য ধরিলে শিশুর জীবন ও চরিত্রের উপর বহির্জ্জগৎ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব স্বীকার করা হয় না। দ্বিতীয়টিকে সম্পূর্ণ সত্য ধরিলে শিশুর চরিত্রগঠনে তাহার বংশানুগতি ও সহজ বৃত্তিগুলির প্রভাব স্বীকার করা হয় না; বুঝিতে হয় বহির্জ্জগতের প্রভাবদ্বারাই তাহার জীবন গঠিত; ইহার ফলে মানুষ কলের পুতুলে পরিণত হয়, তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বাহির হইতে ইন্দ্রিয়সাহায্যে কতকগুলি অনুভূতি আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, মানুষ একটা জড় পদার্থ। কিন্তু আমরা মানুষের ধৈর্য্য, সংযম,

প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম ইত্যাদি দেখিতে পাই; সুতরাং মানুষ কলের পুতুল বা জড়পদার্থ নহে। মানব জীবনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে উভয়ের—বাহ্যপ্রকৃতি ও মানবের আভ্যন্তরিক সহজ-বৃত্তির—প্রভাব তাহার জীবনগঠনে দেখিতে পাই। দার্শনিক বিচারে নানা মুনির নানা মত হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিলে চলিবে না; উভয়ের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের আভ্যন্তরিক সহজ বৃত্তিগুলি কার্য্য করিবার ক্ষমতা মাত্র; আমাদের বহির্জ্জগৎ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘর্ষে আসিয়া উহারা কার্য্যকর হয়। জীব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমবেত কার্য্যের ফলই জীবন বা জীবের অভিজ্ঞতা। কর্ম্মপ্রবণতার ভিত্তি ভিতরে, কিন্তু কাজ করিবার সুযোগ দেয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কাজ করিবার জন্য আমরা সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকি, আমাদের স্বাধীনতা বা নেতৃত্ব রহিয়াছে; কিন্তু সুযোগ উপস্থিত না হইলে আমরা কাজ করিতে পারি না; এই জন্য আমাদের বাহিরের কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। অভিজ্ঞতার মাল-মসল্লা বাহির হইতে আসে, কিন্তু তাহার আকার গঠিত হয় ভিতর হইতে। শিক্ষক বালকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অংশবিশেষ; তাঁহার কার্য্য হইয়াছে, বালক স্বীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আভ্যন্তরিক সহজবৃত্তির সহযোগে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, উহার উপর প্রভাব বিস্তার করা।

বালকের প্রকৃতিগত কোন দোষ আমরা তাহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হই না। কতক সময়ের জন্য উহা ঢাকিয়া রাখিতে পারি বটে, কিন্তু সুবিধা পাইলেই প্রকৃতিগত দোষটী পুনরায় প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ইহাও সত্য যে বালকের বহির্জ্জগৎ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া শিক্ষক বালকের প্রকৃতিগত

দোষটীর গতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন, নতুবা শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে না; শিক্ষক বালকের উপযোগী এক বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ সৃষ্টি করিয়া দিবেন; এই মনোরম জগতে বালক স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া উন্নতি লাভ করিবে। শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন বালক যেন তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যের স্বাধীনতায় বিঘ্ন উৎপাদন না করে। ক্রমশঃ বালক তাহার সামাজিক দায়িত্বসমূহ শিক্ষা করিবে।

বালকের এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার কথা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই সহজ সত্যগুলি তাঁহারা ভুলিয়া যান। যখন তাঁহাদের সন্তানগণ অন্যান্য বালকের ন্যায় প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুসারে না চলে, তখন তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং বালকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বালককে তাড়াতাড়ি প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা দিতে থাকেন। বালকের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও সহজ বৃত্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া জোর করিয়া শিক্ষকের পছন্দমত বালককে ভাল মানুষ করিতে চেষ্টা করিলে বালক ভাল মানুষ হইতে পারে না; কারণ স্বাভাবিক প্রকৃতি হইতে বালককে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। সুতরাং শিক্ষক বালকের এই প্রবৃত্তিগুলিকে ধীরে ধীরে সুপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবেন; বালকের উক্ত প্রবৃত্তিগুলি সৎপথে পরিচালিত হইবার উপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিক্ষক ও পিতামাতা যথাসম্ভব প্রস্তুত করিয়া দিবেন। এইরূপ অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পিতামাতার সংখ্যা অতি অল্প; অধিকাংশ পিতামাতা ও শিক্ষক বালকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া, কেবল সামাজিক রীতিনীতি লক্ষ্য করিয়া এক ছাঁচে সকল বালককে গড়িতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য

হইতে পারেন না। এইরূপ কৃত্রিম শিক্ষাদ্বারা তাহারা জোর করিয়া বালকের সহজ বৃত্তিগুলি চাপিয়া রাখিতে চান, কিন্তু বালকের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই বৃত্তিসমূহ পুনরায় জাগিয়া উঠিবে। এই কারণে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া অভিনব জীবন যাপন করিতে সমর্থ, এরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি আমরা অধিক দেখিতে পাই না।

সহজ-বৃত্তি।

মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি আছে। ইতর জীবজন্তুর এই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি অনেকটা সুস্পষ্ট ও বয়োবৃদ্ধির সহিত উহাদের কার্য্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না। মানুষের ও কতকগুলি সহজ-বৃত্তি আছে। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ এগুলি বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিতে পারে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা অনেকটা জটিল আকার ধারণ করে। এই সহজ বৃত্তিগুলির হস্ত হইতে সাধারণতঃ আমাদের নিষ্কৃতি নাই। হস্ত পদাদির ন্যায় ইহারা আমাদের নিজস্ব। ইহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে ইহারা আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে; নতুবা ইহারা আমাদিগকে অনেক সময় অসৎপথে পরিচালিত করিয়া ধ্বংসের মুখে লইয়া যায়।

মানুষের প্রধান সহজ-বৃত্তি সমূহের নাম ও উহাদের কার্য্য।

এই সহজ-বৃত্তিগুলির আক্রমণ হইতে বালকদিগের নিষ্কৃতি নাই। এই বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক; সুতরাং ইহাদের সাহায্যে বালকের শিক্ষাকার্য্য ও চরিত্রগঠন সহজ। এই সুবিধা অবহেলা করা শিক্ষকের অনুচিত। প্রত্যেক শিক্ষকেরই ইহাদের নাম ও কার্য্য জানা আবশ্যক।

আমাদের আত্মরক্ষার জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিতান্ত আবশ্যক। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই এই সহজ-বৃত্তি লক্ষ্য করিতে পারা যায়, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদি নানা কার্য্যে ইহাদের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি।

(১) ক্ষুধা ও তৃষ্ণা

ক্ষুধা-তৃষ্ণার ন্যায় ভয়ও আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক, হঠাৎ কোন উচ্চ শব্দ হইলে শিশুর ভয় লক্ষ্য করা যায়। শিশু বিবিধ প্রকারে তাহার মানসিক ভয় ব্যক্ত করে। কখন দৌড়াইয়া, কখন লুকাইয়া, কখন চুপ করিয়া কখন বা চীৎকার করিয়া সে নীজে ভয় প্রকাশ করে। ভীত হইলে আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি লোপ পায়, শ্বাসরোধ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। যদি সম্ভবপর হয় তবে বালক পলাইতে ও লুকাইতে চেষ্টা করে, জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এই শারীরিক ভয়টীকে নৈতিক ভয়ে পরিণত করা যাইতে পারে, নৈতিক ভয়ে নিজের ও সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়।

(২) ভয়

বালকদিগকে অন্যায় কাজের প্রতি নৈতিক ভয় জন্মান আবশ্যক। কেবল শারীরিক দণ্ডবিধানদ্বারা ভয় জন্মাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, কারণ ভয়ে বালকের চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পায়; সুতরাং শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। ভয় প্রদর্শন করিয়া বালককে প্রায় সকল কাজেই প্রবৃত্ত করা যায়; কিন্তু ইহাতে বালকের জীবন দুর্ব্বল ও চরিত্রহীন হইয়া পড়ে। এই জন্য শিক্ষক ইহার সহায়তা গ্রহণ করিবেন না। শিশুকে শুধু সতর্ক করিবার জন্যই ভয় উৎপাদন করা যাইতে পারে।

অজ্ঞাত ও অপরিচিত বিষয়ের প্রতি ভয় আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি। ইহার কারণ এই যে অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান

না থাকাতে, উহা সম্মুখে উপস্থিত হইলে, উহার প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার উপযোগী হইবে তাহা জানি না। অপরিচিত বস্তু বা দৃশ্যদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে মানুষ ও ইতর জন্তু সকলেই অল্প-বিস্তর ভীত হয়। সাধারণতঃ অন্ধকার আমাদের ভয় উৎপাদন করে, কারণ অন্ধকার আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানটিকে অদৃশ্য ও অপরিচিত করিয়া ফেলে।

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ বয়সের ভিতরই শিশুর অত্যধিক ভয় লক্ষ্য করা যায়। এ বয়সে শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করিতে প্রয়াস পায়, সুতরাং মাঝে মাঝে সে পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া পড়ে; কোন ফকির, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, বেঙ্, ইঁদুর, তেলাপোকা, মাকড়সা ইত্যাদি দেখিলেই শিশু দৌড়াইয়া পলায়ন করে, বা চীৎকার করিয়া উঠে। কখনও বা কাপড় দিয়া মাথা ঢাকিয়া রাখে। পিতামাতার সতর্কতা বশতঃ কোন কোন শিশু বেশ সাহসী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কোন পদার্থ বা ঘটনা দেখিয়া সে যদি একবার বাস্তবিক ভীত হয়, তৎপর এ বয়সে সে নিতান্ত ভীরু হইয়া পড়ে।

এজন্য শিশুদিগকে যথাসম্ভব ভয় হইতে দূরে রাখিতে হইবে; কিছু দেখিয়া ভীত হইলে শিশুকে অতি সত্বর বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তথায় ভয়ের কোন কারণ নাই। অন্ধকারে শিশু ভীত হইলে তৎক্ষণাৎ আলো জ্বালিয়া শিশুকে দেখাইতে হইবে যে সেই স্থানটী তাহার পরিচিত এবং তথায় ভয়ের কোন কারণ নাই। শিশুর সম্মুখে ভয় উৎপাদন করিয়া উহাতে তাহাকে অভ্যস্ত করিবার প্রয়াস নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বিপদ্‌জনক। শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এই প্রকার ভয় দূর হয়।

শিশুর ইচ্ছা বা কার্য্যে কোন বিঘ্ন জন্মাইলে আমরা তাহার কলহবৃত্তি ও তৎসঙ্গে ক্রোধের পরিচয় পাইয়া থাকি। বিবিধ উপায়ে সে

ইহা প্রকাশ করে; ক্রন্দন, বেগে ইতস্ততঃ মস্তক সঞ্চালন, বিঘ্নকারী পদার্থটীকে ঠেলিয়া ফেলিবার প্রয়াস, পদাঘাত, ভূমিতে লুণ্ঠন ইত্যাদি কার্য্যে ক্রোধ প্রকাশ পায়। কলহ বৃত্তিটী ভয়ের বিপরীত। ক্রোধ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য বৃদ্ধি পায়, দাঁত কট্‌ মট্‌ করে, হস্ত প্রহার করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, শিশুদিগের এই বৃত্তি প্রবল, কিন্তু অল্পকালস্থায়ী।

(৩) কলহ-বৃত্তি

দুই বৎসরের একটী শিশু পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মায়ের সহিত খেলা করিতেছিল, পর মুহূর্ত্তে বাঁধা পাইয়া মুখ ভার করিয়া মায়ের কোল হইতে বেগে নামিয়া গেল, এবং তৎপর মুহূর্ত্তে পুনরায় নূতন বস্তু দেখিয়া খিল্‌ খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে মায়ের কোলে উঠিয়া বসিল। প্রকৃতির এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক পাঠক পাঠিকাই আনন্দ লাভ করিতেছেন। শারীরিক দণ্ডবিধানদ্বারা এই বৃত্তি দমন করা সহজ নহে।

কলহপ্রিয় বালকের শারীরিকদণ্ড কলহ হইতেই ঘটে তজ্জন্য বালকের বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহা দমন করিবার জন্য বালককে যথাসম্ভব ক্রোধের কারণ হইতে দূরে রাখিতে হইবে এবং বালক ক্রোধান্বিত হইয়া যাহাতে কোনরূপ লাভবান্‌ হইতে না পারে তৎপ্রতি শিক্ষক দৃষ্টি রাখিবেন; শিক্ষক নিজে ক্রোধান্বিত হইয়া কখনও শিশুর ক্রোধ দমন করিতে চেষ্টা করিবেন না, উহাতে বিপরীত ফল ঘটিবার আশঙ্কাই যথেষ্ট। শিশুর ক্রোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেই শিশু তাহার বিফল প্রয়াস বুঝিতে সমর্থ হইবে; সুতরাং ভবিষ্যতে এরূপ বিফল প্রয়াসের আশঙ্কা হ্রাস পাইবে এবং শিশু সংযত হইতে চেষ্টা করিবে। এই কলহপ্রিয়তা দমন করিতে হইলে অপর একটী কোমল সহজবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, অপরের প্রতি ভালবাসা, দুর্ব্বলের প্রতি দয়া ইত্যাদিদ্বারা ইহা অনেকটা সংযত করা যায়।

আত্মসংযম শিক্ষা করিলে ক্রোধের সাহায্যে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আত্মাভিমান ও ক্রোধ মিলিত হইয়া **প্রতিযোগিতার** উৎপত্তি করে।

প্রতিযোগিতার সাহায্যে বিদ্যালয়ে বালক যথেষ্ট উন্নতি দেখাইতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবনে ও ইহার আবশ্যকতা দেখা যায়, সুতরাং শিক্ষকমহাশয় এই বৃত্তিটির সহায়তা বিশেষরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রতিযোগিতা-বৃত্তি অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি পাইলে উহা হিংসা ও দ্বেষে পরিণত হয়। প্রত্যেক শিক্ষকই এ বিষয়ে সতর্ক হইবেন, এই প্রবৃত্তির কুফল সহযোগিতার সাহায্যে অনেকটা দূর করা যায়। ব্যক্তিগত পুরস্কারের ব্যবস্থা না করিয়া বালকদিগকে পৃথক দলভুক্ত করিয়া উক্ত বিভিন্ন দলের ভিতর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিলে ইহার কুফল হ্রাস পায়।

এই দুইটী বৃত্তি নিজকে অপরের সহিত তুলনা দ্বারা প্রকাশ পায়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা দ্বারা নিজকে অপর হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করি এবং আত্মাবজ্ঞা দ্বারা নিজকে অপর হইতে হেয় মনে করি,

(৪) আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মাবজ্ঞা

আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইতে আত্মসম্মান, গর্ব্ব, স্পর্দ্ধা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির উৎপন্ন হয়; ইহার সাহায্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় ও স্বাধীন চিন্তা বৃদ্ধি পাইয়া বালকের চরিত্র গঠিত হয়। কোন একটী কাজ করিতে পারিলে শিশু অপরকে উহা দেখাইয়া সন্তোষ লাভ করে।

আত্মাবজ্ঞা হইতে আমরা বশ্যতা ইত্যাদি শিক্ষা করি। বালক পিতা, মাতা, শিক্ষক ও গুরুজনের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে: তাঁহাদের আদেশপালন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

কর্ম্মক্ষেত্রেও এই দুইটী বৃত্তির কার্য্য আবশ্যক হয়। কারণ আমরা শ্রেষ্ঠ ও অধীন উভয় প্রকার লোকের সম্মুখেই উপস্থিত হই; অতিরিক্ত

আত্মাভিমান ও অতিরিক্ত আত্মাবজ্ঞা উভয়ই দোষের এবং সামাজিক অবনতির কারণ। ইহার কুফল নিবারণ করিবার জন্য অপরের কার্য্য ইত্যাদি ধীরভাবে তুলনা করা আবশ্যক। অপরের নিকট শিক্ষা করিবার আমাদের অনেক বিষয় আছে এবং সমাজে আমাদিগহইতে অনেক ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও বর্ত্তমান আছে। অতিরিক্ত অহঙ্কার ও পদলেহন উভয়ই অধঃপাতের কারণ।

প্রশংসা বা অনুমোদন লাভ করিবার জন্য শিশুকেও ব্যস্ত দেখা যায়। কথা বলিতে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বেও, শিশু প্রশংসাসূচক বাক্য শুনিলে বা তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী দেখিলে সুখী হয়। শিশু প্রথমতঃ পিতামাতার অনুমোদনের প্রতি আসক্ত হয়। পরে শিক্ষকের অনুমোদন ও তৎপর সহচরদিগের অনুমোদনের প্রতি তাহার আসক্তি প্রকাশ পায়। যৌবনাবস্থায় কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া সে দিগন্তব্যাপী যশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

(৫) প্রশংসা বা অনুমোদন

নিন্দা ও প্রশংসাদ্বারা বালকের কার্য্য বহু পরিমাণে নিয়মিত হয়। পিতামাতা, শিক্ষক ও অপর লোকের অভিপ্রেত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া বালক তাহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। পিতামাতা ও বন্ধুগণ বালকের সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলে তাহার প্রভূত কল্যাণ হয়। বালকের সদনুষ্ঠানের প্রতি প্রত্যেক শিক্ষক ও পিতামাতা আস্থাবান্ ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবেন। নতুবা শিক্ষক সফলতা লাভ করিতে পারেন না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা ও শিক্ষক অপেক্ষা সহচরদিগের অনুমোদনের প্রতি বালক অধিক লালায়িত হইয়া উঠে। শিক্ষক তাঁহার প্রশংসাসূচক বাক্যদ্বারা শিশুদিগকে প্রায় সকল কার্য্যেই উৎসাহিত

করিতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক বালকদিগকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিবার জন্য শিক্ষক শুধু নিজের প্রশংসা বা নিন্দা বাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া শ্রেণীর বালকদিগের সমবেত প্রশংসা বা নিন্দার সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

মাতৃস্নেহে পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা তাঁহার নিজের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না এবং সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। মাতৃস্নেহের সহিত পিতৃস্নেহ ও জড়িত থাকে, ইতরজন্তু ও অসভ্য জাতির ভিতর পিতৃ-স্নেহের প্রভাব প্রবল দেখা যায় না। মাতৃবিয়োগের পর পিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে অনেক সন্তান পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হয়।

(৬) কোমল বৃত্তি—অপত্য স্নেহ।

মাতৃস্নেহের প্রভাব এত অধিক যে বালিকারাও "মা" সাজিয়া খেলা করিতে ভালবাসে। এই বৃত্তি হইতেই সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, ইহা হইতে দয়া, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি গুণ জন্মে। সামাজিক বন্ধনের জন্য এই গুণগুলি অত্যাবশ্যক।

দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার বৃত্তি অনেক ইতর প্রাণীর ভিতর ও বেশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ভিতর এই বৃত্তি প্রবল। নির্জ্জন কারাবাস অতি কঠোর শাস্তি, অধিক দিন এরূপ শাস্তি দিবার ব্যবস্থা নাই। বালকদিগকে শাস্তিদানের জন্য অধিকক্ষণ কয়েদ রাখা ঠিক নয়। বালক যখন অন্যায়রূপে বিরক্ত করে ও ক্রন্দন করে তখন তাহাকে একাকী রাখিলে সে অল্প সময়েই শান্ত হয়। যে বালক অপরকে বিরক্ত করে, তাহার একাকী থাকিতে হইবে, ইহা বালককে বুঝাইয়া দিতে হয়।

(৭) সমাজপ্রিয়তা।

হাঁটিতে না শেখা পর্য্যন্ত শিশু অধিক বয়স্ক লোকের সঙ্গ ভালবাসে। এই বয়সে শিশুর যত্ন ও আশ্রয়ের আবশ্যকতা অত্যধিক বলিয়াই বোধ হয় সে উহাদিগের সঙ্গ চায়। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেই সে তাহার সমবয়সীদিগের সহিত মিলিত হইতে অধিক ভালবাসে। উহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া সে উহাদের মনোগতভাব অতি সহজেই বুঝিতে পারে, পরিণত বয়স্ক যুবকগণও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শিশু যাহাতে তাহার সমবয়সীদিগের সহিত মিলিত হইতে পারে সেই সুবিধা পিতামাতা করিবেন। নতুবা নানাবিধ শিক্ষালাভ করিয়াও শিশু পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

দলবদ্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে বেশ আনন্দ হয়. দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে, খেলিতে, তামাসা দেখিতে, শিক্ষা করিতে অধিক আনন্দ হয়। মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে অনেকে বহু মানুষ একত্র দেখিবার জন্য যত ব্যস্ত হন, দোকান ইত্যাদি দেখিবার জন্য তত ব্যস্ত হন না। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙ্গিয়া যায়।

বালকবালিকাগণ তাহাদের নিকট যাহা ভাল লাগে তাহাই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। **সৌন্দর্য্য, বিরলতা, বৈচিত্র্য, আয়তন, ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতি,** ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া বস্তু সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভূগোল, প্রকৃতিপাঠ ও ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষাদানকালে এই প্রবৃত্তির যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানের ডাকটিকিট, ডাকঘরের ছাপ, বিভিন্ন স্থানের জন্তু, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিত্র, নানাবিধ শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিজাত পদার্থ, পাখীর বাসা, পালক ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বালক বিদ্যালয়ে ও গৃহে মিউজিয়াম প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।

(৮) সংগ্রহ প্রবৃত্তি।

বালকদিগের এই সংগ্রহ বৃত্তিটী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা আবশ্যক। যদৃচ্ছা ব্যবহার করিলে বিশেষ কোন ফল হয় না এবং অনেক সময় ব্যাধিবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়।

বালকবালিকাগণ চিত্রাঙ্কণ করে, কাদা দ্বারা বস্তুর নানাবিধ আদর্শ প্রস্তুত করে, কাগজ ভাঁজ করে। ইতর প্রাণী ও তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণ করে। মানুষ প্রথম বৃক্ষের কোটরে বাস করিত, ক্রমে গৃহ, দালান, প্রাসাদ ইত্যাদি গঠন করিয়াছে; সে প্রথমতঃ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না, ধীরে ধীরে জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত সে বিভিন্ন কার্য্যের উপযোগী নানাবিধ অস্ত্র গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, মটর গাড়ী, টেলিগ্রাফের যন্ত্র, জাহাজ, জেপলীন, দুর্গ ইত্যাদি মানবের গঠন-বৃত্তির ফল।

(৯) গঠন বৃত্তি।

বালকদিগের এই গঠন-বৃত্তি যথাযথরূপে পরিচালন করা, প্রত্যেক শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান সময় এই বৃত্তিটীর পরিচালনার চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না।

ধ্বংসবৃত্তিটী গঠনবৃত্তির রূপান্তর বলিয়াই বোধ হয়। গঠনবৃত্তির সাহায্যে বালক যেমন নূতন কিছু গঠন করিয়া আমোদ লাভ করে, ধ্বংস-বৃত্তির সাহায্যেও সে উহার বিনাশ সাধন করিয়া নূতনত্ব উৎপাদন করে ও পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তুত হয়। চিত্র, সেলাই, কাঠের ও কাদার কাজ, নক্সা, মানচিত্রাঙ্কন ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বালক কিছু দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে "এটা কি?" 'ইহা দ্বারা কি করা যায়?" বালকের এই জানিবার ইচ্ছা বা কৌতূহল-বৃত্তি স্বাভাবিক। শিশুর মন স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসু; ইহার সহায়তায় শিক্ষাকার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হয়। এই বৃত্তিটী পরিচালিত করিবার জন্য শিক্ষক নানা উপায়

উদ্ভাবন করেন ; ইহার যথার্থ পরিচালনা করিতে যে শিক্ষক সমর্থ হন, তিনিই শিক্ষকতা কার্য্যে সফলতা লাভ করেন।

(১০) **কুতূহল প্রিয়তা।** কেবল কৌতূহল উৎপাদন করা যথেষ্ট নহে, কিন্তু উহা প্রকৃত পথে পরিচালনা করা চাই। শিক্ষার্থীর মনের রাশ যদি সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সেখানে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা আসে। অনেক বালক অসম্বন্ধ নানারূপ প্রশ্ন করে, যখন যাহা দেখে বা মনে হয় তাহাই জিজ্ঞাসা করে ; এই প্রশ্নগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই। একবার একটী, তৎপর অপর একটী, তৃতীয়বার পুনরায় প্রথমটীর বিষয়, চতুর্থবার অপর একটীর বিষয় প্রশ্ন করে। কখনও কখনও বালকের যাহা জানা অনুচিত, যেমন অপরের কথা গোপনে শ্রবণ করা, পরের চিঠি পাঠ করা ইত্যাদি বিষয়ে কৌতূহল দেখা যায়। বালকের এরূপ অন্যায় কৌতূহলের প্রতি শিক্ষক সতর্ক থাকিবেন, নতুবা বালক চরিত্রবান্ হইতে পারে না। অতিরিক্ত নিয়ম-সংযম বাঁধন-ছাদনের চাপে বালকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিঘ্ন না ঘটে, তৎপ্রতিও শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

বালকগণ প্রায়ই আমাদের নানাকার্য্য, রীতিনীতি, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি নকল করে, এই অনুকরণ প্রথমতঃ অনেকটা অজ্ঞাতসারে হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুকরণ করিয়া তাহারা নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করে। কোন একটী সম্পন্ন কার্য্য অনুকরণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন, কিন্তু কার্য্যটী সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই প্রত্যেকটী প্রক্রিয়া দেখিতে পারিলে, উহা অনুকরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

(১১) **অনুকরণ-প্রিয়তা।** একটী তৈয়ারী কাগজের নৌকা দেখিয়া উহা অনুকরণ করা কঠিন ; এই নৌকাটী দেখিয়া কল্পনাবলে আমাদের মনে বিভিন্ন সঙ্কেত উৎপন্ন হয়। এই

বিভিন্ন সংকেতগুলির মধ্যে বাছিয়া আবশ্যক সঙ্কেতগুলির সাহায্যে কাগজের নৌকা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু যদি প্রথম হইতে কাগজের প্রত্যেকটী ভাজ পৃথক্ ভাবে দেখা ও অনুকরণ করা যায়, তবে কাগজের নৌকা অনুকরণ করা তত কঠিন নহে; অনুকরণের সাহায্যে আমরা নানাবিধ কৌশল ও নিপুণতা শিক্ষা করি। লিখন, পঠন, অঙ্কন, নানাবিধ হস্তশিল্প ইত্যাদি অনুকরণের সাহায্যে শিক্ষা করিতে হয়। শিক্ষক সতর্ক থাকিবেন বালক যেন (ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া) যাহা দেখে তাহাই অনুকরণ না করে, অনুকরণদ্বারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যেন নষ্ট না হয়। **জীবনের উদ্দেশ্যসাধন ও চরিত্র গঠনের জন্য অনুকরণ আবশ্যক; কিন্তু অনুকরণ করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে।**

ইতর প্রাণীদিগের ভিতরও এই বৃত্তি দেখা যায়। বিড়াল ও কুকুর উহাদের ছানার সহিত খেলা করে। বালকগণও খেলা ভালবাসে, খেলার সাহায্যে শিক্ষাদান সহজ। মহাত্মা ফ্রেবেল ও মণ্টেসোরি এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া নানাবিধ খেলার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে ও গৃহে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানকালে এই সহজ বৃত্তিগুলির সাহায্য কিরূপে লাভ করা যায় শিক্ষকগণ একটু চিন্তা করিলেই বাহির করিতে পারিবেন। অভিজ্ঞতার সহিত নিপুণতা বৃদ্ধি পাইবে।

(১২) খেলা।

সন্তান খেলাতে বেশ আনন্দ উপভোগ করে। তাহার চেষ্টার ভিতর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। খেলায় জয়ী হইয়া বালক আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে উৎসুক, এখানে সে প্রভুত্ব করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে। শিশু পুতুল নিয়া খেলা করিতে ভালবাসে,

কারণ পুতুল তাহার ইচ্ছাতে বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না; পুতুলটাকে সম্পূর্ণ নিজের করিতে চায়। যে কোন জিনিষ আপনার কবলে আনিয়া স্বীয় সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিয়া সে আপনাকে বড় মনে করে। শিশুর প্রাথমিক ক্রীড়ার ভিতর **স্বার্থপরতা** বেশ লক্ষ্য করা যায়।

মানব সামাজিক জীব, শিশুকে বড় হইয়া সামাজিক হইতে হইবে, সুতরাং শিশুর প্রাথমিক স্বার্থজড়িত ক্রীড়াসমূহকে স্বার্থমুক্ত করিয়া সমাজের অনুকূল করিতে শিক্ষক যত্ন করিবেন।

শিশু যখন একাকী না খেলিয়া অপরের সহিত খেলিতে আরম্ভ করে তখনই খেলা সমাজের অনুকূল হয়। অপরের সহিত খেলিতে হইলেই স্বীয় স্বাধীনতা কতক পরিমাণে খর্ব্ব করিতে হয়, তখন আদান প্রদানের ধারণা আসে। একজন খোঁজে, আর একজন লুকায়, একজন প্রভুত্ব করে, অপর জন আদেশ পালন করে। এই শ্রেণীর খেলাতেও সন্তানের স্বার্থের ধারণা রহিয়া যায়। কিন্তু যখন দলবদ্ধ হইয়া খেলিতে শিখে, তখন বালক স্বার্থের ধারণা সঙ্কুচিত করিয়া দলের মঙ্গলের জন্য খেলিতে শিখে; খেলার বিধি নিষেধ মানিতে গিয়া সে **বশ্যতা** শিক্ষা করে। এইরূপে সন্তান সামাজিক গুণ অর্জ্জন করিতে থাকে। শিক্ষার দিক দিয়া ইহার মূল্য যথেষ্ট। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনেক সময়ে ইহা লক্ষ্য করেন না; খেলাতে বালকের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এই ধারণাটাই তাঁহারা সাধারণতঃ পোষণ করিয়া থাকেন। শিক্ষক যদি দক্ষতার সহিত সন্তানের খেলার পরিচালনা না করেন, তবে এত সাধের খেলাও বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া কঠোর ও একঘেয়ে হইয়া পড়ে।

২। কাজ করিতে আমাদের দেহের ও মস্তিষ্কের কোন অংশ অনেকক্ষণ

পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে হয়। কুলি যখন মাটী কাটে বা রাজমিস্ত্রী যখন ইটের গাঁথুনি তোলে, তখন তাহাদের দেহের ও মস্তিষ্কের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থান একই ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। কাজ করিতে সামার্থ্যে যতদূর কুলায় কখন কখন ততদূর শক্তি প্রয়োগ করা হয়। প্রত্যেক কাজের একটা উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই থাকে। খেলিবার সময় দেহের বিভিন্ন অংশ নানাভাবে খাটান হয়, কোন অংশ একভাবে বহুক্ষণ খাটান হয় না। জয়লাভ করা ভিন্ন খেলার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; এইজন্য খেলাতে বালক স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করিতে পারে। কাজ অনেকটা একঘেঁয়ে এবং অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া উহা কষ্টসাধ্য।

কাজ ও খেলা।

খেলা ছেলেদের স্বাভাবিক; খেলা ও প্রয়োজনীয়তার সাহায্যে আমরা নানাবিধ শিক্ষা লাভ করি। যুবক ও পরিণত বয়স্ক লোক প্রয়োজনীয়তার ভিতর দিয়া খাদ্য সংগ্রহ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ কাজ শিক্ষা করে। এই প্রয়োজনীয়তা বালকের প্রায়ই দেখা যায় না। পিতামাতা বা অভিভাবক ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সুতরাং খেলার সাহয্যে বালক কাজ করিতে শিখে। খেলার সময় অনেক বাঁধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, উহারা পৃথক্‌ভাবে অপ্রীতিকর হইলেও, খেলায় আনন্দ লাভ করিবার জন্য বালক অনুরাগের সহিত বাঁধাবিঘ্নগুলিকে দূর করে। বাঁধাবিঘ্নগুলি দূর করিবার জন্য বালক যাহা করে তাহা কাজ (যেমন খেলার মাঠের আবর্জ্জনা দূর করা, উহা চিহ্নিত করা, খেলার উপকরণ সংগ্রহ করা ইত্যাদি)। কিন্তু সমগ্র অনুষ্ঠানটীকে খেলা বলা যায়। এইরূপে খেলার ভিতর দিয়া বালক কাজ করিতে শিখে।

সহজ বৃত্তি ও শিক্ষকের কার্য্য।

আমরা যখন প্রকৃতির সহায়তা গ্রহণ করি, তখন আমাদের কার্য্য সহজ হয়। এবং যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করিতে চেষ্টা করি, তখন উহা কঠিন বোধ হইয়া থাকে। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে নৌকা চালান সহজ, কিন্তু বায়ু প্রতিকূল হইলে ইহা কঠিন। শিক্ষাদানকালেও বালকের স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বালকের চরিত্র গঠন করা সহজসাধ্য। সংখ্যা-গণনা ইত্যাদি বিষয়, বস্তুসাহায্যে বালকের শিক্ষাদান করা সহজ; কারণ স্থূল বস্তুর প্রতি অনুরাগ ও গঠন বৃত্তি বালকের স্বাভাবিক।

বালকের সহজ-বৃত্তিসমূহ তাহার চরিত্রগঠনের ভিত্তি। এই স্বাভাবিক ভিত্তির উপর চরিত্র গঠন করিলে উহা স্থায়ী হয়। নতুবা শিক্ষকের মনগড়া এবং বালকের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ একটি ভিত্তির উপর তাহার চরিত্রগঠন করিলে, কঠোর জীবন-সংগ্রামে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

শিক্ষক শিশুর বৃত্তি-সমূহের গতি ও উদ্দেশ্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। ইহা লক্ষ্য করিতে হইলে পূর্ণবয়স্ক মানবের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক; **কারণ শিশুর বৃত্তিগুলি পূর্ণবয়স্ক মানবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।** শিশুর বৃত্তিগুলি কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহা আমরা পূর্ণবয়স্ক মানবের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হই। বালকের অসম্পূর্ণ সহজ বৃত্তিসমূহ কি উপায়ে, সহজ ও অল্প সময়ে, বালকের জীবনের উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে সমর্থ হয়, তাহা উদ্ভাবন করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। শিক্ষক সহজ পথ আবিষ্কার করিবেন। কিন্তু সেই পথ দিয়া বালক নিজে হাঁটিবে, বলপ্রয়োগ করিলে চলিবে না। বলপ্রয়োগ করিলে উক্ত কার্য্যে

বালকের স্বাধীনতা থাকে না সুতরাং বালকের ইহাতে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে না। বালক যখন তাহার জীবনের উদ্দেশ্যগুলি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় এবং সে যখন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া উহার-প্রতি ধাবিত হয়, তখনই বালক নিজের নৈতিক জীবন যাপন করে।

শিক্ষাদানের জন্য আবশ্যকমত কতকগুলি বৃত্তি পরিচালিত করিতে হয় এবং কোন কোন বৃত্তির কার্য্য স্থগিত রাখিতে হয়। অনিষ্টকর **বৃত্তিসমূহের কার্য্য স্থগিত করিয়া** উহাদিগের দুর্ব্বলতা সম্পাদন করা যায়। যে অবস্থায় বালকের উক্ত বৃত্তিসমূহ উত্তেজিত হইতে পারে সেই অবস্থা বালকের সম্মুখে যাহাতে না ঘটে শিক্ষক তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলেই বালকের অনিষ্টকর বৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত **পরিবর্ত্ত** (snbstitution) ও **শাস্তিপ্রদানের** সাহায্যে সহজবৃত্তিসমূহকে দুর্ব্বল করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে যে সকল সহজ-বৃত্তি অল্পকাল স্থায়ী, উহাদিগের কার্য্য স্থগিত করিয়া উহাদিগকে দুর্ব্বল করা প্রশস্ত কিন্তু ইহা নিবারণ করা কঠিন। পরিবর্ত্ত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। পোষাবিড়াল এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর যত্ন নিতে ও খাবার দিতে বালককে অভ্যস্ত করিলে বালকের জীবের প্রতি নির্দ্দয়তা লাঘব করা যাইতে পারে সহযোগিতার সাহায্যে দ্বেষ ও হিংসা সংযত করা যায়। প্রবল বৃত্তিসমূহ শাস্তিদানদ্বারা নিস্তেজ করা যায় না; শাস্তিপ্রয়োগ করিয়া অনিষ্টকর কার্য্যের সহিত কষ্টানুভব সংযোগ করিতে হয়, নতুবা উহা নিস্তেজ হয় না। কিন্তু এই সংযোগ অনেক সময় সম্ভবপর নয়; সুতরাং অনিষ্টকর বৃত্তিসমূহকে দুর্ব্বল করিবার জন্য পরিবর্ত্তই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালী।

কোন একটা কদভ্যাস হইতে বালককে ফিরাইতে হইলে শুধু উপদেশ, বক্তৃতা বা শাস্তিপ্রয়োগ করিয়া সফলতা লাভ করা যায় না।

বালকের এমন সহজ বৃত্তি জাগাইয়া দিতে হইবে যেন সে উহার সাহায্যে কাজে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব অভ্যাসটীকে দুর্ব্বল করিতে পারে। শিক্ষক ও অভিভাবক নিজে উক্তরূপ আচরণ করিবেন, বালক তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিবে। বালক যদি অপরের খেলানা নিতে চায়, তাহা হইলে যাহাতে সে তাহার নিজের খেলানার প্রতি যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করে তৎপ্রতি শিক্ষক দৃষ্টি রাখিবেন। তাহার মত অপর বালকগণও নিজ নিজ খেলানা খুব ভালবাসে, তাহার খেলানা অপরে নিলে যেমন তাহার মনে যাতনা হয়, তেমন অপরের খেলানা নিলে তাহারাও তাহার মত মানসিক যাতনা পাইবে, ইহা বালককে বুঝাইয়া তাহার সহানুভূতি জাগাইতে হইবে।

মন্দ ছেলেকে ভাল করা

অনেক সময় বালক চিন্তা না করিয়া ঝোঁকের মাথায় কর্ম্ম করিয়া বসে। শিক্ষক এইজন্য বালকের মনে কোন দুরভিসন্ধি আরোপ করিয়া শাস্তিপ্রয়োগ করিবেন না, ইহাতে বালকের খুব অনিষ্ট হয়। বড় ছেলেকে যে কার্য্যের জন্য শাস্তি দেওয়া চলে, ছোট ছেলেকে সেইজন্য শাস্তিপ্রয়োগ করা প্রায়ই অকর্ত্তব্য, কারণ ছোট ছেলের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই; সে না ভাবিয়া প্রায়ই ঝোঁকের মাথায় কর্ম্ম করিয়া বসে। নীচ বৃত্তিসমূহকে দমন করিতে উচ্চ বৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ "মিথ্যাকথা বলিও না" "চুরি করিওনা" ইত্যাদি আদেশ করিলে বালকের নীচবৃত্তিগুলি তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করা হয়। পাপ ও নীচবৃত্তিগুলি যথাসম্ভব বালকের চক্ষু ও মনের বাহিরে রাখিতে হইবে, উচ্চ আদর্শগুলি তাহার সম্মুখে ধরিবেন, যথা—"সত্য কথা বল" "প্রত্যেককে তাহার নিজের জিনিষ দেও" ইত্যাদিরূপে আদেশ দিলে উচ্চ আদর্শগুলি বালকের চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ বিধান করিবে।

চরিত্র কাহাকে বলে?

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন। সুতরাং চরিত্র কাহাকে বলে তাহা জানা আবশ্যক। কিন্তু এই পুস্তকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। সংক্ষেপে ইহার বর্ণনা করা যাইবে।

(১) সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি "তাহার চরিত্র বল আছে।" সুতরাং **চরিত্রদ্বারা শক্তি বুঝায়।** কেহ অনেকগুলি শুভ সঙ্কল্প মনে পোষণ করিলেই আমরা তাঁহাকে চরিত্রবান্ বলি না, কিন্তু এই শুভ সঙ্কল্পগুলি যিনি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাকে চরিত্রবান্ বলিয়া থাকি। চরিত্রবান্ ব্যক্তির শক্তি আমরা তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য-কলাপের ভিতর প্রত্যক্ষ করি। তাঁহার সাহস, জেদ, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ইত্যাদি শক্তি আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। এই শক্তি সকলের সমান নহে। প্রত্যেক বালকের কতকগুলি সহজ-বৃত্তি রহিয়াছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন বালকের এই সহজ-বৃত্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন পরিমাণ। শিক্ষক ইহা পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন এবং বালকের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহাদিগকে নিয়মিত করিয়া বালকের কতকগুলি অভ্যাস-গঠন করাইবেন।

(২) কেবল শক্তি থাকিলেই চরিত্রবান্ হওয়া যায় না। অনেকে কখন বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিজের শক্তির অপব্যবহার করে, অন্যের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে হস্তক্ষেপ করে। শক্তি প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন অবস্থা তুলনা করিয়া ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কোন্ কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে। সুতরাং **চরিত্রবান্ ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি থাকা আবশ্যক।** জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে তাহা চরিত্রবান্

ব্যক্তি বিচার করিয়া স্থির করিবেন। অবস্থাসমূহ পরস্পর তুলনা করিয়া যাহা অনুচিত ও অনাবশ্যক, চরিত্রবান্ ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিবেন। বালকের এই বিচার-বুদ্ধি সর্ব্বদা পরিচালনা ও নিয়মিত করিতে হইবে। অব্যবস্থিত ও সংশয়িত ব্যক্তি চরিত্রবান হইতে পারে না।

(৩) শক্তি ও বিচার-বুদ্ধি থাকিলেও চরিত্রবান্ হওয়া যায় না। বিচারদ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তৎপ্রতি এরূপ **অনুরাগ** থাকা আবশ্যক, যেন উহা লাভ করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করিতে বিলম্ব না ঘটে। **কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হইবামাত্র চরিত্রবান ব্যক্তির নিকট হইতে উহার সাড়া** (response) **পাওয়া যায়।**

অভ্যাস গঠনঃ—আমরা অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র; অভ্যাসের হস্ত হইতে আমাদের রক্ষা নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক মানুষের কতকগুলি অভ্যাস জন্মিবে। অভ্যাস একদিনে হয় না, কোন একটি কাজ পুনঃ পুনঃ করিলে সেই কাজ বালকের স্বাভাবিক হইয়া যায়। অভ্যাস গঠিত হইলে উক্ত কাজ করিতে মনোযোগের আবশ্যক হয়। কিন্তু অভ্যাস জন্মিলে মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। প্রথম বর্ণমালা লিখিবার সময় বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বর্ণমালা লিখিতে অভ্যস্ত হইলে শব্দ, বাক্য ইত্যাদি লিখিবার সময় অক্ষর গঠনের প্রতি মনোযোগ দিতে হয় না; সুতরাং অভ্যাস আমাদের উন্নতির সহায়তা করে।

কিন্তু বালকের সদভ্যাস ও জন্মিতে পারে কদভ্যাস ও জন্মিতে পারে। কদভ্যাস জন্মিলে বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং শিশুকাল হইতেই বালক যাহাতে নীতিপরায়ণ হয় প্রত্যেক শিক্ষকের তৎপ্রতি যত্ন লওয়া আবশ্যক। এইরূপে কতকগুলি সদভ্যাস গঠন করিয়া ভিত্তি স্থাপন করিলে, বয়োবৃদ্ধি হইলে, বালক এই ভিত্তির উপর তাহার নিষ্কলঙ্ক ও প্রতিভাযুক্ত চরিত্র-গঠন করিতে সমর্থ হইবে।

অভ্যাস গঠনের জন্য কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে?

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন কয়িয়া বালকের অভ্যাস গঠন করা যায়ঃ—

(১) অনেকগুলি কাজের অভ্যাস একত্র শিক্ষা না দিয়া এক-একটী করিয়া অনুষ্ঠান বালককে শিক্ষা দিয়া উহা অভ্যাসে পরিণত করিতে হয়। বহু বিষয় একত্র শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে, বালকের শক্তিতে উহা কুলাইয়া উঠে না, বালক কতকটা বুঝিতে পারে না, কতকটা ভুলিয়া যায় এবং অবসন্ন হয় ও অবশেষে বিরক্তি প্রকাশ করে।

(২) কখন কোন্ কাজ কিরূপে করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বালককে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। যেমন আহারের সময় কিরূপে বসিবে, গ্লাস, থালা কোথায় রাখিবে, শরীরে, মাটীতে, কাপড়ে যেন ভাত না পড়ে, এই সকল বিষয় পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(৩) কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। প্রথমতঃ উহা করিতে অধিক সময় লাগিবে, ধীরে ধীরে এই সময়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়, যেন অবশেষে আদেশ করামাত্র বালক উহা করে। কখনও বা এক—দুই—তিন ডাকিয়া বালককে সময় দেওয়া যাইতে পারে; ক্রমে এক—দুই, এক ও অবশেষে আদেশ দেওয়া মাত্র যাহাতে বালকের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যায় তৎপ্রতি যত্ন নিতে হয়।

(৪) অভ্যাস গঠন শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক প্রফুল্লচিত্ত ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবেন। ভয় দেখাইয়া অভ্যাস গঠনে ফললাভ করা কঠিন, ভয় দূর হইলেই বালক পুনরায় উহার বিপরীত কার্য্য করিবে। শিক্ষকের

প্রফুল্লতা ও সহানুভূতি দেখিলে বালক আনন্দ বোধ করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রতিও অনুরাগ প্রকাশ করিবে। প্রফুল্ল ও সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষক যে বালকের মনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না (পৃঃ ৩০)।

(৫) যে অনুষ্ঠানটী অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে তাহার বিষয় দিবারাত্র পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা আবশ্যক, যেন উহা করিতে ভুল না হয়। বালক ভুল করিলে প্রথমতঃ তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে যেন পুনরায় ভুল না করে, তৎপর ভুল করিলে তাহাকে কোন প্রিয়বস্তু হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে, খাবার সময় কোন মিষ্ট দ্রব্য, দুগ্ধ বা অপর কোন ভাল বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া শাস্তি দিতে হয়। ভয় প্রদর্শন বা শারীরিক দণ্ড হইতে ইহা অধিক ফলপ্রদ।

(৬) শিক্ষকের আদেশ শিষ্টাচারপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। বালককে শয়তান, হারামজাদা, বানর, গরু, ইত্যাদিরূপ সম্বোধন করা অনিষ্টকর। বালকের সম্মুখে তাহার কলুষিত চিত্র অঙ্কিত না করিয়া, আদেশ পালন করিবার পর তাহার যে উন্নত চিত্র হইবে তাহাই বালকের সম্মুখে উপস্থিত করা ভাল। "তুই অপরাধ করিয়াছিস্' না বলিয়া—"তুমি ভুল করিয়াছ বলিলে অধিক ফল পাওয়া যাইবে এইরূপ "চেঁচাইও না" স্থলে "আস্তে কথা বল" "হিজিবিজি লিখিও না" স্থলে "পরিষ্কাররূপে লিখ' "দুষ্ট বালক" স্থলে "তুমি পূর্ব্বের মত ভাল নও", "ঝগড়া করিও না" স্থলে "তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিও" বলিলে অধিক ফল পাওয়া যাইবে।

(৭) কতকগুলি সহজবৃত্তির সাহায্যে সদভ্যাস গঠিত করা যায়। শিক্ষকমহাশয় বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত ও সুদৃঢ় করিবেন।

(৮) পুনঃ পুনঃ সৎকার্য্য করিতে করিতে সদভ্যাস গঠিত হয়, কর্ম্ম ব্যতীত উপদেশদ্বারা অভ্যাস জন্মে না।

(৯) অভ্যাস গঠনের সময় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যতিক্রম যাহাতে না ঘটে তৎপ্রতি শিক্ষকমহাশয় যত্ন লইবেন, ক্রমাগত কতকদিন একটী অনুষ্ঠান করিয়া যদি বালক উহা ভগ্ন করে তাহা হইলে অভ্যাস গঠনে বিঘ্ন হয়।

(১০) নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে যাহাতে বালকের অনুরাগ জন্মে ও উহা স্থায়ী হয়, সহজ-বৃত্তিসমূহের সাহায্যে শিক্ষক তৎপ্রতি যত্ন লইবেন। ইহাতে সফলতা লাভ করিতে না পারিলে বাধ্য হইয়া পুরস্কার ও শাস্তিদানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

বিদ্যালয়ের সুশাসন।

(School Discipline)

শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে বালকদিগকে সুশাসনে রাখিবার নিয়মগুলি শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। সুশাসনের অভাবে শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে না; সুশাসনের সাহায্যে বালকের চরিত্র গঠিত হয়। কোন্ কার্য্য বালক ভালবাসিবে এবং কোন্ কার্য্য ঘৃণা করিবে তাহা সে শিক্ষা করে এবং ইহার সাহায্যে তাহার আত্মপরীক্ষা ও আত্ম-সংযমের ক্ষমতা জন্মে। **যে শক্তিদ্বারা বালকের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় তাহাকে সুশাসন** বলা যায়।

শাসন দুই প্রকার। (১) **বাহ্যশক্তি সাহায্যে শাসন** ও (২) **আত্মশাসন**।

শিক্ষার বিভিন্ন অবস্থায় শাসনের প্রকারভেদ দেখা যায়। প্রাথমিক শ্রেণীর বালকদিগের জন্য বাহ্যশক্তি সাহায্যে শাসন আবশ্যক। এই শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষক তাঁহার নিজের চরিত্র, শক্তি এবং বিদ্যালয়ের কতকগুলি নিয়মের সাহায্যে শাসন করেন; কিন্তু এরূপ শাসন বালকের প্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক বিদ্যালয়ে এরূপ ব্যবস্থা করিবেন, যেন বালক প্রফুল্লচিত্তে বিদ্যালয়ের নিয়মগুলি প্রতিপালন করে। উচ্চশ্রেণীর বালকদিগকে এরূপ বাহ্যশক্তিদ্বারা শাসন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না; কারণ নিম্নশ্রেণীতে তাহারা বাহ্যশাসনদ্বারা কতকগুলি সদভ্যাস পূর্ব্বেই গঠন করিয়াছে; এখন বালকগণ আত্মশাসন করিতে চেষ্টা করিবে, বিদ্যালয়ের নিয়ম ও কর্ত্তব্যের প্রতি তাহাদের একটী আন্তরিক ভালবাসা জন্মিয়াছে; সুতরাং বাহ্যশক্তি বা নিয়মের প্রতি তাহাদের কোন লক্ষ্য থাকে না; নিয়মের প্রতি তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য যথাসময় করিয়া যায়, শিক্ষকের আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।

বিদ্যালয়ের সুশাসন কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বিদ্যালয়ের সুশাসন কতগুলি মূলনীতির উপর নির্ভর করে। নিম্নে উহা উল্লেখ করা গেল।

(১) বিদ্যালয়ের গৃহ, সময়তালিকা ইত্যাদির এরূপ সুবন্দোবস্ত হওয়া দরকার যেন বালকদিগের শারীরিক কোন অসুবিধা না ঘটে, শারীরিক অসুবিধা ঘটিলে বালকগণ কোন বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী রাখিতে পারে না; সুতরাং তাহাদিগকে শাসনের অধীন রাখা যায় না। তদ্বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বর্ণনাকালে দেওয়া যাইবে।

(২) বালক যাহাতে সত্যবাদিতা, সময়নিষ্ঠা, শিষ্টচার সাহসিকতা, মিতব্যয়িতা, সহানুভূতি, ন্যায়পরতা, সংযম ইত্যাদি নৈতিক গুণগুলি

ভালবাসে এবং দুর্নীতিগুলি ঘৃণা করে, তৎপ্রতি শিক্ষক মহাশয় যত্ন লইবেন; বিনাযত্নে বালক নীতিপরায়ণ হইতে পারে না। লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বালকের যেরূপ যত্ন লওয়া আবশ্যক, বালকদিগকে নীতিপরায়ণ করিতেও শিক্ষকের তদ্রূপ যত্ন লওয়া আবশ্যক; শিক্ষাদানকালে অনেক শিক্ষক ইহা ভুলিয়া যান।

(ক) সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠদানকালে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের সদ্‌গুণাবলী বালকের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে রাখিতে হইবে, তাঁহাদের নৈতিক দুর্ব্বলতাও মাঝে মাঝে দেখান কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের সদ্‌গুণাবলী অনুকরণ করিতে বালকের অনুরাগ জন্মে। (খ) শিক্ষক নিজে নীতিপরায়ণ হইবেন, বালকগণ তাঁহার চরিত্র অনুকরণ করে। শিক্ষক বিলম্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে বালকগণও বিলম্বে উপস্থিত হইবে; শিক্ষক কর্ম্মঠ হইলে বালকগণও কর্ম্মঠ হয়; শিক্ষক অসত্য ব্যবহার করিলে, বালকগণও অসত্য ব্যবহার করে। পাঠশালার অনেক শিক্ষক কোন পরিদর্শক কর্ম্মচারী বিদ্যালয়ে আসিবার সম্ভাবনা দেখিলে, বালকদিগকে উপদেশ দেন তাহারা যেন নির্দ্দিষ্ট দিনের পাঠ না দেখাইয়া, পূর্ব্বদিনের পাঠ দেখায়; ছাপার অর্থপুস্তকগুলি যেন বিদ্যালয়ে ঐ দিবস না আনে; ইহাতে বালকগণ মিথ্যাচরণ শিক্ষা করে। (গ) কেবল নীতিবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া বালক নীতি-পরায়ণ হয় না; যাহাতে বালকগণ তাহাদের দৈনিক জীবনে উক্ত গুণগুলি কার্য্যদ্বারা প্রকাশ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে অভ্যাস করিলে, সত্যবাদী হওয়া যায়; যথাসময়ে কার্য্য করিবার অভ্যাস জন্মিলে, সময়নিষ্ঠ হওয়া যায়।

(৩) বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

বালক বুদ্ধি ও কল্পনাবলে তাহার কার্য্যের ভবিষ্যৎ ফল স্থির করিতে পারে, সুতরাং আপাতমধুর কোন প্রলোভন তাহাকে স্বীয় জীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে বালক সংযমী হয়।

(৪) বালকের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী স্থির করিতে হইবে, নতুবা বালক নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে না। এই নিয়ম পালনের জন্য বালকদিগকে পুরস্কার ও ভঙ্গ করিবার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আবশ্যকমত করিতে হয়।

(৫) শিক্ষক প্রফুল্লচিত্ত ও বালকদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। বালকদিগের স্বাভাবিক ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছাসমূহ তিনি পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবেন। সহানুভূতি ব্যতীত শিক্ষাকার্য্য মোটেই চলিতে পারে না।

(৬) কেবল সৎকাজ করাই বালকের পক্ষে, যথেষ্ট নহে, সদগুণাবলীর প্রতি যাহাতে তাহার আন্তরিক ভালবাসা জন্মে তৎপ্রতি শিক্ষক যত্ন লইবেন। নিজের ও অপরের মঙ্গলের জন্য বালক যাহা করিতে সমর্থ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার একটা আন্তরিক ইচ্ছা জন্মান আবশ্যক। যেমন, নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাই যথেষ্ট নহে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মাইতে হইবে।

(৭) বিদ্যালয়ের নিয়মগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়া অনুচিত; নিয়মের সংখ্যা অধিক হইলে তাহা ভঙ্গ করিবার আশঙ্কাও অধিক থাকে।

(৮) নিয়মসমূহ বালকদিগের নিকট সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। উহাদের সম্বন্ধে বালকদিগের যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে।

(৯) শিক্ষক নিজের ক্ষমতা উল্লেখ করিয়া বালকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবেন না। শিক্ষকের কতদূর ক্ষমতা আছে, তাহা বালকদিগকে জানিতে না দেওয়াই ভাল, কিন্তু আবশ্যকমত শিক্ষক উহা প্রয়োগ করিবেন।

(১০) অব্যবস্থিতচিত্ত শিক্ষক শ্রেণীর শাসন করিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের নিয়মগুলি প্রতিপালনের জন্য শিক্ষক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন। নিয়মভঙ্গের জন্য কখনও শাস্তি প্রদান, কখনও উপেক্ষা করা ঠিক নহে! শিক্ষক সমদর্শী ও পক্ষপাতিত্বশূন্য হইবেন।

(১১) বালকগণের কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তির—যেমন গুরুজনকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা, প্রতিযোগিতা, প্রশংসা, কৌতূহল, কর্ম্মপ্রবণতা, অনুকরণপ্রিয়তা, ভয় ইত্যাদির—সাহায্যে সুশাসন সহজ হয়।

(১২) বিদ্যালয়ে বালকদিগকে সর্ব্বদাই কোন কাজে বা খেলাতে নিবিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কাজ না থাকিলে, বালকগণ গোলযোগ করিবে, সুতরাং সুশাসনের হানি হইবে। বালকগণ কাজ ভালবাসে, বিনা কাজে তাহারা থাকিতে চায় না; সুতরাং শিক্ষক দেখিবেন বিদ্যালয়ে বালকদিগের জন্য যেন নানাবিধ চিত্তাকর্ষক কার্য্যের ব্যবস্থা থাকে। বালকদিগকে এইরূপে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত রাখিতে পারিলে কোন দণ্ডবিধানের আবশ্যক হয় না (কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসোরি বিদ্যালয়ের খেলনাসমূহ এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী)। বালকদিগের উপযোগী নিম্নলিখিত খেলা ও কাজের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে :—

খেলাও কাজের ব্যবস্থা

(ক) বালকদিগের দলবদ্ধ হইয়া খেলিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই খেলা যেন আবশ্যক মত ঘরের বাহিরে ও ভিতরে খেলা যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(খ) তালে তালে একত্র পা ফেলিয়া নানাদিকে হাটিতে, ঘুরিতে, ফিরিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। আবশ্যক মত মেজের উপরে হাটিবার ও ঘুরিবার পথগুলি রেখাদ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখা যাইতে পারে।

(গ) পায়ে নুপুর ও হাতে ঝুনঝুনি বা ঘণ্টা থাকিলে তালে তালে পা ও হাতের চালনা হয় কি না ধরা পড়ে এবং সমবেত মধুর ধ্বনি উঠিয়া শিশুদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করে।

(ঘ) কাদা ও বালিদ্বারা কাঠের বা টীনের থালার উপর নানাবিধ দ্রব্যের আদর্শ ও ভৌগোলিক সংজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া হয়।

(ঙ) ফুল ও ফলের মালা গাথা।

(চ) পুতুল খেলা।

(ছ) রাজা, মন্ত্রী, কাজি, দোকানদার, ক্রেতা, ডাকহরকরা, কৃষক, ধোপা, মাঝি, জেলে, কুমার, কামার, ফেরিওয়ালা, গোয়ালা, ময়রা, ষ্টেসন-মাষ্টার, ইত্যাদি সাজিয়া বালক খেলিতে পারে।

(জ) বাগানের কাজ।

(ঝ) গল্প, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কথা।

(ঞ) পৃথিবীর ও ভারতের মানচিত্র দেয়ালে টাঙ্গাইয়া ভৌগোলিক সাধারণ জ্ঞান লাভ করা, পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদির আঁকৃতি এবং স্বভাব পর্য্যালোচনা, মানবদেহের কঙ্কাল, উহার নক্সা কাগজে, ব্লাকবোর্ড বা শ্লেটে অঙ্কন।

(ট) চুম্বকলৌহ, অনুবীক্ষণ, কাচ, ছোট দুরবীন্, সৌরজতের নক্সা ইত্যাদির সাহায্যে নানাবিধ পদার্থ ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

(ঠ) ছাপাখানা, কামার, কুমার, চর্ম্মকার, তাঁতি, দপ্তরী, দর্জ্জি এবং লৌহ, কাসা ও পিত্তলের কারখানাতে লইয়া গেলে তাহারা অনেক বিষয় দেখিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে।

(ড) প্রদর্শনী ও মিউজিয়াম পরিদর্শন।

(ঢ) লিখন, পঠন ও চিত্রাঙ্কন।

বিদ্যালয়ে নৈতিক গুণ শিক্ষা।

"মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের বহু বহু তথ্য বোঝাই করিয়া, সেগুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল বাঁধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষালাভ করা বলে না। পাঁচটী সৎভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে যিনি কেবল একটী পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী।"

আমাদের দেশের অনেক বালকই কতকগুলি নৈতিক গুণ সহজেই লাভ করে, শিক্ষকের প্রতি ভক্তি, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, ভদ্রব্যবহার ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আমরা অনেকটা উদাসীন, যেমন—সময়নিষ্ঠা, কার্য্যতৎপরতা, নিঃশব্দে শৃঙ্খলার সহিত স্থান-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। এসকল বিষয়ে যাহাতে বালকদিগের অভ্যাস বদ্ধমূল হয়, তৎপ্রতি শিক্ষক মহাশয় যত্ন লইবেন।

(ক) সময়নিষ্ঠা

শৈশব হইতেই শিশুকে সময়নিষ্ঠ করিতে হয়, এইজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার আবশ্যক।

(১) শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুম পাড়াইবেন ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে জাগাইবেন।

(২) নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং এক ভাবে শিশুকে প্রতিদিন খাইতে দিবেন। অনিয়মিত সময়ে প্রত্যেকের সঙ্গে নিজের ইচ্ছামত যা-তা খাইতে দিবেন না।

(৩) নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে স্নান করাইবেন।

(৪) নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে মুক্ত বায়ুতে বেড়াইতে দিবেন।

গৃহে উক্ত নিয়মগুলি পালন করিলে বালক শৈশব হইতেই সময়নিষ্ঠ হইবে। এজন্য শিক্ষকের বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু আমাদের অনেক গৃহেই এই ব্যবস্থা নাই।

শিক্ষক নিজে সময়নিষ্ঠ না হইলে বালকগণও সময়নিষ্ঠ হয় না। শিক্ষক বিলম্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, অপর শিক্ষক এবং ছাত্রগণও বিলম্বে আসিবে। বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা এবিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। সময়-তালিকাতে যখন যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঠিক সেই সময় নির্দ্দিষ্ট বিষয় অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করিলে, বালকগণ সময়নিষ্ঠ হইতে পারে। শিক্ষক যদি নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার ১৫ মিনিট পর শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ও ১০ মিনিট পর শ্রেণী পরিত্যাগ করেন, তবে উক্ত বিদ্যালয়ের বালকগণ সময়নিষ্ঠ হইতে সমর্থ হয় না; বালক শিক্ষকের স্বভাব অনুকরণ করে। পাঠশালার অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে হাজিরা বহি ডাকেন না, সুতরাং বালকগণ নিয়মিত সময় উপস্থিত হইতে চেষ্টা করে না। গৃহে ও বালকদিগের জন্য এরূপ একটা সময়তালিকা থাকা আবশ্যক; ঘুম হইতে উঠা, হাতমুখ ধোওয়া, পাঠ, স্নান, আহার, ভ্রমণ, খেলা ও শয়ন ইত্যাদি কার্য্য নিয়মিত সময়ে সম্পাদন করিলে, বালকের নিয়মিত সময়ে কাজ করিবার অভ্যাস জন্মে ও বালক সময়নিষ্ঠ হইতে পারে। সময়নিষ্ঠ বালক অপরের সহায়তা করিতে পারে; এজন্য তাহাকে সকলেই ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। যথাসময় কাজ না করিলে আমাদের বহু সময় অনর্থক নষ্ট হয় ও কার্য্যহানি ঘটে; কেহ বা ট্রেণের একঘণ্টা পূর্ব্বে রেলষ্টেশনে বসিয়া অযথা সময় নষ্ট করেন, কেহ বা বিলম্বে উপস্থিত হইয়া ট্রেণ ধরিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সভাসমিতিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে লোক

উপস্থিত না হওয়াতে অনেক সময় সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতে হয়; পরিজনবর্গ যথাসময়ে স্নানাহার না করাতে, সারাদিন অযথা মেয়েরা রান্না ঘরে অবস্থান করেন; এইরূপে সময়ের অপব্যবহার হেতু নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং বহু দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। বাল্যকাল হইতে প্রতিকার্য্যে বালকদিগকে সময়নিষ্ঠ হইতে শিক্ষাদান করিয়া ইহা অভ্যাসে পরিণত করিতে হয়। সময়নিষ্ঠ বালক দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

যে বালক মাসের ভিতর শতকরা অন্ততঃ ৯৫ দিন উপস্থিত থাকে, তাহাকে একখানা প্রশংসাসূচক কার্ড দেওয়া যাইতে পারে। বৎসরান্তে বালকদিগকে তাহাদের অর্জ্জিত কার্ডের সংখ্যানুসারে বিশেষ পুরস্কার দানে তাহাদিগের "আত্মাভিমান" ও "প্রতিযোগিতা" বৃত্তি উৎসাহিত করা যাইতে পারে। যে সকল বালক সময়নিষ্ঠ নয় তাহাদের সম্বন্ধে পিতামাতা ও অভিভাবকদিগের নিকট মাসান্তে সংবাদ পাঠান আবশ্যক। বালকগণ শিক্ষক ও পিতামাতার তিরস্কারকে ভয় করে, সুতরাং ইহাতে অভিভাবকদিগের সহায়তা লাভ করা যায়।

(খ) অলসতা নিবারণ।

বালক সাধারণতঃ চঞ্চল ও পরিশ্রমী। কোন বালককে অলস দেখিলে, প্রথমতঃ অলসতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বালকের স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, বালক কাজ করিতে চায় না, এ অবস্থায় যাহাতে তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

(২) কোন পাঠ বালক ভালরূপে বুঝিতে অসমর্থ হইলে বা উহা তাহার শক্তির অতিরিক্ত হইলে, সে তাহা শিখিতে পারে না, সুতরাং সে অলস হয়। এই অবস্থায় যে পাঠ বালক বুঝিতে পারে এবং যাহা তাহার

শক্তির অতিরিক্ত না হয়, তাহাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পাঠে অনুরাগ ও মনোযোগের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) কখনও দেখা যায় যে বালক তাহার নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত না করিয়া অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকে ; এ অবস্থায় যে কাজ করিতে সে ভালবাসে সেই কাজ তাহাকে ক্রমান্বয়ে অধিকক্ষণ করিতে দিতে হয়। এরূপ করিলে তাহার পরিশ্রমের অভ্যাস জন্মিবে, সুতরাং অলস হইবার আশঙ্কা দূর হয়। তাহাকে ভয়প্রদশন দ্বারা কোন কার্য্য হইতে বিরত রাখিলে বালকের অলসতা দোষ জন্মিতে পারে। গৌণ অনুরাগ উৎপাদন করিয়াও বালককে তাহার পাঠে উৎসাহিত করা যায় (এসম্বন্ধে "অনুরাগ ২০-২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।"

(৪) বালকের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া শিক্ষক অনেক পরিমাণে বালকের অলসতা দূর করিতে পারেন। আবশ্যকমত তিরস্কার বাক্যও প্রয়োগ করিতে হয় ; অলস বালকদিগকে শিক্ষক মহাশয় তাঁহার সম্মুখভাগে বসাইবেন।

(৫) শিক্ষক নিজে পরিশ্রমী হইবেন ; বালক তাঁহাকে অনুকরণ করিবে।

অনেক সময় বালক অজ্ঞতাহেতু নকল করে, যে পাঠ তাহাকে দেওয়া হয়, সে বিষয়ে তাহার উপযুক্ত জ্ঞান না থাকিলে বালক নকল করে।

(গ) নকল করা নিবারণ।

কোন পাঠ বা অঙ্ক বালকদিগকে সম্পন্ন করিতে আদেশ দিয়া শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালকদিগের কাজের তত্ত্বাবধান করিবেন। যদি কোন বালক কোন বিষয় বুঝিতে অক্ষম হয়, তবে তাহাকে উহা বুঝাইবার জন্য শিক্ষক মহাশয় চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে নকল করিবার প্রবৃত্তি বালকের হ্রাস পাইবে। বালকগণ যাহাতে নকল করিবার সুযোগ না পায়, তাহার

ব্যবস্থা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। বালকদিগকে এরূপ দূরে বসাইতে হইবে যেন তাহারা নকল করিতে না পারে এবং তাহাদিগকে একজন অন্তর অপরকে বিভিন্ন পাঠ বা অঙ্ক দিলে নকল করিবার সুযোগ কমিয়া যাইবে।

(ঘ) সত্যবাদিতা।

বালক যদি মিথ্যাকথা বলে তবে তাহার কারণ শিক্ষক মহাশয় প্রথম অনুসন্ধান করিবেন। অনেক সময় বালক কোন বিষয় বা ঘটনা ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ বা শ্রবণ করিতে না পারিয়া উহার যথার্থ বর্ণনা করিতে পারে না এবং কল্পনাবলে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলে। অনেক শিক্ষক ইহাকে মিথ্যাকথা মনে করেন এবং তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করেন। ইহা অন্যায়, এরূপ বালককে যথেষ্ট বস্তুপাঠ দেওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে বালক নিজে বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার জ্ঞান ভাষায় শুদ্ধরূপে বর্ণনা করিতে পারে, শিক্ষক মহাশয় তৎপ্রতি যত্ন লইবেন। শিক্ষক কোন গল্প বলিলে, বালক যাহাতে তাহার নিজের ভাষায় যথার্থরূপে উহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এরূপ বালকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত উক্ত দোষ দূর হয়। "মিথ্যা বলিয়াছ" না বলিয়া বালককে বলিবেন "তুমি ভুল করিয়াছ" "ভালরূপে স্মরণ করিতে চেষ্টা কর" ইত্যাদি।

অনেক সময় বালক শারীরিক দণ্ডের ভয়ে মিথ্যা কথা বলে। কখনও অন্যের অনিষ্ট উৎপাদন করিবার জন্য, কখনও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বালক মিথ্যাকথা বলে। এ অবস্থায় শারীরিক দণ্ডবিধানদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না; বালকের নৈতিক আদর্শগুলি যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তৎপ্রতি যত্ন লইতে হইবে। যে বালক গৃহে কখনও মিথ্যা কথা শুনে না, প্রতিনিয়ত ভয় প্রদর্শনহেতু যে বালক ভীরুস্বভাবাপন্ন হয় নাই, যে বালক গৃহে মিথ্যাচরণকে ঘৃণিত বলিয়া সর্ব্বদা শুনিতে পায় সে বালক মিথ্যাচরণ অভ্যাস করে না। শৈশবে গৃহ-শিক্ষার ত্রুটীতে বালক

মিথ্যাচরণ অভ্যাস করে। শৈশবে পিতামাতা পরিজনবর্গ মিথ্যা ভয়প্রদর্শন করিয়া শিশুকে ঘুম পাড়ান ও তাহার ক্রন্দন নিবারণ করেন; মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে নানাবিধ কার্য্যে উৎসাহিত করেন।

কোন কোন পিতামাতা গৃহে বালক কোন অন্যায় আচরণ করিলে তাহাকে সতর্ক করেন না, কিন্তু অপরের সম্মুখে বালক অন্যায় আচরণ করিলে তাহাকে তিরস্কার করেন; ইহাতে বালক মিথ্যাচরণ শিক্ষা করে। পিতামাতার এই ব্যবহারে বালক মনে ভাবে তাহার আচরণ অপরের সম্মুখে প্রকাশ হওয়া দোষের কারণ, কিন্তু গৃহে গোপনে করিলে অন্যায় হয় না। মিথ্যাকথা বলিলে শিক্ষক প্রথমতঃ দুঃখ প্রকাশ করিবেন। ইহাতে উক্ত দোষ সংশোধিত না হইলে তাহাকে তিরস্কার করিবেন এবং তাহাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিবেন না।

শিক্ষক সর্ব্বদা বালকের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, কিন্তু বালকের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিয়াছে এ সন্দেহ যেন বালকের মনে আসিতে না পারে। **অন্ধের ন্যায় বালককে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলে বালকের যেরূপ নৈতিক অবনতি ঘটে, সর্ব্বদা অন্যায়রূপে বালককে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও বালকের তদ্রূপ নৈতিক অবনতি ঘটিবে।** বালক যেন বুঝিতে পারে মিথ্যা কথা বলিবার জন্য তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। সাধারণতঃ বালক গুরুজনকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে; সুতরাং শিক্ষকের অসন্তোষ ইত্যাদি দূর করিবার জন্য সে মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারে। প্রহারদ্বারা মিথ্যাচরণ দূর করা যায় না; প্রত্যুত বালক অন্যায় কার্য্য করিলে, উহা প্রকাশ না করিয়া নানারূপ ভাণ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য শঠতা শিক্ষা করে। সত্য-ব্যবহারের জন্য দৃঢ়তা আবশ্যক; অনেক মিথ্যাবাদী বালক প্রহারের পরিবর্ত্তে পিতামাতা ও শিক্ষকের যত্নে

এবং সৎসংসর্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে। যাহাতে বালক সৎসংসর্গ লাভ করিতে সমর্থ হয়, মিথ্যাবাদী বালকের সহিত মিলিতে না পারে, তৎপ্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন-চরিত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আদর্শ চরিত্রসমূহ বালকের নিকট বর্ণনা করিয়াও অনেক সময় বালকের নৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়।

সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে পারিলে বালক সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি সদ্‌গুণ লাভ করে, যেমন :—

(১) বালক কোন বিষয় গোপন করিবে না ;

(২) কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে ;

(৩) কোন নীচ কাজ করিবে না ;

(৪) কোন ষড়যন্ত্রে যোগ দিবে না ;

(৫) কথায়, চিন্তায় ও কাজে পবিত্র থাকিবে।

(৬) নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি খাটি বা সরল ব্যবহার করিবে।

শিক্ষকের আদেশ পালন করিতে বালক অবহেলা করিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে পারে না, সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। ভয় প্রদর্শনদ্বারা বশ্যতা-

(৬) আজ্ঞানুবর্ত্তিতা স্থাপন করিলে উহা বিশেষ কার্য্যকর হয় না। এরূপ আদেশ-পালন বালক আগ্রহের সহিত করে না, এবং অনেক সময় বালক কপটাচরণ করিতে শিখে।

শিক্ষকের প্রতি ভালবাসা জন্মিলে, বালক আগ্রহের সহিত তাঁহার আদেশ পালন করে। বালকের একটী সহজ বৃত্তি এই যে, সে গুরুজনকে সন্তুষ্ট করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে (আত্মাবজ্ঞা বৃত্তি ১৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। বালকের এই স্বাভাবিক বৃত্তির উপর শিক্ষক নির্ভর

করিতে পারেন। শিক্ষক বালকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন, তাহা হইলে বালক তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট থাকিবে।

(১) বিদ্যালয়ের পালনীয় বিধি সম্বন্ধে বালকের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক, নতুবা বুঝিতে না পারিয়া সে উহা লঙ্ঘন করিতে পারে; এবং (২) বালককে অনেকগুলি বিধি পালন করিতে আদেশ করিলে, বালকের উক্ত বিধি ভঙ্গ করিবার আশঙ্কাও অধিক থাকে। প্রথমতঃ দুই-একটী বিধি পালন করিতে বালকের অভ্যাস জন্মাইতে হইবে; সর্ব্বদা এই কয়েকটী বিধি পালন করিতে করিতে, উহা বালকের স্বাভাবিক হইয়া যাইবে, সুতরাং নিয়মভঙ্গ করিবার আশঙ্কা থাকিবে না, তৎপর আরও কয়েকটী নূতন বিধি অভ্যস্ত করাইতে হয়। এইরূপে তাহার অভ্যাস গঠিত হইবে। উহাদের সংখ্যা অল্প হওয়া আবশ্যক। (৩) উক্ত বিধিসমূহ যেন ন্যায়সঙ্গত হয়; বালকের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা ঠিক করিতে হইবে; বালকদিগকে উপযুক্ত স্বাধীনতা দিতে হইবে। কঠিন নিয়মে বালকদিগকে আবদ্ধ করিলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ হইবার অবকাশ পায় না। কোন কার্য্যদ্বারা বালক নিজের বা অপরের অনিষ্ট উৎপাদন না করে তৎপ্রতিই শিক্ষক যত্ন নিবেন এবং বালকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেও সতত চেষ্টা করিবেন। (৪) বালকের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি বিধানের জন্য শিক্ষক বালকের উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক নানাকাজের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাদ্বারা বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, এবং বালক উক্ত বিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইবে। (৫) বাল্যকালেই (২½ হইতে ৭ বৎসর বয়সে) বয়সে) বশ্যতা অভ্যাস করিতে হয়, নতুবা ইহা শিক্ষা দেওয়া কঠিন।

শিশু অসুস্থ হইলে বা অন্য কোন উদ্বেগ অনুভব করিলে ক্রন্দন করে,

কিন্তু ইহা ব্যতীতও শিশু অনেক সময় অনবরত ক্রন্দন করে। অনেক মাতা এ অবস্থায় দুই-চারি ঘা বালকের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া বালকের ক্রন্দন বন্ধ করেন। এই ব্যবস্থায় বালকের একগুয়েমি প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয় না, বরং বালক শিক্ষা করে যে, কোন বালক কাঁদিলে তাহাকে ঘা মারিতে হয়। কিন্তু এরূপ বালককে যদি কোন ঘরে একাকী রাখা যায়, অপর কোন ব্যক্তি যদি তাহার নিকট না যায় এবং বালককে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, যে বালক অপরকে বিরক্ত বা উৎপাত করে, সে দশ জনের সঙ্গে বাস করিবার অনুপযুক্ত; তাহা হইলে বালক বুঝিতে পারে যে, কোন বালক অন্যের অসুবিধার কারণ হইলে তাহাকে একাকী থাকিতে হয়। উক্ত দ্বিবিধ ব্যবস্থাতেই বালকের ক্রন্দন বন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রথম ব্যবস্থায় বালকের ভয়-বৃত্তির অনুশীলন করা হয়, দ্বিতীয় ব্যবস্থায় বালকের সমাজপ্রীতির অনুশীলন করা হয়। প্রথম অভিপ্রায় অপেক্ষা দ্বিতীয় অভিপ্রায়টী শ্রেষ্ঠ। প্রথম অভিপ্রায় (ভয়) অনুশীলন করিলে বা ক পশুতুল্য হইয়া পড়িবে।

(চ) ক্রন্দন।

বালকের অনুকরণ-বৃত্তি স্বাভাবিক। সুতরাং বালক শিক্ষকের কার্য্য অনুকরণ করে। বালককে রুক্ষস্বরে আদেশ না দিয়া, শিষ্টাচারের সহিত আদেশ দিলে বালক শিষ্টাচার অভ্যাস করিবে। শিক্ষক উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে, বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবে এবং শ্রেণীতে গোলযোগ উৎপাদন করিবে। অনুমতি ব্যতীত অপরের জিনিষ বালক যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে, শিক্ষক তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বাল্যকাল হইতে এই অভ্যাসটী জন্মাইতে হয়। বালক অনুমতি ব্যতীত যতবার অপরের দ্রব্য স্পর্শ করে, ততবার যদি বালকের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার

(চ) শিষ্টাচার।

ক্ষমতায় বাধা দেওয়া যায়, তবে বালক অনুমতি ব্যতীত অপরের দ্রব্য স্পর্শ করিবে না; এবং অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে নিজের স্বাধীনতাও খর্ব্ব হয়, এই উচ্চ অভিপ্রায়টী উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। বালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে প্রত্যেকেরই ভদ্র হওয়া আবশ্যক। অভদ্র ব্যক্তি সভ্যসমাজে মিশিতে সমর্থ হয় না; ইহাতে বালক শান্ত ও স্বার্থশূন্য হইবে। নিজের সুখ-সুবিধা অপেক্ষা অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অপরের মনের ভাব —সুখ ও দুঃখ—বালককে উপলব্ধি করিতে অভ্যস্ত করাইলে, সে সহজে শিষ্টাচার শিক্ষা করিতে পারে। রূঢ় ব্যবহারে সকলেই মনে বেদনা পায়, ইহা চিন্তা করিয়া অপরের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। আমি কাহারও গৃহে উপস্থিত হইলে, কেহ যদি আমাকে উপবেশন করিবার জন্য আসন প্রদান না করে, মিষ্ট কথা না বলে, তবে আমার মনে দুঃখ হয়; ইহা ভাবিয়া অপরে আমার গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাকে বসিবার আসন দিতে হয়, মিষ্ট কথা বলিতে হয়। কোন কাজে আমি ভুল করিলে, উহা লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ আমাকে উপহাস করে, তবে আমার মনে আঘাত লাগে, ইহা চিন্তা করিয়া অপরের ভুল লক্ষ্য করিয়া তাহাকে উপহাস করা অকর্ত্তব্য। আমাকে একটী অপরিষ্কার গ্লাসে জলপান করিতে দিলে, আমার ঘৃণা বোধ হয়, ইহা ভাবিয়া অপরকে ও পরিষ্কার গ্লাসে জল পান করিতে দিতে হয়; পরিষ্কার থালায় যত্নের সহিত খাবার সাজাইয়া দিতে হয়। আমার সম্মুখে বসিয়া, আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে দেখাইয়া কেহ আহার করিলে, আমি তাহাকে পেটুক বা অভদ্র মনে করি, ইহা চিন্তা করিয়া অপরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরের সম্মুখে বসিয়া আহার করা আমার অকর্ত্তব্য। কোন কাজে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে, বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া

অবস্থান করিতে শিক্ষা দিতে হয়। শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবার জন্য যথেষ্ট আত্মসংযম শিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাত্যহিক কার্য্যদ্বারা বালক যাহাতে ইহা অভ্যাসে পরিণত করে তৎপ্রতি শিক্ষক যত্ন নিবেন।

শৈশবে নিম্নলিখিত অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া যায়ঃ—

(১) উত্তর দিবার সময় "আজ্ঞে" বলিবে।

(২) "আমার বাড়ী", "আমার পুতুল" না বলিয়া "আমাদের বাড়ী" "আমাদের পুতুল" ইত্যাদি বলিতে শিক্ষা দিয়া আমিত্বভাব বা স্বার্থপরতাটী হ্রাস করা যাইতে পারে।

(৩) শিশুর কার্য্য ও পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিয়া অতিরিক্ত প্রশংসা করা অনুচিত। ইহাতে শিশু গর্ব্বিত হইয়া উঠে।

(৪) একটু ব্যথা পাইলেই শিশুকে সান্ত্বনা করিবেন না। বীরের ন্যায় উহা সহ্য করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৫) অনেক সময় অপরকে প্রহার করিয়া শিশুকে আনন্দ অনুভব করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা অনিষ্টকর।

কোন আশঙ্কাজনক কার্য্য হইতে বালককে বিরত করিতে হইলে কখন কখন বালককে উক্ত কার্য্যের কুফল অনুভব করিতে দিতে হয়। যখন কোন বালক আগুণ লইয়া খেলা করে তখন তাহার আঙ্গুলি আগুণের উত্তাপে ধরিয়া বালককে বুঝিতে দিতে হইবে যে, আগুণের দাহিকা শক্তি আছে। নতুবা চপোটাঘাতদ্বারা উহা নিবারণ করিলে, মাতা অন্যত্র চলিয়া গেলেই বালক পুনরায় উহা নিয়া খেলা করিবে।

বালক যদি ছুরীর অপব্যবহার করে, আবশ্যক জিনিষ কাটিয়া নষ্ট করে, তবে বালককে ছুরী হইতে কতক সময়ের জন্য বঞ্চিত করিয়া তাহার স্বাধীনতায় বাধা দিতে হয়। এ অবস্থায় শারীরিক দণ্ডবিধানদ্বারা বালককে শাসন করিলে বিশেষ ফল হয় না, কারণ অনেক সময় বালক

শারীরিক দণ্ডগ্রহণ করিয়াও যদি তাহার প্রিয় বস্তু হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে বালক শারীরিক দণ্ডগ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

বালক যখন নিজের কাপড়, জামা ইত্যাদি অসাবধানতা বশতঃ ছিড়িয়া ফেলে বা বিবর্ণ করে, তখন বালকের সান্ধ্য ভ্রমণ, কোন কৌতুকে বা উৎসবে যোগদান ইত্যাদি কতক সময়ের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে সমাজের উপযোগী বিবিধ অভ্যাস জন্মান যাইতে পারে। অবশ্য অনেক সময় বালককে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাস্তিদান করিতে হয়; এই অবস্থায় মাতা দ্রুত অবিচলিতচিত্তে শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। অনেক মাতা কখন প্রহার করেন, কখন নিষেধ করেন, এবং পরমুহূর্ত্তেই উক্ত কার্য্য করিতে আদেশ দেন। এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত মাতা বা শিক্ষক শাসন করিতে অসমর্থ হন।

(জ) শান্তিস্থাপন।

নীরবে ও প্রফুল্লচিত্তে কার্য্য করিবার অভ্যাস গৃহে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বালককে শিক্ষা দিতে হয়; নতুবা পরে ইহা অভ্যাসে পরিণত হওয়া কঠিন। অনেক সময় শাস্তির ভয়ে বালক নীরবে কাজ করে; কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে ইহা অনিষ্টকর। যাহাতে বালক আগ্রহের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নীরবে কাজ করে তৎপ্রতি শিক্ষক যত্ন লইবেন, ইহা অভ্যাসে পরিণত করিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(১) শিক্ষক নিজে উচ্চৈস্বরে কথা বলিবেন না, এবং নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলাফিরা করিবেন; কিন্তু তাঁহার উৎসাহ, দৃঢ়তা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকা চাই। বালকগণ শিক্ষকের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে।

(২) বসিবার আসন, ডেস্ক, বায়ুচলাচলের বন্দোবস্ত এমন হওয়া আবশ্যক, যেন বালকের শারীরিক অসুবিধা না ঘটে (এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বর্ণনাকালে বলা হইবে)।

(৩) পরার্থপরতার প্রতি বালককে উৎসাহিত করিতে হইবে। গোলমাল করিলে অপরের কার্য্যহানি হয়, অপরের সুখ ও সুবিধার প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য—ইহা বালককে বুঝাইতে হইবে। যদি কেহ অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তাহা হইলে কোন কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না এবং জগতে মহাকোলাহল ও অনর্থ উপস্থিত হইবে। এইজন্য অপরের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিঃশব্দে চলাফিরা ও মৃদুভাবে কথা বলিতে বালককে উৎসাহিত করিতে হয়।

(৪) প্রতিপাঠের পর কতক সময়—পাঁচ মিনিটকাল—বালকদিগের ছুটী দেওয়া যাইতে পারে। এই অবসরে বালকগণ জলপান করা, পেন্সিল-কলম কাটা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই ব্যবস্থাদ্বারা পাঠের সময় বালকদিগের নিঃশব্দে কাজ করিবার সুবিধা হয়।

(৫) শিক্ষক ধৈর্য্যাবলম্বন সহকারে ক্রমাগত বালককে নিঃশব্দে কার্য্য করাইয়া ইহা তাহার অভ্যাসে পরিণত করাইবেন। কোন কার্য্য বালক সশব্দে সম্পাদন করিলে পুনরায় উহা নিঃশব্দে করিতে বালককে আদেশ দিতে হয়। যে পর্য্যন্ত ইহা অভ্যাসে পরিণত না হয় ততক্ষণ এইরূপ আদেশদ্বারা উক্ত কাজ পুনঃ পুনঃ করাইবেন। (এ সম্বন্ধে অভ্যাস গঠনের নিয়ম দেখুন)। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, বালক ধীরভাবে উহার উত্তর দিবে।

বিদ্যালয়ের ঘর, আসবাব ইত্যাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে বালকের মন প্রফুল্ল থাকে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গঠিত হয়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়ঃ—

(ক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

(১) প্রতিদিন বিদ্যালয়ের মেজে এবং আবশ্যকমত প্রাঙ্গন ঝাড়ুদ্বারা পরিষ্কার করাইবেন।

(২) স্কুলঘরের দেয়াল, জানালা মাকড়সার জাল ইত্যাদি অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার পরিষ্কার করিতে হয়।

(৩) বড়দিনের ছুটীর ভিতর বিদ্যালয়ের আসবাব—বেঞ্চ, ডেস্ক ও আলমারা, চেয়ার, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি—পরিষ্কার করিয়া আবশ্যকমত উহাতে পালিশ ও রং সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সোডা ও গরম জলের সাহায্যে নারিকেলের ছোবা দ্বারা ঘর্ষণ করিলে আসবাবগুলি পরিষ্কার হইবে এবং পালিশ প্রস্তত করিয়া (ব্লাকবোর্ডের রং দেখুন) উহাতে সংযুক্ত করিলে চক্‌চকে হইবে :

(৪) লাইব্রেরীর পুস্তক, চার্ট, মানচিত্র ইত্যাদি জীর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ মেরামৎ করিতে হইবে।

(৫) মেজেতে কাগজের টুকরা ফেলিয়া বালকগণ যেন উহা অপরিষ্কার না করে তৎপ্রতি শিক্ষক দৃষ্টি রাখিবেন। অব্যবহার্য্য কাগজ ইত্যাদি ফেলিবার জন্য একটী টিনের বা কাঠের থালি বাক্স প্রত্যেক শ্রেণীর এক প্রান্তে রাখিলেই চলিতে পারে। শিক্ষক দেখিবেন কাগজের টুকরা ইত্যাদি আবর্জ্জনা যেন বালকগণ উক্ত বাক্সে রাখিয়া দেয়। পরদিবস প্রাতে এই আবর্জ্জনাগুলি বিদ্যালয়ের বাহিরে এক প্রান্তে গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া বা পোড়াইয়া দিতে হইবে ; যেন বাতাসে উহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে।

(৬) বালকগণ যেন থুথু ফেলিয়া ঘর নষ্ট না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(৭) কোন বালক ডেস্ক, দেয়াল, জানালা ইত্যাদিতে লিখিয়া বা অক্ষর কাটিয়া উহাদিগকে নষ্ট না করে তজ্জন্যও দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(৮) প্রত্যেক পাঠের পূর্ব্বে ব্লাকবোর্ডখানি ভালরূপে মুছিয়া পরিষ্কার

রাখিতে হইবে। যাহাতে অসম্পূর্ণরূপে ব্লাকবোর্ড পরিষ্কার করিবার অভ্যাস গঠিত না হয় তৎপ্রতি শিক্ষক যত্ন নিবেন।

(৯) সপ্তাহে একদিন—প্রতি রবিবার—বালকগণ নিজ নিজ পরিধেয় বস্ত্রাদি সাবানজলে প্রক্ষালন করিবে। বালকদিগের গৃহে শিক্ষক মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত করিবেন।

(১৩) দন্তধাবন, মুখ প্রক্ষালন, বর্দ্ধিত কেশ ও নখ কর্ত্তন, কাপড়, জামা কাপড় ইত্যাদি যথাস্থানে সংরক্ষণ, ইত্যাদি কার্য্যে বালকের অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে উহা অভ্যাসে পরিণত হয়।

কেশ—চিরুণী সাহায্যে মাথার মরামাস ইত্যাদি দূর করিয়া কেশ সুবিন্যস্ত রাখা কর্ত্তব্য।

দন্ত—প্রতিদিন উষ্ণজলে ও দাঁতনদ্বারা দাঁত মাজিবে, দাঁতের উপরে, নীচে, মাঝে ও পশ্চাদ্ভাগ ভালরূপে দাঁতনদ্বারা পরিষ্কার করিবে।

নখ—নখ বড় হইলে নখের ভিতর ময়লা আবদ্ধ হইয়া খাদ্যের সহিত রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করায়। এইজন্য নখ ছোট করিয়া কাটিয়া পরিষ্কার রাখিবে।

সৌন্দর্য্য—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকিলে সুন্দর দেখায়; চর্ম্মই সৌন্দর্য্যের সহায়, অপরিষ্কার থাকিলে ধূলি ও ময়লাতে চর্ম্মের সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না।

অন্ন বস্ত্র ও গৃহ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত হৃদয় ও মনের পবিত্রতার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে; কারণ বাহ্য সৌন্দর্য্য ও মুখের প্রসন্নতা হৃদয়ের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে।

ইহার সামাজিক আবশ্যকতাও রহিয়াছে; কারণ কোন ব্যক্তি অপরিষ্কার থাকিয়া রোগগ্রস্ত হইলে অপরের ও অনিষ্ট হইতে পারে।

শাস্তি-প্রয়োগ ও চরিত্র-গঠন।

শাস্তিপ্রয়োগদ্বারা বালকের আচরণ কতক সময়ের জন্য পরিবর্ত্তিত করা যায় বটে, কিন্তু আচরণগুলি স্বাভাবিক না হইলে বা অভ্যাসে পরিণত না হইলে তাহার চরিত্র গঠিত হয় না; শাস্তির ভয়ে বালক কোন আচরণ বা কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত শাস্তির ভয় থাকে সেই পর্য্যন্তই বালক উক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকে। শিক্ষকের সতর্ক-দৃষ্টি দূর হইলে, বালক উক্ত কার্য্য করিতে আর ভয় করে না; কারণ শাস্তি-প্রয়োগদ্বারা বালকের স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ নিয়মিত হয় নাই। অনেক সময় ইহাতে বিপরীত ফলও দেখা যায়। বালকের মনে শাস্তিদানজনিত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়; এবং শাস্তিপ্রয়োগদ্বারা যে কার্য্য হইতে বালককে বিরত করা গিয়াছে, ভয় দূর হইবামাত্র পুনঃ পুনঃ উক্ত আচরণদ্বারা বালক উহাকে অভ্যাসে পরিণত করে। ইহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনেক শিক্ষক শারীরিক দণ্ডবিধানদ্বারা বালকের এমন অনিষ্টসাধন করেন, যে উহা পরে সংশোধন করা অসাধ্য হইয়া উঠে। ইহাতে একদিকে বালকের তীব্র প্রতিহিংসাবৃত্তি, অপরদিকে কুক্কুরবৎ পদলেহনবৃত্তি বৰ্দ্ধিত হয়। ইহার ফলে অলস বালক অধিকতর অলস এবং অবাধ্য বালক অধিকতর অবাধ্য হয়। বালকের মনে ঘৃণা ও ভয় সুদৃঢ় হইয়া, তাহার ভয়ানক অনিষ্ট উৎপাদন করে। অপরদিকে, স্নেহ ভালবাসা ও সহানুভূতির সাহায্যে অনেক অবাধ্য বালকও বশীভূত হয়। শাস্তির ভয়ে বালকের কার্য্যতৎপরতা, কল্পনা, উদ্ভাবনীশক্তি ইত্যাদি হ্রাস পায় এবং মিথ্যাচরণ বৃদ্ধি পায়। যে বালক সর্ব্বদা প্রহৃত হয় সে তাহার ভ্রাতা ভগিনী ও সঙ্গীদিগকে প্রহার করে; কারণ, সে শিক্ষা করিয়াছে যে,

প্রহার করিয়াই শাসন করিতে হয়। পক্ষান্তরে যে বালক সর্ব্বদা সহানুভূতিসূচক ব্যবহার লাভ করে, সে অপরের প্রতিও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করে। অনেক শিক্ষক প্রহার করিবার পর বালককে বলেন "তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে প্রহার করিয়াছি, তুমি অবশ্য ইহা বুঝিতে পারিয়াছ ? বালক ভয়ে উত্তর করে, "হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি"। শিক্ষক স্থির করেন, বালক যখন ইহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন সে সংশোধিত হইবে। বাস্তবিক এই ধারণা ভুল, বালক ইহাতে কপটতা মাত্র শিক্ষা করে। এইরূপ শাস্তিপ্রয়োগদ্বারা বালকের মজ্জাগত অনিষ্টকর বৃত্তি কতক সময়ের জন্য বাহিরে প্রকাশ হইতে পারে না বটে, কিন্তু মূল বৃত্তিসমূহের কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। **শিক্ষকের আত্মসংযম, ধৈর্য্য, যত্ন ও বুদ্ধির অভাব হেতু শারীরিক দণ্ডবিধান আবশ্যক হয়।** ইউরোপে ও অমেরিকার অনেক বিদ্যালয় হইতে শারীরিক দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপেও এই ব্যবস্থা খুব প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিশু-চরিত্র ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ শারীরিক দণ্ডবিধান ইউরোপের অনেক বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখনও ইউরোপের বহু পশ্চাতে রহিয়াছি। কেবল শারীরিক দণ্ডবিধান উঠাইয়া দিলেই বালকের চরিত্র গঠন হইবে না। শারীরিক দণ্ডবিধান উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগের চরিত্র-গঠনোপযোগী কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, আমাদের অধিকাংশ গৃহে ও বিদ্যালয়ে এইরূপ কাজের ব্যবস্থা নাই। কথায় বলে, মন কাজে ব্যাপৃত না থাকিলে উহা শয়তানের বাসস্থান হয়। কিন্তু কাজের ব্যবস্থা না করিয়া (১৯১, ২০৩—০৪ পৃঃ) কেবল শারীরিক দণ্ড প্রয়োগ করিয়াই অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ের শাসন সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করেন।

শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ত্রিবিধ নিয়ে উহার বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) প্রথমতঃ ইহা **সংশোধক**। দোষী বালককে শাস্তি প্রদান করিয়া সংশোধন করা হয়। ইহাই শাস্তিপ্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার কোন ক্রটী থাকিলে তাহাও সংশোধন করা আবশ্যক (২) দ্বিতীয়তঃ ইহা **নিবারক**। কোন বালক অপরাধ করিলে অপর বালকগণ তাহার অনুকরণ করিয়া যাহাতে পুনরায় উক্ত অপরাধ করিতে সমর্থ না হয়, তজ্জন্য দোষী বালককে শাস্তি প্রদান করিতে হয়। এইরূপ শাস্তির পরিমাণ অনেক সময় অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। (৩) তৃতীয়তঃ ইহা **প্রতিশোধাত্মক**। দোষী ব্যক্তি নিজে যেন অপরাধের ফল ভোগ করিয়া ইহার গুরুত্ব বুঝিতে সমর্থ হয় তজ্জন্য শাস্তিপ্রদান করা হইয়া থাকে।

শাস্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য।

শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য দোষীকে সংশোধন করা। কিন্তু বিদ্যালয়ে বালকদিগকে লইয়া একটী সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার জন্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিতে হয়। শিক্ষক কথন কথন প্রতিশোধাত্মক শাস্তিপ্রদানও করিয়া থাকেন। কোন বালক বিদ্যালয়ের নিয়ম ভগ্ন করিলে, শাস্তিপ্রয়োগ করিয়া শিক্ষক বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীসমূহের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুতরাং শিক্ষক শাস্তিদানের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই উহা প্রয়োগ করেন।

যে পরিমাণ শাস্তিপ্রদান একান্ত আবশ্যক, তদতিরিক্ত শাস্তিপ্রদান করা অনুচিত। কোন বালককে অল্পকারণে বা অত্যধিক পরিমাণে শাস্তি প্রয়োগ করিলে উক্ত বালকের প্রতি শ্রেণীর অন্যান্য বালক সহানুভূতি প্রকাশ করে, ইহাতে শাস্তিপ্রয়োগের উদ্দেশ্য বিফল হয়। যাহাতে শিক্ষক

শাস্তির পরিমাণ ও শাস্তিপ্রদানের নিয়ম।

নিজে শ্রেণীর সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন তৎপ্রতি তিনি যত্ন লইবেন। শিক্ষক যদি ভুলক্রমে কোন বালককে শাস্তিপ্রদান করেন তবে উহা স্বীকার করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিবেন না। শাস্তিপ্রদানের সময় শিক্ষক ইহা স্মরণ রাখিবেন যে কেবল শাস্তিপ্রয়োগদ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। চরিত্রগঠনের জন্য বালকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইবে। শাস্তির পরিমাণ ও প্রকারভেদ বালকের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্থির করিতে হইবে। একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির বালকের জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তিপ্রদান করা আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ শাস্তিপ্রয়োগ করিলে, ঈপ্সিত ফললাভের জন্য শাস্তির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। সকলেই জানেন যাঁহারা স্বাস্থ্যের জন্য সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করেন তাঁহারা স্বাস্থ্যলাভ করিতে অসমর্থ।

বিভিন্নপ্রকার শাস্তিবিধান

বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার শাস্তিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহাদের বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

সামান্য অপরাধের জন্য তিরস্কারদ্বারাই ফল পাওয়া যায়। তিরস্কার মৃদুও হইতে পারে তীব্রও হইতে পারে। অনেক সময় মৃদু তিরস্কারই যথেষ্ট, বালকের প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিলেই সে সতর্ক হয়, বালক অন্যমনস্ক হইলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই বালক সতর্ক হয়।

(১) তিরস্কার।

কোন কোন সময় তীব্র তিরস্কারবাক্য ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ গোপনে তিরস্কার করাই ভাল ; ইহাতে বালকের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে। তীব্র উপহাস বা বিদ্রূপ-বাক্য শিক্ষকের ব্যবহার করা অনুচিত।

ইহাতে শিষ্টাচারের অভাব লক্ষিত হয়, বালকগণও শিক্ষকের বিদ্রূপ-বাক্য অনুকরণ করে এবং শিক্ষকের প্রতি বালকের ভক্তি হ্রাস পায়। বালকের দোষ সর্ব্বদা প্রদর্শন করা অনুচিত। সহানুভূতিসূচক বাক্যদ্বারা শিক্ষক যথেষ্ট ফল পাইবেন, কারণ শিক্ষকের প্রশংসা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বালকের প্রবল।

(২) লজ্জা।

লজ্জার ভাব উদ্রেক করিয়া কোন কোন বালকের দোষ সংশোধন করা যায়। বালকের মাথায় গাধার টুপি ব্যবহার, বেঞ্চের উপরে দাঁড়ান হাঁটু গাড়িয়া বসা, এক পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়ান ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তিদানের প্রথা বিদ্যালয়ে এখনও প্রচলিত আছে। ইহাতে বালকের আত্মাভিমান নষ্ট হয় এবং তাহার লজ্জার ভাব দূর হইয়া যায়। এই প্রথাসমূহ শারীরিক দণ্ডবিধানের অন্তর্গত; শারীরিক দণ্ডবিধানের অনিষ্টকর ফলসমূহ উহাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুখের বিষয় এইরূপ শাস্তিপ্রদান বিদ্যালয় হইতে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

(৩) বঞ্চিতকরণ।

বালক অপরাধ করিলে বিদ্যালয়ের কোন সম্মানসূচক (যথা কাপ্তান, সম্পাদক, সভ্য) পদ হইতে কতক সময়ের জন্য তাহাকে বঞ্চিত করা হয়। কখনও বালককে খেলা হইতে বঞ্চিত করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়, কখনও অর্জ্জিত নম্বরের কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া বালককে শাস্তি প্রদান করা হয়।

পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া শাস্তিবিধান করাই প্রশস্ত, যে কোন ছেলের অন্যায় আচরণ দেখিয়া পিতা বলিতে পারেন "আমি ভাবিয়াছিলাম তোমাকে অমুক জিনিষ পুরস্কার দিব, তুমি আজ এই অন্যায়কাজ করিয়াছ, তাই তোমাকে উহা দেওয়া হইবে না।"

"আমি তোমাকে নিয়া আজ নদীর ধারে বেড়াইতে যাইব না।"

,, ,, ,, ,, মেলাতে ,, ,,

,, ,, ,, ,, উৎসবে, মন্দিরে ,, ,,

,, ,, ,, সন্দেশ, আম, কমলা, ইত্যাদি দিব না, অন্যান্য বালককে দিব।

,, ,, ,, ছবির বই দিব না।

,, ,, ,, তোমার সহিত কথা বলিব না; তোমার জলখাবার পয়সা জরিমানা করিব।

বালক কোন জিনিষের অপব্যবহার করিলে, উহা হইতে বালককে বঞ্চিত করিতে হয়, সে যদি অসতর্কতাবশতঃ ভাঙ্গে বা হারাইয়া ফেলে, তবে উহা তাহাকে পুনরায় না দিয়া, উহার অভাবের ফল বালককে ভোগ করিতে দিতে হয়।

বালক অপরের জিনিষ ভাঙ্গিলে কি হারাইয়া ফেলিলে, নিজের জলখাবার পয়সা দিয়া উহা ক্রয় করিয়া দিবে বা তাহার নিজের কোন ভাল জিনিষ দিয়া উহার অভাব পূর্ণ করিয়া দিবে। সে যদি ঘর অপরিষ্কার করে তবে তাহাদ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে হইবে।

অন্যায় কাজের জন্য বালককে অনুতপ্ত হইতে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিতে হয়; এবং পুনরায় উহা করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতে হয়। কঠোর ভদ্রসমাজবিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া বালককে শাসন করিবেন না। বালকের দৈবাৎ অনিচ্ছাবশতঃ কৃত মন্দকাজের জন্য তাহাকে শাস্তিদান করা অকর্ত্তব্য।

বালকের কাজের জন্য বালক যখন স্বাভাবিক নিয়মে কষ্ট পায় তখন তাহাকে শাস্তিদান করা অকর্ত্তব্য; যেমন, পড়িয়া ব্যথা পাইলে, বা কোন স্থান কাটিয়া গেলে তাহাকে তিরস্কার করা অনাবশ্যক ও নির্দ্দয়।

এই শাস্তি বঞ্চিতকরণের অন্তর্গত। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বালককে আটক করিয়া শাস্তিদানের ব্যবস্থা অনেক বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু অনেকস্থলে আটক করিয়া শিক্ষক বালকের কোন তত্ত্বাবধান করেন না। ইহাতে শাস্তিদানের কোন ফল পাওয়া যায় না। প্রতিদিন বালকদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন শিক্ষককে আটক না রাখিয়া, সপ্তাহে একদিন—শনিবার—ইহার জন্য ধার্য্য করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রতি সপ্তাহে একজন শিক্ষকের কিছু সময় অতিরিক্ত খাটিতে হয়। শনিবার দিবস সাধারণতঃ ১২ ঘটিকার সময় ছুটি হয়। যে সকল বালক অনেক হাটিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, তাহারাও এই শাস্ত গ্রহণ করিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহে ফিরিতে সমর্থ হয়। শিক্ষক বালকের নাম, অপরাধের বিবরণ, শাস্তিদানের প্রকারভেদ ও তারিখ শাস্তিদানের পুস্তকে লিখিবেন। প্রধান শিক্ষক উক্ত বালককে ডাকিয়া শাস্তিগ্রহণের তারিখ জানাইয়া দিবেন; এইরূপে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক অপরাধী বালককে শাস্তিগ্রহণের তারিখ জানাইয়া রাখিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট শনিবারে শিক্ষকের নিকট শাস্তিদানের বহির প্রতিপত্রিকা (Counterfoil) পাঠাইতে হইবে। শিক্ষক ছুটীর পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দেখিবেন সকল অপরাধী বালক উপস্থিত হইয়াছে কি না। সকল বালকই যাহাতে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করে, সেই ব্যবস্থা শিক্ষক করিবেন। যাহারা শ্রেণীতে পুনঃ পুনঃ কথা বলিয়া গোলযোগ করিয়াছে তাহাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে আদেশ দিতে হয়। কোন কোন বালককে অভিধান হইতে শব্দার্থ লিখিতে আদেশ করা হয়, বালক পাঠাভ্যাস করিতে অবহেলা করিলে তাহাকে উক্ত পাঠ্যাভাস করিতে আদেশ করা হয়। বালককে কয়েদ রাখিয়া কোন শব্দ বা বাক্য ৫০।১০০ বার লিখিতে আদেশ করিলে,

(৩) আটক করা বা কয়েদ রাখা

বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। উক্ত কার্য্যে বালকের মনোযোগ থাকে না; শীঘ্র লেখা শেষ করিবার জন্য বালক ব্যস্ত থাকে, সুতরাং তাহার লেখাগুলিও কুৎসিত হয়। শিক্ষকের মন্তব্যসহ প্রতিপত্রিকাগুলি প্রধান-শিক্ষকের নিকট ফেরৎ দিতে হইবে। ৩০।৪০ মিনিটের অধিক সময় কোন বালককে কয়েদ রাখা অনুচিত। কারণ ইহা বিরক্তিকর শাস্তি।

(৪) অর্থদণ্ড বা জরিমানা।

বালক অনুপস্থিত থাকিলে, বেতন দিতে বিলম্ব করিলে বা কোন গুরুতর অপরাধ করিলে বালকের অর্থদণ্ড করা হয়। অর্থদণ্ড করিলে সাধারণতঃ বালকের পিতার উহা দিতে হয়, সুতরাং বালকের অপরাধের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু বালক অনেক সময় মাতার নিকট হইতে গোপনে ইহা আদায় করে; কখনও বা চুরি করে সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষকের সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ইহার অনিষ্টকর ফল পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (২২০—২২১ পৃষ্ঠা দেখুন)। আদর্শ বিদ্যালয়ে শারীরিক দণ্ডের আবশ্যকতা নাই, অন্য প্রকার শাস্তি-প্রদানও আবশ্যক হয় না।

(৬) শারীরিক দণ্ডবিধান।

আদর্শ হইতে যে বিদ্যালয় যত অধিক দূরে নামিয়াছে শিক্ষক সেই বিদ্যালয়ে শাস্তিদানের তত অধিক আবশ্যকতা বোধ করেন। শাস্তিদানের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া বিদ্যালয়ে সুশাসনের অভাব কতদূর ঘটিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। শারীরিক দণ্ডের অপর একটী দোষ এই যে, ইহা প্রয়োগ করিলে সাময়িক ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়; সুতরাং অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ শিক্ষক বেত্রাঘাতের অব্যর্থ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া বেত্রের প্রতি আসক্ত হন। এই কারণে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ শিক্ষকের প্রতি শারীরিক দণ্ডের ভার অর্পণ করিতে হয়। উত্তেজিত হইয়া ক্রোধের

সময় শারীরিক দণ্ড প্রয়োগ করিবেন না। বালক যখন অপ্রকৃতিস্থ থাকে তখনও ইহা প্রয়োগ করিতে হয় না; সাধারণতঃ ইহা গোপনে প্রয়োগ করিতে হয়।

(৭) বহিষ্করণ। যে বালককে কোন উপায়ে সংশোধন করা যায় না এবং যে বালক বিদ্যালয়ে থাকিলে বিদ্যালয়ের শাসন রক্ষা করা কঠিন, সেই বালককে বিদ্যালয় হইতে দূর করিয়া দিতে হয়। অবশ্য ইহা সর্ব্বশেষ ব্যবস্থা।

পুরস্কার বিতরণ ও চরিত্রগঠন।

কেহ কেহ পুরস্কার বিতরণের বিরোধী। তাঁহারা মনে করেন বালক যখন পুরস্কার লাভের জন্য কোন কার্য্য করে, তখন উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য বালকের কোন স্বাধীনতা থাকে না; এবং উক্ত কাজের প্রতি বালকের স্বাভাবিক অনুরাগ নাই। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন বালকের নৈতিক বিচারবুদ্ধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে নাই, ইহা সময়সাপেক্ষ। খেলাতে বালকের স্বাভাবিক অনুরাগ রহিয়াছে, কিন্তু বালকের প্রত্যেকটী কার্য্য খেলাতে পরিণত করা সাধারণতঃ সম্ভবপর নহে। ফ্রোবেল ও ডাঃ মন্টেসোরি খেলার সাহায্যেই শিশুদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা শাস্তিদান ও পুরস্কার-বিতরণ ব্যতীত শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা অনেক শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বালকের সহজ প্রবৃত্তিসমূহ লক্ষ্য করিয়া কাজের ব্যবস্থা করিলে বালক উহাতে অনুরাগ প্রকাশ করিবে; পুরস্কার বিতরণের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু এইরূপ অভিজ্ঞ ও আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যা বিরল। অতএব বিদ্যালয়ের পাঠ-শিক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যে বালককে উৎসাহিত করিবার জন্য শিক্ষক পুরস্কার বিতরণ আবশ্যক মনে করেন। ইহার সাহায্যে বালক

সহজে শিক্ষকের বশীভূত হয়; শিক্ষকের প্রশংসালাভের জন্য বালক আগ্রহ প্রকাশ করে, সুতরাং বালকের অভ্যাসগঠন সহজ হয়। কিন্তু ইহাতে বালকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি বিকৃত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে শিক্ষক তৎপ্রতি সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

পুরস্কার বিতরণ করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়?

পুরস্কার বিতরণদ্বারা কিরূপে বালকের চরিত্রগঠন করা যাইতে পারে তৎপ্রতি শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হয়; নতুবা বালকের যথেষ্ট অপকার হইতে পারে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

(১) কোন একটী বিশেষ কার্য্যের জন্য পুরস্কার প্রদান না করিয়া **বালকের অধ্যবসায় ও ক্রমাগত চেষ্টার জন্য** পুরস্কার প্রদান করা কর্ত্তব্য। পুরস্কারের লোভে কোন কাজ বালক একবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বালকের অভ্যাস গঠিত হয় না।

(২) পুরস্কারের **সংখ্যা খুব অল্প হওয়া আবশ্যক**। পুরস্কারের সংখ্যা অধিক হইলে, পুরস্কার লাভের জন্য বালক যথেষ্ট চেষ্টা করে না। বিশেষ যত্ন ও পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(৩) বালকের **স্বাভাবিক প্রতিভার জন্য পুরস্কার বিতরণ অনুচিত**। একটী বুদ্ধিমান্ বালক ও অপরটী হীনবুদ্ধি বালক কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য যদি তাহাদের সাধ্যানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করে, তবে বুদ্ধিমান বালককে পুরস্কার প্রদান করিয়া হীনবুদ্ধি বালককে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করা অনুচিত। এই নীতি অনুসরণ করিলে হীনবুদ্ধি বালকেরাও যত্ন ও চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হয়।

(৪) নিতান্ত **অল্প মূল্যের দ্রব্য** পুরস্কারের জন্য বিতরণ করা আবশ্যক। পুরস্কারস্বরূপ একটী পেন্সিল, একটী ফিতা বা প্রশংসাসূচক কার্ড পাইলেই বালক বালিকারা আনন্দ প্রকাশ করে। মূল্যবান্ দ্রব্য প্রদান করিলে, উহারা দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মূল্যের তুলনা করিয়া পুরস্কারের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করে।

এইরূপ পুরস্কার দ্বারা মূল্যের প্রতি বালকের লোভ জন্মে।

(২) মূল্যবান্ বস্তু বিতরণ।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পুরস্কারের জন্য বিতরণ করা যায় ;—আম, কুল, পে ইত্যাদি ফল, নানাবিধ খেলানা (বাঁশি, পুতুল ইত্যাদি); ছবির বই, রবারের বল, চাকু, কাঁচি, মার্ব্বেল, লাঠিম, চুম্বক লৌহ, সামুদ্রিক কড়ি, শঙ্খ, ছাতা, দোয়াত, ছড়ি, পাখীর খাঁচা, পেন্সিল, কলম, মাপকাঠি, ফুটরুল, মাপিবার স্কেল, লণ্ঠন, ফুলদানি, ম্যাজিক লণ্ঠন, নোট বহি, আয়না, চিরুণি, ফিতা, ঘুড়ি, ছোট বাক্স, রঙ্গীন কাচের মালা, ফুলের তোড়া, সাবান, পাখা, গল্পের বই ইত্যাদি।

পুরস্কার বিতরণের দিবস অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার সুযোগ পান। ইহাতে গৃহ ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার বিতরণ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ নানাপ্রকার পুরস্কার বিতরণ করেন।

(১) প্রশংসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার। ইহাতে বালক কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহিত হয়। গুরুজনকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বালকের স্বাভাবিক

প্রশংসা

প্রবৃত্তি রহিয়াছে; সুতরাং এই সহজ প্রবৃত্তির সাহায্যে বালকদের চরিত্রগঠন করা সহজ কিন্তু শিক্ষক যদি সামান্য সামান্য কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা বালকদিগকে

প্রশংসা করেন, তবে প্রশংসালাভের জন্য বালকের চেষ্টা থাকে না।

বালকের প্রতিযোগিতা বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণীর স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

(২) শ্রেণীতে স্থান পরিবর্ত্তন।

যাহারা ক্রমাগত সদভ্যাস গঠনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের কতগুলি বিশেষ অধিকার—কাপ্তান (captain) ছাত্র-শিক্ষক (monitor), গ্রন্থরক্ষক (librarian) ইত্যাদি পদ প্রদান করিয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। ইহা বতীত বালকদিগের সদনুষ্ঠান, নিয়মিত উপস্থিতি ইত্যাদির জন্য নম্বর বা প্রশংসাসূচক কার্ড পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ শেষোক্ত কার্য্যের জন্য পুরস্কার বিতরণের বিরোধী।

(৫) বিশেষ অধিকার প্রধান

বয়সভেদে শিশু প্রকৃতি

সুচারুরূপে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের শিশুপ্রকৃতি জানা আবশ্যক। পণ্ডিতগণ বহু শিশু ও বালক পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের বিভিন্ন বয়সের কতকগুলি সাধারণ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন; উহা নিম্নে বিবৃত করা গেল। অবশ্য সকল বালকেরই যে নির্দ্দিষ্ট বয়সে এই গুণগুলি প্রকাশ পাইবে, তাহা নহে, কাহারও কিছু পূর্ব্বে কাহারও বা বিলম্বে উক্তগুণগুলি প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সুস্থ বালকের যে বয়সে যে গুণ প্রকাশ পায় তাহার বর্ণনাই এ স্থলে করা হইল; ইহার সাহায্যে শিক্ষক বুঝিতে পারিবেন যে শিশুর গুণসমূহ স্বাভাবিক বয়সে প্রকাশ পাইতেছে কিম্বা অতিশীঘ্র বা অতিবিলম্বে বিকশিত হইতেছে।

এই বয়সে শিশু চারিদিগের বস্তু হইতে নিজকে পৃথক বোধ করিতে

শিখে ও ভাষা শিক্ষা করিয়া অপরের মনের ভাব জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রায় সকল কাজই সে ঝোঁকের মাথায় করে, তাহার কাজে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় না; সে এখনও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সংযত হইতে শিখে নাই।

শৈশবাবস্থায় (দুই বৎসর পর্য্যন্ত)।

এই বয়সে বালক আপনাতে মত্ত থাকে, সে খেলা ভালবাসে। ছুটাছুটি ও খেলা করিয়া সে নিজের সঞ্চিত শক্তি ব্যয় করে; যে-কোন একটী খেলানা পাইলে সে উহা নিয়া খেলা করিতে থাকে। সে একাকী খেলিতেই ভালবাসে কিন্তু নিজের শক্তি প্রকাশ করিবার সুবিধা হয় বলিয়া সে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করে। মাংসপেশীসমূহের চালনা এখনও নিয়মিত হয় নাই, সূক্ষ্মকার্য্য করিতে পেশীসমূহের যে চালনা আবশ্যক তাহা সে এই বয়সে শিক্ষা করিতে পারে নাই; তাহার পেশীসমূহের চালনা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এইজন্য বালক অক্ষরগুলি বড় করিয়া লিখে, ক্ষুদ্র অক্ষর লিখিতে তাহার কষ্ট হয়। আত্মচেষ্টা বা কর্ম্মতৎপরতাতে বাস্তবিক তাহার অনুরাগ দেখা যায়, কিন্তু এই আত্মচেষ্টার গণ্ডীর ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে, সেই বস্তুর প্রতিও বালক অনুরাগ প্রকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার জানিবার ইচ্ছা বা কৌতূহল জন্মে। এখন সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। এই প্রশ্নগুলিতে প্রথমতঃ বুদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, যে কোন উত্তর দিলেই চলে, বাস্তবিক বালক উত্তরের জন্য ব্যস্ত নহে। বাহ্য-বস্তুর উদ্দীপনাতে সে প্রশ্ন করিতে থাকে, পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্ন করে, উত্তরের জন্য তাহার বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না। এটা কি ? "কে করিয়াছে ?" ইত্যাদি প্রশ্ন তাহার মুখে লাগিয়াই থাকে।

প্রথম বাল্যাবস্থা (২—৭ বৎসর বয়স)

বালক ক্রমশঃ প্রথম বাল্যাবস্থা হইতে শেষ বাল্যাবস্থায় উপস্থিত হয়, এই পরিবর্ত্তনকালে বালকের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা এখানে দেওয়া গেল। এই সময় বালক যে সকল বস্তুর সংঘর্ষে আসে, সে তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে চায়; বালকের প্রশ্নের ভিতর এখন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা চলে, সে আত্মচেষ্টার সহিত বস্তুসমূহের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়। সে যাহা দেখে শুনে বা স্পর্শ করে তাহা কোন কাজে লাগিবে কিনা বালক উহা জানিতে চায়। সে গল্প শুনিতে ভালবাসে এবং আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিলে সে উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। গল্পের প্রতি স্তরে যে একটী পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া বালক উহতে আকৃষ্ট হয়। এখন শুধু খেলাতে মত্ত না থাকিয়া সে কাজ করিতে চায়। বালকের এই কাজ করিবার ইচ্ছা শিক্ষকের পূর্ণ করা আবশ্যক; এই ইচ্ছা সহজে কমিয়া যাইতে পারে, কোন গৃহে ইহা মোটেই বৃদ্ধি পায় না; তাহার শক্তি কেবল খেলা ও আমোদে নষ্ট হয়। এইরূপে বর্দ্ধিত:যুবক কাজের লোক হইতে পারে না।

প্রথম বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তন

অপরদিকে বালক যদি বাল্যাবস্থায় যুবকের কাজ করিতে অভ্যস্ত হয়, তবে তাহার অনুরাগের বিষয়গুলি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে; উহার ফলে বালকের জীবনের মূল্য ও আনন্দ হ্রাস পায়। অনেক গরীব ছেলেমেয়ের অল্প বয়সে যুবাদের কাজ করিতে হয়। কাজে আগ্রহ না থাকিলেও শক্তিতে না কুলাইলেও বাধ্য হইয়া তাহাদের এই কাজগুলি সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের জীবন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, হৃদয়ের উদারতা, উৎকর্ষ ও শক্তিসমূহের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না।

খেলাতে বালকের আত্মচেষ্টার সহিত একটা উদ্দেশ্য থাকে; বালকেরা

দলবদ্ধ হইয়া খেলা করে এবং মাঝে মাঝে খেলা অভিনয়ে পরিণত হয়। অভিনয়ের ভাবটী বালকের ভিতর হইতে আসা দরকার শুধু নকল করিয়া আনন্দ লাভ করা যায় না। খেলিবার সময় ছোটরা বড়দের অনুকরণ করে এবং কল্পনাবলে অপ্রকৃত বস্তুকে বালক প্র ৃ বলিয়া বিশ্বাস করে। এই বয়সে বালকের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন বিষয় সে চিরকাল স্মরণ রাখিতে পারে। নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, বালক এখন ঝোকের তাড়নায় সব কাজ করে না; গুরুজনকে সন্মান করিতে শিখে ও তাঁহাদের আদেশ পালনে যত্নবান হয়, বালক ক্রোধ ও লোভ রিপুদ্বয়কে কিছু সংযত করিতে পারে।

৬।৭ বৎসরের ভিতর বালকের দৈহিক বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে তাহার মানসিক শক্তির বিকাশ হয় না। এই বয়সে দেহের দৈর্ঘ্য প্রতিবর্ষে গড়ে দুই ইঞ্চি পরিমাণ এবং মস্তিষ্ক প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ বৃদ্ধি পায়। পুরাতন দাঁত পড়িয়া নূতন দাঁত উঠিতে থাকে। বালক এখন শুধু কাজ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া বস্তু-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে। সে এখন কর্ম্মতৎপর, কিন্তু তাহার কর্ম্মের পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্য থাকে; সে তাহার কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে। অপরের কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া সে এখন কর্ম্মকুশলতা বা নিপুণতা (skill) লাভ করিতে চেষ্টা করে। সফলতা লাভে যে নিপুণতা আবশ্যক তাহা উপলব্ধি করিয়া বালক অপরের কার্য্য অনুকরণ করে এবং ক্রমশঃ নিপুণ হয়; অপরে যাহাতে সফলতা লাভ করিয়াছে বালকও তাহাতে সফলতা লাভ করিতে চায়। নিপুণতা শিক্ষাদ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্যে তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। বস্তুর

মধ্যম বাল্যাবস্থা (৭—১০ বৎসর)।

সাহায্যে কিছু-একটা করিবার জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে এবং কাজটী সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না। বালক এইরূপে দ্রব্যের ব্যবহার শিখে ও তাহার শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি পায়। অনেকগুলি বস্তুর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া সে এখন একটী বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে সমর্থ। এইরূপে তাহার চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে। কোন একটী বস্তু তাহার নিকট উপস্থিত করিলে বালক উহা তাহার পূর্ব্বপরিচিত অপর বস্তুর সহিত তুলনা করে। এই সময় স্মৃতিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হয়; যাহা সে মুখস্থ করে প্রায়ই তাহা ভুলে না বহু দ্রব্যের সহিত পরিচিত হওয়াতে বালক এখন উহাদের চিত্র দেখিয়া বস্তুগুলি, চিনিতে পারে; সুতরাং এই বয়সে চিত্র দেখাইয়া ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। সে এখনও গল্প শুনিতে অনুরাগ প্রকাশ করে, কিন্তু গল্পটি সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার করিয়া স্থির করে; ইতিপূর্ব্বে বালক বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই। সে এখন খেলাতেও সফলতা লাভ করিতে চায়; প্রতিযোগিতামূলক খেলাতে তাহার অনুরাগ দেখা যায়; ঢিলছোড়া, দৌড়ান, লাফান ইত্যাদি খেলায় জয়ী হইতে চায়; নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিতে সে প্রায়ই কুণ্ঠিত; কোন একটা দোষপ্রশমক কারণ সর্ব্বদাই দেখায়।

বিদ্যালয়েও এই প্রতিযোগিতা দেখা যায়; শিক্ষক এই বৃত্তির সাহায্যে বালকের উন্নতিসাধন করিতে পারেন। সে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংযত, শুধু ঝোঁকের মাথায় কাজ করে না। বিদ্যালয়ে সে এখন একাকী যাইতে পারে এবং রাস্তায় আত্মরক্ষা করিতেও পারে। এই বয়সে বালক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে এবং গুরুজনের আদেশ অন্ধের ন্যায় পালন করিতে চায় না। কোন নৈতিক গুণের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া বালক গুণবান্ ব্যক্তি বা বীরের প্রতি অনুরক্ত হয়।

এই বয়সে বালকের গঠন ও সংগ্রহ-বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। বালক

টিকেট, প্রজাপতি, পাখীর ডিম ও পালক ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

শেষ বাল্যাবস্থা
(১২—১৪ বৎসর)

ইতিপূর্ব্বে বালক বিবিধ জিনিষ সংগ্রহ করিয়া একত্র করিত, এখন সে নিজের প্রয়োজনমত দ্রব্য সংগ্রহ করে ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া রাখিতে শিখে, বালক এই বয়সে কাগজ কাটিয়া জ্যামিতিক ক্ষেত্র ইত্যাদি গঠন করিতে শিখে,এই সময়ে বালক হইতে বালিকার দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত, ১২ বৎসরের পর ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালক হইতে বালিকার উচ্চতা ও ওজন অধিক। ব্যায়ামের সাহায্যে তাহাদের মাংসপেশী বৃদ্ধি পায়, পরিচিত বস্তুর চিত্র, নক্সা বা আদর্শ দেখিয়া সে এখন বস্তুর যথার্থ বর্ণনা করিতে সমর্থ। পঠনের সঙ্গে সঙ্গে বালক উহার মর্ম্ম চিন্তা করিতে পারে এবং সংখ্যাগণনা, নামতা ইত্যাদি সংখ্যাবিষয়ক ধারণা সুস্পষ্ট হয়; এখন সে বস্তু না দেখিয়া শুধু উহার চিহ্ন বা চিত্র দেখিয়া উক্ত বস্তুসম্বন্ধে চিন্তা করিতে সমর্থ। বালক এই সময় হেয়ালী শুনিতে ও সমাধান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, বালক এখন দলবদ্ধ হইয়া খেলা করে ও সহযোগিতা অবলম্বন করিতে শিখে। পূর্ব্বে বালক নিজে জয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষায় খেলিত, এখন বালক স্বীয় দলের জয় আকাঙ্ক্ষা করে; নিজের বাহাদুরী প্রদর্শন করিতে গেলে যদি দলের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সে নিজকে সংযত করিয়া দলের মঙ্গল সাধন করে। এই বয়সে বালক দলবদ্ধ হইয়া ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি গঠন করে। সহযোগিতার ফলে অপরের মনের ভাব বুঝিবার ক্ষমতা ও সহানুভূতি তাহার বৃদ্ধি পায়; সর্ব্বদা দলের কাজ দেখিয়া কোন্ কাজ ভাল এবং কোন্টা মন্দ সে তাহা বিচার করিতে শিখে; এইরূপে সে নৈতিক বিষয় শিক্ষা করে। বালক এই বয়সে পিতামাতার আদেশ অপেক্ষা শাস্ত্রের বিধি এবং দলের বা সামাজিক নিয়মের প্রতি অধিক বিশ্বাস স্থাপন করে।

প্রায় ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকের দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত চলিতে থাকে, এই বয়সে রোগ সহজে আক্রমণ করে না। চৌদ্দ বৎসর বয়সে মৃত্যুর হার খুব কম, বালকের মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পায় সে এখন সূক্ষ্ম চিন্তা করিতে সমর্থ এবং তাহার স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার কামলক্ষণ প্রকাশ পায় ও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক তাহাকে শাসন করা আবশ্যক; নতুবা তাহার ঘোর অনিষ্ট হইতে পারে। এই অবস্থায়, হয় সে সর্ব্বদা বিষণ্ণ বা চিন্তামগ্ন থাকে নতুবা সকল শাসনের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে; আমাদের শাস্ত্রেও লেখা রহিয়াছে যে ষোড়শ বৎসর বয়সে পুত্রের প্রতি মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। সর্ব্বদা আদেশ না দিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে উপদেশ দান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা আবশ্যক। এই সময়ে মনে অনেক আশাভরসা ও উৎসাহ জন্মে, সামাজিক বন্ধন ও ভাবের তরঙ্গ বৃদ্ধি পায়। বালককে শুধু পুস্তক হইতে জ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত না রাখিয়া শিক্ষক তাহার জন্য কাজের ব্যবস্থা করিবেন। ব্যায়াম, দলবদ্ধ হইয়া খেলা, হস্তশিল্প, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের কার্য্য ইত্যাদি শিক্ষা করিবার ইহাই প্রকৃত সময়। বালক এই বয়সে ভালমন্দ বিচার করিয়া ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া চরিত্রবান্ হইতে পারে।

যৌবনাবস্থা
(১৪—১৮ বৎসর)

বিভিন্ন প্রকৃতির শিশু

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি বালকদের ব্যক্তিগত পার্থক্য রহিয়াছে। কোন শিশুর কথাবার্ত্তা শুনিলে বা কাজ কর্ম্ম দেখিলে মনে আনন্দ হয়। আবার কোন শিশু নিতান্ত একগুঁয়ে, কেহ বা স্বার্থপর; কেহ ক্রোধপরায়ণ, কেহ বা কল্পনাপ্রিয় ও অলস। বিভিন্ন প্রকৃতির

শিশুদিগকেও মোটামুটি কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ পূর্ণতার দাবী করিতে পারে না।

শ্রেণী-বিভাগ

শিক্ষা ও বংশানুগতির প্রভাবে কোন কোন শিশু এক শ্রেণীর সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য শ্রেণীতে চলিয়া যায়; তথাপি বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুচরিত্রে কতকগুলি গুণ সুস্পষ্ট। শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের উহা জানা আবশ্যক। মোটামুটি শিশুদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যয়ে।

১। যাহাদের ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্প প্রবল। ইহাদের দুইটী শাখা আছে।

(ক) একদল যাহারা প্রভুত্ব করিতে অর্থাৎ অপরকে চালাইবার জন্য ব্যস্ত; আলাউদ্দীন, আকবর, আওরঙ্গজীব, শিবাজী, নেপোলিয়ান গ্লাড্‌ষ্টোন ইত্যাদির চরিত্রে আমরা এই শ্রেণীর ইচ্ছাশক্তি দেখিতে পাই। কোন কোন বালক নিজের ইচ্ছামত চলে, কিন্তু অপরকে নিজের অধীন রাখিয়া চালাইতে চায়। ইহারা শৈশবে কলহপ্রিয় ছিল এবং কিছুই আপোষে নিষ্পত্তি করিতে দেয় নাই। এক শ্রেণীর বালককে যাহা বলা যায় সে তাহার বিপরীত কাজ করে; ইহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(খ) আর একদল লোক আছে যাহারা প্রভুত্বের জন্য তত ব্যস্ত নয়, স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যত ব্যস্ত। বাধা-বিপত্তির প্রতি তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহারা স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে সহজে ভ্রষ্ট হয় না, ইহাদের অধ্যবসায় যথেষ্ট। স্যার জগদীশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, নিউটন, ডারুইন ইত্যাদি ব্যক্তিগণের চরিত্রে এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব দেখিতে পাই। কোন কোন বালক পুরস্কার লাভ করিবার জন্য ধৈর্যের সহিত পাঠ অভ্যাস করে এইজন্য সে খেলা ও সুখভোগ ত্যাগ করে। কিরূপে সে স্বীয় সঙ্কল্প সাধন করিবে, সেই চিন্তায় ও কাজে বালক ব্যস্ত থাকে।

তাহার উদ্দেশ্য সাধনে—পাঠে—ব্যাঘাত না জন্মাইলে সে কখনও ঝগড়া করে না, অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতেও চায় না। এই বালকের ইচ্ছাশক্তি শেষোক্ত শাখার অন্তর্গত। এই প্রকৃতির বালককে পরিচালন করা সহজ।

২। ভাব-প্রবণ বালক। এক শ্রেণীর বালক আছে যাহাদের হৃদয়ের ভাব প্রবল। ইহাদেরও দুইটী শাখা আছে।

(ক) প্রথম শাখার বালকগণ বিষণ্ণ ও স্বল্পভাষী। অভিমানী বালকবালিকাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা সহজেই হৃদয়ে আঘাত পায় এবং চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এই শ্রেণীর বালকবালিকার আত্মপ্রকাশের—হৃদয়ের দ্বার খুলিবার—সুবিধা জন্মাইতে না পারিলে, চরিত্রের বিকাশ হয় না। আত্মপ্রকাশের আনন্দ জন্মাইতে পারিলে মনের ভাব চাপিয়া রাখিবার ইচ্ছা দূর হয়, এবং ক্রমে ইহাদের চরিত্র বিকশিত হয়।

(খ) অপর শাখার বালকের চরিত্র আনন্দে পূর্ণ। ইহারা বেশ হাসিখুসী ও নানারূপ কৌতুক দেখাইয়া অপরকে হাসাইতে পারে। ইহারা দয়ালু, চতুর এবং ইহাদের মাথায় নিত্য নব ধারণার উদয় হয়। ইহাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি বেশ আছে। কিন্তু এই বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ের আবেগদ্বারা চালিত হয়। অধিকাংশ শিল্পীর চরিত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইলে এবং শৈশবে কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে এই শ্রেণীর বালকবালিকা, বড় হইয়া, কাজের লোক হইতে পারে না; শুধু কল্পনা করে।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর একদল বালক আছে, যাহাদের চিন্তা করিবার শক্তিটা প্রবল। শঙ্করাচার্য্য, কেশবচন্দ্র, হাক্সলি, স্পেনসার, ইত্যাদির চরিত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর অনেক বালকের ইচ্ছাশক্তিও প্রবল থাকে। ইহাদের হৃদয়ের ভাব নিতান্ত কম বা শুষ্ক হইলে, ইহারা

সূক্ষ্ম চিন্তাতেই মগ্ন থাকিয়া যায়; অপরের প্রতি ইহাদের সহানুভূতি দেখা যায় না। হাক্সলি যৌবনে পদার্পণ করিয়া প্রতিবৎসর কি জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, উহার একটা হিসাব করিতেন এবং যাহাতে যথাসময়ে কাজগুলি শেষ করিতে পারেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে একটা সময়-তালিকা প্রস্তুত করিতেন। কতকটা বংশানুগতির প্রভাবে এবং কতকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর চরিত্রের বিকাশ নির্ভর করে।

(৪) চতুর্থ শ্রেণীর একদল ছেলেমেয়ে আছে, যাহারা ইঙ্গিত করা মাত্রই সাড়া দেয়, আদেশ করা মাত্রই চট্‌পট্ কাজ করে, একটু ইতস্ততঃ করে না বা অলসতা দেখায় না। এই শ্রেণীর অনেক বালককে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে। ইহাদের অনেকের চিন্তাশক্তি বা হৃদয়ের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া সহজ, কারণ ইহারা সহজেই সাড়া দেয় ও শিক্ষকের আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু ইহাদের বিচারশক্তি ও নৈতিক জ্ঞান দৃঢ় করা আবশ্যক। সংসারে প্রবেশ করিয়া ইহারা অল্প বয়সে কাজ করিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু কাজে অটল থাকিতে পারে না। অসুবিধা বা প্রলোভনের সম্মুখে পড়িলেই মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। শৈশব হইতে যদি ইহাদিগকে আত্ম-সংযম শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে ইহাদের চরিত্র সুদৃঢ় হয়। অপরের আদেশ পালন করিতে ইহারা বেশ সমর্থ; কিন্তু ইহাদের নিজের বিচার-বুদ্ধি সুদৃঢ় হওয়া চাই। ভিতর হইতে মনের বল আসা দরকার। ভালমন্দ বিচার করিয়া ভাল কাজের জন্য তাহাদের একটা ঝোক থাকা আবশ্যক। অপরের ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া বালক যেন কলের পুতুলে পরিণত না হয়। তাহার স্বাধীন চিন্তা ও চরিত্রবল থাকা আবশ্যক।

৫। অপর এক শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে, যাহাকে আমরা সাধারণ

(অর্থাৎ চলন-সই) ছেলেমেয়ে বলি। ইহাদের কোন একটা শক্তির (জ্ঞান, ভাব বা ইচ্ছার) আধিক্য দেখা যায় না। কিন্তু মোটামুটি সব শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত। কোন শক্তির আধিক্য দেখিলে শিক্ষকের অধিক সতর্ক হইতে হয়; কিন্তু এই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দিতে তত সতর্কতার আবশ্যক হয় না। শিক্ষক ধীরে ধীরে ইহাদের আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিবেন।

৬। সাধারণ শ্রেণীর বালক অপেক্ষা কতকগুলি বালকের কোন কোন শক্তি দুর্ব্বল। ইহারা ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর বালকের নানাবিধ শাখা আছে; ইহাদের এক শাখার বালকের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অধিক। ইহারা চঞ্চল এবং অতি সহজেই ভীত হইয়া পড়ে। শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার প্রধান কারণ। শৈশব

(ক) স্নায়বিক দুর্ব্বল বালক।

হইতে ইহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। ইহাদের সম্মুখে যাহাতে কোন উত্তেজনার কারণ উপস্থিত না হয়, শিক্ষক তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ও ইহাদিগকে আত্মসংযম শিক্ষা দিবেন। সহানুভূতির সহিত ইহাদিগকে শাসন করিতে হয় এবং নিয়মিত সময়ে কাজ করিবার অভ্যাস গঠন করিতে হয়। ইহাদের বিশ্রাম ও ঘুমের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। বিবিধ জন্তু, বৃক্ষ ও পদার্থের প্রকৃতিবিষয়ে আলোচনা করিয়া ও গল্প বলিয়া এই শ্রেণীর বালকদিগকে ভয়ের কারণ হইতে দূরে রাখা যাইতে পারে এবং উহাদের দেহ ও মন সুদৃঢ় করা যায়।

অপর একদল ছেলে আছে, যাহারা কোন বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী রাখিতে পারে না; অতি ধীরে ধীরে ইহাদের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়;

(খ) উদাসীন বালক।

সদসৎ জ্ঞান থাকিলেও ইহারা সহজেই বিরুদ্ধ-বৃত্তিদ্বারা অপরদিকে পরিচালিত হয়। ইচ্ছাশক্তি ইহাদের দুর্ব্বল, যাহা ভাল, তাহা বুঝিতে পারিলেও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবার শক্তি ইহাদের খুব দুর্ব্বল। ইহারা দেখিতে বেশ শান্তশিষ্ট; কিন্তু ইহাদিগকে শিক্ষাদান করা সহজ নয়; শিক্ষকের যথেষ্ট ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আবশ্যক। ইহাদের মনোযোগ যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে, সেই শিক্ষা ইহাদিগকে ধীরে ধীরে দিতে হইবে। খেলায় বা সহজ সহজ কাজে নিযুক্ত করিয়া ইহাদের মনোযোগ স্থায়ী করা যাইতে পারে। কিন্তু দেখিতে হইবে, বালককে যে কাজে নিযুক্ত করা যায়, সেই কাজটী যেন সে ভালরূপে সম্পন্ন করে। ইহাদের উন্নতি অতি ধীরে হইতে থাকে, দ্রুত উন্নতি দেখা যায় না। শিক্ষক ধৈর্য্যের সহিত উহাতে কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দ অনুভব করেন।

একদল বালক সহজেই ক্রোধান্বিত হয়। ইহারা যাহাতে অপরের মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং যাহাতে অনর্থক ইহাদের সম্মুখে কোন বিরক্তির কারণ উপস্থিত না হয়,

(গ) ক্রোধপরায়ণ বালক।

শিক্ষক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। নানাবিধ কাজে নিযুক্ত করিয়া (ছবি-অঙ্কন, নানা রকমের লতা, পাতা বা ফুল সংগ্রহ, গল্প বলা ও শুনা) উহাদিগের মনের গতি বদলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপে শিক্ষা পাইলে ইহাদের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, অন্যের সুখদুঃখ বুঝিতে সমর্থ হয় ও ধীরে ধীরে আত্মবিকাশ হয়। অপর বালকদের সহিত মিলিয়া উহাদের সুখদুঃখ বোধ করিবার সুবিধা ইহাদিগকে দিতে হয়। এই শ্রেণীর বালকের সহিত তর্কবিতর্ক করা ভুল।

একদল বালককে আমরা দুরন্ত বলিয়া থাকি। ইহারা সর্ব্বদাই

কোন একটা অনিষ্ট করিয়া বসে, ও ইহাদের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়। অপর দিকে যে বালক কখনও কোন অন্যায় কাজ করে না, তাহাকে ভাল বলা হয় বটে, কিন্তু তাহার অনিষ্ট করিবার বুদ্ধি না থাকিতেও পারে। দুরন্ত বালকের মস্তিষ্ক উর্ব্বর, নূতন অভিসন্ধি তাহার মাথায় খেলে; ইহার উদ্ভাবনী-শক্তি প্রশংসার যোগ্য, এই শক্তির উৎসাহ প্রদান করা আবশ্যক। তাহাকে সংযম শিক্ষা দেওয়া দরকার; কারণ বড় হইয়া এই শ্রেণীর বালক প্রতিভাবান হয়। ইহাদের দুর্ব্বল শক্তিসমূহের পুষ্টিসাধন করা আবশ্যক। শিক্ষক ইহাদের প্রতি আবশ্যকমত কোমল ও কঠোর ব্যবহার করিবেন। প্রথমতঃ উহাদের দুরন্তপণার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। বালকের যদি প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রবল থাকে, তবে তাহার জ্ঞানার্জ্জন করাও আবশ্যক, নতুবা সে ভালরূপে শাসন করিতে পারিবে না; বালকের যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়, তবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিলে, সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহাকে দমন করিবার সময় শাস্তির পরিমাণ ও গুরুতর হইয়া উঠিবে এবং প্রায়ই উহা অন্যায় ও ঝোঁকের মাথায় দেওয়া হয়।

(ঘ) দুরন্ত ছেলে।

নিম্নলিখিত উপায়ে উহাদের উত্তেজিত প্রকৃতিকে সংযত করা যাইতে পারে।

(১) ইহাদের প্রতি সদয় হওয়া আবশ্যক, দেখিতে হইবে বালকের কষ্ট ও অন্তরায় কোথায় রহিয়াছে। কিন্তু শিক্ষক দৃঢ় হইবেন, বালক কোন অন্যায় জেদ করিয়া মাথা খুঁড়িলেও শিক্ষক উহাতে রাজি হইবেন না। শিক্ষক কখনও ইতস্ততঃ করিবেন না, ইতস্ততঃ করিলেই শিক্ষকের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া সে অধিকতর জেদ করিবে।

(২) ইহাদের শাস্তির পরিমাণ যেন গুরুতর না হয়, বালকের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা স্থির করিতে হয়।

(৩) একগুয়ে সন্তানকে নিরর্থক উত্তেজিত করিতে নাই, তাহার সহিত যথাসম্ভব তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ করিবেন, ক্রোধের কারণ যেন উপস্থিত না হয়, শিক্ষক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, তাহার চোখ-মুখে উহার কোন পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র তাহার কোন প্রিয় কাজে পাঠাইয়া দিতে হয়। শৈশবে এই ব্যবস্থাই ফলদায়ক।

শিক্ষকের কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক?

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি যে শিক্ষকের উপর বালকের শুভাশুভ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং সতর্কতার সহিত শিক্ষক নির্ব্বাচন করিতে হয়। শিক্ষকের গুণসমূহ তিন ভাগে আলোচনা করিতে পারি :—(ক) মানসিক গুণ (খ) নৈতিক গুণ ও (গ) শারীরিক গুণ।

(ক) মানসিক গুণ।

(১) শিক্ষকের বহু পরিমাণ **পুস্তক পাঠ ও অভিজ্ঞতা থাকা** আবশ্যক। কোন বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও অনুরাগ না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সুচারুরূপে শিক্ষাদান করা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ও যে সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদিগের খবর শিক্ষকের রাখা দরকার।

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষক যতদূর পাঠ করা আবশ্যক ততদূর পাঠ করেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে, তৃষিত সন্তানগণ জ্ঞানামৃত পান করে, এই জ্ঞানের ভাণ্ডার

যাহাতে নূতন সঞ্চয়ের অভাবে শুষ্ক ও পঙ্কিল হইয়া না পড়ে, যাহাতে উহা সর্ব্বদা পূর্ণ ও পবিত্র থাকে তৎপ্রতি প্রত্যেক শিক্ষকের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। এই জন্য শিক্ষকের পছন্দমত যথেষ্ট পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক। অন্ততঃ দৈনিক দুই ঘণ্টাকাল পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন। যে সকল শিক্ষক এইরূপে পাঠ করেন, ছেলেদের ভিতরও তাঁহারা পাঠের তৃষ্ণা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হন।

(২) শিক্ষকের যথেষ্ট **বর্ণনাশক্তি** থাকা আবশ্যক। বর্ণনা-সাহায্যে বালকের মনে কোন বস্তু বা বিষয়ের চিত্র অঙ্কন করা সহজ। (পৃঃ—১১০)

(৩) শিক্ষকের **কল্পনাশক্তি** থাকা আবশ্যক। কল্পনাবলে তিনি বালকের মনোগত ভাব বুঝিয়া তাহার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। (পৃঃ—৪৬)

(৪) শিক্ষক **প্রত্যুৎপন্নমতি** হইবেন। কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষকের যেন বিশেষ বেগ পাইতে না হয়। নানা রকম বালক ও লোকের সংসর্গে তাঁহার আসিতে হয়। অনেক সময় এমন অবস্থা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, যে জন্য তিনি পূর্ব্বে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে বহু সময় ব্যয় না করিয়া শীঘ্র উপায় উদ্ভাবন করিবার শক্তি শিক্ষকের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(৫) অপরকে **দেখাইয়া** বা **অতিরিক্ত কঠোর না হইয়া** শাসন করিবার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকা আবশ্যক।

(১) শিক্ষক **প্রফুল্লচিত্ত** হইবেন। (পৃঃ—৩০)

(খ) নৈতিক গুণ।

(২) শিক্ষকের চরিত্র **নিষ্কলঙ্ক** ও **পবিত্র** হওয়া আবশ্যক। শিক্ষকের চরিত্রের প্রতি অধিকাংশ লোকেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকে এবং বালকগণ তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া তাঁহারই চরিত্র অনুকরণ করে।

(৩) শিক্ষক বালকদিগের প্রতি **সহানুভূতিসম্পন্ন** হইবেন। বালকদিগের সফলতায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিবেন, এবং তাহারা কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে তাহাদের দুঃখে শিক্ষক দুঃখিত হইবেন।

(৪) শিক্ষক **ন্যায়পরায়ণ** হইবেন। তিনি সকল ছাত্রকে সমান চক্ষে দেখিবেন। ধনী বা মেধাবী বালকের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ এবং গরীব বা স্থূলবুদ্ধি বালকের প্রতি উপেক্ষা করা শিক্ষকের অকর্ত্তব্য।

(৫) শিক্ষক **সহিষ্ণু** হইবেন। বালকগণ প্রথম যখন বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করে, তখন তাহাদিগের ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। এক বয়সে সকল বালকের প্রবৃত্তিগুলি সম্যক্‌রূপে বিকসিত হয় না। একই পাঠ বিভিন্ন বালক বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে সমর্থ হয়। কেহ চঞ্চল, কেহ ধীর, কেহ দুর্ব্বল; সুতরাং শিক্ষকের ধৈর্য্যশীল হওয়া আবশ্যক। বালকদিগের ভুলভ্রান্তিতে অস্থির বা ক্রোধপরায়ণ হইলে শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে না।

(৬) শিক্ষক **পরিশ্রমী** হইবেন। শিক্ষকের অধীন অনেক ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করে। তাহাদের প্রকৃতি কতক পরিমাণে পৃথক্। সুতরাং তাহাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করেন। ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়, আসবাব ইত্যাদি প্রস্তুত ও মেরামত করা, অভিভাবকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা, তাহাদিগের অভাব, অভিযোগ শুনা এবং উহাদিগের প্রত্যেকের ব্যবস্থা করিবার জন্য শিক্ষকের পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক।

(গ) শারীরিক গুণ। (১) শিক্ষক **সুস্থদেহ** ও **কর্ম্মঠ** হইবেন।

(২) তাঁহার **স্বর সুমিষ্ট অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক** থাকা আবশ্যক। ইহাতে শিক্ষকমহাশয় সহজে বালকের হৃদয় অধিকার করিতে পারিবেন। শিক্ষক চীৎকার করিলে বা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বালকগণও চীৎকার করিবে।

(৩) শিক্ষকের **অবিকলাঙ্গ** থাকা দরকার। শিক্ষক বিকলাঙ্গ হইলে অনেক সময় বালক তাঁহার অঙ্গহীনতার প্রতি কটাক্ষপাত করে ও নানাপ্রকার সুযোগ অনুসন্ধান করে।

(৪) তাঁহার **দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ** হইবে। প্রত্যেক বালক বিদ্যালয়ে কি বলে ও করে তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ইহাতে অমনোযোগী ও দুষ্ট বালক সতর্ক থাকে এবং ক্রমশঃ মনোযোগী ও শান্ত হয়।

(৬) শিক্ষকের **দেহ ও পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও আড়ম্বরশূন্য** থাকিবে। হাত, পা, নাক, মুখ, দাঁত ও দেহ প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হইবে এবং কেশবিন্যাস করা আবশ্যক। বালকগণ স্বভাবতঃ শিক্ষকের অনুকরণ করে; সুতরাং ইহাতে তাহাদিগের পরিচ্ছন্নতা ও আড়ম্বরশূন্যতার প্রতি আগ্রহ জন্মিবে।

অনেক শিক্ষকের উল্লিখিত গুণগুলি না থাকিতে পারে; কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের সময় উক্ত গুণগুলির প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয়ও এই গুণগুলি অর্জ্জন করিতে যত্নবান্ হইবেন।

প্রধান শিক্ষকের কার্য্যঃ—

বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার সকলই প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। প্রধান শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন।

(১) শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কতদূর কি ভাবে পড়াইতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করা।

(২) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর সময়পত্র প্রস্তুত করা।

(৩) সহকারী শিক্ষকদের কাজ নির্দ্দিষ্ট করা।

(৪) শ্রেণীগঠন ও প্রমোশন দানের দায়িত্ব গ্রহণ।

(৫) ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিদর্শন করা ও মাঝে মাঝে পরীক্ষাগ্রহণ।

(৬) নূতন ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকদিগের কাজ বিশেষ যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান করা।

(৭) বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তন বা সংস্কার, আসবাব, যন্ত্রপাতি ও অতিরিক্ত খরচ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সমীপে উপস্থিত করা।

(৮) ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে বহু পরিমাণে শিক্ষাদান করিতে হয়। বৃহৎ বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় বাধ্য হইয়া হ্রাস করিতে হয়।

সহকারী শিক্ষকের কর্ত্তব্য :—

(১) যে সকল শ্রেণী ও বিষয় তাহার উপর ন্যস্ত থাকে সেই সকল শ্রেণীতে উক্তবিষয়ে শিক্ষাদান।

(২) শ্রেণীতে যে সকল কাজ হয় যত্নপূর্ব্বক উহার হিসাব রাখা।

(৩) বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান বিষয়ে যেটুকু তাহার উপর ন্যস্ত তাহা সম্পাদন করা।

(৪) বিদ্যালয়ের খেলা ও সামাজিক কাজে যোগদান করা।

শিক্ষকের আত্মপরীক্ষা।—শিক্ষকের দায়িত্ব যথেষ্ট। বালক শিক্ষকের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে শিক্ষকের আত্মপরীক্ষার দরকার। এই পরীক্ষার জন্য নিম্নে কয়েকটী প্রশ্ন দেওয়া গেল :—

(২) **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা**—আমি শারীরিক পরিচ্ছনতা (হাত, মুখ, নখ, কেশ, গাত্র) রক্ষা করিয়া থাকি কি ? আমি ভদ্রোচিতভাবে

কাপড়, জামা পরিধান করি কি? আমার কাপড়, জামা, জুতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে ত?

(২) **ন্যায়নিষ্ঠা**—অপরের কথা মনোযোগ ও সহৃদয়তার সহিত শ্রবণ করিয়া থাকি কি? বিরুদ্ধমত বিবেচনা করিবার ধৈর্য্য ও শক্তি আমার রহিয়াছে কি?

(৩) **সততা**—যথাসময়ে কাজ করিবার অভ্যাস আমার রহিয়াছে কি? ফলাফল না ভাবিয়া আমি সর্ব্বদা সত্য কথা বলি কি?

(৪) **বিশ্বস্ততা**—প্রতিদিন আমি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করি কি? স্বীয় স্বার্থাপেক্ষা প্রভুর স্বার্থের প্রতি আমার অধিক লক্ষ্য রহিয়াছে কি? কর্ত্তব্যকার্য্যে আমার দায়িত্ববোধ রহিয়াছে ত?

(৫) **সহযোগিতা**—অপরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত থাকি কি?

(৬) **ধৈর্য্য**—নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, উহাতে ধৈর্য্যসহকারে লাগিয়া থাকিবার অভ্যাস আমার রহিয়াছে কি? কাজ দেখিয়া কি আমি ভীত হই ও উহা হইতে সরিয়া যাইবার সুযোগ অন্বেষণ করি কি? কাজে বাধা-বিঘ্ন দেখিয়াও আমি কি ধৈর্য্যের সহিত উহাতে লাগিয়া থাকিতে পারি?

(৭) **আত্মসংযম**—বিপদের সময়েও আমার বুদ্ধি স্থির থাকে কি? অপরে বিরক্তি প্রকাশ বা অন্যায় আচরণ করিলেও আমি উত্তেজিত না হইয়া হাসিমুখে ও ধীরভাবে বিষয়টী বিবেচনা করিতে সমর্থ হই কি?

(৮) **অনুরাগ**—মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও সজীবতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া থাকি কি? বিবিধ নূতন তথ্য জানিবার জন্য আমার চেষ্টা ও উদ্যম রহিয়াছে কি? আমি আমার অবসর সময়গুলি বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করিয়া থাকি কি?

(৯) **বিনয়**—গুরুজনের প্রতি আমি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি ত ?

(১০) আমি প্রতিদিন ভগবানের মহিমা ভক্তি সহকারে ধ্যান করি কি ?

শারীরিক শিক্ষা

বালকের মানসিক শক্তি ও চরিত্র গঠিত না হইলে শীঘ্রই হউক বা কিছু বিলম্বেই হউক তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। অপর দিকে যদি তাহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে তবে তাহার চরিত্র ও মানসিক শক্তির স্ফুরণ হইতে পারে না। শারীরিক শিক্ষার সহিত মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার সম্বন্ধ রহিয়াছে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন লইতে হইবে। বালকের দেহ যাহাতে প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতি যত্ন নিতে হয়। তাহার কাপড়, জামা ইত্যাদিও পরিষ্কার রাখা আবশ্যক এবং নীচের জামা, গাত্রসংলগ্ন কাপড় ইত্যাদি প্রায়ই বদলাইয়া দিতে হয়। ঋতুভেদে বিভিন্ন প্রকার কাপড় ব্যবহার করা আবশ্যক। শীতকালে গরম কাপড় ব্যবহার করিতে হয়। বিছানার চাদর, বালিশ ও লেপের ওয়ার ইত্যাদি পরিষ্কার করা ও বদলাইয়া দেওয়া দরকার এবং মাঝে মাঝে বিছানা রৌদ্রে শুকাইতে হয়। যাহাতে শিশুর দেহে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে না পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিন্তু বায়ুচলাচল ও আলোর জন্য ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিতে হইবে। শিশুকে অতিরিক্ত শীত ও গ্রীষ্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক।

শিশুর পরিচ্ছদ।

মুক্ত বায়ুতে বালক পরিশ্রম করিবে; কিন্তু ক্লান্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দিতে হয়।

খাদ্যের আবশ্যকতাঃ—নিম্নলিখিত কারণে আমাদের খাদ্যের আবশ্যকতা হয়ঃ—

আমাদের দেহের যন্ত্রসমূহ প্রতিনিয়ত কাজ করিতেছে এবং আমরা প্রায় সর্ব্বদা পরিশ্রমের কাজ করিয়া থাকি, সুতরাং

(ক) দেহের ক্ষয়পূরণ। আমাদের দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। খাদ্যগ্রহণ করিয়া আমরা দেহের ক্ষয়পূরণ করিয়া থাকি।

শিশুর দেহের শুধু ক্ষয়পূরণ হইলে শিশু বড় হইতে পারে না। খাদ্যগ্রহণ করিলে দেহের বৃদ্ধিও হয়। ২৫।৩০

(খ) দেহের বৃদ্ধি সাধন। বৎসর পর দেহের বৃদ্ধি স্থগিত হয়। তখন শুধু দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য আহার করিলেই চলে।

খাদ্য আমাদের শরীরে তাপ উৎপাদন করে। নিশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করে;

(গ) তাপ উৎপাদন। খাদ্যের কতক অংশ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় ও আমদের দেহে তাপ ও কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প উৎপাদন করিতেছে। কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প দূষিত পদার্থ, উহা প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

আমাদের দেহাভ্যন্তরে যে তাপ জন্মিতেছে, তাহা হইতে আমরা কার্য্য করিবার শক্তি লাভ করি। সুতরাং খাদ্যগ্রহণ

(ঘ) শক্তিসঞ্চয়। করিয়া আমরা শক্তিলাভ করিয়া থাকি।

শিশুর শরীরধারণের জন্য দুগ্ধ আদর্শ খাদ্য। দুগ্ধের মধ্যে পাঁচ প্রকার সার পদার্থ রহিয়াছেঃ—(১) ছানা (Proteid)

খাদ্যের উপাদান। (২) মাখন (Fat) (৩) শর্করা বা চিনি (Carbo-hydrates) (৪) লবণ (Salt) (৫) জল।

শিশুর পক্ষে দুগ্ধ পূর্ণ (পুষ্টিকর Complete food) খাদ্য হইলেও শিশু বড় হইয়া শুধু দুধের উপর নির্ভর করিতে পারে না। দুধের সার পদার্থগুলি অন্যান্য খাদ্য হইতে গ্রহণ করিতে হয়। এখন বিভিন্ন সার পদার্থগুলির গুণ আলোচনা করা যাইবে।

(খ) ছানাজাতীয় উপাদান।

মাছ, মাংস, ডিম, ডাল প্রভৃতির মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ অধিক। মাংসপেশীর পুষ্টিসাধন ও ক্ষয়পূরণ এই জাতীয় উপাদান হইতেই সম্পন্ন হয়। এই জাতীয় খাদ্যকে মাংসগঠক খাদ্য কহে। আমাদের খাদ্যে ছানাজাতীয় উপাদান অল্প হইলে শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না; এবং মাংসপেশীর দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রমজনিত কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়া যায়। অনেক বাঙ্গালী ছাত্র অর্থাভাবে ছানাজাতীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে না; ডালে যথেষ্ট ছানা জাতীয় পদার্থ আছে; বাঙ্গালী ছেলেরা উহা খাইতে পারে।

(ঘ) মাখনজাতীয় উপাদান।

ঘি, মাখন, চর্ব্বি, উদ্ভিজ্জ তৈল, নারিকেল, পেস্তা, চীনা-বাদাম ইত্যাদি মাখন জাতীয় খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্যে নাইট্রোজান নাই। সুতরাং ইহাদ্বারা মাংস গঠন বা উহার ক্ষয়-পূরণ হয় না। ইহাদ্বারা তাপ উৎপাদন হয়। তাপের সহিত কার্য্যকরী শক্তিও জন্মে। এই খাদ্য অধিক খাইলে দেহমধ্যে চর্ব্বি হয়।

(গ) শর্করাজাতীয় উপাদান।

চাউল, ডাল, ময়দা, চিনি, গুড়, ফল, আলু, মূলা, সাগু, এরারুট, ওলকপি শর্করাজাতীয় খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্য হইতে আমরা তাপ ও শক্তি লাভ করি। ইহা খাইলে চর্ব্বি জন্মে ও দেহ স্থূল হয়।

ছানাজাতীয় খাদ্যদ্বারা মাংসপেশী গঠিত হয় কিন্তু মাখন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য হইতে মাংসপেশী চালনা করিবার শক্তি আমরা লাভ করিয়া থাকি। শ্রমসাধ্য কাজ করিতে মাখন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য অধিক উপকারী।

(ঘ) লবণ জাতীয় পাদান। লবণজাতীয় পদার্থ শরীর গঠনের সহায়তা করে। অস্থিগঠন, পাচক রস ইত্যাদি লবণের সাহায্যে হয়।

(ঙ) জল। জল না হইলে প্রাণ বাঁচে না। জল রক্তকে তরল রাখে, নতুবা দেহের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন হয় না; ঘর্ম্ম ও মূত্রের সঙ্গে অনেক জল বাহির হইয়া যায়। সেই ক্ষতিপূরণের জন্যও জল আবশ্যক।

খাদ্যের পরিমাণ :—আমাদের দৈনিক খাদ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণে বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থ থাকা আবশ্যক :—

(নির্জ্জল)

ছানা জাতীয় পদার্থ—৪ আউন্স (২ ছটাক)।
মাখন " " —২ " (১ ছটাক)।
শর্করা " " —১৫ হইতে ১৭ আউন্স। (৭½—৮½ ছটাক)।
লবণ " " —১ আউন্স। (আধ ছটাক)।

নির্জ্জল অবস্থায় খাদ্য পাওয়া যায় না, মোটামুটি ৫০ ভাগ জল ও ৫০ ভাগ সার পদার্থ ধরিয়া লইতে হইবে। উল্লিখিত পরিমাণের দ্বিগুণ করিয়া লইলেই দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ পাওয়া যায়।

ছাত্রজীবনেই দেহ বর্দ্ধিত হয়। ২৪।২৫ বৎসর মধ্যেই শরীর পূর্ণতা লাভ করে। এই সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে ছানা জাতীয় পদার্থ (মাছ, মাংস, ডিম, অথবা ডাল, দুধ, ছানা দধি ইত্যাদি) খাওয়া কর্ত্তব্য ভাতের পরিমাণ কমাইয়া রুটী ও ডাল খাওয়া মন্দ নহে।

নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সার পদার্থসমূহের শতকরা পরিমাণ :—

খাদ্য	জল	ছানা জাতীয় পদার্থ	মাখন জাতীয় পদার্থ	শর্করা জাতীয় পদার্থ	লবণ জাতীয় পদার্থ
চাউল—	১১-০৬	৬-৭১	-৯	৮০-১	-৬৮
ডাল—	১১-৩০	২৩ ৫০	২-২৯	৫৫-৯	৭-১০
ময়দা—	১৫-০	১১-০	২-৯	৭১-১	০-১০
পাউরুটি—	৪০-০	৮-০	১-৫	৪৩-১	১-৩
রুটি হাতগড়া—	১৭-৩০	৯-৪৩	৩-৭১	৬৯-২	০-৩৩
যাঁতাভাঙ্গা আটা—	১১-৬০	১২-৮৬	৩-২১	৪৭-৪২	-৫১
গো-দুগ্ধ—	৮৬-৮৭	৩-৯৭	৪-২৮	৪-২৮	-৬০
মাখন—	৭-৫	১-০	৯০-৫	০-৩৮	১-৬৩
মাংস—	৭-৪৪	২০-৫	৩১-৩৫	০	১-৬
মাছ—	৭৮-০	১৮-১	২ ৯	০	১-০
ডিম—	৭৩-৫	১৩-৫	১১-৬	০	১-৯
আলু—	৭৪-০	২ ০	০-১৬	২১-৮	১-০
লাউ কুমড়া প্রভৃতি তরকারী	৯৫-০	০-৮	০-৪	৩-০	০-৮
চীনা বাদাম—	৮-৩০	২৪-০	৪৪-৩০	১৭-০	১-৯
বাদাম—	৬-০	২৪-০	৫৪-০	১০-০	৩-০
কলা (চাঁপা)	৭১-৪৭	১-৮	০-১৩	১৪-১৫	০-১৭

সুস্থকায় সহজ পরিশ্রমী যুবাপুরুষের জন্য দিবসে ২৮০০ হইতে ৩০০০ (calorie) ক্যালরী পরিমিত তাপ উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক।

কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শীতল জলকে এক ডিগ্রি উত্তপ্ত করিতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে ক্যালরী (তাপের পরিমাণ) বলে।

একজন সহজ পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক দেড়মণ ওজনের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক আহারের তালিকা বিশেষজ্ঞগণ নিম্নলিখিতরূপ স্থির করিয়াছেন :—

খাদ্যদ্রব্য	ছটাক	তাপের পরিমাণ (calorie)
চাউল	৩	৫৭৬
আটা	৫	১০০০
ডাইল	১½	২৭৬
মাছ বা মাংস	২½	২৭০
আলু	২	১০০
অন্যান্য তরকারী	২	৪০
তৈল বা ঘৃত	½	২২২
দুগ্ধ	৮	৩২০
লবণ	⅛	
		মোট ২৮০৪

শরীরের ওজন, বয়স, পরিশ্রম ইত্যাদির উপর খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। শৈশব হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিবার অভ্যাস গঠন করিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতৃস্তন্যই শিশুর প্রকৃত খাদ্য। তৎপর গোদুগ্ধ ও দাঁত উঠিলে ভাত দেওয়া যাইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে, তৎপর অন্ততঃ চারিঘণ্টার পূর্ব্বে দুইবার আহার করা অনিষ্টকর। রাত্রিতে লঘু পথ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জাগ্রত অবস্থায় পরিপাক ক্রিয়া দ্রুত

আহার করিবার নিয়ম।

হয়। সম্ভবপর হইলে নিদ্রা যাইবার তিনঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করিবে। ধীরে ধীরে চিবাইয়া আহার করিবে, তাহা হইলে লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্য সহজে জীর্ণ হইবে। কোন কোন মাতা তাড়াতাড়ি গিলিবার জন্য শিশুকে তাড়না করেন; ইহাতে শিশুর বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। দাঁত উত্তমরূপে প্রত্যহ পরিষ্কার করা আবশ্যক। নতুবা দাঁতের ভিতর অনেক অনিষ্টকর পদার্থের সৃষ্টি হয়। খাদ্য দ্রব্যের সহিত উহারা উদরে প্রবেশ করিয়া অজীর্ণ ইত্যাদি অনেক ব্যাধি জন্মায়। আহারের পূর্ব্বে কুলি করিবে ও পরে অনেকবার কুলি করিবে, যেন দাঁতের মধ্যস্থিত খাদ্যের কুচিগুলি বাহির হইয়া যায়। আহারের সময় পুনঃ পুনঃ জল পান করা অনুচিত। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হইতে পারে না।

ছেলেমেয়েরা ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ আহার করে। ইহাতে পাকস্থলী বিশ্রাম লাভ করিতে না পারিয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিতে পারে না। ইহার ফলে বালক বমন করে এবং উদরের বেদনা ও অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়।

অতিরিক্ত ভোজন।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা একেবারে অনেক আহার করিয়া বসেন। ইহাতে পাকস্থলীর আয়তন বর্দ্ধিত হয় ও পরিপাক করিবার শক্তি হ্রাস পায়। অনেক গরীবলোক ছানাজাতীয় পদার্থ (মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা, দুধ, দধি) কম খান, কিন্তু শর্করা জাতীয় পদার্থ (ভাত) বেশী খান। ইহার ফলে শরীরে অনেক চর্ব্বি জন্মিয়া উঠে। সামান্য পরিশ্রমেই দেহ ক্লান্ত হয় ও কার্য্য করিবার শক্তি নিতান্ত কমিয়া যায়। পরিশ্রমের অভাবে অতিরিক্ত খাদ্য পরিপাক না হইলে, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের সৃষ্টি হয়; পেটব্যাথা ও ক্ষুধামান্দ্য হয়।

অপরদিকে অনেক ধনী ব্যক্তি ছানাজাতীয় পদার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করেন। তাঁহাদের যকৃৎ উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হয়। তাঁহারা পেটব্যথা ও উদরাময় রোগে ভোগেন, তাহাদের মেজাজ রুক্ষ এবং জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়ে। এই জন্য নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

দুগ্ধ। দুগ্ধ আদর্শ খাদ্য। কাঁচা দুধ খুব উপকারী। উহাতে ভিটামিন রহিয়াছে; কিন্তু উহাতে দূষিত পদার্থ সহজেই মিশ্রিত হইতে পারে। এইজন্য দুধ ফুটাইয়া খাওয়াই কর্ত্তব্য।

ঘৃত। ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য; মুনিঋষিগণ দুধ ও ঘি খাইতেন। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ফেনের সঙ্গে শর্করা ও লবণ

ভাত। জাতীয় সারভাগ বাহির হইয়া যায়। চাউল বেশী মাজা হইলে ভিটামিন্ নামক উপকারী সারপদার্থ বাহির হইয়া যায়। ইহার অভাবে বেরিবেরি (Beriberi) স্কর্ভি (Scurvy) ইত্যাদি দুরারোগ্য রোগ জন্মে। আমরা অধিক পরিমাণে ভাত খাই, কিন্তু উপযুক্ত পরিশ্রম করি না, ইহার ফলে পাকস্থলীর আয়তন বর্দ্ধিত হয়। ভাতগুলি জীর্ণ না হইয়া পচিয়া উদরে বায়ুর সৃষ্টি করে। অনেক বাঙ্গালী অজীর্ণ (Dyspepsia) রোগে কষ্ট পান। এজন্য আমাদের অন্ততঃ একবেলা রুটী খাওয়া কর্ত্তব্য।

ডাল। ডাল ভারতবাসীর নিত্য ব্যবহৃত ছানাজাতীয় খাদ্য। ইহা মাছ মাংস অপেক্ষা কম পুষ্টিকর নহে। ইহার অধিক প্রচলন আবশ্যক। খেসারি ডাল অধিক দিন ক্রমাগত ব্যবহার করা ঠিক নয়। শিখগণ প্রায় প্রত্যহই কলাই ডাল খায়।

সুস্থ শিশুকে প্রতিদিন স্নান করাইতে হয়। দুই-তিন মাসের শিশুকে শীতল জলে স্নান করাইতে নাই, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে শীতল জল ব্যবহার করিতে হয়। নদীতে স্নান করাই প্রশস্ত, তদভাবে পুকুরে স্নান করিবে; পুকুর না থাকিলে কূপের জলে স্নান করিবে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখান কর্ত্তব্য। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ থাকে, ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা হ্রাস পায়, গায়ে পাচড়া হইতে পারে না। ভালরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া ও রগড়াইয়া স্নান করিলে শরীরের ময়লা দূর হয়. লোমকূপগুলির মুখ উন্মুক্ত হয়, এবং শরীরের ভিতরের ময়লা ঘামের সহিত বাহির হইয়া দেহ সুস্থ রাখে। তৈল মর্দ্দন করিলে রক্ত সঞ্চালনের কার্য্যও বেশ হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিশুদিগের গায় তৈল মাখাইলে, গায়ে মশা বসে না ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে।

স্নান।

আকস্মিক ঘটনা।

(১) আঘাত ও কর্ত্তন

হাত-পা কাটিলে কি একটু আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার শীতল জলে উক্ত স্থান বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া উক্ত স্থানে জলপটি বাঁধিয়া দিবেন। ইহাতে রক্ত সঞ্চালনের সুবিধা হইবে, বেদনা ও ফুলা কমিবে। গাঁদাফুলের পাতার রস বা দুর্ব্বা ছেঁচিয়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হয়। টিংচার আইওডিন লাগাইলেও রক্ত বন্ধ হয়। রক্ত বেগে প্রবাহিত হইলে খুব শক্ত করিয়া ক্ষতস্থানের উপরে বাঁধিবেন ও অবিলম্বে ডাক্তারকে খবর দিবেন।

মাঝে মাঝে বালক খেলিবার সময় বা কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া হাত-পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই অবস্থায় বালককে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে ভাঙ্গা অঙ্গটি যথাসম্ভব সোজা করিয়া

একটি লাঠি, কাঠ বা শুকনা ডাল উহার নীচে লম্বালম্বি রাখিয়া দুই-তিন স্থানে বাঁধিয়া দিবেন, যেন ভঙ্গস্থানের নাড়াচাড়া না হয়। রোগীকে বাড়ীতে নিয়া অবিলম্বে ডাক্তারকে খবর দিবেন। হাত-পা মচকাইলে জল-পটি লাগাইবেন।

(২) হাড়-ভাঙ্গা।

(৩) আগুনে পোড়া।

আগুনে পুড়িলে যাহাতে বাতাস না লাগে সেই ব্যবস্থা করিতে হয়। কাপড়ে আগুন লাগিলে, রোগীকে শোয়াইয়া তৎক্ষণাৎ সতরঞ্চ, লেপ, তোষক দিয়া চাপিয়া ধরিতে হইবে, বাতাস না পাইয়া আগুন নিভিয়া যাইবে। নারিকেল বা তিসির তেলের সহিত চূণ মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে উহা মাখিয়া দিবেন। গোল আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

মূর্চ্ছা।

কোন ব্যক্তি সংজ্ঞাশূন্য হইলে ও নড়াচড়া না করিলে বুঝিবেন যে সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। এই অবস্থায় রোগীকে মুক্ত বায়ুতে চিৎ করিয়া শোয়াইতে হইবে; গলা, বুক ও পেটের কাপড়গুলি ঢিল করিয়া দিবেন। মুখ রক্তবর্ণ হইলে মাথাটী উচু করিয়া রাখিতে হয়। মূর্চ্ছিত রোগীর চতুর্দ্দিকে জনতা হইতে দিবেন না, কারণ ইহাতে বায়ুচলাচল বন্ধ হয়। স্মেলিং সলট্ বা আমোনিয়ার আরক কাপড়ে মাখিয়া রোগীর নাকের নীচে রাখিবেন। রোগীর সংজ্ঞা হইলে, তাহাকে শীতল জল পান করিতে দিবেন; পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইলে চিকিৎসক দেখাইবেন।

(৫) পোকার দংশন।

বোল্‌তা, মৌমাছি ইত্যাদি কামড়াইলে দ্রষ্টস্থানে সচ্ছিদ্র চাবিদ্বারা চাপ দিয়া হুল্‌টী বাহির করিয়া ফেলিবেন এবং চুষিয়া বিষ বাহির করিবেন ও একটু চূণ বা আইওডিনের আরক তথায় লাগাইবেন।

ব্যায়ামের উপকারিতা—ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল :—

(১) শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা মানসিক অবসাদ দূর হয়। ইহা মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় নিবারণ করিয়া রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে।

(২) সর্ব্বাঙ্গেই রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্যও বর্দ্ধিত হয়; কারণ মাংসপেশীসমূহের অধিকতর রক্তযোগাইতে হয় হৃৎপিণ্ডের সহায়তায়।

(৩) রক্তসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য বেশী হয়। কার্য্যকারী মাংসপেশীসমূহের জন্য অধিক অম্লজান বাষ্পের প্রয়োজন হয়; উহা পূরণ করিবার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্যের বৃদ্ধি হয়।

(৪) উল্লিখিতরূপে ফুস্‌ফুসের কার্য্য বর্দ্ধিত হইয়া ফুস্‌ফুস্ আয়তনে বড় হয়; সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসের আবরণ—বক্ষঃস্থল—স্ফীত হয়। ইহাদ্বারা ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৫) ব্যায়ামদ্বারা দুর্ব্বল ও ক্ষীণ মাংসপেশীসমূহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(৬) নিয়মিতরূপে ব্যায়াম অভ্যাস করিলে অস্থি, হাড় ইত্যাদিও সবল হয়।

(৭) দেহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিয়া শারীরিক পরিশ্রম বালকের ক্ষুধাবৃদ্ধি ও সুনিদ্রা আনয়ন করে এবং পরিপাকযন্ত্র ও ত্বকের উন্নতিসাধন করে।

(৮) ইহাদ্বারা ভ্রমণকালে ও অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালনের সময় সৌষ্ঠব লক্ষিত হয়।

(৯) ইহার সাহায্যে বালক বিবিধ নৈতিকগুণ—বশ্যতা, আত্মসংযম, তৎপরতা, উপস্থিত বুদ্ধি ইত্যাদি—লাভ করে।

বালকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগ উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য অনুসারে নিম্নলিখিত ওজন স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই ওজনের শতকড়া ৭ পাউণ্ডের নীচে স্বাভাবিক ওজন হইলে, বালকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন অভিভাবককে সংবাদ দিয়া চিকিৎসকদ্বারা বালকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এক পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সেরের সমান ওজন।

দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা	স্বাভাবিক ওজন	শতকরা ৭ পাউণ্ড কম ওজন
ইঞ্চ	পাউণ্ড	পাউণ্ড
৩৫	২৮'৭	২৬'৭
৩৬	৩০'০	২৭'৯
৩৭	৩১'৬	২৯'৪
৩৮	৩৩·২	৩০'৯
৩৯	৩৬'৩	৩৩'৮
৪০	৩৮'১	৩৫'৪
৪১	৩৯'৮	৩৭'০
৪২	৪১'৭	৩৮'৮
৪৩	৪৩'৫	৪০'৫
৪৪	৪৫'৪	৪২'২
৪৫	৪৭'১	৪৩'৮
৪৬	৪৯'৫	৪৬'০
৪৭	৫১'৪	৪৭'৮
৪৮	৫৩'০	৪৯'৩

দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা	স্বাভাবিক ওজন	শতকরা ৭ পাউণ্ড কম ওজন
ইঞ্চ	পাউণ্ড	পাউণ্ড
৪৯	৫৫·৪	৫১·৫
৫০	৫৯·৬	৫৫·৪
৫১	৬২·৫	৫৮·১
৫২	৬৫·৮	৬১·১
৫৩	৬৮·৯	৬৪·১
৫৪	৭২·০	৬৭·০
৫৫	৭৫·২	৭০·৭
৫৬	৭৯·২	৭৩·৭
৫৭	৮২·৮	৭৭·০
৫৮	৮৭·০	৮০·৯
৫৯	৯১·১	৮৪·৭
৬০	৯৫·২	৮৮·৫
৬১	৯৯·৩	৯২·৩
৬২	১০৩·৮	৯৬·৫
৬৩	১০৮·০	১০০·৪
৬৪	১১৪·৭	১০৬·৭
৬৫	১২১·৮	১১৩·৩
৬৬	১২৭·৮	১১৮·৯
৬৭	১৩২·৬	১২৩·১
৬৮	১৩৮·৯	১২৯·২

পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে ২৫ বৎসর বয়সের পর পুরুষের এবং ২৩ বৎসরের বয়সের পর স্ত্রীলোকের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি হয় না। ১০ হইতে ১৫ বৎসরের মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পায়; ১১½ হইতে ১৪½ বয়সে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে উচ্চতায় দীর্ঘ এবং ১২½ হইতে ১৫½ বৎসর বয়সে ওজনে অধিক। ১৫ বৎসর বয়স হইতে মেয়েদের বৃদ্ধি ধীরে চলিতে থাকে, প্রায় ২০ বৎসর বয়সে মেয়ের দৈহিক বৃদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে। ১৫—২৩ বৎসর বয়সে ছেলের বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হয় এবং প্রায় ২৩ বৎসর বয়সে পূর্ণতা লাভ করে।

শারীরিক ব্যায়ামের সহিত মানসিক কার্য্যের সম্বন্ধ।

শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা কিরূপে মানসিক অবসাদ দূর হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর মানসিক কার্য্য সম্ভবপর নহে; কিন্তু কঠিন মানসিক শ্রমের পর শারীরিক পরিশ্রম সম্ভবপর; কারণ কঠিন মানসিক শ্রমে দেহ বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ একপ্রকার বিষাক্ত (Toxin) পদার্থ আমাদের দেহে ক্লান্তি আনয়ন করে। অধিক পদসঞ্চালন করিলে কেবল পদ অবসন্ন হয় না; হাত, পা, মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গও অবসন্ন হয়। ইহার কারণ এই যে অতিরিক্ত পদসঞ্চালনদ্বারা এই বিষাক্ত পদার্থ দেহের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং সমস্ত দেহ ও মস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই কারণে যে পাঠ শিক্ষা করিতে অধিক মানসিক শ্রম আবশ্যক, তাহা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট শারীরিক ব্যায়ামের পূর্ব্বেই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মানসিক কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; আমাদের দেহ উক্ত কর্ম্মের সহায়তা করে মাত্র। এই ধারণা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু কেহ কেহ এই ধারণা

অতিমাত্রায় পোষণ করেন। তাঁহারা ভাবেন দেহ মানসিক কর্ম্মের অন্তরায়; আহার, দন্তধাবন, হস্তমুখপ্রক্ষালন, বস্ত্র-পরিধান ইত্যাদি কার্য্যে অযথা সময় ব্যয় হয়; সুতরাং দেহ মানসিক উন্নতির সম্পূর্ণ অন্তরায় এবং এই জন্য কখন কখন তাঁহারা দেহপাত করিতেও আকাজ্ক্ষা করেন। মধ্যযুগে ইউরোপে এই মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। গৃহীর পক্ষে এইরূপ ধারণা পোষণ করা অনিষ্টজনক। দেহ মনের ভৃত্য। দেহ যতই বিরক্তকর হউক না কেন, আমাদের কল্যাণ সাধনের জন্য ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য দেহের উন্নতিসাধন করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যসাধন করিতে দেহের সহায়তা আবশ্যক। দেহ যতই রোগক্লিষ্ট হয়, আমাদের মন ততই সতেজ হয়, এই ধারণা আমরা কেহই পোষণ করি না; পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই যে শারীরিক অসুস্থতা মানসিক ও নৈতিক অবনতি আনয়ন করে।

মন সতেজ ও সবল রাখিতে হইলে দেহ সুস্থ রাখা আবশ্যক। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাদ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না। দেহ সুস্থ রাখিতে হইলে **সংযম অভ্যাস** করিতে হইবে। অধিকাংশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এবং অনেক গরীব লোকও অতিমাত্রায় পানভোজনাদিদ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্য অধিক দিন উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। আমাদের দেহরক্ষা করিবার জন্য যতটুকু খাদ্য আবশ্যক, আমরা কেহ কেহ তাহা অপেক্ষা অধিক আহার করি; আমাদের দেহের উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু মেদ আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অধিক মেদ দেহে পোষণ করিয়াও আমরা ক্ষান্ত হই না, অতিরিক্ত পানভোজনাদিদ্বারা আমাদের মানসিক শক্তিগুলিকে অতি সত্বর দুর্ব্বল করিয়া ফেলি। চল্লিশ বৎসর বয়সে দেহ দুর্ব্বল হইলেও মানসিক শক্তি অনেক সময় ৮০ বৎসর বয়সেও সতেজ থাকে।

মস্তিষ্কের সুস্থতার উপরই মানসিক শক্তি নির্ভর করে। মস্তিষ্কে রক্ত

সঞ্চলনের উপর, মস্তিষ্কের সুস্থতা নির্ভর করে। সুতরাং বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চলনের জন্য আমাদের যকৃৎ, অন্ত্র, মূত্রাশয় ইত্যাদি শারীরিক যন্ত্রের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষগুলির সাহায্যে আমাদের মানসিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। শারীরিক পরিশ্রম বা অন্য কোন উপায়ে স্নায়ু-কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম বা শারীরিক অত্যাচারদ্বারা মস্তিষ্কের কোন স্নায়ু-কোষ নষ্ট হইয়া গেলে, উহা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। সুতরাং মস্তিষ্কের নির্দ্দিষ্ট স্নায়ু-কোষগুলি যাহাতে সুস্থ থাকে তৎপ্রতি যত্ন লওয়া আবশ্যক।

শারীরিক পরিশ্রমের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়?

(১) **মুক্তবায়ুর ভিতর** শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। বদ্ধ বায়ুর ভিতর গৃহে শারীরিক পরিশ্রম করিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায় না। যাঁহারা গৃহাভ্যন্তরে বিলিয়ার্ড খেলা করেন, হিসাব করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা বিলিয়ার্ড-টেবিলের চতুর্দ্দিকে অনেক মাইল পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন না। ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেও চিকিৎসক মুক্তবায়ু সেবনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং ইহাতে রোগীর উপকার হয়। আমাদের ত্বকের উপর গতিশীল বায়ুর ক্রিয়া এবং তথা হইতে মাংসপেশী ও গ্রন্থিসমূহের উপর, স্নায়বিক ক্রিয়াদ্বারা তাপ উৎপাদন ও নিঃসারক কার্য্য ইত্যাদি ত্বক্ সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য পরীক্ষাদ্বারা পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

(২) কোন একটা **উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া** শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। উদ্দেশ্যহীন পরিশ্রমে বিশেষ উপকার লাভ করা

যায় না। খেলাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও, খেলাতে জয়লাভ করাই বালকের উদ্দেশ্য থাকে। জয়লাভ করিবার জন্যই বালক শারীরিক পরিশ্রম করে ও উহাতে আনন্দ অনুভব করে। উদ্দেশ্য ব্যতীত কেবল শারীরিক উন্নতিবিধানের জন্য পরিশ্রম করা অস্বাভাবিক।

(৩) শারীরিক পরিশ্রমের সময় মনে **আনন্দ** থাকা আবশ্যক। নিরানন্দ পরিশ্রমে উপকার লাভ করা যায় না। খেলা ইত্যাদি স্বাভাবিক শারীরিক পরিশ্রম বন্ধ করিয়া দিবার পর ইহার বিষময় ফল উপলব্ধি করিতে পারিয়া, পণ্ডিতগণ কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গসঞ্চালনের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। শারীরিক পরিশ্রম বন্ধ করা অপেক্ষা কৃত্রিম ব্যায়াম ভাল হইতে পারে, কিন্তু ইহা কিছুতেই বালকদিগের স্বাভাবিক খেলা ইত্যাদির স্থান অধিকার করিতে পারে না। হাডুডু, দারি, গোলাছুট, লুকাচুরী বর্ত্তমান সময়ে ক্রীকেট, হকি, টেনিস ইত্যাদি খেলাতে বালক যে আনন্দ ও স্বাভাবিক উল্লাস প্রকাশ করে, কৃত্রিম ব্যায়ামে (বুক্‌ডন্, গদা, ডাম্বেল ইত্যাদি সঞ্চালনে) তাহা দেখা যায় না। আনন্দ বাস্তবিকই বলবর্দ্ধক। যে ব্যায়ামে নির্ম্মল আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

শারীরিক ব্যায়ামের প্রকারভেদ।

শারীরিক ব্যায়ামসমূহ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) **ড্রিল**—এখানে বালকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই, শিক্ষকের আদেশ বালক তৎক্ষণাৎ পালন করে। ড্রিল করিবার সময় বালকদিগকে অনেকটা কলের পুতুলের মত বোধ হয়। ইহাতে শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে বালক বশ্যতা, তৎপরতা, সত্বরতা ইত্যাদি নৈতিক গুণ শিক্ষা করে।

(২) **কুস্তি (Gymnastics), ডাম্বেল ইত্যাদি ব্যবহারিক ব্যায়াম।** এই সকল ব্যায়ামে বালকের স্বাভাবিক আনন্দ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ পরিচালনা হয় না।

(৩) **ক্রীড়া**—এখানে বালকের স্বাধীনতা রহিয়াছে। ইহাতে সে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করে, মুক্তবায়ুতে ক্রীড়া করিলে বালকের শারীরিক উন্নতি হয়। সন্তরণ, দারি, গোলাছুট, হা-ডুডু, টেনিস, ক্রীকেট হকি ইত্যাদি খেলাতে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হয়। এই সকল খেলাদ্বারা বালকের স্বার্থত্যাগ, প্রত্যুৎপন্নমতি, ন্যায়পরতা ইত্যাদি নৈতিক গুণও বৃদ্ধি পায়।

অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের অপকারিতা ও প্রচলিত ব্যায়ামের কয়েকটী ভুল ধারণা।

অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে শরীরের অনিষ্ট হয়। এক বালকের পক্ষে যাহা অত্যধিক, অপর বালক বা যুবার পক্ষে তাহা অত্যধিক না হইতে পারে। শারীরিক পরিশ্রমহেতু যখন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য কষ্টকর হয় বা দম বন্ধ হইয়া আসে, তখন আমরা উক্তরূপ শারীরিক পরিশ্রমকে অত্যধিক মনে করি। এ অবস্থায় আমাদের দেহে কি পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা দেখা আবশ্যক। এইরূপ পরিশ্রমে আমাদের দক্ষিণ হৃৎপ্রকোষ্ঠের (right ventricle) কার্য্য বৃদ্ধি পায়, অধিক পরিমাণ রক্ত ইহার ভিতরে প্রবেশ করে এবং অতিদ্রুত ফুস্‌ফুসের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অম্লজান বায়ুর অভাব পূরণ করিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে চলিয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ হৃৎ-প্রকোষ্ঠের আবরণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সতর্কতা

অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবশ্য যে ব্যায়ামে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ঘন বহিতে থাকে তাহাই বিপজ্জনক বলা যাইতে পারে না; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। যে ব্যায়ামে হৃৎ-প্রকোষ্ঠ স্ফীত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আশঙ্কার কারণ নাই; কিন্তু যে ব্যায়ামে উহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব ঘটে তাহা বাস্তবিক আশঙ্কাজনক।

এজন্য **কৃত্রিম উপায়ে বক্ষঃস্থল বৃদ্ধি করিবার প্রথা** দোষাবহ। অনেকে মনে করেন বক্ষঃস্থল যত অধিক স্ফীত হয়, জীবনীশক্তি তত অধিক বৃদ্ধি হয়। ইহা ভুল ধারণা। স্ফীত ও সঙ্কুচিত বক্ষঃস্থলের অন্তরফল যাহার যত অধিক জীবনী-শক্তিও তাহার তত অধিক। কৃত্রিম উপায়ে মেদবৃদ্ধি করিয়া বক্ষঃস্থল বৃদ্ধি করিবার অপকার বুঝিতে পারিয়া বিলাতের গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সৈনিক বিভাগের নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

অনেক দূর দৌড়ান, অল্পবয়স্ক বালকের সহিত অধিক বয়স্ক বালকের খেলা ইত্যাদি অকর্ত্তব্য। অধিকবয়স্ক বালক যে খেলা সহজে খেলিতে সমর্থ, অল্পবয়স্ক বালক তাহাতে কষ্টানুভব করে এবং অধিক বয়স্ক বালকের সমকক্ষ হইতে উৎসাহিত হইয়া সে অনেক সময় তাহার শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ফেলে। ইহা বাস্তবিক আশঙ্কাজনক। বড় ছেলেদের খেলার মাঠ অপেক্ষা ছোটছেলেদের খেলার মাঠ আয়তনে ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক; এবং বড়ছেলে যতক্ষণ খেলিবে, ছোটছেলে তাহা অপেক্ষা অল্প সময় খেলিবে।

ফুট্‌বল্‌খেলা ও আশঙ্কাজনক। ইহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং নিপুণতা অপেক্ষা শারীরিক পরিশ্রমই অধিক আবশ্যক হয়। অস্বাভাবিকভাবে—পাশাপাশি বা বাঁকা

—পদাঘাত করিলে হাঁটুর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উপাস্থি (semilunar cartilage) স্থানচ্যুত হইতে পারে। এই অবস্থা নিতান্ত বিপজ্জনক।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাদ্বারাও অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের আশঙ্কা থাকে। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়সমূহে এই প্রকার ক্রীড়ার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহা মানসিক শিক্ষার অন্তরায় বলিয়া আশঙ্কা হয়।

মাংসপেশীসমূহের (muscles) **বৃদ্ধি ও** উন্নতিসাধনের জন্য নানাবিধ ব্যায়ামের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে কোন মাংসপেশী বৃদ্ধি করিবার হুজুক দোষাবহ। বিবর্ত্তবাদ (theory of evolution) সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, কোন কোন মাংসপেশী আমাদের অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের সুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদিগের উহা আবশ্যক ছিল এবং তখন উহারা সতেজ ও কার্য্যকারী ছিল। কিন্তু ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত উহাদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়াছে এবং যদিও উহাদিগকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে আমরা লাভ করিয়াছি, এখন উহাদের প্রয়োজনীয়তা নাই, উহারা ক্ষীণ অবস্থায় আমাদের দেহে বর্ত্তমান আছে, এবং ক্রমে উহাদের লোপ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সুতরাং ব্যায়ামদ্বারা উহাদিগকে সবল করিতে চেষ্টা করা অনাবশ্যক ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে মাংসপেশীসমূহের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে, বালক কখনও অনাবশ্যক মাংসপেশীসমূহের বৃদ্ধি, কখনও আবশ্যক মাংসপেশীসমূহের অসমঞ্জস বৃদ্ধি সাধন করে। সুস্থ মাংসপেশী-সমূহের বৃদ্ধি অনুসারে আমাদের অধিক আহার্য্যদ্রব্য আবশ্যক হয়। প্রচলিত ব্যায়ামদ্বারা বর্দ্ধিত সবল ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণ আহার্য্য দ্রব্যের আবশ্যক এবং মাংসপেশীসমূহের যথেষ্ট সঞ্চালনও আবশ্যক। অতিরিক্ত ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন,

সুতরাং মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; অপরদিকে অতিরিক্ত ব্যায়ামদ্বারা অবসাদ-বিষ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া উহার অবসাদ আনয়ন করে। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে মানুষের চিন্তাশক্তি হ্রাস হয়; যে সকল কৃষক ও শ্রমজীবী .অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করে, তাহাদের চিন্তাশক্তি নিতান্ত কম।

অবসাদ ও উহার লক্ষণ।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমাদের শরীর অবসন্ন হয়। এই অবসাদের ত্রিবিধ কারণ; সঞ্চিত শক্তির অপচয়, দেহের বিভিন্ন অংশে অবসাদ-বিষের প্রবেশ এবং দেহাভ্যন্তরে অম্লজান বায়ুর বিরলতা। ইহা ছাড়া নির্দ্দিষ্ট কাজে যদি অনুরাগের অভাব ঘটে, বালক যদি সহজে উহা বুঝিতে অসমর্থ হয়, বালকের যদি স্বাস্থ্যভগ্ন হয়, অথবা বালকের যদি অনাহারে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়, বা অবিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে হয়, গৃহাভ্যন্তরে তাপের পরিমাণ যদি অত্যধিক বা অত্যল্প হয় বা আলোর অভাব ঘটে, তবে বালকের অবসন্ন হইবার কারণ আরও বৃদ্ধি পায়। এই কারণসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাদিগকে দূর করিতে চেষ্টা করিলে শিক্ষার কার্য্য মনোরম ও ফলপ্রসূ হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দেহ অবসন্ন হইলে মানসিক পরিশ্রম সম্ভবপর নহে। এক ঘেয়ে পাঠেও মন অবসন্ন হয়, বালক এই অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ের ভিতর সম্বন্ধস্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। এই অবস্থায় বালককে শিক্ষাদান করিতে চেষ্টা করিলে উহা বিফল হয়।

অবসন্ন হইলে কাজটী **গুণে ও পরিমাণে** ক্রমশঃ হীন হইতে থাকে; প্রথমতঃ গুণের হ্রাস লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ ভুল হইতে থাকে বেশী; তৎপর কাজের পরিমাণ ও কমিতে থাকে; অর্থাৎ

পূর্ব্বপরিমাণে কাজ হয় না; ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। মনোযোগ স্থির থাকে না; এই অবস্থায় বালক প্রায়ই পাঠ ছাড়িয়া খেলিতে চলিয়া যায়; প্রকৃতপক্ষে ইহাদ্বারা বালক অজ্ঞাতসারে নিজকে অবসাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। ইঞ্জিনের বাষ্প নিঃসরণ রন্ধ্রের (Safety Valve) ন্যায় ইহা কার্য্যকারী

বালকের শারীরিক বা মানসিক অবসাদ ঘটিলে শিক্ষক বালকের অবসাদ দূর না করিয়া তাহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিবেন না। ইহাতে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটে। অবসাদের লক্ষণ দেখিলে অভিজ্ঞ শিক্ষক বালকের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন; সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষকের অবসাদের লক্ষণসমূহ জানা আবশ্যক। নিম্নে ইহার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ দেওয়া গেল :—

(১) সম্মুখদিক বা পাশাপাশিভাবে মস্তকের আনতভাব।

(২) হেলান দিয়া বসা বা দেহের অলসভাব।

(৩) মনোযোগের অভাব, অস্থির দৃষ্টি।

(৪) হাই-তোলা।

(৫) শ্রেণীতে ঘুমান।

অবসাদ দূর করিবার উপায়—বিশ্রাম ও বিষয় পরিবর্ত্তন।

কোন কোন বিষয় (যেমন জ্যামিতি, অঙ্ক) শিক্ষা লাভ করিতে বালকের অধিক আয়াস আবশ্যক হয়, এবং সে অল্প সময়ে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন বিষয় (যেমন মাতৃভাষা, লিখন, বস্তুপাঠ ইত্যাদি) শিক্ষা করা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসসাধ্য। সকল বালক সকল বিষয়ে সমান অবসন্ন হয় না। কোন্ বিষয়ে বালক বিভিন্ন বয়সে কতকদূর অবসন্ন

হয় তাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা এখনও হয় নাই। অধিক আয়াসসাধ্য বিষয় হইতে অল্প আয়াসসাধ্য বিষয়ে পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বিভিন্ন বয়সে বালক এক বিষয়ে ক্রমাগত কতক্ষণ মনোযোগ স্থির রাখিতে পারে তাহা মনোযোগ বর্ণনাকালে উল্লেখ করা হইয়াছে। এজন্য প্রত্যেক পাঠের পর অন্ততঃ দশ মিনিট কাল বালকদিগকে বিশ্রাম করিতে দিতে হয়। ইহাতে অবসাদ কতকটা দূর হয়।

মানসিক ও কায়িক অবসাদ দূর করিবার জন্য ঘুমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিশ্রাম। কোলাহল, আলো ইত্যাদি ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়। ১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকদিগের দৈনিক অন্ততঃ ১১ ঘণ্টা ঘুম আবশ্যক। আবশ্যক ঘুমের অভাবই সাধারণতঃ শ্রেণীতে বালকদিগের অবসাদ আনয়ন করে।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা।

শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন কাজই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিলে অযথা সময় নষ্ট হয় না, শিক্ষক যথাসময়ে ও যথাস্থানে আসবাব ও নির্দ্দিষ্ট ছাত্রদিগকে পান। শৃঙ্খলা থাকিলে শারীরিক ও মানসিক অসুবিধার কারণগুলি দূর হয় এবং ছাত্র ও শিক্ষক নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত হইয়া অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে সমর্থ হন। ইহাতে পরিশ্রম ও অবসাদ কম হয়।

শৃঙ্খলার আবশ্যকতা।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নিম্নলিখিত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে :—

(১) বিদ্যালয়ের স্থান ও গৃহ।

(২) গৃহে উপযুক্ত আলো ও বায়ুচলাচলের বন্দোবস্ত।

(৩) শ্রেণী-গঠন।

(৪) উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ।

(৫) সময়-তালিকা।

(৬) বিদ্যালয়ের আসবাব

(৭) মিউজিয়াম।

(৮) লাইব্রেরী বা পাঠাগার।

(৯) খাতাপত্র।

প্রধান শিক্ষকের উল্লিখিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক খোলা জায়গা, মাঠ বা নদীর ধারে বিদ্যালয় প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। এরূপ স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ আলো ও বায়ুর অভাব হয় না। কোলাহলের মধ্যে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। হাট বাজার বা জনাকীর্ণ গ্রামের মধ্যভাগে, আর্দ্র বা অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে, যে গৃহে উপযুক্ত আলো ও বায়ুপ্রবাহের অভাব তথায় শিক্ষাকার্য্য চলা কঠিন। গৃহ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে জমি পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যেন জমির নীচে উইয়ের ঢিপি না থাকে।

(ক) উন্মুক্ত স্থান।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানটী চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে উচ্চ হওয়া প্রয়োজন, যেন বর্ষাকালে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে জল না উঠে এবং ঘরের মেজে শুষ্ক থাকে। শ্মশান বা গোরস্থানের সন্নিকট বিদ্যালয় নিৰ্ম্মাণ করিবেন না। যে কূপে বা পুকুরে মেয়েরা স্নান করিতে বা জল নিতে আসে,

(খ) উচ্চভুমি।

তাহার নিকট ও গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন না। গ্রীষ্মকালে যে দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই দিকে (সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী) গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। দক্ষিণে বারান্দা থাকিলে সূর্য্যরশ্মি ঘরে প্রবেশ করে না, উত্তরদিক হইতে আমাদের দেশে ঘরে রৌদ্র আসে না। কাজেই উত্তরদিকে বারান্দার আবশ্যক নাই; শীতের শীতল বাতাসও ঘরে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের ক্লেশ উৎপাদন করে না। বিদ্যালয়ের দেয়ালের সোজাসুজি ১৫।২০ ফিট্ দূরে দেবদারু, নারিকেল, ইউকিলিপটাস্ ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিলে সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা হয় ও স্থানটীর শোভাও বাড়ে। বিদ্যালয়ের মাঠে দূরে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে, খোলা জায়গায়, বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া সারি সারি ছায়াপ্রধান বৃক্ষ (আম্র, নিম্ব, অশ্বত্থ) রোপণ করিলে সুযোগমত বৃক্ষতলে মুক্তবাতাসে বসিয়া শিক্ষাদান করা চলে।

ঘরের ছাদ অন্ততঃ ১৪ বা ১৫ ফিট উচ্চ হওয়া আবশ্যক।

(গ) ঘরের ছাদ ও — প্রত্যেক কামরার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮ ও প্রস্থে ১৫ ফিট হওয়া আবশ্যক।

(ঘ) মেজের পরিমাণ। প্রত্যেক বালকের জন্য মেজেতে অন্ততঃ ১০ বর্গফিট্ স্থান রাখা প্রয়োজন।

(২) গৃহে উপযুক্ত আলো ও বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত।

গৃহে উপযুক্ত আলো ও বায়ু-চলাচলের বন্দোবস্ত না থাকিলে চক্ষু ও শরীরের নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। এই জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক) বিদ্যালয়ের গৃহে **যথেষ্ট জানালা** থাকা কর্ত্তব্য। মেজের

আয়তনের ১/৪ পরিমাণ স্থান জানালার জন্য ব্যয় করা কর্ত্তব্য। কোন্ গৃহে কি পরিমাণ জানালা রাখা আবশ্যক তাহা এই হিসাবদ্বারা ঠিক করা সহজ। পাকা প্রাচীর হইলেই এই ব্যবস্থা। বাঁশের বেড়াতে অনেক ছিদ্র থাকে, সেখানে জানালার পরিমাণ কিছু কম হইলেও চলিতে পারে। শিক্ষাবিভাগ ১/৬ পরিমাণ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(খ) পাকা দেয়াল হইলে মেজের উপরে ৩ ১/২ বা ৪ ফিট্ স্থান রাখিয়া জানালার **নীচের চৌকাঠ** বসাইতে হয় এবং প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত জানালা উচ্চ করিতে হইবে।

(গ) পাকা দেয়াল না হইলে জানালাগুলি ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চ না করিলেও চলিতে পারে। ছাদের নীচে চারিদিকে এক ফুট পরিমাণ স্থানে বেড়া না দিয়া ফাক রাখিলে ঘরের দূষিত বায়ু উপরে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এই ফাকের ভিতর দিয়া ঘরে যাহাতে বাদুড়, চামচিকা, কবুতর ইত্যাদি প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য উক্ত স্থানটী লোহার জাল দ্বারা বা বাঁশের জাফ্‌রি বুনিয়া আটকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) বালকদিগকে এরূপ ভাবে বসাইতে হইবে যেন তাহাদিগের **সম্মুখ দিক হইতে আলো না আসে।** সম্মুখ হইতে আলো আসিলে বালকদিগের চক্ষুর পীড়া জন্মে ও মাথা ধরে।

(ঙ) **বাম দিক হইতে আলো আসিবার** ব্যবস্থাই প্রশস্ত। ডাইন দিক্ হইতে আলো আসিলে যে স্থানে লিখিতে হইবে, ঠিক সেই স্থানে হাতের ও কলমের ছায়া পড়ে, সুতরাং লিখিতে অসুবিধা হয়।

(৩) শ্রেণীগঠন।

অনুপযুক্ত বালকদ্বারা শ্রেণীগঠন করিলে শিক্ষাকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। সুতরাং শ্রেণীগঠন সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ নিয়ম জানা আবশ্যক।

বিভিন্ন বিষয় বালকগণ কতদূর আয়ত্ত করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীগঠন করিতে হয়। সকল বিষয় সমান আয়ত্ত করিয়াছে এমন ছাত্রসংখ্যা কম। এই জন্য সাধারণতঃ সাহিত্য ও অঙ্কের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই প্রথমতঃ বালকদিগের জ্ঞানের সমতা স্থির করা হয়।

(ক) বালকদিগের জ্ঞানের সমতা।

একই বিষয় কোন বালক শীঘ্র এবং কোন বালক বিলম্বে আয়ত্ত করিতে পারে। শ্রেণীগঠনকালে বালক-দিগের এই মানসিক ক্ষমতার উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া প্রথমোক্ত বালকদিগকে এক বৎসরে দুই শ্রেণী উপরে (ডবল প্রমোশন) দেওয়া হয়।

(খ) বালকদিগের মানসিক সমতা।

রুগ্ন ও দুর্ব্বল বালকগণ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না; সুতরাং সুস্থ ও সবল বালকদিগের সহিত একত্র পাঠ দিলে তাহারা পাঠের উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হয় না।

(গ) বালকদিগের স্বাস্থ্য।

উত্তম শ্রেণীগঠনের উপকারিতা।

(ক) **সময়ের সদ্ব্যয়**ঃ—উত্তম শ্রেণী-গঠন হইলে শিক্ষাদানকালে সময়ের অপব্যবহার হয় না। অনুপযুক্ত বালকের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় অনাবশ্যক।

(খ) শ্রেণীর সকল বালকের জন্য **কার্য্যের ব্যবস্থা সহজ** হয়।

(গ) **শিক্ষাকার্য্য ও শাসন সরল হয়।** শ্রেণীর পাঠগুলি সকল বালকেরই উপযোগী হয় এবং তাহারা সহজে উহা বুঝিতে পারে। ইহাতে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। অনুপযুক্ত ছাত্র কোন

শ্রেণীতে থাকিলে, শিক্ষক মহাশয় সকলের উপযোগী পাঠ এক সময়ে দিতে পারেন না, সুতরাং পাঠে সকল বালক মনোযোগ দেয় না ও গোলযোগ করে। ইহাতে শাসনের ব্যাঘাত ঘটে।

অনেক পিতামাতা অনুপযুক্ত ছেলেকে উপরের শ্রেণীতে উঠাইয়া দিবার জন্য শিক্ষককে অনুরোধ করেন। ইহাতে বালকের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। যে বালক নীচের শ্রেণীর পাঠ বুঝিতে পারে না, উপরের শ্রেণীর পাঠ বুঝা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বালক উপরের শ্রেণীতে উঠিলে, উক্ত শ্রেণীর পাঠ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বালক কোন চেষ্টাই করিবে না। ইহাতে বালকের মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিবে। পিতামাতা ইহা বুঝিতে পারিলে কখনও এরূপ অন্যায় অনুরোধ করিবেন না; শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিবেন। নতুবা বিদ্যালয়ের সুনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।

(৪) উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ।

শিক্ষকের গুণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (২৪৪-২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন)। কোন্ শ্রেণীতে শিক্ষক পাঠ দিবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা কত হওয়া আবশ্যক তাহা প্রধান শিক্ষকের জানা দরকার। ইহা নির্দ্ধারণ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা কত হইবে তাহা প্রধানতঃ ছাত্রসংখ্যা ও শ্রেণীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ২০-৩০ জন বালকের অধিক একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকা অনুচিত, এখানে বালকদিগের জন্য শিক্ষক পৃথকভাবে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান করিবেন। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ে

(ক) ছাত্রসংখ্যা ও শ্রেণীর সংখ্যা।

উপরের শ্রেণীতে ৫০ জন ছাত্রও একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়। এখানে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের তেমন আবশ্যক হয় না; একত্র দলবদ্ধ করিয়া শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য সাধারণতঃ একজন শিক্ষক আবশ্যক, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা অল্প হওয়াতে ও গরীব বালকদিগের ব্যয়াধিক্য নিবারণ করিবার জন্য একজন শিক্ষক দুই বা অধিক শ্রেণীর তত্ত্বাবধানে থাকেন।

মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে—যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী—প্রতি ৫ বা ৬ জন শিক্ষকের জন্য একজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিক্ষক দৈনিক কতকটা সময় অবসর পান, এবং কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার কার্য্যের ব্যবস্থা করা চলে।

(খ) শিক্ষকের বয়স ও অভিজ্ঞতা।

উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীগুলিতে বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যক। মধ্য শ্রেণীগুলির শিক্ষাদান কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর পঠন, লিখন, অঙ্ক, চিত্র ইত্যাদি শিক্ষাদান করিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। নূতন শিক্ষকের নিকট তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিদ্যালয়সমূহের নিম্নশ্রেণীতে নূতন ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকই সাধারণতঃ নিযুক্ত করা হয়। এরূপ শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অনেক বালক প্রথম হইতেই শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। উচ্চ শ্রেণীতে বিষয়ের কঠিনতা ও জটিলতার জন্য তথায় বিশেষ অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী শিক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যক।

সময়-পত্র।

বিদ্যালয়ের কোন্ শিক্ষক কোন্ বিষয়, কতদূর, কখন, কোন্ শ্রেণীতে

পাঠ দিবেন তাহা সময়-পত্রদ্বারা জানা যায়। সময়-পত্র প্রস্তুত করিবার নিয়মগুলি প্রধান শিক্ষকের জানা আবশ্যক; নতুবা বিদ্যালয়ের কার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

সময়পত্র-তিন প্রকার।

(ক) শিক্ষকদিগের কার্য্য বিভাগ।

কোন্ শিক্ষক কখন কোন্ শ্রেণীতে শিক্ষা দিবেন তাহা এখানে লিখিতে হয়। সপ্তাহে প্রত্যেক শিক্ষক মোট কত সময় পাঠ দিবেন তাহাও এখানে লিখিতে হইবে। ইহা প্রস্তুত করিতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের নিয়মগুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(খ) বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়-বিভাগ।

কোন্ বিষয় কোন্ শ্রেণীতে কতদূর পাঠ দিতে হইবে, এবং কত সময় প্রতি বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে ব্যয় করিতে হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করা দরকার। এই তালিকা শিক্ষাবিভাগই স্থির করিয়া দেন (শিক্ষা-বিভাগের প্রকাশিত "কারিকুলাম" দেখুন)। সুতরাং এজন্য প্রধান শিক্ষকের বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু প্রতি মাসে শ্রেণীতে উপযুক্ত গতিতে বিষয়গুলি শিক্ষা হইতেছে কি না তাহা স্থির করিবার জন্য পাঠোন্নতির একটী তালিকা প্রস্তুত করা দরকার। কোন শিক্ষক কোন বিষয় যদি অতি দ্রুত বা অতি ধীরে পাঠ দেন তাহা হইলে এই তালিকা দ্বারা উহা ধরা পড়ে এবং যথাসময়ে সতর্ক হওয়া যায়।

(গ) বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য পাঠের পৃথক্ তালিকা।

এই তালিকাতে সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে ও সময়ে প্রত্যেক শ্রেণীর বালকগণ কোন্ বিষয় শিক্ষা করে তাহা লেখা থাকে।

সময়-পত্র প্রস্তুত করিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়?

সকল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এক নয়। উচ্চ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বালকদিগকে প্রস্তুত করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, লিখন, পঠন, হিসাব, জমাখরচ, পত্র-দলিল, বস্তুপাঠ ইত্যাদি শিক্ষাদান করা; ডাক্তারি বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য উপযুক্ত ডাক্তার প্রস্তুত করা, ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ভাল ইঞ্জিনিয়ার প্রস্তুত করা ইত্যাদি। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য সময়-বিভাগেরও তারতম্য করা হয়। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় অপেক্ষা ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যালয়ে গণিত ও চিত্রাঙ্কনের জন্য অধিক সময় ব্যয় করা হয়, কারণ অধিক গণিতশিক্ষা ও চিত্রাঙ্কন ব্যতীত শেষোক্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লিখন, পঠন, চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্প ইত্যাদি শিক্ষাদানে অধিক সময় ব্যয় করা হয়; সুতরাং বিষয়ের সময়-বিভাগ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।

(ক) বিদ্যালয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য।

শিক্ষাবিভাগের অধীন বিদ্যালয়গুলির জন্য বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে তালিকা (কারিকুলাম্) বাহির হয়; সুতরাং প্রধান শিক্ষকের এই জন্য কোন বেগ পাইতে হয় না।

কি পরিমাণ সময় প্রতিপাঠে ব্যয় করিতে হইবে তাহা স্থির না করিলে সময়-পত্র প্রস্তুত হয় না। প্রত্যেক পাঠের জন্য একঘণ্টা সময় ব্যয় করা অনুচিত। এই সময়ের পরিমাণ বালকদিগের বয়সের উপর নির্ভর করে। পণ্ডিতগণ

(খ) প্রতিপাঠের সময়ের পরিমাণ।

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বিভিন্ন বয়সে বালকদিগের মনোযোগ কোন এক বিষয়ে স্থায়ী রাখিবার ক্ষমতা সমান নহে (২৭ পৃষ্ঠা দেখুন)। বালকদিগের বয়সানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠের সময় বিভিন্ন পরিমাণ করা আবশ্যক। কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা তদনুরূপ বৃদ্ধি করা যায় না; সুতরাং সাধারণতঃ সকল শ্রেণীতে প্রতি পাঠের জন্য ৪৫ মিনিট সময় স্থির করা হইয়া থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ মিনিট সময় হইলেই চলিতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষকের দুইটী শ্রেণীতে পাঠ দিতে কিছু অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়; কোন কোন শিক্ষক ৪৫ মিনিট সময় প্রতি পাঠে ব্যয় করেন। প্রতি পাঠের পূর্ব্বে অন্ততঃ ৫ মিনিট সময় শিক্ষক ও ছাত্রদিগের প্রস্তুত হওয়ার জন্যও ব্যয় হয়।

(গ) বিষয়ের পৌর্ব্বাপৌর্য্য।

যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে অধিক মানসিক শ্রম আবশ্যক—যেমন সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি—সেই বিষয়গুলি দৈনিক কার্য্যের প্রথমভাগে ও বিশ্রামের অব্যবহিত পরেই শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। এই সময় বালকদিগের মানসিক অবস্থা সতেজ থাকে সুতরাং কঠিন বিষয়-গুলিতে মনোযোগ দিতে বালকের অধিক কষ্ট হয় না। **অধিক মানসিক শ্রম আবশ্যক, এমন দুইটী বিষয় উপর্য্যুপরি শিক্ষাদান করা অনুচিত।** একটী কঠিন বিষয় শিক্ষাদানের পর মনকে কিছুক্ষণ অবসর দিতে হয়। দুই প্রকারের অবসর দেওয়া যায়ঃ—

(১) বিষয়ের পরিবর্ত্তন।

কোন একটী কঠিন বিষয় শিক্ষাদানের পর একটী সহজ বা কার্য্যকারী বিষয় (যেমন লিখন, চিত্রাঙ্কন, ভূগোল, শ্রুতলিপি, বীজসাজান, বস্তুপাঠ, মানচিত্রাঙ্কন, শেলাই, সঙ্গীত, ব্যায়াম ইত্যাদি একটীর পর অপরটী) শিক্ষা দিলে মানসিক অবসাদ দূর হয়।

বিশ্রামদ্বারাও মানসিক অবসাদ দূর হয়। বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য্যাবলীর মধ্যভাগে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। এই সময় বালকগণ মানসিক পরিশ্রম না করিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং খেলা, আমোদ ইত্যাদিতে সময় ব্যয় করিবে।

(২) বিশ্রাম

(৩) **হস্তের নিপুণতা আবশ্যক, এমন কোন বিষয় শারীরিক পরিশ্রমের অব্যবহিত পরে শিক্ষাদান করা অনুচিত।** দৈনিক কার্য্যের প্রথম ভাগে বা খেলার ছুটীর অব্যবহিত পরে হস্তলিপি, চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্প ইত্যাদি শিক্ষাদান করিতে হয় না। ভ্রমণ, দৌড়ান ও ব্যায়ামের পর আমাদের দেহে রক্ত বেগে বহিতে থাকে। এই সময় অঙ্গুলি সহজে নিয়মিত করা যায় না।

(ঘ) **নিকটবর্ত্তী শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।** একই সময় নিকটবর্ত্তী শ্রেণীগুলিতে মৌখিক পাঠ দান করিলে অত্যন্ত গোলযোগ হয় এবং পাঠের অসুবিধা ঘটে। এজন্য এক শ্রেণীতে আবৃত্তি বা ধারাপাতের নামতা শিক্ষাদিলে, নিকটবর্ত্তী অপর শ্রেণীতে লিখন, অঙ্কন, বীজসাজান ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হয়।

(ঙ) **নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তর প্রত্যেক বিষয় পুনরায় শিক্ষাদান করা আবশ্যক।** কোন বিষয় মাসের প্রথম সপ্তাহে সোমবার ৪৫ মিনিট পাঠ দান করিয়া যদি দ্বিতীয় সপ্তাহে শুক্রবার পুনরায় ৪৫ মিনিট ঐ বিষয়ে পাঠদান করা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিবস বালকগণ প্রথম দিবসের পাঠটী অনেকটা ভুলিয়া যাইবে এবং পুনরায় উহা শিক্ষা দিতে হইবে। সুতরাং উক্ত বিষয়ের পাঠোন্নতি সম্ভবপর নহে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি-শ্রেণীর জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা সম্ভবপর নহে। কারণ উহাতে গরীব বালকদিগের ব্যয় বৃদ্ধি হয়। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষকের প্রায়ই দুই বা ততোধিক শ্রেণীর শিক্ষা একসঙ্গে দিতে হয়। নিম্নলিখিতরূপে ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে:—(১) একাধিক শ্রেণীতে এক সময়ে অঙ্ক শিক্ষা দান করা যায়। পৃথক্ শ্রেণীর জন্য পৃথক অঙ্ক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিতে হয়। উহা সমাধান করিবার সময় শিক্ষক শ্রেণীতে ঘুরিয়া বালকদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং যে স্থলে বালক অসমর্থ হয় হয় তথায় শিক্ষক আবশ্যকমত ইঙ্গিত করিবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়-পত্র।

কোন শ্রেণীর সকল বালককে নূতন নিয়মের অঙ্ক বুঝাইতে হইলে, তৎপূর্ব্বে অন্যশ্রেণীর বালকগণকে তাহাদের উপযোগী অঙ্ক সমাধান করিবার জন্য ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিতে হয়। তৎপর প্রথমোক্ত শ্রেণীর বালকদিগের ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে কোন নূতন নিয়ম বা অঙ্ক বুঝাইতে দিতে হইবে।

(২) এক শ্রেণীতে পঠন ও অপর দুই শ্রেণীতে ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে রচনা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কয়েকটী শব্দসাহায্যে বাক্য রচনা করিতে বা কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ দিয়া শিক্ষক অপর শ্রেণীতে পঠন শিক্ষা দিতে পারেন।

এক শ্রেণীতে পঠন ও অপর শ্রেণীতে হস্তলিপি শিক্ষা দেওয়া যায়।

(৩) এক শ্রেণীতে লিখন ও অপর শ্রেণীতে ইতিহাস বা ভূগোল, শিক্ষা দেওয়া চলে।

(৪) কোন এক শ্রেণীর ড্রইংএর সহিত অন্য শ্রেণীর সাহিত্য, ইতিহাস বা ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যায়। গল্প, বস্তুপাঠ, হাতের কাজ ইত্যাদি এক সময়ে একাধিক শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যায়।

শিক্ষক কখনও মনিটার বা উপরের শ্রেণীর বালকের সাহায্যে নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা দান করেন। এইরূপ ছাত্র-শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করা অনুচিত। এই ছাত্র-শিক্ষকদের জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ, শিক্ষা বিষয়ে উহাদিগের নিপুণতাও নাই; ছাত্র-শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষাদান করিলে বালকদিগের খুব অনিষ্ট ঘটে।

অবশ্য একাধিক শ্রেণী একজন শিক্ষকের অধীনে থাকিলে, শিক্ষাদানের জন্য সময় সংক্ষেপ করিতে হয় এবং শিক্ষক ও অতিরিক্তরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং এই ব্যবস্থায় শিক্ষা দানের কিছু ত্রুটি ঘটিবেই।

সময়-পত্রের উপকারিতা।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য সময়-পত্রের উপকারিতা যথেষ্ট। নিম্নে ইহার কতিপয় সুবিধা দেখান গেল।

(১) কখন কি পাঠ দিতে হইবে তজ্জন্য প্রতিদিন শিক্ষকের ভাবিয়া ভাবিয়া **সময় নষ্ট করিতে হয় না**।

(২) সময়-পত্রের সাহায্যে বালকদিগের **নৈতিক উন্নতি হয়**। যথা :—

(ক) **সময়-নিষ্ঠা**। যে সময়ে যে কার্য্য সময়-পত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঠিক সেই সময়ে উহা করিতে করিতে বালকগণ সময়নিষ্ঠ হয়।

(খ) **আজ্ঞানুবর্ত্তিতা**। শিক্ষকের নিয়মগুলি বিনা আপত্তিতে পালন করিতে করিতে গুরুজনের আদেশ পালন করিবার অভ্যাস জন্মে।

(৬) বিদ্যালয়ের আসবাব।

বিদ্যালয়ের আসবাবের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষগুলিই বিশেষ আবশ্যক।
(ক) বালকদিগের **বসিবার আসন** (খ) **ডেস্ক** (গ) **ব্ল্যাকবোর্ড** (ঘ) **মানচিত্র ইত্যাদি রাখিবার আলনা বা বাক্স**।

বসিবার আসনগুলি কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) নিম্নশ্রেণীর বালকগণ ঘরের মেজেতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে সুবিধা পায়; সুতরাং তাহাদের জন্য মাদুর বা সতরঞ্চের উপর বসিবার বন্দোবস্ত করা ভাল। সহরের কোন কোন বিদ্যালয়ে ছোট পায়াযুক্ত চায়ার ব্যবহার করা হয়।

(ক) বালকদিগের বসিবার আসন।

(২) উপরের শ্রেণীতে বালকদিগের বেঞ্চে বসিবার ব্যবস্থাই সুবিধাজনক। অনেক বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান সময়ে ডেস্ক-সংযুক্ত বেঞ্চ ব্যবহার করা হয়। পাঁচটী বালক বসিতে পারে এইরূপ লম্বা বেঞ্চসংযুক্ত ডেস্ক প্রস্তুত করাই সুবিধাজনক।

(৩) প্রত্যেক বালকের জন্য অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ স্থান বেঞ্চের উপর রাখা আবশ্যক। ৫ জন বালক এক বেঞ্চে বসিতে হইলে প্রত্যেক খানি বেঞ্চ দৈর্ঘ্যে (১৮ × ৫) ৯০ ইঞ্চি বা ৭½ ফিট্ হইবে। অতিরিক্ত লম্বা বেঞ্চ ঘরের ভিতর বসাইতে অসুবিধা হয়।

(৪) প্রত্যেক বেঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে হেলান দিবার জন্য দুইখানি কাঠ সংলগ্ন থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে হেলান দিবার ব্যবস্থাশূন্য বেঞ্চগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। ইহাতে বালকদিগের মেরুদণ্ডের বক্রতা এবং বক্ষের সঙ্কীর্ণতা দোষ জন্মে।

(৫) বেঞ্চগুলি প্রস্থে অন্ততঃ ১০ ইঞ্চি হওয়া আবশ্যক।

(৬) বেঞ্চগুলির উচ্চতা ছাত্রদিগের বয়স ও উচ্চতা অনুসারে পৃথক্ হইবে। সাধারণতঃ বালকের পায়ের গোড়ালী হইতে হাটু পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের সমান বেঞ্চগুলি উচ্চ করিতে হয়। এই উচ্চতা প্রত্যেক শ্রেণীর বালকদিগের গড়ে যাহা হয় (সাধারণতঃ এক শ্রেণীর বালকগণ সমবয়স্ক) তাহা

বাহির করিয়া স্থির করিতে হয়। এইরূপ বেঞ্চে বসিলে বালকদিগের পা ঝুলিয়া বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে না। উক্ত উভয় অবস্থাতেই শারীরিক পীড়া জন্মে ও পাঠে মনোযোগের অভাব হয়। বেঞ্চের উচ্চতা সাধারণতঃ ১৩ ইঞ্চি হইতে ১৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেঞ্চের সহিতই ডেস্ক সংলগ্ন থাকা আবশ্যক। ডেস্কগুলি যেরূপ হওয়া আবশ্যক তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(খ) ডেস্ক।

(১) ডেস্কের উপরিভাগ সমতল হওয়া অনুচিত। বালকের সম্মুখভাগে ডেস্কগুলি আনত হওয়া আবশ্যক; নতুবা লিখিবার সময় বালক সোজাভাবে বসিয়া লিখিতে পারে না।

(২) ডেস্কের আনতভাগ প্রস্থে ১২ ইঞ্চি এবং সমতল ভাগ ৩½ ইঞ্চির কম হওয়া অনুচিত।

(৩) ডেস্কগুলি বিদ্যালয়ের সমকোণে সাজাইতে হয়।

(৪) পাঁচ কি ছয় খানার অধিক ডেস্ক এক সারিতে একটীর পশ্চাৎ অপরটী সাজান অনুচিত। ইহার অধিক ডেস্ক একসারিতে সাজাইলে বালকদিগের অনেক দূরে বসিতে হয়, শিক্ষক তাহাদিগকে ভালরূপে দেখিতে পারেন না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিতে বালকের সংখ্যা অল্প হইলে শিক্ষকের তিন দিকে—সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে—এক এক সারি বেঞ্চ সাজান যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের টেবিলের সমসূত্রে সম্মুখে একটী রেখা টানিলে, উহার পশ্চাৎ যেন কোন বালক না বসে। নতুবা শিক্ষক স্বীয় আসন হইতে সকল বালকের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারেন না।

(গ) ব্লাকবোর্ড।

শিক্ষাদানের জন্য ব্লাকবোর্ড নিতান্ত আবশ্যক। ব্ল্যাকবোর্ড ব্যতীত বক্তৃতা করা চলে, কিন্তু শ্রেণীর শিক্ষাদানকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

শ্রেণীর সংখ্যানুসারে ব্ল্যাকবোর্ডের সংখ্যা হওয়া আবশ্যক। কোন শিক্ষক যদি এক ঘণ্টায় দুই শ্রেণীতে পাঠ দেন তবে সেই শিক্ষকের জন্য দুইখানা ব্ল্যাকবোর্ড আবশ্যক; একখানি ব্ল্যাকবোর্ডে চলিবে না। ব্ল্যাকবোর্ড নানাপ্রকার সাধারণতঃ আমাদের বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত কয় প্রকার ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহৃত হয়:—

ব্ল্যাকবোর্ডের সংখ্যা।

ব্ল্যাকবোর্ড কয় প্রকার।

(১) কোন ব্ল্যাকবোর্ড দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখা হয়।

(২) কোন ব্ল্যাকবোর্ড কাষ্ঠফলকের উপর এরূপভাবে রাখা হয় যেন আবশ্যকমত উহা উপরে ও নীচে উঠান ও নামান যায়। এরূপ ব্ল্যাকবোর্ডই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু ইহা প্রস্তুত করিতে কিছু অধিক ব্যয় পড়ে।

(৩) কোন ব্ল্যাকবোর্ডের উপর লালবর্ণের রেখা দ্বারা ছোট ছোট বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত থাকে। ইহার সাহায্যে বালকদিগকে চিত্রাঙ্কন ও অঙ্ক শিক্ষাদান করিতে সুবিধা হয়।

ব্ল্যাকবোর্ডের রং স্পষ্ট থাকা আবশ্যক। আলকাতরাদ্বারা রং করিবেন না। পালিশের সহিত কেরোসিনের আলোর কালি মিশ্রিত করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডের রং প্রস্তুত করা যায়। মিথিলিটেড্ স্পিরিটের ভিতর চাচ্ দিলে চাচ্ গলিয়া পালিশ প্রস্তুত হয়। এই পালিশদ্বারা কাঠের জিনিষের রং করা যায়। বাজারেও ব্ল্যাকবোর্ডের রং বিক্রয় হয়।

ব্ল্যাকবোর্ডের রং।

ব্ল্যাকবোর্ডের রং উঠিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উহাতে রং সংযোগ করা আবশ্যক; নতুবা ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলি অস্পষ্ট হয় এবং উহার ব্যবহারে বালকদিগের দৃষ্টিশক্তির হানি হয়। ব্ল্যাকবোডের কার্য্য শেষ

হইলে উহা মুছিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। অনেক সময় ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলি পরদিনও রহিয়া যায়, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের লিখিত বাক্য, চিত্র ইত্যাদি না মুছিয়া, কোন কোন বালক পুনরায় অন্য বাক্য ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে। ইহাতে ব্ল্যাকবোর্ডের রং শীঘ্র নষ্ট হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠনে বিঘ্ন ঘটে, কেহ কেহ করতলদ্বারা ব্ল্যাকবোড পরিষ্কার করে, ইহাতে দেহ ও পরিচ্ছদের বিভিন্নাংশে খড়ির কণা লাগিয়া উহাদিগকে অপরিষ্কার করে। ব্ল্যাকবোর্ড পরিষ্কার করিবার জন্য একটুকরা মোটা কাপড় রজ্জু দ্বারা উহার সাহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিলেই চলিতে পারে। রবিবার উহা খুলিয়া ধুইতে হয়। নতুবা খড়ির রেণু গৃহাভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বালকদিগের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে ও তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

ব্ল্যাকবোর্ডের অবস্থান।

(১) ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষকের বামদিকে রাখা সুবিধাজনক। আবশ্যক হইলে দক্ষিণদিকেও রাখা যাইতে পারে।

(২) ব্ল্যাকবোর্ড এরূপভাবে রাখিবেন যেন শ্রেণীর সকল বালক তাহাদের স্থান হইতে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলি সহজে পড়িতে পারে।

(৩) ব্ল্যাকবোর্ডের উপর অত্যধিক আলোক পতিত হইয়া যেন উহা ঝলসিয়া না উঠে। অত্যধিক আলোক পড়িলে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়া যায় না। প্রত্যেক বালকের স্থান হইতে উহা পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং যে স্থলে অত্যধিক আলোক ব্ল্যাকবোর্ডের উপর পতিত হইতে না পারে তথায় উহা রক্ষা করিতে হইবে।

মানচিত্র, ছবি, নক্সা ইত্যাদি বিদ্যালয়ে ব্যবহারের পর উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিতে না পারিলে, এগুলি সহজে জীর্ণ হইয়া যায়।

ব্যবহারের পর এগুলি একটী দেরাজযুক্ত বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেই ভাল হয়। মানচিত্রের মাপে দেরাজগুলি লম্বা হওয়া আবশ্যক; এবং মানচিত্র ও ছবি ইত্যাদির সংখ্যা অনুসারে উহাতে দেরাজ থাকিবে। প্রতি দেরাজের সম্মুখে একটি টিকেটে মানচিত্রগুলির নাম ইত্যাদি লিখিয়া রাখিতে হইবে, যেন উহাদিগকে বাহির করিতে সময় নষ্ট না হয়। এরূপ বাক্স প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যয় পড়ে বটে, কিন্তু মানচিত্র ইত্যাদি মূল্যবান জিনিষগুলি নষ্ট হইবার কথা মনে হইলে, অনেকেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

(ঘ) মানচিত্র ইত্যাদি রক্ষা করিবার আলনা বা বাক্স।

সাধারণতঃ একটী কাঠের আলনার উপর মানচিত্রগুলি রাখা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় মানচিত্রগুলি জীর্ণ হইয়া যায়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একটী মিউজিয়াম থাকা আবশ্যক। উহাতে বালকগণ নানাবিধ কৃষিজাত, খনিজ, শিল্পজাত ও স্বাভাবিক পদার্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। সংগ্রহপ্রিয়তা বালকদিগের স্বাভাবিক, সুতরাং এই বৃত্তির সাহায্যে বিদ্যালয়ের মিউজিয়াম প্রস্তুত করা সহজ। এই পদার্থগুলি কাচের ডালাযুক্ত আলমারা বা বাক্সে সাজাইয়া রাখিতে হয়। বালকবালিকাগণ গৃহেও এরূপ মিউজিয়াম প্রস্তুত করিতে পারে।

(৭) বিদ্যালয়ের মিউজিয়াম।

যে সকল পদার্থ বালকদিগের কৌতূহল উৎপাদন করিতে পারে এবং যথাসময় পাওয়া যায় না তাহাই সংগ্রহ করিয়া মিউজিয়ামে রাখিতে হয় (১৮৬পৃঃ দেখুন)। পদার্থগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখিতে হয়। নতুবা বিশৃঙ্খলাবশতঃ উহাদের প্রতি বালকদিগের অনুরাগ জন্মে না,

মিউজিয়মে কোন্ কোন্ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়?

এবং আবশ্যক পদার্থগুলি যথাসময়ে বাহির করা যায় না। নিম্নলিখিতরূপে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায়ঃ—

(ক) কৃষিজাত পদার্থ—ধান, যব, গম, কলাই, সরিষা, তিল, পাট, শণ, তূলা, রবার, উল, রেশম, চামরা, জন্তুর শিং, নানাপ্রকার কাঠের টুকরা ইত্যাদি।

(খ) নদী ও সমুদ্রজ পদার্থ—কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক, কাঁকর ইত্যাদি।

(গ) খনিজ পদার্থ—নানাপ্রকার ধাতু, পাথরকয়লা, গন্ধক ইত্যাদি।

(ঘ) শিল্পজ পদার্থ—সাবান, দিয়াশলাই, চিরুণী, শাখা, চর্ব্বিবাতি আয়না, সূতা, কাচ, পাথর ও ধাতুনির্ম্মিত বাসন, নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র ইত্যাদি।

(ঙ) ঐতিহাসিক চিত্র ও মুদ্রা। ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, স্থান, মন্দির, সমাধি, যুদ্ধক্ষেত্র ইত্যাদির চিত্র, নক্সা বা ফটোগ্রাফ, বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা।

(চ) পাখীর বাসা, ডিম, পালক, নানাপ্রকার মৎস্য, সরীসৃপ (বোতলে স্পিরিটের মধ্যে রাখা যায়) ইত্যাদি।

(১) ইহাদ্বারা বালকগণের **প্রকৃতির সহিত সহজে পরিচয় হয়।** বর্ত্তমান সময় বালকগণ পুস্তকের লেখা ও শিক্ষকের বক্তৃতার উপর অধিক নির্ভর করে। পদার্থের যথার্থ পরিচয় হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি শব্দসাহায্যে বস্তুর প্রকৃত চিত্র মনে মনে কল্পনা করা নিতান্ত কষ্টকর। মিউজিয়ামের সহায়তা লাভ করিয়া বালকগণ চঞ্চল ও দুর্ব্বল কল্পনাশক্তির উপর অধিক নির্ভর করে না। বস্তুপাঠ দেওয়া সহজ হয়।

মিউজিয়মের আবশ্যকতা।

(২) **ইহার সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।** অনেক পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিও পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখেন নাই। মিউজিয়ামের

সহায়তায় বালকদিগের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি হয়। পদার্থগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য উহাদের অনুসন্ধান করিতে হয় এবং সংগ্রহ করিয়া উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হয়; তৎপর আগ্রহের সহিত বালকগণ উহাদিগকে দর্শন করে ও উহাদের স্বভাব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জানিতে চায়। এই পর্যাবেক্ষণ শক্তি (১০০-১০২ পৃঃ) জন্মিলে জ্ঞানোপার্জ্জন করা সহজ।

(৩) **মনোযোগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়।** শব্দ ও বাক্য অপেক্ষা বস্তুর প্রতি বালক অধিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং বস্তুপাঠদ্বারা মনোযোগ অধিক্ষণ স্থায়ী হয়।

(৪) **বালকের শব্দ-সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়।** বালক প্রত্যেক বস্তু দর্শন করিয়া উহার নাম, উৎপত্তিস্থান, স্বভাব ও উপকারিতা সম্বন্ধে জানিতে চায়। এগুলি জানিতে নূতন শব্দ ও বাক্যের প্রয়োজন হয়। এইরূপে বালক নূতন শব্দ ও বাক্যরচনা শিক্ষা করে।

(৮) লাইব্রেরী।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একটী লাইব্রেরী থাকা প্রয়োজন। লাইব্রেরীতে সকল শ্রেণীর বালক ও শিক্ষকদিগের উপযোগী পুস্তক রাখিতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত এমন কতকগুলি পুস্তক থাকা আবশ্যক, যাহা বিভিন্ন শ্রেণীর বালকগণ পড়িয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে নানাবিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে। লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক ক্রয় করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়ঃ—

(১) পুস্তকগুলি যেন বালকগণের চিত্তাকর্ষক হয়, অথচ নৈতিক অবনতি না ঘটে এরূপ হওয়া আবশ্যক।

(২) নিম্নশ্রেণীর বালকদিগের জন্য চিত্রসম্বলিত ছড়া ও গল্পের পুস্তক ক্রয় করা আবশ্যক

(৩) কতকগুলি সুরুচিসম্পন্ন চিত্রশোভিত সাময়িক পত্রিকা রাখা কর্ত্তব্য।

(৪) এক গ্রন্থ পাঠ্য এবং পাঠ প্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষকদিগের উপযোগী আবশ্যক পুস্তক ক্রয় করা প্রয়োজন।

(৫) পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বিভিন্ন শ্রেণীর বালকের উপযোগী ইতিহাস, জীবনচরিত, গল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পুস্তক রাখিতে হয়।

(৬) লাইব্রেরীর দেয়ালে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের চিত্রাবলী—ঝুলাইয়া রাখিলে, তাঁহাদের বিবরণ জানিবার জন্য বালকদের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে।

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য প্রতিদিন লাইব্রেরীতে পাঠ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা আবশ্যক। নিজের পছন্দমত পুস্তক বালক আলমারা হইতে নিয়া নীরবে পাঠ করিবে ও আবশ্যকমত নোট্ বহিতে লিখিবে। বালকগণ শিক্ষক মহাশয়কে শব্দার্থ ও আনুষঙ্গিক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে। শিক্ষক মাঝে মাঝে বালকদিগকে পরীক্ষা করিবেন।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিতে একই বিষয় বালক দলবদ্ধ হইয়া শিক্ষা করে। সুতরাং তথায় বালকদিগের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাওয়া যায় না। লাইব্রেরীতে বালকগণ তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে। এখানে তাহারা পছন্দমত পুস্তক, ছবি ইত্যাদি বাহির করিয়া শিক্ষালাভ করে। **ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা শিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।**

(৯) বিদ্যালয়ের খাতাপত্র।

বিদ্যালয়ের খাতাপত্র সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এগুলি অতি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে হয়, যেন

ছাত্রগণ স্পর্শ করিতে না পারে; বিদ্যালয়ের ভৃত্যও নিতান্ত আবশ্যক না হইলে স্পর্শ করিবে না। আবশ্যক হইলে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নাড়াচাড়া করিতে পারে। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত খাতাপত্র ব্যবহৃত হয়:—

(১) ছাত্র-ভর্ত্তির বহি, (২) ছাত্রদিগের দৈনিক হাজিরা বহি, (৩) সংক্ষিপ্ত হাজিরা বহি, (৪) ছাত্রবেতন আদায়ের বহি, (৫) শিক্ষকদিগের হাজিরা বহি, (৬) শিক্ষকদিগের বেতনপ্রাপ্তির রসিদ বহি, (৭) দৈনিক জমাখরচ বহি, (৮) বাজে খরচের হিসাব, (৯) লাইব্রেরীর জমাখরচ (১০) পুরস্কার বিতরণের হিসাব, (১১) চাঁদা আদায়ের বহি, (১৪) পরীক্ষার ফলের বহি, (১৩) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বহি, (১৪) প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের ফাইল (১৫) প্রদত্ত সার্টিফিকেটের নকল বহি (১৬) প্রাপ্ত চিঠির ফাইল (১৭) প্রদত্ত চিঠির নকল বহি (১৮) প্রধান শিক্ষকের আদেশ বহি (১৯) সম্পাদকের আদেশ বহি (২০) মাসকাবারের সংক্ষিপ্ত হিসাব (২১) বিদ্যালয়ের বিশেষ ঘটনা স্মারক বহি (২২) বৃত্তি প্রাপ্তির রসিদ বহি (২৩) বিদ্যালয়ের আসবাবের লিষ্ট (২৪) লাইব্রেরীর পুস্তকের লিষ্ট (২৫) পুস্তক ধার দেওয়ার বহি (২৬) শাস্তি-দানের বহি (২৭) পরিদর্শন বহি (২৮) ছাত্রদিগের আচরণ বহি।

ছাত্র ভর্ত্তির বহি।

এই বহিতে কোন্ ঘর থাকে তাহা শিক্ষাবিভাগের প্রবর্ত্তিত ফারমে দেখুন! এই বহিটী অতি মূল্যবান্। ইহার সাহায্যে বালকের পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষা, তাহার সামাজিক অবস্থা, বয়স ইত্যাদি বিষয় শিক্ষক জানিতে পারেন। পাঠদিবার পূর্ব্বে বালক সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা শিক্ষকের পক্ষে আবশ্যক। ইহার সাহায্যে শিক্ষক বালকের উপযোগী শিক্ষা দিতে পারেন

এবং উপযুক্ত শ্রেণীতে তাহাকে ভর্ত্তি করেন। এই বহিতে নিম্নলিখিত তিনটী অতিরিক্ত ঘর রাখিলে ভাল হয়ঃ—(ক) বিদ্যালয় পরিত্যাগের তারিখ (খ) পরিত্যাগের কারণ (গ) বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর বালক কি করিতেছে? বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া বালকগণ ভবিষ্যতে কিরূপ জীবন যাপন করে তাহা এই তিনটী ঘর হইতে জানিতে পারা যায়। ইহাদ্বারা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়। ভর্ত্তির বহিখানাতে যথেষ্ট পরিমাণ কাগজ দিতে হইবে যেন উহা কয়েক বৎসর চলে। বহিখানা সযত্নে রক্ষা করিতে হয়।

ভর্ত্তির পূর্ব্বে বালকের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট খানা প্রধান শিক্ষক ভালরূপ পরীক্ষা করিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বালক যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত, নূতন বিদ্যালয়েও সেই শ্রেণীতে তাহাকে ভর্ত্তি করিতে হইবে। যদি পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বালক উক্তশ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে তবে তাহাকে একশ্রেণী উপরে ভর্ত্তি করিতে হয়। তৎপর ট্রেনস্ফার সার্টিফিকেটের উপর লাল কালি দ্বারা ভর্ত্তির বহির ক্রমিক নম্বর, ভর্ত্তি করিবার তারিখ লিখিয়া প্রধান শিক্ষক স্বাক্ষর করিবেন এবং প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের ফাইল বহিতে উহা আটকাইয়া রাখিবেন। এই নিয়ম পালন করিলে বালক পুনরায় উক্ত সার্টিফিকেট ব্যবহার করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারিবে না। বালক পূর্ব্বে কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিলে তাহার পিতা (পিতা অবর্ত্তমানে অভিভাবক), বালক ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন বিদ্যালয়ে পড়ে নাই এই মর্ম্মে একখানা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন। ইহাতে বালকের বয়স, পিতার নাম ইত্যাদিও লিখিতে হয়। বালককে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার উপযোগী শ্রেণীতে শিক্ষক ভর্ত্তি করিবেন; এবং সেই সার্টিফিকেট খানা প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের

ফাইল বহিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রক্ষা করিতে হইবে। বালক যখন পুনরায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে, তখন তাহাকে নূতন একখানা সার্টিফিকেট দিতে হইবে; প্রদত্ত সার্টিফিকেটের নকল বহিতে ইহার নকল রাখিতে হইবে। ট্রানস্‌ফার ও ভর্ত্তির সময় এবং বেতনাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগ কতকগুলি নিয়ম স্থির করেন; তাহা শিক্ষকদিগের পালন করিতে হয়।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়সমূহের শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিশেষ প্রণালী।

বস্তুপাঠ, প্রকৃতিপাঠ ও প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা।

(ক) বস্তুপাঠ (Object lessons)।

(১) বস্তুপাঠে বালক বস্তুর সকল অংশই পর্য্যবেক্ষণ করে।

বস্তুপাঠের উপকারিতা। হাতে লইয়া বালক উহা স্পর্শ করিবে, গন্ধ, স্বাদ, রূপ, ইত্যাদি পরীক্ষা করিবে।

(২) ইহার সাহায্যে বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্ফুরণ ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৩) বালকের শব্দ-সম্পদ্ ও বর্ণনাশক্তি বৃদ্ধি পায়। বালক যাহা পর্য্যবেক্ষণ করে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করে।

(৪) বিচার ও যুক্তিশক্তি বৃদ্ধি পায় (৩৯-৫০ পৃষ্ঠা দেখুন)। বস্তুটী অপর বস্তুর সহিত তুলনা করাতে বালকের বিচার শক্তি জন্মে।

(৫) ইহার সাহায্যে মনোযোগ এক বিষয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়।

(৬) পাঠে বালকের অনুরাগ জন্মে।

বস্তুপাঠদানের প্রণালী।

(১) বস্তু না দেখাইয়া বস্তু পাঠ দেওয়া চলে না। সম্ভবপর হইলে পাঠের নির্দ্দিষ্ট বস্তুটী—যেমন চারাগাছ—প্রত্যেক বালককে দিবেন, শিক্ষক নিজে একটী রাখিবেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুর অভাব হইলে, বস্তুটী প্রত্যেক বালককে হাতে লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে দিতে হইবে।

(২) প্রথমতঃ বালক সমগ্র বস্তুটি পর্য্যবেক্ষণ করিবে, তৎপর বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিবে, এবং সর্ব্বশেষে বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ শিক্ষা করিবে। নির্দ্দিষ্ট বস্তুর বিভিন্ন অংশ বালক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তুলনা করিবে। বস্তুর বিভিন্ন অংশের গুণ বা কার্য্য শিক্ষক বালককে বলিয়া দিবেন না। বালক নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহা বাহির করিবে। আবশ্যকমত বালকের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে শিক্ষক সহায়তা করিবেন। কোন্ অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, কোন্ বিষয় তুলনা করিতে হইবে, কোন্ বস্তুর সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে হইবে, আবশ্যকমত শিক্ষক এই সকল বিষয়ে ইঙ্গিত করিতে পারেন; কিন্তু বালক নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে (১০০-১০২ পৃঃ)। এই শিক্ষাদান প্রণালীকে **আবিষ্কারক প্রণালী** (Heuristic method) বলে। বস্তুপাঠ, প্রকৃতিপাঠ ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান করিতে আবিষ্কারক প্রণালী প্রশস্ত।

(৩) অধিক সংখ্যক বস্তুপাঠ দিলেই বস্তুপাঠের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না। অনুরাগের সহিত অল্প সংখ্যক বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(৪) কোন একটি বস্তুপাঠ পুনঃ পুনঃ দেওয়া অনাবশ্যক। বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বালক ইহা সহজে ভুলিয়া যায় না (৪২ পৃষ্ঠায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্মরণশক্তি দেখুন)।

(৫। বস্তু পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে উহার যথার্থ বর্ণনা বালককে শিক্ষা দিতে হয়। বস্তুর বর্ণনাসমূহ পৃথক না হইয়া ধারাবাহিক হওয়া আবশ্যক। ইহাতে বালকের শব্দ-সম্পদ্ ও রচনাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ভাষাজ্ঞান জন্মে। বিভিন্ন অংশের চিত্র ব্লাকবোর্ডে অঙ্কন করিতে হয় ও বালক পরীক্ষা করিয়া যাহা বাহির করে তাহার সারমর্ম্ম উহাতে লিখিতে হয়।

(৬) বস্তু পর্য্যবেক্ষণের পর বস্তুর চিত্রাঙ্কন ও কাদাদ্বারা আদর্শ গঠন করিতে বালককে শিক্ষা দিতে হয়। ইহার সাহায্যে বালকের বস্তু পর্য্যবেক্ষণ বিশুদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা স্থির করা যায় এবং বালকের স্মৃতিপথে বস্তুর ছাপগুলি সুদৃঢ়ভাবে মুদ্রিত থাকে।

পৃথগ্‌ভাবে কতকগুলি অসম্বন্ধ বস্তুপাঠ না দিয়া উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়া পাঠদান করা আবশ্যক। পদার্থের আকৃতি, গুণ, ওজন বিষয়ক পাঠ, বৃক্ষবিষয়ক পাঠ, জন্তুবিষয়ক পাঠ ইত্যাদিরূপে শ্রেণীবিভাগ করিয়া বস্তুপাঠ দিতে হয়। মণ্টেসোরি প্রবর্ত্তিত খেলানার বিবরণ দেখুন (পৃঃ ৮৫-৯৬)।

(খ) **প্রকৃতিপাঠ** (Nature Study)।

আমরা গৃহে বা শ্রেণীতে বস্তুপাঠ উপলক্ষে কোন একটি বস্তু পৃথগ্‌ভাবে বালককে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুটি কোথায় কি অবস্থায় থাকে, তাহা বালক বস্তুপাঠে পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ইহা জানিবার জন্য বালকের কৌতূহল হয়। বালকের এই কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বিদ্যালয়ের

ছুটিতে বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া শিক্ষক পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইবেন। বালক বিদ্যালয়ের বদ্ধ গৃহ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রকৃতি-পাঠ বস্তুপাঠেরই প্রসারণ। এখানে বালক বিভিন্ন পদার্থসমূহের স্বাভাবিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পায়। পশু-পক্ষী, জীব জন্তু, মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-বাতাস, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র, বন-উপবন, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ঋতুপর্য্যায়, কৃষিকার্য্য ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বালক প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়।

প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে বালক উহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিবে।

(১) এখানে পুস্তকের বর্ণনা পাঠ করিয়া বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হয় না। বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বালক নিজে উহার বর্ণনা করিতে শিক্ষা করিবে। পাঠ্যবিষয়সমূহ শিক্ষা করিবার সময় বালক অনেক সময় শিক্ষকের কথার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে; **প্রকৃতিপাঠে অপরের বর্ণনার উপর বালকের নির্ভর করিতে হয় না; বালক আত্মনির্ভর হয়।** শিক্ষকের বর্ণনা বা ব্ল্যাকবোর্ডের চিত্রসাহায্যে প্রকৃতি-পাঠ শিক্ষা করিলে প্রকৃতি পাঠের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

(২) সজীব পদার্থসমূহের বৃদ্ধি ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের বিভিন্ন অবস্থায় ওজন ও মাপ করিয়া তুলনা করিতে হয়।

(৩) বালক প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিতে শিখে। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে এই ধারণা তাহার জন্মে। প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে শিক্ষা করিলে প্রকৃতি উত্তর প্রদান করে। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হয়। ইহা বিজ্ঞান-শিক্ষার ভিত্তি।

(৪) বস্তুপাঠ শিক্ষা করিবার পর বালক দশম বৎসর বয়সে প্রকৃতিপাঠ আরম্ভ করিবে। ছেলেদিগকে লইয়া শিক্ষক মাঠে বাহির হইবেন ; তথায় বালক নানাবিধ শস্য, বৃক্ষ, পাখী, নদী, খাল জন্তু ইত্যাদি দেখিবে এবং শিক্ষকের সহিত উহাদের বিষয় কথোপকথন করিবে। এইরূপে বালকের জ্ঞান, শব্দ-সম্পদ্ ও বর্ণনাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) স্থানের সুবিধা অনুসারে প্রকৃতি-পাঠের বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়। সকল স্থানে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। কৃষিকার্য্য, মৎস্যধরা, চারাগাছের বৃদ্ধি, পাখী ও পোকার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ক পাঠ নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে।

(৬) প্রকৃতি-পাঠ সমূহের মধ্যে ও শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের সাহায্যে নূতন পাঠ বুঝিতে যাহাতে সুবিধা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বালকগণের সহিত নোট বহি থাকা চাই। বালকগণ যাহা দেখে ও আবিষ্কার করে, স্মরণ রাখিবার জন্য উহার মর্ম্ম ও চিত্র নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবে। একদিনে অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা না দিয়া দুই-একটী বিষয় ভালরূপে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষক এইজন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া যাইবেন।

(৭) বালকদিগের সংগ্রহ-বৃত্তির সাহায্যে (১৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন) পাঠে অনুরাগ জন্মিবে। কিন্তু সংগ্রহ করিবার সময় বালকগণ যতদূর সম্ভব প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির জীবনের প্রতি যেন যত্ন নেয় তৎপ্রতি শিক্ষক দৃষ্টি রাখিবেন।

(গ) প্রাথমিক বিজ্ঞান।

প্রকৃতি-পাঠ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ খুব সহজ বিষয়গুলি পরীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষা

করিতে হয়। এখানেও আবিষ্কারক প্রণালী (২৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন) অবলম্বনে শিক্ষাদান করিতে হয়। কয়েকটী পরীক্ষণ সতর্কতার সহিত বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিলেই নিপুণতা, যুক্তি ও ভাষার বিশুদ্ধতা ইত্যাদি লাভ করা যায়।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, কালি ইত্যাদি মাপ করা, জলের ভিতর পৃথগ্‌ভাবে কঠিন পদার্থের ওজন করা; বরফ, জল ও বাষ্প পরীক্ষা করিয়া তাপের কার্য্য নির্দ্ধারণ করা, আলোক, গতি ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষণের সাহায্যে বালক শিক্ষা করিতে পারে।

বালক নিজে যন্ত্র ও পদার্থসমূহ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং পরীক্ষার ফল বিশুদ্ধরূপে ভাষায় প্রকাশ করিবে। যন্ত্র, উপকরণ ও পরীক্ষণের বিষয় শিক্ষক বালককে নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। পরীক্ষণের কার্য্য যাহাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে ও বালকের সিদ্ধান্তগুলি বিশুদ্ধ হয় তৎপ্রতি শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন।

পঠন

অপরের লিখিত বিষয়গুলি বালক যাহাতে বুঝিতে পারে, তাহাই পঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বালক অতীত ঘটনা, সভ্যতা, রীতি-নীতি, অপরের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানাবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

পঠনের আবশ্যকতা

কখন পঠন শিক্ষা দিতে হইবে?—পড়িতে শিক্ষা করিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। আমাদের দেশে পঞ্চম বৎসর বয়সে বালকের

হাতে খড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত। পড়িবার পূর্ব্বে বালকের কথা বলিবার বা মৌখিক ভাষা প্রয়োগের শক্তি কিয়ৎপরিমাণে থাকা প্রয়োজন; যে সকল বস্তুর নাম সে জানে ও যাহাদের কথা গৃহে বলিতে অভ্যস্ত সেই সকল পরিচিত বস্তু ও বিষয়ের লিখিত চিহ্ন দেখিয়া তাহা পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

অক্ষর-পরিচয় :—অক্ষর-পরিচয় করিবার দুইটী প্রথা প্রচলিত :—(১) সংশ্লেষণ প্রণালী বা বর্ণক্রমিক প্রণালী ও (২) বিশ্লেষণ প্রণালী বা শব্দক্রমিক প্রণালী।

সংশ্লেষণ বা বর্ণক্রমিক প্রণালী। প্রথমতঃ অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণগুলি পরিচয় করাইয়া পরে অক্ষর যোজনা করিয়া শব্দ গঠন করিবার প্রণালীকে সংশ্লেষণ বা বর্ণক্রমিক প্রণালী বলা হয়। এই প্রণালীতে প্রথমতঃ অক্ষর পরিচয় করাইতে "সরল হইতে জটিল" এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। "অ, আ, ই, ঈ" "ক, খ, গ. ঘ" ইত্যাদি অক্ষরগুলিকে উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। "ক" এর সহিত "খ" এর উচ্চারণের সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু আকৃতিগত সাদৃশ্য খুব কম। আমরা অক্ষরের আকৃতি দেখিয়া অক্ষর চিনি; সুতরাং অক্ষর পরিচয়ের জন্য অক্ষরের আকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া "সরল হইতে জটিলের" নিয়মানুসারে অক্ষরগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিখিতে হইবে। এই নিয়ম অবলম্বন করিলে "ব, র, ক, ধ, ঝ, খ, ক্ষ ইত্যাদিরূপে অক্ষর সাজাইয়া পরিচয় করিতে হয়। শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে "ব" লিখিয়া নাম উচ্চারণ করিবেন। ছাত্রগণ শ্লেটে, খাতায় বা বালির উপর শিক্ষকের লেখা ও উচ্চারণ অনুকরণ করিয়া "ব" লিখিবে ও উহার নাম উচ্চারণ করিবে। এইরূপে শিক্ষক "র" লিখিবেন ও উহার নাম উচ্চারণ করিবেন, বালক ও শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া "র" লিখিবে

ও নাম উচ্চারণ করিবে। এখন শিক্ষক "ব" ও "র" পাশাপাশি ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া উহাদের পার্থক্য বালককে বুঝাইয়া দিবেন। অক্ষর পরিচয় হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক বালককে আদেশ করিবেন (১) "ব" লিখ; "র" লিখ; অক্ষরের নাম বা ধ্বনি (উচ্চারণ) পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক "ব" দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, "ইহার নাম কি?" "র" দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন "ইহার নাম কি?" বালক উচ্চারণ করিবে "ব" "র" ইত্যাদি। ভুল হইলে শিক্ষক অক্ষর লিখিয়া দেখাইবেন ও উচ্চারণ করিবেন। বালক পুনঃ পুনঃ অক্ষরটী লিখিবে ও উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অক্ষরের সহিত নাম-উচ্চারণের সংযোগ দৃঢ় হইবে ও স্মরণ থাকিবে। এক সঙ্গে সমস্ত অক্ষর পরিচয় না করাইয়া প্রথমতঃ একটী অক্ষর পরে আরও একটী অক্ষর, ক্রমে ৩টী ৪টী ৫টী ইত্যাদিরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। অক্ষরগুলি পিস্‌বোর্ডের খণ্ডে পৃথক্‌ভাবে লিখিয়া বা মুদ্রিত চার্ট বা পুস্তক হইতে অক্ষরগুলি কাটিয়া পিস্‌বোর্ডে বা মোটা কাগজের টুকরায় আঠা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে। এখন এই পৃথক অক্ষরগুলি মিশাইয়া স্তূপ করিয়া রাখিতে হইবে। শিক্ষক বালককে বলিবেন "ক" অক্ষরগুলি বাছিয়া একত্র কর "ব" অক্ষর গুলি একত্র কর, "গ" অক্ষরগুলি একত্রে কর। বালকগণ ইহা করিতে আমোদ পাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর পরিচয় হইবে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রথমভাগ বা বর্ণপরিচয় দেখিয়া সমস্ত অক্ষর পরিচয় করিবার প্রয়াস বিরক্তিকর ও বহু সময়সাধ্য।

(২) **বিশ্লেষণ প্রণালী**:—প্রথমতঃ লিখিত শব্দ দেখিয়া বা উচ্চারণ শুনিয়া শব্দ হইতে বিশ্লেষণ বা পৃথক করিয়া অক্ষর পরিচয়ের প্রণালীকে বিশ্লেষণ বা শব্দক্রমিক প্রণালী বলে। বিদেশীয় অক্ষর পরিচয় করিতে এই প্রথা বিশেষ উপযোগী। বিদেশীয় অক্ষরসমূহের উচ্চারণ বা

ধনি নির্দ্দিষ্ট নাই ; যেমন "*a*" এর উচ্চারণ বিভিন্নশব্দে (f*a*ll, f*a*t, far) পৃথক্ ; "u"র উচ্চারণ পৃথক্, (but, put) "g"এর উচ্চারণ পৃথক্, (*g*em, get), "ough" এর উচ্চারণ পৃথক্, (rough, through), "oo" উচ্চারণ পৃথক্, (c*oo*l, bl*oo*d) ইত্যাদি।

বাঙ্গালা অক্ষরগুলির (অ, আ, ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষরের) উচ্চারণ নির্দ্দিষ্ট, শব্দবিশেষে অক্ষরগুলির উচ্চারণের ব্যতিক্রম হয় না সুতরাং বাঙ্গালা পড়িতে অক্ষরে নির্দ্দিষ্ট নাম বা ধ্বনি সংযোগ করিয়া শব্দের উচ্চারণ করা চলে, কিন্তু বিদেশীয় ভাষায় ইহা সর্ব্বদা চলে না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষা পড়িতে অক্ষর পরিচয় করিয়া অর্থাৎ সংশ্লেষণ বা শব্দক্রমিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া শব্দের উচ্চারণ করা সম্ভবপর, কিন্তু বিদেশীর ভাষা—ইংরাজী ইত্যাদি—পড়িতে সংশ্লেষণ প্রণালী তেমন উপযোগী নহে। শব্দের উচ্চারণ হইতে অক্ষরের উচ্চারণ বাহির করা হয় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে। সংশ্লেষণ প্রণালীর পক্ষে আর একটী প্রধান যুক্তি এই যে মানুষের অক্ষর পরিচয় হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে মানুষ কথা বলিতে বা শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, সুতরাং শব্দ শিখে প্রথম ; অক্ষর পরিচয় হয় পরে। আমরা প্রথমতঃ গোটা জিনিষটাকে (যেমন বিড়াল) দেখি, পরে ইহার মাথা, পেট পা, লেজ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। সেইরূপ পূর্ব্বে গোটা শব্দটী দেখি, পরে শব্দটী বিশ্লেষণ করিয়া অক্ষরগুলি বাহির করি।

মিশ্র প্রণালী ঃ—অক্ষর পরিচয় করিতে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দুইটী প্রণালীরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে ; একান্তভাবে কোন একটী প্রণালী অবলম্বন করা ঠিক নয়। সংশ্লেষণ বা বর্ণক্রমিক প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(ক) "সরল হইতে জটিল" শিক্ষাদানের এই নিয়মটী অবলম্বন করা হয়;

কারণ অক্ষর হইতে শব্দ জটিল। জটিলতা অনুসারে অক্ষরগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিখিতে হইবে, যেমন ব, র, ক, ধ, ইত্যাদি।

(খ) শব্দের গঠন ও উচ্চারণের প্রতি বালকের লক্ষ্য রাখা সহজ।

(গ) বালক শব্দের কোন অংশের উচ্চারণ করিলে, কোন্ অক্ষরের উচ্চারণ হয় নাই তাহা উল্লেখ করিয়া শিক্ষক সহজে ভুল সংশোধন করিতে সমর্থ হন।

সরব ও নীরব পঠন—জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নীরবে পাঠ করি। শিশু ও বালকবালিকা সাধারণতঃ গৃহে ও বিদ্যালয়ে সরবে পাঠ করিয়া থাকে; কিন্তু বড় হইয়া নীরবে পাঠ করিতে আরম্ভ করে। সরব ও নীরব পঠনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

সরব পঠনের আবশ্যকতা—যদিও যুবা ও বৃদ্ধ নীরবে পাঠ করিয়া থাকেন, তথাপি সরব পঠনের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

(১) বালক পঠনের পূর্ব্বে গৃহে কথা বলিতে শিখে। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে কথা বলা আর কিছু নয়, ধ্বনির সহিত অর্থের সংযোগ করা। "বিড়াল" শব্দের ধ্বনি (উচ্চারণ) করিলে বাস্তব বিড়ালকে বুঝি, "মাছ" শব্দের ধ্বনি করিলে বাস্তব মাছকে বুঝি, "খায়" শব্দের ধ্বনিদ্বারা খাওয়া কার্য্যটীকে বুঝি। "বিড়াল মাছ খায়" ধ্বনি করিলে একটা বিশেষ বাস্তব ঘটনা বুঝি। তাহা হইলে দেখা যায় কথা বলিয়া আমরা ধ্বনির সহিত অর্থের সংযোগ সাধন করিয়া থাকি।

কথোপকথন = ধ্বনি—>অর্থ।

কিন্তু পঠনের সময় **ত্রিবিধ সংযোগ ঘটে**। আমি যখন 'বিড়াল" এই লিখিত চিহ্নগুলি দেখি, তখন চিহ্ন দেখিয়া "বিড়াল" ধ্বনি করি,

এবং ধ্বনি শুনিয়া বাস্তব বিড়াল বুঝি। এখানে চিহ্নের (লেখার) সহিত ধ্বনির সংযোগ ঘটাই ও ধ্বনির সহিত অর্থের সংযোগ ঘটাই।

পঠন = চিহ্ন (লেখা)—>ধ্বনি—>অর্থ।

অতএব কথোপকথন হইতে পঠন জটিল। সরবে পাঠ করিলে সহজে **এই ত্রিবিধ সংযোগ ঘটে; এই কারণে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সরবে পঠন আবশ্যক**। পুনঃ পুনঃ লেখা দেখিয়া উচ্চারণ করিলে, লেখা ও ধ্বনির (উচ্চারণের) সংযোগ ঘটে; এবং বস্তুটী নিকট রাখিয়া উহার নাম উচ্চারণ করিলে, (১) বস্তু (অর্থ), (২) ধ্বনি (উচ্চারণ) ও চিহ্নের (লেখার) সংযোগ ঘটে।

অনুকরণ বৃত্তি ও অভ্যাসের সহায়তায়—এই সংযোগ সুদৃঢ় হয়। পুনঃ পুনঃ লেখার (চিহ্নের) উচ্চারণ করিয়া, লেখার সহিত উচ্চারণের সংযোগ দৃঢ় হয়। এই সংযোগ সুদৃঢ় হইলে নীরবে পাঠ করা চলে, তখন লেখা দেখিয়া উচ্চারণ না করিয়াও উহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এই কারণে শিশু সরবে পাঠ করে, কিন্তু যুবা ও বৃদ্ধ নীরবে পাঠ করিয়া থাকে। নীরবে পাঠ করিবার সময়ও আমরা ধ্বনি সম্পূর্ণরূপে ভুলি না।

(২) সরবে পাঠ করিলে, বালকের পঠন শুনিয়া শিক্ষক বুঝিতে পারেন বালকের অর্থ-প্রতীতি হইয়াছে কি না; এবং ত্রিবিধ সংযোগের অভাব হইলে, শিক্ষক সহজে ভুল সংশোধন করিতে পারেন। নতুবা পঠনের শেষে প্রশ্ন করিয়া উহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়; ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। পঠনের প্রধান কার্য্য হইয়াছে লেখা দেখিয়া সহজে উহার মর্ম্মগ্রহণ করা। পঠনের সময় শিশুর ঝোক্ থাকে শুধু লেখা দেখিয়া উচ্চারণ করা; কিন্তু লেখা অথবা উচ্চারণের সহিত অর্থের সংযোগ রক্ষা করিতে সে অবহেলা করিয়া থাকে।

(৩) সরবে পাঠ করিয়া শ্রোতার মন আকর্ষণ করা যায়। ভাবোদ্দীপনা, পঠনের প্রতি রুচি গঠন ও আদর্শের প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে সরব পঠনের প্রভাব যথেষ্ট। এই কারণে যে সকল পাঠে ভাবের উদ্দীপনা থাকে, এবং যে স্থলে ছন্দঃ, গতি ও শব্দের ঝঙ্কার এবং মাধুর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেই স্থলে সরবে পাঠ করা শ্রেয়ঃ। কবিতা, নাটক ও সাহিত্যের স্থানবিশেষ সরবে পাঠ করা প্রয়োজন। ইহাতে শব্দসম্পদের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় ও ভাব প্রকাশের সুযোগ ঘটে।

নীরব পঠন:—আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি শিশু কেন সরবে পাঠ করে আর যুবা ও বৃদ্ধ কেন অধিকাংশ সময় নীরবে পাঠ করে।

পঠন প্রণালী:—নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নীরবে পঠন শিক্ষা করিতে হয়। কতটুকু পড়িতে হবে তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়, তৎপর বালকগণ উহা নীরবে পড়িবে। পাঠশেষে শিক্ষক মৌখিক প্রশ্ন করিয়া বালক পঠনে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা স্থির করিবেন, কারণ নীরব পাঠে বালকের স্বরভঙ্গি, যতি, অর্থযুক্ত বাক্যাংশের বিভাগ ইত্যাদি প্রকাশ পায় না। নীরব পঠনের পূর্ব্বে বালকের বুঝিবার জন্য শিক্ষক যদি দক্ষতার সহিত পাঠের বিষয়টীর মুখবন্ধ করিয়া দেন, তবে পঠনে বালকের অনুরাগ জন্মে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নীরব পঠনে কতদূর অভ্যস্ত হইলে, পঠনের প্রতি বালকের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা যায়, তখন বিদ্যালয় বা সাধারণ পুস্তকাগার হইতে পুস্তক গৃহে নিয়া বালক অবসর সময়ে স্বাধীনভাবে নীরবে পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।

ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক পঠনের পর, উহা হইতে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিতে ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের নোট রাখিতে শিক্ষা করিতে

হয়; আর গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করিবার পর, বালক প্রধান প্রধান ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কন ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা লিখিতে শিক্ষা করিবে।

বালক যখন কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য নীরবে পাঠ করে তখন বালকের কতদূর পড়িতে হইবে তাহা শিক্ষক পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন; এবং সেই বিষয়ের কয়েকটী প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দিবেন, তাহা হইলে বালক বুঝিতে পারিবে কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পাঠ করা প্রয়োজন। এইভাবে পড়িতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া পড়িতে হয়, সুতরাং যাহা সে পাঠ করে তাহা সুস্পষ্ট হয় ও অনেক কাল স্মরণ থাকে। পঠনের শেষে বালকগণ উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের মৌখিক উত্তর প্রদান করিবে। এই প্রণালীতে পঠন শিক্ষা দিলে, বালক একটী উদ্দেশ্য লইয়া পড়িতে শিখে এবং তাহার পঠন সার্থক হয়; উদ্দেশ্যহীন পঠনে দ্রুত পুস্তক পাঠ সমাপন করিলে শীঘ্রই উহা ভুলিয়া যাইতে হয়; মাসেক কাল অতিবাহিত না হইতেই পড়া, না পড়া প্রায় এক হইয়া যায়।

নীরব পঠন কখন সম্ভবপর?—শিক্ষকের তত্বাবধানে বালক যখন নীরব পঠনে অভ্যস্ত হয়, যখন সে স্বাধীনভাবে অপরের সাহায্য ব্যতীত পড়িতে পারে, যখন একটী বাক্যের গঠন ও মর্ম্মের সহিত অন্য বাক্যের গঠন ও মর্ম্মের তুলনা করিতে সমর্থ হয়, যখন বালক কোন বাক্য পাঠ করিয়া ধীরভাবে উহার মর্ম্ম চিন্তা করিতে সমর্থ, যখন কোন স্থানের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হইলে, উহার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য সে অভিধান ও অন্যান্য পুস্তক দেখিতে সমর্থ হয়, তখন বালক গৃহে নীরব পাঠের সাহায্যে লেখকের উক্তির সারবত্তা ও যুক্তি বুঝিতে সমর্থ। এই কারণে নীরব পাঠ শিশুশ্রেণীতে কার্য্যকর হয় না।

(১) নীরব পাঠে **বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ**। প্রত্যেকটী শব্দ উচ্চারণ করিতে হয় না। নিপুণতা লাভ করিলে কতকগুলি শব্দ বা বাক্যাংশ না পড়িয়াও মর্ম্মগ্রহণ করা চলে। পঠনের উদ্দেশ্য লেখা দেখিয়া অপরের মনের ভাব বা মর্ম্ম গ্রহণ করা। মর্ম্মগ্রহণ করা মানসিক কাজ। বালক না ঠেকিয়া বাক্যগুলি দ্রুত উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেও উহাদের মর্ম্ম না বুঝিতে পারে। বালককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষক স্থির করিবেন বালক মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না।

নীরব পাঠের আবশ্যকতা।

(২) নীরবপাঠে **একগ্রতা বর্দ্ধিত হয়**। বালক পঠিত অংশের মর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য **চিন্তা করিতে শিখে**। সে একটী বাক্য বা বাক্যাংশের গঠন উহার মর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া থাকে।

(৩) নীরব পাঠে বালক **আনন্দ উপভোগ করে**। এথানে শিক্ষকের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ পাঠ করিতে হয় না, ভুল হইলে, বালকদিগের বিদ্রূপবাক্য বা শিক্ষকের তিরস্কারের আশঙ্কা নাই। বালক স্বেচ্ছামত স্বাধীনভাবে পাঠ করিতে পারে; অপরে তাহার পাঠ শুনিয়া কি বলিবে তাহা ভাবিতে হয় না।

(৪) নীরব পাঠে বাক্যের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য বালক নিজে চেষ্টা করে, শিক্ষকের উপর নির্ভর করে না। বালক **আত্মনির্ভর** হইতে শিখে।

(৫) নীরব পাঠে বালকের **শারীরিক কষ্ট অল্প**। শব্দ উচ্চারণ করিবার আয়াস নাই, দাঁড়াইয়া পড়িতে হয় না, বা সঙ্কীর্ণ স্থানে একভাবে বসিয়া বা চাহিয়া থাকিতে হয় না। আবশ্যকমত সে থামিতে পারে।

(৬) নীরব পাঠে বালক বাধা না পাইয়া **ক্রমাগত অনেকক্ষণ পড়িতে পারে**।

(৭) নীরব পাঠে **বর্ণবিন্যাসের সহায়তা হয়।** শব্দের গঠন দেখিবার সুযোগ অধিক, এই কারণে বর্ণাশুদ্ধি কম হয়।

(৮) নীরব পাঠে পঠনের প্রতি বালকের **অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।** বালক গল্প, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জীবজন্তুর কথা, গ্রহনক্ষত্রের বিষয় স্বীয় রুচি অনুসারে পাঠ করিয়া অধিক জানিবার জন্য অধিক পুস্তক পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে; এইরূপে পঠনের প্রতি অনুরাগ জন্মে।

সমস্বরে পঠন—ছেলেমেয়েরা অক্ষরপরিচয় করিয়া শব্দ পড়িতে শিখিলে, শিক্ষকমহাশয় নিম্নশ্রেণীতে সাহিত্যের প্রথম পাঠদানের সময় মাঝে মাঝে সমস্বরে পঠনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শিক্ষক পুস্তক হইতে একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, বালকগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়া সমস্বরে শব্দটীর উচ্চারণ করে; শিক্ষক অর্থযুক্ত বাক্যাংশের উচ্চারণ করেন, বালকগণ সমস্বরে তাঁহার অনুকরণ করে। শিক্ষক একটি বাক্য পাঠ করেন, বালকগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়া বাক্যটী পাঠ করে। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা রহিয়াছে।

সুবিধা:—(১) অল্প সময়ে অধিক পাঠ করা যায়;

(২) দ্রুত পঠনের অভ্যাস জন্মে;

(৩) শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উচ্চারণের উন্নতি হয়; প্রত্যেক বালক শ্রেণীর অপর বালকদের সহিত সমস্বরে শব্দের উচ্চারণ করিতে গিয়া যথার্থ উচ্চারণ করে।

(৪) লাজুক ও ভীরু বালকের সাহস বৃদ্ধি পায়।

(৫) অতিদ্রুত পাঠক সংযত হয়।

(৬) কবিতা, নামতা, আর্য্যা ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিতে বালকের আয়াস হয় কম।

অসুবিধা :—(১) বালক পুস্তক দেখিয়া শব্দের উচ্চারণ করে, না স্মৃতি হইতে উচ্চারণ করে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

(২) শিক্ষক বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইলে অনেক **শব্দের অস্পষ্ট উচ্চারণ ও ভুল** রহিয়া যায়।

(৩ বাক্যের মর্ম্মগ্রহণে বিঘ্ন ঘটে, কারণ উচ্চারণের দিকে বালকের অধিক লক্ষ্য থাকে।

(৪) শ্রেণীতে **অধিক ছাত্র হইলে পাঠ চলে না**। বালকদের ব্যক্তিগত ত্রুটী ধরা পড়ে না।

(৫) বালক আত্মনির্ভরতা হারায়; সুদক্ষ শিক্ষক ছাড়া সমস্বরে পঠনের ব্যবস্থা করা চলে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে ইহা কতকটা সম্ভবপর, উপরের শ্রেণীতে এই প্রণালী অবলম্বন করা অনিষ্টকর।

শিশুকে কেন বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়?—গৃহে বা শিশুশ্রেণীতে শিশু অক্ষরপরিচয় করে, গল্প বলিতে শিখে, ছড়া ইত্যাদি কবিতাও আবৃত্তি করে, তাহার কথার ভিতর বুদ্ধির পরিচয় মিলে এবং কথাগুলির ভিতর পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট ও পৃথক রাখিবার জন্য সে যত্ন করে, তাহার জানা সরল ভাষায় সে পাঠ করিতে পারে ও ছোট ছোট বাক্য দেখিয়া সে লিখিতেও শিখিয়াছে।

বিদ্যালয়ে বালককে পাঠান হয় তাহার উল্লিখিত শক্তিগুলির পুষ্টিসাধন করিবার জন্য ও তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার বিস্তার করিবার জন্য। গৃহে বালকের পরিচিত বিষয়গুলি সঙ্কীর্ণ; এই সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডারটীকে প্রসারিত করিবার জন্য বালককে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন; বিদ্যালয়ে পুস্তকের বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়া ও নিজের রুচিসঙ্গত পুস্তক পাঠ করিয়া বালক নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রসারিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য বালককে পুস্তকের সংস্পর্শে লইয়া যাওয়া। পুস্তকের সংস্পর্শে দুই রকমে লইয়া যাইতে পারা যায়, (১) গৌণভাবে (অর্থাৎ অপরের পুস্তকপঠন শুনিয়া পুস্তকের মর্ম্ম গ্রহণ করা) ও (২) মুখ্যভাবে (নিজে পুস্তক পাঠ করিয়া উহার মর্ম্ম গ্রহণ করা)।

শিক্ষক যখন শ্রেণীতে পুস্তক পাঠ করিয়া পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি শ্রেণীর সম্মুখে আলোচনা করেন, তখন বালক গৌণভাবে পুস্তকের সংস্পর্শে আসে। ইহাতে বালকের নব নব বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। তাহার চিন্তাধারা ও শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি পায় এবং পড়িবার কৌশল ভালরূপে আয়ত্ত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। শুধু যে নিম্নশ্রেণীতেই শিক্ষকের পঠন বালক শুনিবে তাহা নয়, উপরের শ্রেণীতেও শিক্ষকের পঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বালকের পাঠ্যপুস্তকে নাই, এমন অনেক মধুর বাক্যাবলী, সাহিত্যভাণ্ডার হইতে চয়ন করিয়া, শিক্ষক শ্রেণীর সম্মুখে পাঠ করিতে পারেন।

শিক্ষক যখন ভাবের আবেগে সুন্দররূপে উহা পাঠ করেন, তখন বালকেরা উহার ছন্দঃ, গতি, শব্দ, মধুর ঝঙ্কার ও ভাবে মোহিত হয়। নিজে নিজে পড়িয়া বালক ইহা লাভ করিতে অসমর্থ। এই কারণে প্রত্যেক শিক্ষক সাহিত্যভাণ্ডার হইতে মধুর বাক্যাবলী ও যাহাতে উন্নত ভাব রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া কতক সময়ের জন্য শ্রেণীতে উহা পাঠ করিবেন। মুখ্যভাবে অর্থাৎ নিজে পুস্তক পাঠ করিয়া কিরূপে মর্ম্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

শ্রেণীতে পঠন শিক্ষাদানের সময় শিক্ষকের তিনটী প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়ঃ—(১) অপরের মনের ভাব, ভাষার সাহায্যে বুঝা, (২) ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্য-বোধ এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগ করা ও (৩) নিজের চিন্তাধারা ও ভাব কথাবার্ত্তায় ও লেখায় স্পষ্ট ও যথার্থরূপে

প্রকাশ করা। উচ্চশ্রেণীতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি অধিকতর বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে হয়।

উত্তম পঠনের লক্ষণ।

উত্তম পঠনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়:—

(১) **উচ্চারণের বিশুদ্ধতা**। শব্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটী অক্ষরের উচ্চারণ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কোন কোন বালক "ব্যাঘ্র" কে "বেগ্র" "স্কুল" কে "ইস্কুল" "চাঁদ" কে "চানদ" "বাক্স" কে "বাস্ক" ইত্যাদি ভুল উচ্চারণ করে। কখনও বা তাড়াতাড়ি শব্দের উচ্চারণ করিতে যাইয়া শব্দের অন্তর্গত কয়েকটী অক্ষরের উচ্চারণ অস্পষ্ট বা মোটেই করে না। শিক্ষক মহাশয় জিহ্বার জড়তা ও উচ্চারণের কৌশল বলিয়া এবং নিজে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া বালকের বিশুদ্ধ উচ্চারণের অভ্যাস জন্মাইবেন।

(২) **দ্রুত পাঠ**। বালক যাহাতে ঠেকিয়া ঠেকিয়া পাঠ না করে তৎপ্রতি যত্ন লইবেন। শব্দসমূহ বালকের নূতন ও অপরিচিত হইলেই দ্রুত পাঠে বিঘ্ন বটে। নূতন শব্দগুলি পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিলে এই ত্রুটী দূর হইবে।

(৩) **অর্থব্যঞ্জক পাঠ**। বালক যাহা পড়ে তাহার অর্থবোধ হওয়া আবশ্যক; বালকের পাঠ শুনিয়া শ্রোতা সহজে যখন উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, তখনই পাঠের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থায় বালক এই গুণটী লাভ করিতে সমর্থ হয়।

(ক) **অর্থবোধ**। অর্থবোধ জন্মাইতে হইলে, প্রথমতঃ বালক নীরবে পাঠ করিবে এবং শিক্ষক কথোপকথনদ্বারা উহার মর্ম্ম বালককে উপলব্ধি করিতে ও নিজ ভাষায় বলিতে দিবেন। তৎপর বালক সরবে বা জোরে পাঠ করিবে।

(খ) **শব্দবিশেষ বা বাক্যাংশের উপর জোর।** অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কখনও বাক্যের অন্তর্গত কোন কোন শব্দ বা কয়েকটী শব্দের উপর জোর দিয়া পাঠ করিতে হয়। যেমন **তুমি** রামকে ডাকিয়া আন।" এখানে "তুমি শব্দের উপর জোর দিয়া পাঠ করিলে বুঝাইবে, 'অপরে রামকে ডাকিলে চলিবে না ইত্যাদি। "তুমি **রামকে** ডাকিয়া আন।" এখানে রামের উপর জোর দিলে বুঝাইবে, রামকেই ডাকিয়া আন, অপরকে ডাকিলে চলিবে না ইত্যাদি।

(গ) **বিরাম ও গতি।** বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি অর্থানুসারে ভাগ করিয়া, পৃথক করিয়া, আবশ্যকমত থামিয়া পাঠ করিতে হয়। এইরূপে বিরাম দিয়া পাঠ করিলে, অর্থবোধ করা সহজ; পঠিত বাক্যাংশের মর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য শ্রোতা ও পাঠক অবসর পান। অতি দ্রুত পাঠ করিলে বা অতি ধীরে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া পাঠ করিলে অর্থবোধ করিতে কষ্ট হয়। অর্থবোধ না হইলে পাঠের বিরাম ও গতি ঠিক হয় না। বাক্যের কোন্ অংশ পাঠ করিলে—কোন কোন্ শব্দ একত্র পাঠ করিলে—অর্থবোধ সুস্পষ্ট হইবে তাহা বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপে পাঠ করিবার সময় পাঠ অপেক্ষা চক্ষুর কার্য্য দ্রুত চলিতে থাকে; বালকের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সম্মুখভাগে প্রসারিত হয় এবং শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই বাক্যাংশের মর্ম্ম বালক চক্ষুসাহায্যে গ্রহণ করিয়া থাকে।

পাঠে বিরাম দিলে বহুক্ষণ পাঠ করা যায়, বালক সহজে ক্লান্ত হয় না এবং সে যাহা পাঠ করে তাহার মর্ম্মগ্রহণ সহজ হয়। না ঠেকিয়া পাঠ করিতে সমর্থ হইলে, বালকের অতি দ্রুত পড়িবার একটা ঝোক হয়; ইহা নিবারণ করিবার জন্য শিক্ষক বালককে বুঝিয়া পড়িতে আদেশ করিবেন।

বাক্যাংশের নির্দ্ধারণ। বিরাম ও গতির সহিত বাক্যাংশ নির্দ্ধারণের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। বাক্যের অন্তর্গত যে কয়টি শব্দ একত্র পাঠ করিলে মনে একটা চিত্র ফুটিয়া উঠে, উহাদের সংযোগ হইয়াছে—বাক্যাংশ; এইরূপ বাক্যাংশ পাঠ করিয়া বিরাম দিতে হয়। প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রেখা টানিয়া বাক্যাংশগুলি পৃথক করিয়া দিবেন। যেমন "মেদিনীপুর জেলায়। বীরসিংহগ্রামে। বিদ্যাসাগরমহাশয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" "বাতে পঙ্গু। দুর্ব্বল পা দুখানা। জোর করে টেনে। লাঠিতে ভর দিয়ে। ছুটে এসে। তিনি। তাদের মাঝখানে। দাঁড়ালেন।

(ঙ) **স্বরভঙ্গি**—অর্থ প্রকাশ করিবার সময় বিভিন্ন স্বরভঙ্গি মাঝে মাঝে আবশ্যক। যেমন "তুমি কলিকাতায় যাইবে। "তুমি কলিকাতায় যাইবে ?

আদর্শ পাঠ।

এমন কতক শিক্ষক আছেন যাহারা নিজে প্রত্যেকটা বাক্য পাঠ করিয়া যান এবং শ্রেণীর বালকগণ শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া উহা পাঠ করিতে থাকে। এই ব্যবস্থায় প্রায়ই বালক না বুঝিয়া শিক্ষকের অনুকরণ করিতে থাকে, সুতরাং স্বাধীন চেষ্টা ও চিন্তার অভাবে বালক পাঠে সুদক্ষ হইতে অসমর্থ হয়; শিক্ষকের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়া সে নিজের যত্ন ও উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। বালক ভালরূপে পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে, শিক্ষক নিজে পাঠ করিয়া বালককে তাঁহার অনুকরণ করিতে বলিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষক দেখিবেন বালক যেন প্রথমতঃ নিজে পাঠ করিতে চেষ্টা করে; বালক অসমর্থ হইলে শিক্ষক সাহায্য করিবেন। শ্রেণীতে উত্তম পাঠক থাকিলে তাহাদের দুই-একজনকে আদর্শ পাঠ দিতে

বলিবেন। বালকের ভুল হইলে শিক্ষক মহাশয় কিরূপে সংশোধন করিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

পাঠ্যপুস্তক কিরূপ হইবে?

আমাদের দেশে সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচনসমিতি (Text Book Commitee) পরীক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী কতকগুলি পুস্তক অনুমোদন করিয়া থাকেন। শিক্ষকগণ এই তালিকা হইতে এবং অসাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি এই তালিকার বাহির হইতেও পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত করেন। শিক্ষকের জানা প্রয়োজন, কিরূপে ভাল পুস্তক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বালকদের উপযোগী উত্তম পুস্তকের নিম্নলিখিত গুণ থাকা প্রয়োজন :—

(১) পুস্তকের **ভাষা পাঠকের উপযোগী** হওয়া আবশ্যক। ছেলেমেয়েদের পুস্তকে তাহারা যেরূপ ভাষার ব্যবহারে অভ্যস্ত তেমন ভাষা থাকা প্রয়োজন। ভাষা প্রাঞ্জল ও ব্যাপক হইবে কিন্তু একেবারে ছেলেমি যেন না হয়।

(২) পুস্তকের **বিষয়গুলি ধারাবাহিক** ও উহাদের ভিতর সংযোগ থাকা প্রয়োজন।

(৩) পুস্তকে ছেলেমেয়েদের **পরিচিত বিষয়ের বর্ণনা** থাকিবে।

(৪) ছেলেমেয়েরা **যাহাতে সহজে মর্ম্ম বুঝিতে পারে** এমন ভাবে লেখা চাই। গল্পচ্ছলে ও পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ রাখিয়া লেখা ভাল।

(৫) পুস্তক পাঠ করিয়া পঠনে ছেলেমেয়েদের **অনুরাগ যেন বৃদ্ধি পায়।** এক পাঠে অনেকগুলি বিষয়ের জ্ঞান বিচ্ছিন্নভাবে জন্মাইবার চেষ্টা করিতে নাই।

(৬) পুস্তকের বর্ণিত পাঠগুলিতে **প্রদীপনের উপযোগী ছবি থাকা** প্রয়োজন। পাঠটী বুঝিবার জন্য যতটুকু আবশ্যক ছবিতে তাহাই

থাকিবে; অতিরিক্ত কিছু না থাকাই ভাল। উহাতে পাঠটী বুঝিতে অসুবিধা ঘটে।

(৭) পুস্তক যেন **বড় ও সুস্পষ্ট অক্ষরে ভাল কাগজে** মুদ্রিত হয়।

(৮) পুস্তকের **বাঁধান মজবুত** হওয়া দরকার।

(৯) পুস্তক পড়িয়া পাঠকের মনের **ভাব ও ও ধারণাগুলি যেন উন্নত হয়;** পুস্তক পড়িয়া ছেলেমেয়েরা যদি বুঝিতে পারে যে জগতে সাহিত্য বলিয়া একটা কিছু রহিয়াছে এবং উহার চিন্তাধারা গভীর; মাধুর্য্য, সহানুভূতি, উদারতা ও হাসির লহরে উহা ভরপুর, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাহাদের সাহিত্যের ভিত্তি-পত্তন হইল।

কিরূপে গল্প বলিতে হয়?

আমরা সকলেই জানি ছেলেমেয়েরা গল্প শুনিতে কত ভালবাসে। যিনি ভাল গল্প বলিতে পারেন, তিনি তাহাদের কত প্রিয়। তিনি গল্প বলিতে আরম্ভ করিলে, শিশু শ্রোতাদের চোখে মুখে আনন্দের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠে। **ছেলেমেয়েদের উপযোগী গল্প বলিবার উপকারিতা যথেষ্ট।** তাহাদের জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হয়, কল্পনা ও চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়, মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যাহা সৎ ও ন্যায়সঙ্গত তাহার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা জন্মে। সকল শ্রেণীতেই গল্প বলা চলে, উপরের শ্রেণীতে গল্পের সহায়তায় আদর্শের প্রতি বালকদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে হয়।

কোন কোন শিক্ষকের গল্প বলিবার শক্তি স্বাভাবিক, আবার অনেকের উহার অভাব দেখা যায়; ক্রমাগত যত্ন ও অপরের সহায়তা গ্রহণ করিয়া এই শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে।

এমন একটী গল্প নির্ব্বাচন করিতে হয়, যাহার ভিতর দুই-তিনটীর অধিক চরিত্রের উল্লেখ নাই, অথচ গল্পের ভিতর প্রচুর কথোপকথন ও কাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যত অধিক চোখে, মুখে, স্বরে ও দেহের ভঙ্গীতে গল্পের ভাব প্রকাশ করা যায়, ততই গল্পটী বাস্তব হইয়া উঠে। প্রত্যেকটী ঘটনা শিক্ষক সুস্পষ্টরূপে তাহাদের সম্মুখে ফুটাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষক যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহা ভুলিতে হয় এবং গল্প বলিবার সময় তাহাকে গল্পের নায়ক নায়িকাতে পরিণত হইতে হয়। তবেই গল্প বলা সার্থক হইবে।

গল্পের ভাষা বালকদের উপযোগী হইবে। সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার প্রয়োজন। শব্দের অর্থ বালকের ভাবিতে হইলে, গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা রহিয়া যায়। গল্প বলিবার সময় আবশ্যকমত স্বরের ব্যতিক্রম করিতে হয়; কখন উচ্চ, কখন নিম্ন, কখন গম্ভীর, কখন হাস্যপূর্ণ; কখন বীরত্বপূর্ণ, কখন কম্পিত; কখন উৎসাহপূর্ণ, কখন নিরাশব্যঞ্জক করুণস্বরে বর্ণনা করিতে হয়। শিক্ষকের লক্ষ্য থাকিবে বালকদের কুতূহল যেন গল্পের শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করা যায়। প্রথমেই যদি শিক্ষক গল্পের মর্ম্ম বলিয়া ফেলেন বা অতি সত্বর যদি গল্পের পরিণতি বর্ণনা করেন, তবে গল্পের শেষ পর্য্যন্ত কুতূহল রক্ষা করা চলে না। কুতূহল রক্ষা করিবার জন্য অল্পাধিক অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিলে দোষ হয় না।

ক্রমাগত যত্ন ও অভ্যাসদ্বারা ইহাতে নিপুণতা লাভ করা যায়। নিপুণতা লাভ করিলে, তিনি যে কোন গল্পের প্রধান কয়েকটী বিষয় অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বয়স্ক বালকদের উপযোগী নানাবিধ চিত্তাকর্ষক বর্ণনার সৃষ্টি করিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা পরিমিত সময় ছেলেদের সহিত আমোদে কাটাইতে পারেন।

গল্প বলিবার সময় শিক্ষকমহাশয় ছেলেমেয়েদিগকে মাঝে মাঝে চক্ষু মুদিয়া গল্পের বর্ণিত বিষয়গুলির চিত্র তাহাদের মনের ভিতর যাহাতে অঙ্কিত করিতে পারে, তৎপ্রতি উপদেশ দিবেন। গল্প শেষ করিয়া উহার

তাৎপর্য্য ব্যখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। গল্পটী প্রীতিপ্রদ করিবার জন্য আবশ্যকমত চিত্র, আদর্শ, মানচিত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

এইরূপে গল্প বলা সমাপ্ত হইলে, ছাত্রদিগকে উহার আলোচনা করিতে দিতে হয়। গল্পের নানাবিধ চরিত্রের—উহাদের বাক্য ও কার্য্যের—সমালোচনা এবং বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইলে তাহারা নিজে কিরূপ আচরণ করিত, সেই বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে। সুবিধা হইলে গল্পের বিষয়টী রঙ্গিন চক্‌দ্বারা অঙ্কিত করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। শিক্ষক এইরূপে শ্রেণীতে গল্প বলিয়া শিক্ষাদান করিলে বালকদের প্রভূত উপকার হয়, এবং বড় হইয়াও ইহার প্রভাব হইতে তাহারা বঞ্চিত হয় না।

কবিতার আবৃত্তি ও উহা কণ্ঠস্থ করা।

সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবর্দ্ধন ও আনন্দ উপভোগের জন্য কয়েকখানা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পড়া যথেষ্ট নয়; আরও অধিক পুস্তক পাঠ করা প্রয়োজন। অধিক বয়স্ক বালকবালিকাদের মত, শিশুরা অধিক পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে অসমর্থ। এইজন্য শিশুদিগকে সুন্দর সুন্দর ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি ও কণ্ঠস্থ করিতে দিতে হয়। শিশুর উপযোগী ছড়া ও কবিতা চয়ন করিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(১) কবিতাটীর ভিতরে ভাষার ও ভাবের সৌন্দর্য্য থাকা প্রয়োজন।

(২) কবিতাটীর সৌন্দর্য্য শিশুর হৃদয় ও মন যেন অধিকার করে।

(৩) কবিতার যে অংশ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে তাহার ভিতর এমন একটী বিষয় থাকা প্রয়োজন, যাহার চতুর্দ্দিকে—যাহা আশ্রয় করিয়া—সৌন্দর্য্যরাশি ও শিশুর অনুরাগ ফুটিতে পারে।

ছড়া ও কবিতার অংশগুলি সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন এবং যাহাতে শিশুর হৃদয়ে ভাবের উদ্দীপনা হয় ও মন উন্নত হয় তৎপ্রতি শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা

আবশ্যক। হইতে পারে, কবিতার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম শিশু সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, কবিতার ভাব ও মর্ম্ম যদি শিশুর হৃদয় স্পর্শ করে তাহাতেই শিক্ষক সন্তোষলাভ করিতে পারেন। দেখা যায় একই বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপে মর্ম্মগ্রহণ করেন। কবিতাটীর মর্ম্ম শিক্ষক যতদূর বুঝেন, ছাত্র ততদূর বুঝিতে অসমর্থ দেখিয়া কবিতাটী বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার্থীর শক্তি হইতে উহা একটু বেশী শক্ত হইলে, উহা বুঝিবার জন্য তাহার চেষ্টা থাকে, নতুবা উহা তাহার সম্পূর্ণ করতলগত ভাবিয়া সে উপেক্ষা করিতে পারে। এই কারণে কবিতাগুলি যাহাতে শিক্ষার্থীকে কিয়ৎপরিমাণে চিন্তা করিবার সুযোগ দেয় সেই দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ কবিতা হইতে উদ্ধৃত অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, কিন্তু বয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গদ্য হইতেও সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাবলী চয়ন করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে হয়।

কবিতার কতকগুলি ছত্র শ্রেণীর সকল বালক সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিলে, কবিতা কণ্ঠস্থ করিবার প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না। শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকিবে বালক যেন কবিতা আবৃত্তি ও কণ্ঠস্থ করিয়া উহার উন্নত ভাবে ও সুমধুর ভাষার ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া কবিতাটী আপনার করিয়া লয়। তাহা হইলে বালক সৌন্দর্য্য ও সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে অভ্যস্ত হইবে। নতুবা, শুধু বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিবার জন্য যদি কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করা যায়, এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উহা ভুলিয়া যাইতে হয়, যদি কবিতার সৌন্দর্য্যে বালক আকৃষ্ট না হয়, তবে বালকের আবৃত্তি যত উত্তম হউক না কেন, শিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিলে উহা অনিষ্টকর।

অনেক বালক অতি দ্রুত কবিতা আবৃত্তি করিয়া যায়, তাহাদের আবৃত্তি শুনিয়া বোধ হয় যেন ভারি ব্যস্ত হইয়া তাহারা ছুটিয়া চলিয়াছে;

অর্থ ও ধ্বনির দিকে দৃক্‌পাত নাই, স্বরভঙ্গির কোন ব্যতিক্রম নাই, একভাবে চলিয়াছে, উচ্চ নিম্ন ধ্বনি নাই, সব একঘেয়ে, বিরক্তিকর।

উত্তমরূপে কবিতার আবৃত্তি করিতে হইলে, যথার্থরূপে শ্বাসগ্রহণ, উচ্চ ও নিম্নস্বরে উচ্চারণ, স্বর, তাল ও গতির পরিবর্ত্তন ও অঙ্গভঙ্গিদ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া শিক্ষা দিতে হয়। কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কবিতা আবৃত্তির জন্য নির্ব্বাচন করিয়া, শিক্ষক মহাশয় উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি বালকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। বালকগণ যাহাতে উহার মর্ম্ম বুঝে তজ্জন্য যত্ন লইতে হইবে। মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলে কণ্ঠস্থ করা সহজ। কণ্ঠস্থ করিবার পূর্ব্বে চক্ষু মুদিয়া কবিতার চিত্রগুলি মনে বিকসিত করিবার জন্য যত্ন করা প্রয়োজন। যখন চিত্রটী ফুটিয়া উঠে, তখন বর্ণনার ভাষা স্মরণ রাখা সহজ। এক-এক ছত্র পৃথক্‌ভাবে কণ্ঠস্থ করিলে, কণ্ঠস্থ করিতে বিলম্ব ঘটে, কারণ উহাদের ভিতর সংযোগ থাকে না। কিন্তু একটা সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ (stanza) একসঙ্গে কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করিলে উহার বিভিন্ন অংশের ভিতর সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়, এবং যাহাদের ভিতর সংযোগ থাকে তাহা স্মরণ রাখা সহজ। (স্মরণশক্তির নিয়ম দেখুন)।

উত্তম কবিতা আবৃত্তি করিলে জগতের বিখ্যাত গ্রন্থকারদিগের উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তাধারাগুলি উৎকৃষ্ট ভাষায় আমাদের মনে গ্রথিত থাকে। আমাদের মনের ভাব উন্নত হয় ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য আগ্রহ জন্মে। কবির বিশ্বজনীন আনন্দধারা আমাদের মনে প্রবাহিত হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলাইয়া দেয়।

ব্যাখ্যাঃ—পঠনের উদ্দেশ্য হইয়াছে লেখা দেখিয়া উহার মর্ম্মগ্রহণ করা। বালক পাঠের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইল কিনা তাহা স্থির করা যায় (১) বালকের পঠিত অংশ হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও (২) পঠনের ধরণ শুনিয়া। প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলেই ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

কোন একটী বাক্যের বা অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করিতে বালক সাধারণতঃ তিনটী অসুবিধা বোধ করে। (১) বাক্যের অন্তর্গত শব্দের পৃথক অর্থ ও (২) পঠিত বাক্যসমূহের সুস্পষ্ট মর্ম্মগ্রহণ ; এই দুইটী এক নয় ; এবং (৩) চলিত সহজ ভাষায় উহা প্রকাশ করা। প্রায়ই দেখা যায় বালক শব্দের অর্থ পৃথগভাবে শিক্ষা করিয়াও সমগ্র বাক্য বা অনুচ্ছেদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে অসমর্থ। আবার ইহাও দেখা যায় যে সমগ্র বাক্য বা অনুচ্ছেদের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ, কিন্তু উহার অন্তর্গত শব্দসমূহের অর্থ পৃথগভাবে বলিতে অসমর্থ। এই কারণে বালকের শব্দার্থ বা প্রতিশব্দ শিক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, বাক্য বা অনুচ্ছেদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে শিক্ষা করাও তেমন প্রয়োজন।

আবার দেখা যায় মর্ম্মগ্রহণ করিয়াও বালক প্রচলিত সহজ ভাষায় উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই ক্ষমতা ক্রমাগত যত্ন ও অভ্যাসদ্বারা লাভ করিতে হয়। প্রথমতঃ অতি সরল বাক্য, যাহা বালক সহজে বুঝিতে পারে, উহার মর্ম্ম নিজের সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে বালকের উৎসাহ হইবে ও উত্তর দিতে যত্ন করিবে। ইহাতে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং আবশ্যক বোধ করিলে, শিক্ষক মহাশয় পূর্ব্বে উহা বুঝাইয়া দিবেন ও পরে বালককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর আদায় করিবেন। শিশু ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সমগ্র বাক্য বা অনুচ্ছেদের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে জিজ্ঞাসা না করিয়া, উহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিশ্লেষণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মর্ম্ম বাহির করা সুবিধাজনক। যথা :—

"এক রাজা শিকার করতে বের হয়েছেন ; তার সঙ্গে অনেক লোকজন, হাতীঘোড়া, শিকারী কুকুর প্রভৃতি এসেছে। শিকার করতে করতে রাজা এক বনে এসে উপস্থিত হলেন এবং অনেক বেলা হয়েছে দেখে সেখানে তার তাবু গাড়্‌তে হুকুম দিলেন।"

প্রঃ—শিকার করতে কে বের হলেন? উঃ—এক রাজা শিকার করতে বের হলেন। প্রঃ—তার সঙ্গে কে এসেছে? উঃ—তার সঙ্গে অনেক লোকজন এসেছে, কুকুর এসেছে, হাতীঘোড়া এসেছে, শিকারী কুকুর এসেছে আরও অনেকে এসেছে। প্রঃ—শিকার করতে করতে রাজা কোথায় গেলেন? উঃ—রাজা শিকার করতে করতে এক বনের ভিতরে গেলেন। প্রঃ—বনে গিয়ে রাজা কি করলেন? উঃ - রাজা তার তাবু গাড়্‌তে হুকুম দিলেন। প্রঃ—কেন তাবু গাড়্‌তে হুকুম দিলেন? উঃ—তখন অনেক বেলা হয়েছে, স্নানাহার ও বিশ্রাম করতে হবে, তাই রাজা সেখানে তার তাবু গাড়্‌তে হুকুম দিলেন। প্রঃ—রাজা তার সঙ্গে অনেক লোকজন হাতীঘোড়া, শিকারী কুকুর কেন এনেছিলেন? বালক উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে, শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন যে শিকার করতে অনেক লোকের প্রয়োজন, হাতী ও ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করা সুবিধা এবং শিকারী কুকুরগুলি বনের ভিতর শিকার অন্বেষণ করিয়া বাহির করে। পাঠশেষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বালকের নিকট হইতে শিক্ষক ইহা আদায় করিবেন।

সাধারণতঃ বাক্য বা অনুচ্ছেদের মর্ম্ম বুঝিলেই চলে, কিন্তু বালকদের জ্ঞান সুস্পষ্ট করিতে হইলে, শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে এবং মনের ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করিবার জন্য শব্দসমূহের অর্থ ও উহাদের প্রয়োগের সার্থকতা শিক্ষা করিতে হইবে।

কিরূপে মর্ম্মগ্রহণ করিতে হয়?—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটী শব্দের অর্থ পৃথগ্‌ভাবে বুঝিয়া, পরে উহা সংযোগ করিয়া, আমরা বাক্যের মর্ম্ম লাভ করি না। আমরা সমগ্র কথা শুনিয়া উহার একটী সাধারণ মর্ম্ম প্রথম গ্রহণ করি, পরে বাক্যটী বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এই মর্ম্ম ক্রমে স্পষ্টতর করিতে থাকি। বাক্যের শব্দগুলি ধীরে ধীরে পরীক্ষা

করিতে থাকি, আর আমাদের প্রথমলব্ধ মর্ম্মটী স্পষ্টতর হইতে থাকে। বাস্তব জগতেও প্রথমে আমরা সমগ্র বস্তু—একটী বাগান—দেখিয়া উহার সৌন্দর্য্য লাভ করি, পরে ইহার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া ক্রমে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ স্পষ্টতর হইতে থাকে।

বালক যাহা শিখিবে, উহা তাহার সম্মুখে ধারাবাহিকরূপে, স্তরে স্তরে, একটীর পর অপরটী সাজাইয়া ধরিতে হইবে ; বালক যত্নের সহিত যতটুক একসঙ্গে বুঝিতে সমর্থ ততটুক করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়। তাহার পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত নূতন বিষয়ের সংযোগ করিতে (অর্থাৎ বুঝিতে) যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময় বালককে দিতে হয়। কোন একটী নূতন বিষয় উপস্থিত হইলে বালকের অর্জ্জিত পুরাতন জ্ঞান নূতন বিষয়টীকে জড়াইয়া ধরিতে চায়। ইহাই বুদ্ধির কার্য্য, বুঝিবার জন্য চেষ্টা। শিক্ষকের কার্য্য হইয়াছে বালকের এই যত্ন ও চেষ্টা যাহাতে সফলতা লাভ করে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। পূর্ব্বজ্ঞানের সহায়তায় বালক যখন নূতন বিষয় আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় তখনই সে উহার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ।

পুস্তকের লেখা বা অপরের বর্ণিত বিষয় বালকের নিকট সুস্পষ্ট ও সজীব না হইবার দুইটী প্রধান কারণ রহিয়াছে :—(১) বিষয়টীতে বালকের অনুরাগের অভাব, (২) বালকের মর্ম্মগ্রহণের শক্তির অভাব।

বিষয়টীতে বালকের অনুরাগ না থাকার প্রধান কারণ, শিক্ষকের নিজের উহাতে অনুরাগের অভাব। শিক্ষকের অনুরাগ থাকিলে বালকেরও অনুরাগ জন্মে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে শিক্ষাকার্য্যটী হইয়াছে একের মনের উপর অপরের মনের সংস্পর্শ। শিক্ষকের মনের ভাব ছাত্রের মনে প্রতিফলিত হয়। সাদাসিদে ধরণে, উদাসীনতার সহিত, কোন বিষয় বালকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, উহা বালকের নিকট শুষ্ক ও বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। শিক্ষকের উৎসাহ ও প্রেরণার অভাব ঘটিলে,

সুকুমারমতি বালকবালিকাদের মনে জড়তা আসিয়া পড়ে। বয়স্ক বালকদের নিকট শিক্ষকের উৎসাহ ছাড়া আর একটী বিষয়ের আবশ্যক ; তাহারা যাহা শিখিবে, উহার **প্রয়োজনীয়তা** তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে দিতে হয়।

কিরূপে সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়?—উপরের শ্রেণীসমূহে পঠিত অংশের শুধু মর্ম্মগ্রহণ করা যথেষ্ট নয়, মর্ম্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগঠনের প্রতিও বালকদের দৃষ্টি রাখিতে হয়। বর্ণিত বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে, বাক্যগঠনের প্রতিও বালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বালককে বুঝাইয়া দিতে হয় কেন একটী শব্দ বা বাক্যাংশ এত মধুর বা হৃদয়গ্রাহী এবং মর্ম্মটীকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির সার্থকতা কোথায় রহিয়াছে।

বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ বা খণ্ডিত করিয়া বিচার করিতে বিপদের আশঙ্কাও থাকে। এই বিষয়ে শিক্ষকের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, যেন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, সমগ্র অনুচ্ছেদ (stanza) বা বাক্যাবলী মনে যে আনন্দ উৎপাদন করিয়াছে, তাহার বিঘ্ন না ঘটে; তাহা যেন ভুলাইয়া না দেয়। নূতন অনভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে কাজটী সহজ নয়। সাহিত্যের (ভাষার গঠন) বিশ্লেষণকার্য্যে যদি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দঃ ও অনুপ্রাসের প্রভাব সমগ্র বাক্যাবলী বা অনুচ্ছেদের সৌন্দর্য্যরাশিকে বিকশিত করিতে সহায়তা না করে, তবে এই বিশ্লেষণকার্য্য বাস্তবিক অনিষ্টকর।

অনুদার শিক্ষকের নির্ম্মম সমালোচনা ও বিশ্লেষণকার্য্য হইতে, শিক্ষার্থীর অসম্যক্ সৌন্দর্য্যজ্ঞান বরং শ্রেয়ঃ। কিন্তু শিক্ষক যখন বিশ্লেষণ-কার্য্যদ্বারা কবিতার সৌন্দর্য্যটীকে শ্রদ্ধার সহিত বিকসিত করেন, তখন বিশ্লেষণ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

কোন নির্দ্দিষ্ট কবিতা বা পাঠ সাধারণতঃ তিন বার পড়িতে হয়। প্রথমবার পাঠটীর মোটামুটী মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিতে হয় ও বালকদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য লক্ষ্য রাখিতে হয়। দ্বিতীয়বার পঠনের সময় (ভাষার) গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিন্তু মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য ভুলিলে চলিবে না। বিষয়টীকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া (ভাষার) গঠনের বিচার করিতে হইবে। বিষয় হইতে গঠনকে (ভাষাকে) সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে নাই। শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ বিচার করিয়া উহাদের উপযোগিতা কতদূর তাহা বিষয়ের সহিত সংযোগ করিয়া স্থির করিতে হয়। প্রত্যেকটী শব্দ ও বাক্যাংশ বিশদ করা প্রয়োজন; সঙ্গে সঙ্গে শব্দবিন্যাসের মাধুর্য্য, ছন্দঃ, ধ্বনির সহিত ভাবের সংমিশ্রণ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিশ্লেষণ পদ ইত্যাদি প্রয়োগের সার্থকতা প্রদর্শন করিতে হয়। তৃতীয় বারের পাঠে, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী পাঠের সম্মিলিত ফল আলোচনা করিয়া সমগ্র কবিতা বা বাক্যাবলীর সম্পূর্ণ ও অন্তর্নিহিত মর্ম্ম উদ্ধার করিতে হয়; এজন্য উহাদের ত্রিবিধ গুণ অর্থাৎ চিন্তাধারা, ভাব ও সৌন্দর্য্যবোধ পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। এইরূপে পাঠ করিলে পঠনের সার্থকতা হয় ও সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়।

নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি পঠনের সময় নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা যায়ঃ—

প্রথমবার পাঠ করিয়া বালক গল্পটীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিবে এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া একটী সুন্দর গল্প রচনাও করিতে পারে।

দ্বিতীয় বার পাঠ করিয়া নাটকের অন্তর্গত চরিত্র বর্ণনা করিবে। যে সকল বাক্যে, প্রধান নায়কনায়িকাদের চরিত্রের বিশেষ গুণ লক্ষ্য করা যায় তাহা বালক স্বীয় নোট বহিতে উদ্ধৃত করিয়া রাখিবে। এই পাঠের পর বালক চরিত্রগুলির সমালোচনা করিতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়বার পাঠে পুস্তকের ভাষার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ, উহাদের ধাতুগত অর্থ, অপর খ্যাতনামা গ্রন্থকারের অনুরূপ উক্তি বা শব্দের প্রয়োগ, বাক্যের মর্ম্ম উদ্ধার করিবার জন্য উহার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। অতি সন্তর্পণের সহিত এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্যবোধ, তাহা ভুলিলে চলিবে না।

পঠন শিক্ষাদানকালে **ভুল সংশোধন করিবার জন্য** নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(১) কোন বালক পাঠের নির্দ্দিষ্ট অংশ সমাপন করিলে, শিক্ষকের আদেশ লাভ করিয়া অপর বালক তাহার নির্দ্দিষ্ট পাঠ পড়িবে।

(২) প্রথম বালকের পর দ্বিতীয় বালক, তৎপর তৃতীয় বালক, এইরূপ পর পর বালকদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া অনুচিত। মাঝে মাঝে অমনোযোগী বালকদিগকে হঠাৎ পাঠ করিতে বলিতে হয়। ইহাতে শ্রেণীর সকল বালকের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

(৩) গৃহ হইতে শিক্ষক পূর্ব্বেই পাঠের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবেন। ভুল সংশোধন করিবার জন্য শিক্ষক পাঠের সময় পুস্তকের দিকে না তাকাইয়া, বালকের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। বালকের অঙ্গভঙ্গী, স্বর ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন বালকের অর্থপ্রতীতি সহজ হইয়াছে কি না।

(৪) কোন বালক নির্দ্দিষ্ট অংশ পাঠ করিবার সময় শ্রেণীর অপর বালকগণ পাঠের ভুল লক্ষ্য করিবে। উক্ত বালকের পাঠ শেষ হইলে, পাঠে কোন ভুল লক্ষ্য করিয়া থাকিলে, অপর বালকগণ দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া শিক্ষককে জানাইবে যে তাহারা ভুল লক্ষ্য করিয়াছে। শিক্ষক আবশ্যকমত যে কোন বালককে ভুল সংশোধন করিতে আদেশ

দিবেন। সে উহা সংশোধন করিয়া দিবে। ভুলগুলি বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে না। কিরূপে সংশোধন করিতে হইবে তাহাও বালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(৫) ভুল লক্ষ্য করিয়া শিক্ষক বালককে বিদ্রূপ করিবেন না। সহানুভূতির সহিত শিক্ষক উহা সংশোধন করিয়া দিবেন। এবিষয়ে শিক্ষকের ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক।

(৬) অধিকাংশ বালক যাহা ভুল করে শিক্ষক তাহার একটি তালিকা করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত বালকদিগকে উহা বুঝাইয়া দিবেন।

মাতৃ-ভাষা।

১। মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে শিক্ষক প্রথমতঃ বালকের সহিত আলাপ করিবেন ও গল্প বলিবেন। বালক নিজের ভাষায় উত্তর দিবে ও গল্পটী পুনরায় বলিবে। শিক্ষক দেখিবেন (ক) বালকের অধিকাংশ উত্তরগুলি যেন ধারাবাহিক হয়; প্রথম উত্তরের সহিত দ্বিতীয় উত্তরের সাদৃশ্য থাকে। শিক্ষকের প্রশ্নের উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে। (খ) বালকের উচ্চারণ যেন সুস্পষ্ট হয়।

২। নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষকের সহিত বালকের কথোপকথন হইতে পারে ঃ—

(ক) বালকের সুপরিচিত বিষয়সমূহ,—গৃহ, বিদ্যালয়, আসবাব ইত্যাদি।

(খ) **গল্প, রূপকথা ইত্যাদি।** প্রথমতঃ শিক্ষক বালকদিগকে

গল্প বলিবেন তৎপর প্রত্যেক বালক নিজের ভাষায় উহার মর্ম্ম বলিবে। শিক্ষক আবশ্যকমত সাহায্য করিবেন। অবশেষে—

(গ) অপরিচিত বস্তু বা বিষয়।

৩। বালকের লিখন অভ্যাস হইলে বালককে তাহার বর্ণিত বিষয়সমূহ লিখিতে আদেশ করিতে হয়। ইহাতে বালকের রচনাশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

৪। বালক দ্রুত ও সুস্পষ্টভাবে পাঠ করিতে সমর্থ হইলে, বালককে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হয়।

৫। ব্যাকরণের সংজ্ঞা ইত্যাদি শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে অল্প বয়স্ক বালকদিগকে বাক্যসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া উহার অর্থ বুঝিতে শিক্ষা দিতে হয়। যেমন "বিড়াল মাছ খায়"। এখানে "খায়" ক্রিয়ার 'কর্ত্তা' কি ? 'কর্ম্ম' কি ?" ইত্যাদি ব্যাকরণের সংজ্ঞা বালককে জিজ্ঞাসা না করিয়া, শিক্ষক বালককে নিম্নলিখিতরূপে প্রশ্ন করিতে পারেন :—"কে খায় ?" "কি খায় ?" ইত্যাদি। "বিশেষ্য" "বিশেষণ" ইত্যাদি শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে বালককে বাক্য হইতে নামবাচক পদ ও গুণবাচক পদ বাহির করিতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। তৎপর ব্যাকরণের পাঠ শিক্ষাদান করা, "জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের" নিয়মানুসারে সহজ। প্রথমতঃ পৃথগ্‌ভাবে ব্যাকরণ শিক্ষাদান না করিয়া রচনা ও বিশ্লেষণ প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদান করিলে এ বিষয়ে বালকের অনুরাগ জন্মিবে। পৃথক্ বিষয়রূপে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করিবার জন্যই বর্ত্তমান সময়ে উক্ত বিষয়ে বালকের অনুরাগ কম।

বাক্যরচনা।

সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝাইলে বাক্য হয় না। যেমন "প্রভাতে নিদ্রা হইতে" "আরম্ভ করিতেই সে" ইত্যাদি পদসমূহ সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না করাতে বাক্য নহে।

(১) দুইটী পদ যোজনা করিয়া ছোট ছোট বাক্য রচনা করা চলে; যেমন "পাখী উড়িতেছে" "চোর পলাইতেছে" "শিশু কাঁদিতেছে" ইত্যাদি। এখানে একটীকে (পাখী, চোর, শিশু) উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা যাইতেছে, অপর পদের (উড়িতেছে, পলাইতেছে, কাঁপিতেছে) সহায়তায় প্রথম পদগুলিকে **উদ্দেশ্য** (Subject) ও দ্বিতীয় পদগুলিকে **বিধেয়** (Predicate) বলে। শিক্ষক কতকগুলি পদ (উদ্দেশ্য) বলিবেন, বালক উহার অর্থপ্রকাশক অপর পদ (বিধেয়) রচনা করিবে। যেমন; সূর্য্য—, বিদ্যুৎ—, বায়ু—ইত্যাদি। পুনরায় শিক্ষক বিধেয়টী বলিবেন বালক উদ্দেশ্য রচনা করিবে; যেমন;—উড়িতেছে—হাসিতেছে,—নাচিতেছে,—দুলিতেছে ইত্যাদি।

(২) বালক ইহাতে অভ্যস্ত হইলে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে সম্প্রসারণ করিয়া বাক্য রচনা শিক্ষা দিতে হয়। যথা:—শীতল বাতাস বহিতেছে; তাহার জ্বর হইয়াছে; পদাহত সর্পের ন্যায় তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন; তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে; তাহার বেদনাকাতর মুখ দর্শনে আমার হৃদয় বিগলিত হইল।

(৩) বিশেষ্য পদের উপযোগী একটী বিশেষণ পদ অনেক সময় খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব ঘটে। এইজন্য সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, তাঁহাদের সুনির্ব্বাচিত পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাক্য রচনা করিলে ইহাতে সফলতা লাভ করা যায়। যথা:—সর্ব্বগ্রাসী অভাব, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, নীল অনন্ত আকাশ, বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্র, স্মরণাতীত কাল, কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্য, অকপট কৃতজ্ঞতা, ব্যর্থ চেষ্টা, উজ্জ্বল চিত্র, পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা, চঞ্চল দৃষ্টি, সঙ্কীর্ণ পথ, অদম্য উৎসাহ, কুটিল দৃষ্টি, সুদীর্ঘ পথ, মহৎ দুঃখ, উদীয়মান (অস্তমান) চন্দ্র ইত্যাদি।

(৪) বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে এমন যুগ্মপদ সচরাচর বাক্যে ব্যবহৃত

হয়। এইগুলি লক্ষ্য করিয়া বাক্যে আবশ্যকমত উহার প্রয়োগ করিতে শিখিতে হয়। যথা ধনী-দরিদ্র, অল্প বিস্তর, ছোটবড়, দিবানিশি, আগা গোড়া, উত্থান-পতন, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, আদি অন্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি, শত্রু-মিত্র জীবনমরণ, অগ্র-পশ্চাৎ, বিধি নিষেধ, দোষ-গুণ, দিবা রাত্র, স্বামী স্ত্রী, ভূত-ভবিষ্যৎ, ভাঙ্গা-গড়া ইত্যাদি।

(৫) আবার কতকগুলি যুগ্মপদ রহিয়াছে, যাহাদের নিকট সম্বন্ধ বা একই অর্থে ব্যবহার হয়; যেমন – রক্তমাংস মেঘ বৃষ্টি, চেনা-শোনা, গানবাজনা, আচার-ব্যবহার, সুখ-শান্তি, ধূপ-ধূনা, তন্ত্রমন্ত্র, চাল-চলন, লোকজন, কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা, যুক্তি-তর্ক, ভাঙ্গা-চোরা, খরকুটা, হাসিখুসি ইত্যাদি।

(৬) কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে যাহাদের উচ্চারণদ্বারাই অর্থবোধ হয়; যেমন **ঠক্ ঠক্** করে কাঠ কাট্‌ছে; **ঝপ্ ঝপ্** করে দাঁড় ফেল্‌ছে; কাপড় জামা **ফুরফুরে** হয়ে বাতাসে উড়ছে; বাতাস **হুহু** শব্দ করে ছুটেছে ইত্যাদি।

(৭) কৃৎপ্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন কতকগুলি বিশেষণপদ দ্বারা বাক্য বা বাক্যাংশের সঙ্কোচন করা যায়। বাক্যরচনায় উহাদের প্রয়োগ শিক্ষাকরা আবশ্যক। যেমন:—যাহা লাভ করা গিয়াছে = লব্ধ, যাহা সৃজন করা গিয়াছে = সৃষ্ট, যাহা ক্রয় করা গিয়াছে = ক্রীত, যাহা জানা গিয়াছে—জ্ঞাত, যাহা পান করা গিয়াছে = পীত, যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে = শ্রুত, যাহার গন্ধ লওয়া হইয়াছে = ঘ্রাত, যাহা দেওয়া হইয়াছে = দত্ত, যাহা ভক্ষণ করিবার উপযোগী = ভক্ষ্য, যাহা ভোগ করিবার উপযোগী = ভোগ্য, যে বসিয়া রহিয়াছে = আসীন, যাহা দেখা যাইতেছে = দৃশ্যমান, যাহাতে পুষ্প জন্মিয়াছে পুষ্পিত (বৃক্ষ), যাহার পুত্র নাই = অপুত্রক, যে কৃত উপকার স্মরণ রাখে = কৃতজ্ঞ ইত্যাদি।

(৮) কয়েকটী সরল বাক্যকে কিরূপে যোগ করিয়া যৌগিক ও জটিল বাক্য রচনা কারতে হয় তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক।

(ক) "এবং" "ও" "অথবা" "কিন্তু" যোগে দুইটী পৃথক বাক্য যোগ করা যায়। যথা :—"রাম আসিয়াছিল", "শ্যাম আসিয়াছিল" এই দুইটী পৃথক বাক্যকে একত্র করিয়া "রাম ও শ্যাম আসিয়াছিল" এই একটী যৌগিক বাক্য হইল। "রাম বীর", "রাম উদার" এই দুইটী পৃথক বাক্য একত্র করিয়া একটী যৌগিক বাক্য হইল, "রাম বীর এবং উদার।" "কাশ্মীর অতি মনোহর স্থান", "কাশ্মীর বহুদূরে" একত্র করিয়া যৌগিক বাক্য হইল "কাশ্মীর অতি মনোরম স্থান, কিন্তু বহুদূরে।"

(খ) যখন-তখন, যেখানে-সেখানে, যত-তত, যেহেতু, কারণ ইত্যাদি পদের সাহায্যে জটিল বাক্য রচনা করা যায়। যেমন :—"যত গর্জ্জে তত বর্ষে না", "যেখানে অরণ্য সেখানে ব্যাঘ্র", "তিনি দরিদ্র হইলেও মিথ্যা কথা বলেন না" ইত্যাদি।

(৯) ভাবোদ্দীপনার জন্য কখনও একই গুণ বা ভাবের সহিত নানা বিষয়ের সংযোগ করিয়া বাক্যরচনা করা হয় ; যেমন :—

(ক) "নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখীর ডাক্, তরুর মর্ম্মর, চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়···ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(খ) "ভাব আপনি তাহার (চক্ষুর) উপরে কখন প্রসারিত হয়, কখন মুদ্রিত হয়, কখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখন ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখন অস্তমান চন্দ্রের মত অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখন দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মত দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে।" রবীন্দ্রনাথ।

প্রবন্ধ রচনা বাক্য-রচনা শিক্ষা করিয়া বালক প্রবন্ধ রচনা করিতে শিখিবে। প্রথমতঃ বালকের পরিচিত বিষয়ের প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়।

যেমন, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ইত্যাদি। প্রত্যেক বালক নির্ব্বাচিত বিষয়ে এক একটী বাক্য রচনা করিবে; শিক্ষক বিষয়টীর বিভিন্ন অংশ স্থির করিয়া দিবেন যেমন (ক) বর্ণ ও আকৃতি, (খ) বাসস্থান, (গ) প্রকৃতি ও কার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণী বিভাগ করিয়া বাক্য রচনা করিয়া বালকগণ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবে। শিক্ষক বালকের ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন, সেইগুলি একত্র করিয়া বালক খাতায় লিখিলেই প্রবন্ধ হইবে।

এইরূপ অভ্যস্ত হইলে প্রত্যেক বালক একটী পৃথক বাক্য রচনা না করিয়া এবং অপরের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, প্রবন্ধ রচনা করিবে।

লিখন।

মানুষ প্রথমতঃ মুখেই মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু মুখের শব্দগুলি স্থায়ী নহে, সুতরাং উহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য বা স্থায়ী করিবার জন্য অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বালককে অক্ষর লিখিবার কৌশল শিক্ষা দিতে হয়।

১। কিরূপে বালক কলম ধরিবে ও বসিবে, তাহা শিক্ষক মহাশয় প্রথমতঃ বালককে শিক্ষা দিবেন।

২। চিত্রাঙ্কন শিক্ষাদানের সময় বক্ররেখা ( ), দাঁড়ান রেখা। শয়ানরেখা—, হেলানরেখা /\, ইত্যাদি বালককে শিক্ষা দিতে হইয়াছে। রেখা অঙ্কন অনুশীলনের জন্য প্রথমতঃ শিক্ষকের অঙ্কিতরেখার উপর অঙ্কন করিয়া বালক হাত ঠিক করিতে পারে। এ প্রথা ভারতবর্ষে বহুদিন যাবৎ প্রচলিত আছে। শিক্ষক রঙ্গিন পেন্সিল বা লাল কালীদ্বারা

অক্ষর লিখিবেন, বালক পেন্সিল বা কালীদ্বারা উহার উপর লিখিলে বালকের ভুল বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। সহজ ও সরল অক্ষর হইতে জটিল অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করাইতে হয়। **আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণ অনুসারে সাজান হইয়াছে** (phonetic)। অক্ষর লিখিতে শিক্ষা দিতে হইলে আকৃতিগত জটিলতা অনুসারে উহাদিগকে সাজাইতে হয়। "ব" অক্ষরটী সরল, ইহা দুইটী হেলান, একটী দাঁড়ান ও একটী শয়ান রেখার সাহায্যে হইয়াছে। নিম্নলিখিত ক্রমে উহাদিগকে সাজান যাইতে পারে ঃ—

ব, র, ক, ধ, ঝ, ঋ, ফ, ব, য়, য, ন, ণ, ম, ল, স, শ, প, চ, ঢ, ট, দ, ঈ, ছ, জ, ড়, উ, ঊ, ঙ, হ, ই, এ, ঞ, ঐ, ত, অ, আ, ও, ঔ, ঘ, থ, খ, ঠ, ৯।

৪। অক্ষর লিখিয়া বালক অক্ষরের নাম উচ্চারণ করিবে। শিক্ষক অক্ষর উচ্চারণ করিলে বালক অক্ষরটি বাহির করিয়া শিক্ষককে দেখাইবে। এইরূপে বালকের অক্ষর পরিচয় হইবে।

৫। অক্ষরের উচ্চতা, গঠন ও দূরত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উচ্চতা সমান করিবার জন্য বালক প্রথমতঃ রূল টানিয়া উহার ভিতর লিখিতে অভ্যাস করিবে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অক্ষরের উচ্চতা অধিক হওয়া আবশ্যক, ক্রমে উহা হ্রাস করিতে হয়। শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলির দূরত্ব সমান হইবে এবং শব্দগুলিকে পৃথক্ রাখিবার জন্য উহাদের ভিতর দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক রাখিতে হইবে। এই পুস্তকের শব্দের অন্তর্গত অক্ষর ও শব্দগুলির ব্যবধান লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

৬। **লিখন শিক্ষাদানের ক্রমগুলি** নিম্নে বিবৃত করা গেল ঃ—

(ক) **পর্য্যবেক্ষণ ঃ**—প্রথমতঃ শিক্ষক সর্ব্বাপেক্ষা সরল অক্ষরটী (যথা "ব") ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া, উহার প্রতি বালকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিবেন। যে সকল রেখার সাহায্যে অক্ষরটি গঠিত হইয়াছে যেমন ╱╲। তাহা বিশ্লেষণ করিয়া, ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দেখাইতে হইবে। শিক্ষক অক্ষরের নাম উচ্চারণ করিবেন।

(খ) **অনুকরণ** :—তৎপর লাল পেন্সিল বা লাল কালীদ্বারা অক্ষরটী বালকের কাগজে (কাগজ অভাবে কলা বা তালপাতায় শলাকাদ্বারা) অঙ্কিত করিয়া দিতে হয়। বালক অঙ্কিত অক্ষরের উপর পেন্সিল বা কালীদ্বারা লিখিয়া আবশ্যক হস্ত-সঞ্চালন অভ্যাস করিবে। বালক অক্ষরের নাম উচ্চারণ করিবে। শিক্ষকের লিখিত লাল রেখা হইতে বালকের রেখাগুলি কতদূর সরিয়া পড়ে তাহা দেখিয়া বালক আবশ্যক হস্তসঞ্চালনে কতদূর অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

(গ) **সংশোধন** :—বালকদিগের লেখা শেষ হইলে শিক্ষক প্রত্যেকের ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন। অধিকাংশ বালকের কোন সাধারণ ভুল থাকিলে, উহা ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে বালকদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইতে হইবে। আবশ্যকমত অক্ষরটী অপর অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া উহাদিগের সাদৃশ্য ও বৈষম্য বালকদিগের নিকট স্পষ্ট করিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন অক্ষর লিখিতে ও উহাদিগের আকৃতিগত জটিলতা শিক্ষা দিতে হয়।

৭। **হস্তাক্ষর পরীক্ষা** :—বালক প্রথমতঃ আদর্শ অবলম্বনে হস্তাক্ষর লিখে; এ অবস্থায় আদর্শ অনুকরণের প্রতি বালক যথেষ্ট মনোযোগ দেয়, সুতরাং তাহার অক্ষরগুলিও আদর্শের অনুরূপ হয়। বালক সুন্দর অক্ষর লিখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে কি না, তাহা বালকের হস্তলিপির বহি পরীক্ষা করিয়া ঠিক বোঝা যায় না। শ্রুতলিপি ও রচনা লিখিবার সময় বালকের মনোযোগ অক্ষরগঠন অপেক্ষা উক্ত বিষয়ের প্রতি অধিক নিবিষ্ট থাকে; সুতরাং এই অবস্থায় বালক যাহা লিখে

উহাই তাহার স্বাভাবিক অক্ষর। উহা পরীক্ষা করিয়া বালকের লেখা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

৮। **শ্লেট ও কাগজের ব্যবহার**ঃ—প্রথমতঃ বালকের শ্লেট ব্যবহার করাই ভাল; ইহাতে ব্যয় অল্প। কিন্তু শিক্ষক দেখিবেন বালক যেন উহা পরিষ্কার রাখে এবং উহার উপর থুথু না ফেলে। এক টুকরা স্পঞ্জ বা নেকড়া ভিজাইয়া রাখিলেই চলিতে পারে। বালকের শ্লেটে লিখিতে অভ্যাস হইলে শিক্ষক তাহাকে কাগজে লিখিতে অভ্যস্ত করাইবেন ও কলম কিরূপে ধরিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে হইবে। কাগজের লেখা মুছিয়া ফেলা যায় না; সুতরাং বালক সতর্কতার সহিত অক্ষরগুলি সুন্দর ও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিবে।

৯। অযুক্তাক্ষরসাহায্যে বালক শব্দ লিখিতে অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ লিখিতে শিক্ষা দিতে হয়।

১০। বালককে লিখিতে শিক্ষাদিবার পূর্ব্বে শিক্ষক তাহার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ গল্প বলিবেন এবং বালক উহা নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হইবে: অতঃপর বালককে লিখিতে শিক্ষা দিলে উচ্চারিত শব্দের লিখিত রূপ দেখিয়া বালক আমোদ অনুভব করিবে। এইরূপে লিখনের প্রতি বালকের অনুরাগ জন্মে।

বর্ণবিন্যাস বা বানান শিক্ষা।

লেখাপড়া জানিলে শব্দের বর্ণবিন্যাস বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বানান ভুল হইলে, সাধারণতঃ লোকের ধারণা জন্মে যে বিদ্যালয়ে বালকের লেখাপড়া মোটেই হইতেছে না। চিঠিতে ভুল বানান থাকিলে লোকের নিকট হেয় হইতে হয়। বানান করা আর কিছু নয়, শুধু স্মৃতি হইতে শব্দের চিত্রাঙ্কন করা, এবং একমাত্র লিখিবার সময় উহার

প্রয়োজনীয়তা থাকে। অবশ্য ছবি বা চিত্রের ন্যায় লিখিত অক্ষরের গঠনগুলি তেমন চিত্তাকর্ষক নয়, কাজেই পুনঃ পুনঃ লিখিয়া অভ্যাস না করিলে শব্দের গঠন স্মরণ রাখা কঠিন, শীঘ্রই ভুলিয়া যাইতে হয়। বর্ণবিন্যাস শিক্ষা করিতে হয় **দেখিয়া ও লিখিয়া** এবং অল্প বয়সে, যখন স্মরণশক্তি সতেজ থাকে। কোন শব্দের বানান করিতে সন্দেহ হইলে, আমরা শব্দটী দ্রুত লিখিয়া উহার দিকে তাকাইয়া দেখি, উহা কেমন দেখায়। ভুল হইলে চোখে ঠেকে। বাঙ্গালা বানান শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ উহা অনেকটা নিয়মের অধীন, কিন্তু ইংরেজী শব্দের বানান-শিক্ষা কঠিন, কারণ ইহা অনেক সময় কোন নিয়মের অধীনে আনা যায় না। বানান শিক্ষা করিতে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে ঃ—

(১) পঠন—একই শব্দ যখন পুনঃ পুনঃ পড়িতে হয়, তখন শব্দটীর গঠন চক্ষুর সাহায্যে মনে দৃঢ় করিতে হয়। পড়িবার সময় অস্পষ্ট উচ্চারণ করিলে বানানশিক্ষা করিতে বিঘ্ন ঘটে। যাহারা শব্দের সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পড়ে, তাহাদের বর্ণাশুদ্ধি অল্প।

(২) নকল করা—ছোট ছোট বাক্যের অন্তর্গত শব্দের গঠন মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা ও পরে একটী একটী করিয়া অক্ষর শুদ্ধরূপে নকল করিতে হয়। একই শব্দ পুনঃ পুনঃ নকল করিয়া অভ্যাসে পরিণত করিতে হয় নতুবা লেখা বা বানান স্মরণ রাখা কঠিন।

(৩) যে সকল শব্দ বালক প্রয়োগ করিবে, কেবল সেই সকল শব্দের বানান শিক্ষা করা প্রয়োজন। কঠিন কঠিন শব্দ যাহা বালকের প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, সেই সকল শব্দের বানান লিখিতে শিখিয়া সময় নষ্ট করিতে নাই।

(৪) বালক যে সকল **নূতন শব্দ** লিখিতে শিখে, উহার প্রয়োগ করিয়া সে বাক্যরচনা করিবে, নতুবা সেগুলি ভুলিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। বালকের শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার জন্য নূতন শব্দ শিক্ষা করা প্রয়োজন। প্রতিদিন দুই-একটী করিয়া নূতন শব্দ লিখিতে অভ্যাস করিলে, নিত্যকার কথাবার্ত্তার শব্দগুলির বানান শিখিতে এক বৎসরের বেশী সময় লাগিবার কথা নয়।

(৫) যে সকল নূতন শব্দ বালক প্রয়োগ করে, বা যাহার বানান বালকের সন্দেহ থাকে তাহা **অভিধান দেখিয়া** বাহির করিতে হয়। অভিধান দেখিবার উপকারিতা আরও অনেক। শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হয়, শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও প্রয়োগ তুলনা করিয়া চিন্তাশক্তির উন্নতি করা যায়, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় ও শব্দের গঠন বা বানানের প্রতি অধিক লক্ষ্য থাকে।

(৬) বানান শিক্ষা করিতে ব্যাকরণের নিয়মও সহায়তা করে। ণত্ব ও ষত্ব বিধান, কৃৎ, তদ্ধিত ও স্ত্রীপ্রত্যয়ের নিয়ম জানা থাকিলে, কতকগুলি শব্দের বানান শিক্ষা সহজ হয়। উপরের শ্রেণীতে এই প্রণালী চলিতে পারে, নিম্নশ্রেণীতে ইহা কার্য্যকর নয়।

(৭) **শ্রুতলিপিও পরোক্ষভাবে বানান শিক্ষার সহায়তা করে।** বালকের কতদূর বানান শিক্ষা না হইলে, শ্রুতলিপি লিখিতে দিতে নাই। শ্রুতলিপি লিখিতে বলার পূর্ব্বে শব্দের বানান শিক্ষা দিতে হয়। পুস্তকের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কঠিন শব্দগুলি বাছিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে হয়। ভুল করিলে অপর বালক বা শিক্ষক সংশোধন করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবে। এইরূপে এক-একটী করিয়া নূতন ও কঠিন শব্দগুলি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবে, শ্রেণীর সকল বালক উহা মনোযোগের সহিত দেখিবে। তৎপর শিক্ষকমহাশয়

নির্দ্দিষ্ট পাঠটী একবার পড়িয়া যাইবেন, পরে ধীরে ধীরে ডাকিয়া বলিবেন। বালকগণ শুনিয়া লিখিয়া যাইবে। কোন শব্দের বানান করিতে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, সেই শব্দের উপযুক্ত স্থান শূন্য (ফাক্) রাখিয়া যাইবে, আন্দাজে বানান করিতে নাই। এক একটী বাক্যাংশ একবারের অধিক ডাকিয়া বলিতে নাই। বালকগণ মনোযোগের সহিত শুনিয়া লিখিয়া যাইবে। লিখিবার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হয়, বালকদের পেন্সিল বা কলমের অগ্রভাগের দিকে তাকাইলেই বালকদের লেখা শেষ হইয়াছে কি না বুঝা যাইবে। নির্দ্দিষ্ট পাঠটী শেষ হইলে শিক্ষক পুনরায় পাঠটী ডাকিয়া পাড়বেন, কোন শব্দ ফেলিয়া গেলে বালকগণ এইবার উহা সংশোধন করিবার সুযোগ পাইবে।

কিরূপে শ্রুতলিপি সংশোধন করিতে হয়? শ্রেণীতে অল্প সংখ্যক ছাত্র থাকিলে শিক্ষক নিজে বালকদের সম্মুখে তাহাদের ভুলগুলি সংশোধন করিবেন। শ্রেণীতে অধিক বালক থাকিলে শিক্ষকমহাশয় সকল বালকের ভুল তাহাদের সম্মুখে সংশোধন করিবার অবকাশ পান না। প্রত্যেক বালক পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট অংশ বাহির করিয়া তাহাদের নিজ নিজ খাতার ভুল সংশোধন করিবে। শিক্ষক তখন শ্রেণীতে ঘুরিয়া প্রত্যেক বালকের ভুল শব্দগুলি পরীক্ষা করিবেন এবং অধিকাংশ বালক যে সকল শব্দের বানান ভুল করিয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিবেন। বালকেরা সেই শব্দগুলি তাহাদের খাতায় ৪।৫ বার নকল করিবে। এই প্রণালীতে শ্রুতলিপির সাহায্যে বর্ণবিন্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়।

বর্ণবিন্যাস পরীক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে পুরাতন পাঠ হইতে শ্রুতলিপি লিখিতে দিতে হয়। এই ধরণের শ্রুতলিপি মাসে ২।১ বার দিলেই যথেষ্ট।

লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় যখন বালক না ভাবিয়া কলের মত শুদ্ধরূপে লিখিয়া যাইতে সমর্থ হয়।

লেখা ভাল করিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়?

(১) কালী দিয়া লেখিবার পূর্ব্বে, পেন্সিল দিয়া অক্ষর লিখিয়া অভ্যাস করিবে।

(২) সপ্তাহে দুই এক দিন আদর্শ বহি দেখিয়া না লিখিয়া **প্রতিদিন** কিছু কিছু করিয়া আদর্শ বহি দেখিয়া মনোযোগের সহিত হস্তাক্ষর লিখিবে।

(৩) টেবিল বা ডেস্ক—যাহার উপর কাগজ রাখিয়া লিখিবে—তাহা যেন অতিরিক্ত উচ্চ বা নিম্ন না হয়।

(৪) লেখার কাগজ কতকটা পুরু হওয়া দরকার।

(৫) ব্লটিং কাগজ হাতের নীচে রাখিতে হয়, পাতা উল্টাইবার পূর্ব্বে ব্লটিং ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক-এক ছত্র লিখিয়া পুনঃ পুনঃ ব্লটিং কাগজ ব্যবহার করিয়া উহা শীঘ্র নষ্ট করিতে নাই।

(৬) ভাল কালী ব্যবহার করিতে হয়, বেশী পাতল কালী যেন না হয়। লেখা শেষ হইলে দোয়াতের মুখ ছিপিদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে, নতুবা দোয়াতের কালী শীঘ্রই শুকাইয়া যাইবে।

(৭) কলমের কালী ঝাড়িয়া মেজে যেন অপরিষ্কার করা না হয়।

(৮) লেখিবার সময় সর্ব্বদাই বালক মনোযোগের সহিত লিখিবে, যেন অক্ষর সুন্দর হয়। সর্ব্বদা যত্নের সহিত লিখিয়া অভ্যাস গঠন না করিলে হাতের লেখা ভাল হয় না। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় লিখিতেও ভালরূপে লেখিতে হয়।

(৯) অনেকবার একটী শব্দ লিখিতে আদেশ করিয়া বালককে শাস্তি প্রদান করিলে, বালক তাড়াতাড়ি লিখিয়া হস্তাক্ষর খারাপ করে।

(১০) শিক্ষক অতি দ্রুত ডাকিয়া নোট্ করিতে বলিবেন না, ইহাতে বালক তাড়াতাড়ি লিখিয়া হস্তাক্ষর ভাল করিতে পারে না।

(১১) শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে সুন্দর করিয়া লিখিবেন। নতুবা বালক অজ্ঞাতসারে উহা অনুকরণ করিয়া হস্তাক্ষর নষ্ট করে।

(১২) নিম্নলিখিত সাধারণ ত্রুটিগুলি নিবারণ করিতে হইবে।

(ক) অক্ষরের কোন কোন রেখা অধিক স্থূল ও কোন কোন রেখা অতিরিক্ত সূক্ষ্ম হয়।

(খ) অক্ষরের অন্তর্গত কোণ্‌গুলি যথার্থরূপে লেখা হয় না, কখনও অতিরিক্ত স্থূল আবার কখন বা অতিরিক্ত সূক্ষ্ম হয়। সাধারণতঃ কোণগুলি ৬০ ডিগ্রি হইতে ৯ ডিগ্রির ভিতর থাকিবে।

(গ) বক্ররেখাগুলি যথার্থরূপে অঙ্কিত করা হয় না।

(ঘ) অক্ষরগুলির উচ্চতা অসমান হয়; কখনও উহারা রুলের উপরে উঠিয়া যায়, আবার কোনটা রুলের নীচে নামিয়া পড়ে।

(ঙ) শব্দের অন্তর্গত অক্ষরের ব্যবধান ও বাক্যের অন্তর্গত শব্দের ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। শব্দের অন্তর্গত অক্ষরের ব্যবধান হইতে শব্দসমূহের ব্যবধান অধিকতর হইবে।

(চ) অক্ষরের মাত্রা দিতে ভুল হয়।

(ছ) মাঝে মাঝে অক্ষরগুলি আয়তনে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া শেষে অস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

(জ) অতিরিক্ত কালী ফেলিয়া বালক লেখাগুলিকে অনেক সময় অস্পষ্ট করিয়া থাকে।

(ছ) হস্তলিপি লিখিবার সময়, বালক অক্ষরগঠনের প্রতি যতদূর মনোযোগ দেয়, শ্রুতলিপি বা অন্য বিষয় লিখিবার সময় ততদূর মনোযোগ দেয় না।

বাজারের প্রচলিত ছাপার অর্থপুস্তক ঃ—আজকাল অর্থপুস্তকে বাজার ভরিয়া গিয়াছে। শিশুশ্রেণীর ছেলেদেরও সাহিত্যের অর্থপুস্তক রহিয়াছে। এই অর্থ পুস্তকগুলি বালকদের শিক্ষার ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করে; জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। নিম্নে ইহার অপকারিতা উল্লেখ করা গেল।

(১) বালকের জানা অজানা অনেক শব্দের অর্থ ইহাতে লেখা থাকে। ইহা পড়িয়া বালকের অযথা বহু সময় নষ্ট হয়।

(২) অর্থপুস্তকে প্রায় সকল শব্দ ও বাক্যের অর্থ লেখা থাকায়, উহা পড়িয়া বালকের চিন্তা করিবার শক্তি হ্রাস হয়।

(৩) স্মরণশক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

(৪) গল্পের মর্ম্ম বা শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য বালক নিজে চেষ্টা না করিয়া অর্থপুস্তকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না।

(৫) একবার পাঠ্যপুস্তক, আবার অর্থবহি পুনঃ পুনঃ দেখিয়া বালকের অবসাদ আসে ও সে পঠনে বীতশ্রদ্ধ হয়।

(৬) নির্দ্দিষ্ট পাঠের মর্ম্ম ও সৌন্দর্য্যবোধ করিতে অসমর্থ হইয়া বালক পাঠে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না।

(৭) সাধারণতঃ ভগ্ন, পুরাতন, অস্পষ্ট অক্ষরে নিকৃষ্ট কাগজে এই অর্থপুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়া অতিদ্রুত বালকের দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট সাধন করে।

(৮) অর্থপুস্তকের মলাটের উপর যে মূল্য লেখা থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেই মূল্যে প্রায়ই বিক্রয় হয় না। ইহাতে অনেক ক্রেতাই প্রতারিত হন।

ছাত্রের কল্যাণের ও শিক্ষাদানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক বালকদিগকে বাজারের প্রচলিত ছাপার অর্থপুস্তক ব্যবহার করিতে

দিবেন না। যাহাতে বালকগণ অভিধান ব্যবহার করে তৎপ্রতি শিক্ষক বিশেষ যত্ন লইবেন।

গণিত।

(১) আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করিবার জন্য গণিতের আবশ্যক। হাট-বাজার, আয়-ব্যয়, জমা খরচ ও অন্যান্য হিসাবপত্রের জন্য গণিত শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক।

গণিত শিক্ষার উপকারিতা।

(২) ইহার সাহায্যে বালকের মনোযোগ অধিক্ষণ স্থায়ী হয়।

(৩) বালক যুক্তি অবলম্বন করিতে শিক্ষা করে।

(৪) সত্যানুসন্ধানের প্রতি বালকের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

সংখ্যার জ্ঞান—

শিশু প্রথমতঃ বস্তু দেখিয়া সংখ্যার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে আসিবার পূর্ব্বে গৃহে এই জ্ঞান শিশু লাভ করে। সংখ্যার কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ ৫।৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালককে দিতে হয় না। গৃহে বস্তুসাহায্যে বালক সংখ্যার জ্ঞান লাভ করে। শিশু কোন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোযোগ রক্ষা করিতে অসমর্থ, এই জন্য কেবল একটী বস্তুর সাহায্যে সংখ্যার ধারণা শিক্ষা না দিয়া নানাবিধ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। শিশুর সংখ্যার জ্ঞান ধীরে ধীরে জন্মে। এজন্য শিক্ষক অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি শিক্ষা দিতে গেলে বিফলপ্রযত্ন হইবেন।

কোন কোন শিক্ষক সংখ্যার ধারণা জন্মাইবার জন্য বস্তুর একান্ত ব্যবহারের বিরোধী। তাহারা মনে করেন বস্তুর অতিরিক্ত ব্যবহারে সংখ্যার জ্ঞানে বিঘ্ন ঘটে। এই দুইটী বিরুদ্ধ মতের মীমাংসা করা যায় যদি প্রথমে বস্তু দেখিয়া, পরে বিন্দু বসাইয়া সংখ্যার জ্ঞান জন্মাইতে চেষ্টা করা যায়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অনুরাগ ব্যতীত কোন বিষয় শিক্ষা করা যায় না। বস্তু হইতে বিশ্লেষণ করিয়া সংখ্যার ধারণা লাভ করা শিশুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম নয়। উহাতে শিশুর অনুরাগ থাকে না। শিশুর প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বস্তু অবলম্বন করিয়া সংখ্যার ধারণা ধীরে ধীরে জন্মাইতে হইবে। স্থূল বস্তু হইতে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম ধারণায় পৌঁছিতে হইবে নক্সা (diagram) ও বিন্দুর ভিতর দিয়া। শুধু দেখিয়া নয়, শুনিয়া ও কাজ করিয়া এই ধারণা জন্মাইতে হইবে। ধারণাটীকে বদ্ধমূল করিবার জন্য যতগুলি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা যায় ততই ভাল; কারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। বস্তু দেখিয়া যেমন জ্ঞান লাভ করা যায়, তেমন বস্তুর ধ্বনি শুনিয়াও (ঘণ্টার ধ্বনি—টিক্ টিক্ টিক্ ঢং ঢং ঢং ইত্যাদি ধ্বনি গণনা করিয়াও) সংখ্যার জ্ঞানলাভ করা যায়। হাতে কাজ করিয়াও—যেমন একটী দুইটী তিনটী রেখা টানিয়া, একটী দুইটী তিনটী বিন্দুপাত করিয়াও—উহা গণনা করা যায়। এইরূপে বিবিধ ইন্দ্রিয়ের সমবেত ক্রিয়ার ফলে মনের উপর যে দাগ ফেলা যায় তাহা সুদৃঢ় হয়।

শিশু প্রকৃতি ও সংখ্যাগণনা শিক্ষা :—

শিশুকে সংখ্যাগণনা শিখাইতে তাহার প্রকৃতির চারিটী বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে হয়। (১) শিশু স্থূলবস্তুর,—যাহা সে চোখে দেখিতে পারে বা হাতে নিয়া খেলিতে পারে তাহার—প্রতি আকৃষ্ট হয়; সূক্ষ্ম বিষয়, যাহা সে দেখিতে পারে না, অতিক্ষুদ্র পদার্থ

যাহা ধরিয়া, নড়াচড়া করিয়া খেলিতে পারে না, তাহার প্রতি শিশু আকৃষ্ট হয় না। (২) শিশু অনুকরণপ্রিয়; অপরের কার্য্য দেখিয়া শিশু অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। (৩) শিশু কর্ম্মতৎপর; বৃদ্ধের ন্যায় হাত-পা গুটাইয়া শিশু একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ শিশু জাগা থাকে ততক্ষণ সে কোন একটী খেলা বা কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে। (৪) শিশু কোন একটি বস্তুর প্রতি অধিকক্ষণ মনোযোগ দেয় না; সুতরাং বিবিধ বস্তুর ব্যবহার করিতে হয়।

কিরূপে সংখ্যাগণনা শিক্ষা দিতে হয়?

স্থূলবস্তু—শিশুর উল্লিখিত প্রথম প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গণণা শিখাইতে কতগুলি স্থূল বস্তুর—বীজ, কাঠি, কড়ি, মারবেল ইত্যাদির—ব্যবহার প্রয়োজন।

অনুকরণ—শিক্ষক একটী কাঠি হাতে নিয়া বলিবেন "একটী কাঠি" শিশুও শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া একটী কাঠি হাতে নিয়া বলিবে "একটী কাঠি।"

বিবিধ বস্তুর ব্যবহার:—শিক্ষক একটী কড়ি হাতে নিয়া বলিবেন "একটী কড়ি"। বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া একটী কড়ি হাতে নিয়া বলিবে "একটী কড়ি"।

শ্রবণেন্দ্রিয়—শিক্ষক একটী ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বলিবেন 'এক' বালকও বলিবে 'এক'।

কাজ—শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে একটী রেখা টানিয়া বলিবেন 'এক' বালকও রেখা টানিয়া বলিবে 'এক'।

স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে '১' লিখিয়া বলিবেন 'এক' বালকও অনুকরণ করিয়া শ্লেটে '১' লিখিয়া বলিবে 'এক'।

"২" গণনা ও লেখা শিক্ষা :—

অনুকরণ—শিক্ষক বাম হাতে একটী কাঠি লইয়া বলিবেন 'একটী কাঠি'। ডান হাতে আর একটী কাঠি লইয়া বলিবেন "আর একটী কাঠি"।

(**পূর্ব্বজ্ঞান**) —বালক অনুকরণ করিয়া বামহাতে একটী কাঠি লইয়া বলিবে 'এক কাঠি', ডান হাতে আর একটী কাঠি নিয়া বলিবে 'আর একটী কাঠি'।

পূর্ব্বজ্ঞানের সহায়তায় নূতন জ্ঞান—শিক্ষক বাম হাতের কাঠির সহিত ডান হাতের কাঠি একত্র করিয়া বলিবেন 'একটী কাঠি আর একটী কাঠিতে দুইটী কাঠি'।

বালকও অনুকরণ করিয়া বামহাতের কাঠির সহিত ডান হাতের কাঠি একত্র করিয়া বলিবে 'একটী কাঠি আর একটী কাঠিতে দুইটী কাঠি'।

বিবিধ বস্তুর ব্যবহার—শিক্ষক এইরূপে ১টী কড়ি ও আর ১টী কড়ি একত্র করিয়া বলিবেন '২টী কড়ি', ১টী বীজ আর ১টী বীজ একত্র করিয়া বলিবেন "২টী বীজ" ইত্যাদি। বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিবে।

শ্রবণেন্দ্রিয়—শিক্ষক একবার ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বলিবেন '১' আবার ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বলিবেন '২'। বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া বলিবে '১, ২'।

কাজ—শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে ১টী রেখা টানিয়া বলিবেন '১' বালকও রেখা টানিয়া বলিবে '১'। শিক্ষক আর একটী রেখা টানিয়া বলিবেন '২'। বালকও শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া বলিবে '২'।

স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—(আরোহী প্রণালী)—শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে '১ + ১ = ২ লিখিয়া বলিবেন "এক আর এক দুই"।

এইরূপে এক হাতে ২টী কাঠি অপর হাতে ১টী নিয়া একত্র করিয়া ৩টী কাঠি ও '২+১=৩' শিক্ষা দিবেন। ৪ হইতে ৯ সংখ্যাও উল্লিখিত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হয়।

"১০" গণনা ও লেখা শিক্ষা।

উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া ৯+১=১০ গণিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। এখন দশটী কাঠিকে একত্র সূতা দিয়া বাঁধিয়া এক আটি, বা এক বাণ্ডিল কাঠি করুন এবং এই বাণ্ডিল বা আটিটী হাতে নিয়া বলুন "১০ কাঠির ১ আটি"। বালক ও শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া আটি বাঁধিয়া বলিবে "১০ কাঠির ১ আটি"।

এইরূপে ১০টী কড়ি একটী কাগজের বাক্সে রাখিয়া বলুন "১০ কড়ির ১ বাক্স", বালকও অনুকরণ করিয়া বলিবে "১০ কড়ির ১ বাক্স"। এইরূপে "১০ বীজের ১ বাক্স"। বালককে আটী ও বাক্সগুলি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিন যে ১টী বাক্সে বা আটিতে ১০টী করিয়া জিনিষ আছে। এখন ব্ল্যাকবোর্ডে বড় করিয়া **১** লিখিয়া বলিলেন যে এই বড় ১ এর অর্থ '১০' এর ১ আটি বা বাক্স; আটি বা বাক্সের বাহিরে পৃথক কোন কাঠি বা বীজ নাই বলিয়া একের ডাইনে শূন্য লিখিয়া বুঝাইতে হয় যে আটী বা বাক্সের বাহিরে পৃথক কোন কাঠি, কড়ি বা বীজ নাই। সর্ব্বদা বড় ১ লিখিয়া দশটী জিনিষ প্রকাশ করা অসুবিধাজনক অথচ ছোট ১ লিখিলে একটী মাত্র বস্তু বুঝা যাইতে পারে; একের সহিত দশের গোলযোগ দূর করিবার জন্য "১" এর ডাইনে '০' বসাইয়া '১০' লেখা হয়, '১' হইতে "১০" যে পৃথক সংখ্যা তাহা '১' এর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করা হয়।

১০ হইতে ১৯ শিক্ষা।

শিক্ষক বাম হাতে ১০টী কাঠির এক আটি রাখুন, আর

ডান হাতে একটী কাঠি লইয়া বলিবেন "১০ আর ১;" ডান হাতের কাঠিটী বাম হাতে নিয়া বলিবেন ১০ আর ১=১১ (এগার)"। বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া বলিবে "১০ আর ১=১১" শিক্ষক উহা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিবেন ও ডাকিয়া বলিবেন, বালক উহা শ্লেটে লিখিবে ও ডাকিয়া পড়িবে। এখানে শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন যে "১১," "১০" এর "১" বেশী। আটি হইতে ১ পৃথক্, সুতরাং বাম দিকের "১" বুঝায় ১০ এর এক আটি, আর আটির বাহিরের পৃথক একটী কাঠি ডানের "১" দ্বারা বুঝায়। "১০" লিখিতে ১ বামে লিখিয়া ডানে "০" দিতে হইয়াছে। কারণ তখন আটির বাহিরে কোন কাঠি ছিল না, কিন্তু এখন "১" বাহিরে আছে, অতএব ডানে "০" না বসিয়া "১" বসিবে। বামের ঘরের সংখ্যাদ্বারা বুঝা যাইবে দশের সংখ্যা, অর্থাৎ কয় দশ, আর ডানের দিকের সংখ্যাদ্বারা বুঝা যাইবে পৃথক্, বা একা কয়টী। বামের ঘরকে বলে ' দশকের ঘর" ডানের ঘরকে বলে এককের ঘর। এইরূপে "১০" হইতে "২" বেশী হইলে লিখিয়া বুঝাইতে হইবে ১০+২ বা একদশ আর দুই ১২। এখানে বামের "১" বুঝায় এক দশ, আর ডানের "২" বুঝায় "১০" এর অতিরিক্ত "২" বা এককের ঘরের "২"। এইরূপে "১৩ হইতে ১৯" পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে হয়।

২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ শিক্ষা।

উল্লিখিত নিয়মে ১০টী কাঠি দিয়া এক আটি, আরও ১০টী দিয়া দুই আটি বাধিয়া শিক্ষক বলিবেন ২ দশ বা বিশ এবং ব্ল্যাকবোর্ডে "২০" লিখিয়া বলিবেন "বিশ"। বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিবে ও বলিবে ২ দশে "২০"। এইরূপে ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ ইত্যাদি শিক্ষাদান করা চলে।

"১০০" শিক্ষা।

পূর্ব্বজ্ঞান (সূচনা)

দশ কিরূপে লিখে দেখাও, বালক "১০" লিখিয়া দেখাইবে। প্রঃ—"১এর ডানে শূন্য কেন দিলে? উত্তর—বামের "১" অর্থ দশটী বস্তু একত্র; আর ডানের "০"র অর্থ, ১০টী বস্তুর আটীর বাহিরে কিছু নাই, অর্থাৎ এককের ঘরে কিছু নাই।

প্রদান (নূতন জ্ঞান)

শিক্ষক ১০টী করিয়া কাঠির আটি বাধিয়া, ১০টী আটি প্রস্তুত করিতে বালককে আদেশ দিন, এবং দশটী আটীতে সূতা দিয়া বাধিয়া একটী বড় আটি বা বাণ্ডেল করিতে বলুন। শিক্ষক এখন বালককে ১টী ছোট আটি বড় আটির সহিত তুলনা করিতে বলুন। ছোট আটি অর্থাৎ ১০ প্রকাশ করা হইয়াছে "১" সংখ্যাটীকে একঘর বামে (দশকের ঘরে) নিয়া। বড় আটীকে প্রকাশ করিবার উপায় ১টীকে আরও একঘর অর্থাৎ দুইঘর বামে নিয়া। সুতরাং একটী বস্তুকে প্রকাশ করি "১" লিখিয়া; দশটী জিনিষকে প্রকাশ করি "১০" লিখিয়া; দশবার দশটী জিনিষকে প্রকাশ করি "১০০" লিখিয়া।

এইরূপে হাজার, অযুত, লক্ষ, কোটী ইত্যাদি শিক্ষা দিতে, বালককে বুঝাইয়া দিতে হয় যে "১" ক্রমে এক এক ঘর করিয়া বামে সরিয়া যায়। সংখ্যাটী যত বামে যাবে তত দশগুণ অধিক হইবে। সংখ্যাগুলি কোন স্থানে রহিয়াছে বালককে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং প্রশ্ন করিয়া আদায় করিবেন কোন্ স্থানে থাকিলে কত বুঝা যায়। বালক রুল টানিয়া একক, দশক, শতক, সহস্রকের ঘর পৃথক করিয়া লইবে। শিক্ষক সংখ্যা ডাকিয়া বলিবেন, বালক লিখিয়া অনুশীলন করিবে। শিক্ষক

পরীক্ষা করিবেন ও ভুল হইলে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভুল সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রয়োজন মত শিক্ষক উহা বুঝাইয়া দিবেন।

শিক্ষকমহাশয় ব্ল্যাকবোর্ডে রুল টানিয়া নিম্নলিখিতরূপে সংখ্যার স্থানীয় মান বুঝাইয়া দিবেন ঃ—

সহস্রক বা হাজার	শতক	দশক	
			১—যে কোন একটী জিনিষ বুঝায়
		১	১—দশকের ঘরের দশটী বস্তু বুঝাইবে আর এককের ঘরের "১'
১	১	১	১—লিখিলে ঃ—

সহস্রকের ঘরের "১" বুঝাইবে ১০০০ জিনিষ।
শতকের ,, "১" আরও ১০০ ,,
দশকের ১০টি
এককের "১' ১টী

বালকের অনুশীলনের জন্য অনুরূপ কতগুলি সংখ্যা শিক্ষক ডাকিয়া বলিবেন, বালক স্থানীয় মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিবে।

সংখ্যার বিশ্লেষণ, যোগ ও বিয়োগ ঃ—

সংখ্যা শিক্ষাদানের সময় উহার বিশ্লেষণ করিয়া সংখ্যার ধারণা সুস্পষ্ট করিতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি সরল যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ শিক্ষা দিতে হয়। ইহা শিক্ষাদানের প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল।

"৮" শিক্ষা করিতে বালক ৮টী কাঠি বা বীজ একত্র করিয়া শিথিবে।

এখন জোড়া মিলাইয়া (বিশ্লেষণ করিয়া) কিরূপে "৮" পাওয়া যায় (কাঠি বা বীজের সাহায্যে) তাহা শিক্ষা দিতে হয়। যেমন --

৮টী কাঠি (বা বীজ) দুইভাগ করিলে হয়=১ (কাঠি, আর+৭ (কাঠি)।

২	,,	আর ৬	,,
৩	,,	আর ৫	,,
৪	,,	আর ৪	,,

বালককে দেখাইয়া দিতে হয় যে ভাগ দুইটীকে উল্টাইয়া রাখিলেও ফল ৮ হইবে। যথা:—

৭ (কাঠি)+১ (কাঠি)= ৮
৬ ,, +২ ,, = ৮
৫ ,, +৩ ,, = ৮
৪ ,, +৪ ,, = ৮

বিয়োগ।

৮ (কাঠি) হইতে ১ (কাঠি) নিলে থাকে ৭।
৮ ,, ,, ২ ,, ৬।
৮ ,, ,, ৩ ,, ৫।
৮ ,, ,, ৪ ,, ৪।

গুণন

২ বার ১=২	৩ বার ১=৩।
,, ,, ২=৪	৩ ,, ২=৬।
,, ,, ৩=৬	৪ ,, ২=৮।
,, ,, ৪=৮	

ভাগ।

৮এর ভিতর ২ আছে ৪ বার।

৮	,,	৩	,,	২	,,	বাকী থাকে				২।
৮	,,	৪	,,	২	,,।					
৮	,,	৫	,,	১	,,		,,		,,	৩।
৮	,,	৬	,,	১	,,		,,		,,	২।
৮	,,	৭	,,	১	,,		,,		,,	১।
৮	,,	৮	,,	১	,,।					

২কে ২ ভাগ করিলে ১+১ হয়।
৩কে ২ ,, ,, ১+২ হয়।
৪কে ২ ,, ,, ২+২, ১+৩।
২ বার ২=৪, ৪এর অর্দ্ধেক ২ ইত্যাদি।

এইগুলি বালকের কণ্ঠস্থ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ বস্তু সাহায্যে এই ফলগুলি লাভ করিবে, পরে বস্তুকে ত্যাগ করিয়া সংখ্যা বিশ্লেষণ করিবে এবং বিশ্লেষণের ফল যথার্থ হইয়াছে কি না, পুনরায় বস্তু সাজাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ; ছোট ছোট সহজ প্রশ্ন সমাধান করিতে হয়। আরোহী ও অবরোহী দুইটী প্রণালীর প্রয়োগ এখানে হইল।

১০ এর ঊর্দ্ধসংখ্যার বিশ্লেষণ :—

১০এর ঊর্দ্ধসংখ্যা বিশ্লেষণ করিতে সংখ্যাগুলি ১০ হইতে কত বেশী, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বাহির করিতে হয়। যথা :—

১১=১০ আর ১ ; ১৩=১০ আর ৩।
১২=১০ আর ২ ; ১৪=১০ ” ৪ ইত্যাদি।

১০ হইতে সংখ্যা দুইটী ক্ষুদ্র, কিন্তু উহাদের যোগফল ১০ এর বেশী :—

(ক) ৪ + ৭ = ১১ এখানে একটী সংখ্যাকে "১০"এ পরিণত করুন, যেমন—৭ + ৩ = ১০ অপর সংখ্যা (৪) হইতে যাহা লইয়া গিয়াছি (৩) তাহা বাদে (৪ — ৩) যাহা থাকে (১), তাহা "১০"এর সহিত যোগ করিলে (১০ + ১) উত্তর পাওয়া যাইবে (১১)।

(খ) ৬ + ৮ = ৮ + ২ = ১০ ; ১০ + ৪ = ১৪।

(গ) ৫ + ৯ = ৯ + ১ = ১০ ; ১০ + ৪ = ১৪।

দুইটী সংখ্যার একটী "১০"এর বেশী উহাদের যোগফল বাহির করা :—

১২ + ৭ = ১০ + ৭ = ১৭ ; ১৭ + ২ = ১৯।

অথবা ২ + ৭ = ৯ ; ৯ + ১০ = ১৯।

১০এর উর্দ্ধ সংখ্যা হইতে "১০"এর নিম্নসংখ্যার বিয়োগ।

১৫ — ৮ এখানে ক্ষুদ্র সংখ্যাটীকে (৮) প্রথমে ১০ হইতে বিয়োগ করিতে হয় (১০ — ৮ = ২) এবং ১০এর বেশী (১৫ — ১০) যাহা (৫) রহিল তাহার সহিত পূর্ব্বলব্ধ সংখ্যার (২) যোগ করিলে (৫ + ২) উত্তর ৭ মিলিবে।

১৪ — ৬ = ১০ — ৬ = ৪ ; ৪ + ৪ = ৮।

১৭ — ৯ = ১০ — ৯ = ১ ; ৭ + ১ = ৮ ইত্যাদি।

অর্দ্ধ, সিকি বা পোয়া শিক্ষা।

বালককে কাঠি বা বীজ গণিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতে বলুন। মনে করুন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাটী "১৬" ইহাকে সমান দুই ভাগ করিতে বলুন বালক কাঠিগুলিকে দুই ভাগ করিয়া গণিয়া সমান দুই ভাগ করিল। ব্ল্যাকবোর্ডে উহা লেখা হইল :—

১৬এর অর্দ্ধেক সমান দুই ভাগের এক ভাগ) ৮। অর্দ্ধেকের জ্ঞান পরিস্ফুট করিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপে প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

(১) যোগ:—আমার ৮টী পয়সা আছে, বাবা আরও ৮টী পয়সা দিলেন। সর্ব্বসমেত আমার কয়টি পয়সা হইল? উত্তর ৮+৮=১৬।

(২) বিয়োগ:—একটী ছেলের ১৬টী কুল ছিল, সে ৮টী দান করিল, তাহার কয়টি রহিল? উত্তর ১৬−৮=৮।

(৩) গুণন:—একটী মেয়ের বাক্সে ২টী খোপ আছে, প্রত্যেক খোপে তাহার ৮টী চুলের কাঁটা আছে, তাহার মোট কয়টি কাটা? উত্তর ৮×২ =১৬।

(৪) ভাগ:—শিক্ষকের নিকট যদি ১৬টী চীনাবাদাম থাকে, এবং তিনি যদি উহা ২ জন বালককে সমানভাগে দিতে চান, তবে প্রত্যেক বালক কয়টি করিয়া পাইবে? উত্তর ১৬÷২−৮।

সিকি পোয়া বা ৪ ভাগের এক ভাগ।

বালককে কাঠির সাহায্যে ১৬ প্রস্তুত করিতে বলুন। বালককে বলুন সমান ২ ভাগ করিতে। বালক বলিবে ২ বার ৮=১৬ বা ১৬এর অর্দ্ধ বা ২ ভাগের এক ভাগ=৮।

এখন "১৬"কে সমান ৪ ভাগ করিতে বলুন, বালক উহা সহজেই ভাগ করিয়া বলিতে পারিবে "১৬"কে সমান ৪ ভাগ করিলে প্রতি ভাগে "৪" হয়। অতএব তাহাকে দেখান সহজ যে "১৬"এর ৪ ভাগের ১ ভাগ বা সিকি বা পোয়া "৪"।

একটী রেখাকে স্কেলের সাহায্যে সমান ৪ ভাগে বালককে বিভক্ত করিতে দিন, এখন বলিয়া দিন ৪ ভাগের একটী ভাগকে পোয়া বা সিকি ভাগ বলে, ৪ ভাগের ২ ভাগকে অর্দ্ধ বা আধা বলে, ৪ ভাগের ৩ ভাগকে পৌণে বলে।

বালকের অনুশীলনের জন্য কয়েকটী সহজ প্রশ্ন সমাধান করিতে দিয়া, উল্লিখিত বিষয়ের ধারণা বালকের মনে স্থায়ী করিতে হয়।

৩ × ৪ = ৪ × ৩ শিক্ষা।

বালক গুণনের নামতা প্রস্তুত করিয়া জানে ৩ × ৪ অর্থ ৩ বার ৪ অর্থাৎ ১২, এবং ৪ × ৩ অর্থ ৪ বার ৩ অর্থাৎ ১২। অথবা তাহাকে ৪টী কাঠি দিয়া আটী প্রস্তুত করিতে বলুন ইহার ৩টীতে ১২টী কাঠি আছে অর্থাৎ ৪ × ৩ = ১২ ; এখন তাহাকে ৪টী কাঠি দিয়া আটী বাঁধিতে বলুন, ইহার ৩ আটীতে ১২টী কাঠি অর্থাৎ ৩ × ৪ = ১২। এইরূপ বালককে দেখাইতে হইবে যে ৪ × ৫ = ৫ × ৪ ; ৬ × ২ = ২ × ৬ ; এই সকল দৃষ্টান্তগুলি কাঠির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে, বালক সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে (আরোহী প্রণালীর যুক্তিদ্বারা) যে পূরণ চিহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সংখ্যার (যেমন ৪ × ৩) স্থান পরিবর্ত্তন করিলে (যথা ৩ × ৪) ফলের (এখানে ১২) কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না।

সংখ্যা গণনা ও বিশ্লেষণ করিবার পর ছোট ছোট মৌখিক যোগ ও বিয়োগ এক সঙ্গে শিক্ষা করিবে। শ্রেণীতে এইরূপ হিসাব এবং সহজ সহজ প্রশ্ন দ্রুত করিতে অভ্যস্ত করাইবেন—যেমন ১২ পৃষ্ঠা পড়িতে হইবে ; এখন ৭ পৃষ্ঠা পড়া হইয়াছে, আর কয় পৃষ্ঠা পড়িতে বাকী আছে? তোমার ৫ খানা বহি আছে, তোমার ভাইএর ৬ খানা বহি আছে, তোমাদের ২ জনের কয়খানা বহি? ইত্যাদি।

অঙ্ক অনুশীলনের সময় **বিশুদ্ধতা, দ্রুততা ও পরিচ্ছন্নতার** প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নিম্নশ্রেণীতে বস্তু (গুটী, কাঠি, বলফ্রেম ইত্যাদি) সাহায্যে শিক্ষা দিতে হয়। ইহাতে সংখ্যার ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। বালকগণ নিজে বস্তুর ব্যবহার করিবে, কেবল শিক্ষকের কার্য্য দেখিলে যথেষ্ট হয় না। শিক্ষক

প্রথমতঃ বালকদিগের সম্মুখে বস্তুর ব্যবহার দেখাইবেন বালকগণ শিক্ষকের অনুকরণ করিবে। এজন্য যথেষ্ট পরিমাণ গুটী, কাঠি, ইত্যাদি বস্তু রাখিতে হইবে। যোগ গুণন ইত্যাদির নামতা বালকগণ বস্তুসাহায্যে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিবে।

(৭) বালকগণ গণিতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে ধীরে ধীরে বস্তুর ব্যবহার রহিত করিতে হইবে, কর-গণনা ও পেন্সিলদ্বারা শ্লেট বা কাগজের উপর বিন্দুপাত ক্রমে উঠাইয়া দিতে হয়।

গুণনের নামতা। বালক পূর্ব্বে দশটী কাঠিদ্বারা আঁটি বাঁধিয়া ১ দশ, ২ দশ=২০, ৩ দশ=৩০ ৪ দশ=৪০ ইত্যাদি সংখ্যাগণনা শিক্ষা করিয়াছে; বালককে আঁটি খুলিয়া দেখাইলেই সে বুঝিবে যে দুই আঁটিতে ২০টী কাঠি রহিয়াছে; বা ২ দশে=২০; এইরূপ ৩ আঁটিতে বা ৩×১০=৩০; ৪×১০=৪০ ইত্যাদিরূপে দশের নামতা শিক্ষা দেওয়া সহজ। এখন বালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে দশটী কাঠির পরিবর্ত্তে দুইটী কাঠিদ্বারা যদি আঁটী বাঁধি, তবে ১ আঁটিতে ২ কাঠি, ২ আঁটিতে ৪ কাঠি, ৩ আঁটিতে ৬ কাঠি বা ২×১=২, ২×২=৪ ৩×২=৬, ৪×২=৮, ৫×২=১০ ইত্যাদি হইবে। এইরূপে ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি সংখ্যার গুণনের নামতা শিক্ষা দেওয়া সহজ। প্রথমতঃ দশের নামতা শিক্ষা দিয়া, পরে ২, ৩, ৪, ইত্যাদি সংখ্যার নামতা শিক্ষা দিলে বালকের জ্ঞান “জ্ঞাতবিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাত বিষয়ে” ধাবিত হয় (৬২ পৃঃ)। কিরূপে নামতা প্রস্তুত হয়, তাহা বালক ভালরূপে বুঝিলে, তাহাকে নামতাগুলি কণ্ঠস্থ করাইতে হইবে, কারণ দ্রুত ফল লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটী নামতা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া বাহির করিলে গণিতে অগ্রসর হওয়া যায় না।

মৌখিক অঙ্ক।—ছোট-খাট কেনা-বেচা, হাট-বাজার ইত্যাদির হিসাব মৌখিকই করা হয়, শ্লেট-পেন্সিল নিয়া বসা হয় না, উহাতে বিলম্ব ঘটে; তজ্জন্য আমাদের দেশে শুভঙ্করের হিসাব শিক্ষার প্রতি শিক্ষকগণ এত যত্ন লইয়া থাকেন; কড়া গণ্ডা, পণ, সংখ্যা, দেড়িয়া, বিঘা, কাঠার নামতা, শুভঙ্করের আর্যা ইত্যাদি বালকগণকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দেন। মৌখিক অঙ্ক শিক্ষা করিলে গণিতে সহজে অগ্রসর হওয়া যায়; উহা না জানিলে গণিতে পারদর্শী হওয়া অসম্ভব। ইহা ছাড়া মৌখিক অঙ্কে বালকের বুদ্ধির পরিচালনা দ্রুত হয়। সুতরাং মৌখিক অঙ্ক অবহেলা করা চলে না।

(৪) যোগ, বিয়োগ, গুণন ইত্যাদি অঙ্কের নিয়ম শিক্ষালাভ করিয়া বালক এই নিয়মগুলি বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে কি না তাহা প্রশ্নের অঙ্কের সাহায্যে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(৫) বালকগণ মাপিবার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য ব্যবহার করিবে। গজের হাত, ফুট রুলার, মাপিবার ফিতা, ওজন, নিক্তি পাল্লা। ইহাদের সাহায্যে বালক বিদ্যালয়ের জিনিষসমূহ মাপিবে। ইহার পর গুণন ও ভাগ অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া সহজ।

বালকদিগকে ভগ্নাংশ বুঝাইতে প্রায়ই বেগ পাইতে হয়। ফুট রুলার, মাপিবার ফিতা ইত্যাদির ব্যবহার ও মৌখিক হিসাব শিক্ষার পর

ভগ্নাংশ

বালকের "আধা ও পোয়ার জ্ঞান না জানিবার কারণ নাই; বালকের এই জানা বিষয়ের সহায়তা নিয়া শিক্ষক নূতন বিষয়—ভগ্নাংশ—শিক্ষা দিবেন। কোন জিনিষকে **সমান** দুই অংশে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক অংশকে আধা বা অর্দ্ধ বলা হয়। ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া বালককে বুঝাইয়া দিবেন কিরূপে ইহা $\frac{1}{2}$ লিখিতে হয়। সমান অংশে ভাগ না করিলে ভগ্নাংশ হয় না। এক

টুকরা কাগজকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, একটী কলা বা পেয়ারাকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বালকের ভগ্নাংশের জ্ঞান পরিস্ফুট করিয়া তোলা যায়। এইরূপে নানাবিধ দ্রব্য ছেলেদিগদ্বারা দুই, চারি, পাঁচ, ইত্যাদি অংশে বিভক্ত করাইবেন, এবং উহাদের এক অংশ কিরূপে লিখিতে হয় ($\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৫}$) তাহা দেখাইবেন। বালক $\frac{১}{২}$এর অর্থ বুঝিলে, একটী জিনিষকে চারি সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দেখাইবেন যে, উহার দুই অংশ ($\frac{২}{৪}$), অর্দ্ধেকের ($\frac{১}{২}$) সমান। এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝান যাইতে পারে যে $\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}=\frac{৪}{৮}=\frac{১৬}{৩২}=\frac{৪৮}{৯৬}$ ইত্যাদি ; এইরূপ $\frac{১}{৪}=\frac{২}{৮}=\frac{৩}{১২}=\frac{৪}{১৬}$ ইত্যাদি।

ক্রমে বালককে বুঝাইতে হয় যে ভগ্নাংশগুলিকে একহরে না আনিলে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ সম্ভবপর নয়। অতঃপর ভগ্নাংশের ছোট-খাট সহজ মৌখিক হিসাব দ্রুত সমাধান করিতে বালককে অভ্যস্ত করিতে হয়। যেমন $\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}=$ কত ? $\frac{১}{৩}+\frac{১}{৫}=$ কত ? সহজ নিয়ম হইয়াছে হরগুলির যোগফল উত্তরের লব হইবে ; আর হরের গুণফল উত্তরের হর হইবে যেমন $\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}=\frac{(২+৩)}{(২\times৩)}$ বা $\frac{৫}{৬}$; $\frac{১}{২}-\frac{১}{৩}=\frac{(৩-২)}{(৩\times২)}$ বা $\frac{১}{৬}$ এইরূপ নিয়ম সহজেই শিক্ষক বাহির করিয়া বালককে বুঝাইতে পারেন।

গুণন।

ভগ্নাংশের গুণন অতি সহজ ; কিন্তু কাটাকাটি করিয়া কেন ফল বাহির করিতে হয়, তাহা বালকের বুঝা আবশ্যক ; যেমন $\frac{২}{৩}\times\frac{৬}{৮}=\frac{১২}{২৪}=\frac{১}{২}$ করিলে যে ফল বাহির হয়, কাটাকাটি করিলেও $\frac{\not{২}}{\not{৩}}\times\frac{\overset{\not{২}}{\not{৬}}}{\underset{\underset{২}{\not{৪}}}{\not{৮}}}=\frac{১}{২}$ সেই ফল বাহির হয়। পূর্ব্বে

কাটাকাটি করিলে সহজে অল্পসময়ে সর্ব্বনিম্ন বা লঘিষ্ঠ রাশি লাভ করা যায়; নতুবা উহা বাহির করিতে অধিক সময় লাগে, যদিও উত্তর এক।

ভগ্নাংশের ভাগ শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক ছাত্রকে সাধারণতঃ উপদেশ দিয়া থাকেন যে ভাজকের ভগ্নাংশটীকে উল্টাইয়া গুণ করিলেই ভাগফল বাহির হইবে। এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া যে বেশ ফল লাভ করা যায়, উহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বালকের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না, যদি ছাত্রকে উহার কারণ বুঝাইয়া বলা না হয়। সামান্য ভাগ অঙ্ক করিবার সময় বালক শিখিয়াছে যে বিয়োগের সংক্ষেপ বা সংক্ষিপ্ত বিয়োগই ভাগ। পূর্ণসংখ্যা ১ কে ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করিতে হইলে, বুঝিতে হইবে ১ হইতে ভগ্নাংশটী কতবার বিয়োগ করা চলে, যেমন $১ \div \frac{১}{৪} = ৪$, অর্থাৎ ১ হইতে $\frac{১}{৪}$, ৪ বার বিয়োগ করা যায়, এইরূপ $১ \div \frac{১}{৫} = ৫$; $১ \div \frac{১}{৭} = ৭$ ইত্যাদি। এখানে বালক স্পষ্ট দেখিতে পায় যে যখন কোন পূর্ণসংখ্যাকে ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করি তখন ভাগফল পূর্ণসংখ্যার চেয়ে বেশী হয়; কিন্তু পূর্ণসংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যাদ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল কমিয়া যায়, যেমন $৮ \div ২ = ৪$, $১৮ \div ৯ = ২$ ইত্যাদি। ইহাতে বালকের বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ভাগফল দ্বারা আমরা ভগ্নাংশটী কতবার পূর্ণসংখ্যার ভিতর রহিয়াছে তাহাই লাভ করি। এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্ত ব্লাকবোর্ডে পাশাপাশি লিখিয়া শ্রেণীর সম্মুখে ধরিলে, ছাত্রগণ পার্থক্যটী স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

অতঃপর একক চেয়ে বড় সংখ্যাকে ভগ্নাংশদ্বারা ভাগ করিতে শিক্ষক শিক্ষা দিবেন। যেমন $৫ \div \frac{১}{৪}$, এখানে যুক্তি এইরূপ:—১এর ভিতর যদি $\frac{১}{৪}$, ৪ বার যায়, তবে ৫এর ভিতর ইহার ৫ গুণ অর্থাৎ $৪ \times ৫ = ২০$ বার যাইবে, সুতরাং $৫ \div \frac{১}{৪} = ৫ \times ৪$ বা ২০; এইরূপ $৭ \div \frac{১}{৫} = ৭ \times ৫$ বা ৩৫; $৮ \div \frac{১}{৭} = ৮ \times ৭$ বা ৫৬ ইত্যাদি।

এখন বালককে বুঝাইতে হইবে কিরূপে ভগ্নাংশের এক অংশ চেয়ে বেশী অংশ নিয়ে ভাগ করা যায়; যুক্তি :—১ এর ভিতর $\frac{১}{৪}$ যদি ৪ বার যায়, তবে ১এর ভিতর $\frac{২}{৪}$, ৪ এর অর্দ্ধেক অর্থাৎ $\frac{৪}{২}$ বার যাইবে; এইরূপ ১ ÷ $\frac{১}{৫}$ = ৫ হইলে ১ ÷ $\frac{২}{৫}$ = $\frac{৫}{২}$ হইবে; ১ ÷ $\frac{১}{৭}$ = ৭ হইলে ১ ÷ $\frac{২}{৭}$ = $\frac{৭}{২}$ হইবে; ১ ÷ $\frac{৩}{৭}$ = $\frac{৭}{৩}$ হইবে; ইত্যাদি। এখন বালক বুঝিতে সমর্থ হইবে, ভাজককে উল্টাইয়া গুণ করিলে ভাগফল কেন লাভ করা যায়।

গণিত দুই প্রকার মূল ও মিশ্র। সংখ্যা গণনা, যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ ভগ্নাংশ, দশামিক, অনুপাত ইত্যাদি মূল; মিশ্র চারি নিয়ম :— ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক, সুদকষা, ডিস্‌কাউন্ট ইত্যাদি।

মিশ্র নিয়ম—নিত্যকার ব্যবহারিক নিয়মে কেনা বেচার প্রথা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিলে মিশ্র যোগ বিয়োগ ইত্যাদিতে বালকের অনুরাগ আকর্ষণ করা সহজসাধ্য। এই ব্যবহারিক প্রথা অনুসরণ না করাতেই আমাদের বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের মিশ্র নিয়ম বুঝিতে অসুবিধা ঘটে।

অমিশ্র যোগের সহিত মিশ্র যোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অমিশ্র যোগ করিবার সময় বালক এককের ঘরের সংখ্যাগুলি যোগ করিয়া

যোগ।

প্রত্যেক ১০কে দশকের ঘরে নিয়া, প্রত্যেক ১০ দশককে শতকের ঘরে নিয়া যোগ করে; তেমনি টাকা, আনা বা গণ্ডা যোগ করিবার সময় আমরা প্রত্যেক ২০ গণ্ডাকে আনার ঘরে নিয়া, এবং প্রত্যেক ১৬ আনাকে টাকার ঘরে নিয়া যোগ করি। কারণ ১০ একক = ১ দশক, ১০ দশক = ১ শতক, ১০ শতক = ১ সহস্র বা হাজার; কিন্তু ২০ গণ্ডায় = ১ আনা, ১৬ আনায় = এক টাকা; এইজন্য এই পার্থক্য ঘটে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত বোর্ডে লিখিয়া ও পরে বালকদিগের নিকট প্রশ্ন করিয়া উত্তর আদায় করিলেই বিষয়টী সরল হইবে।

মিশ্র বিয়োগ শিক্ষাদানকালে আমরা দৈনিক কেনা-বেচা করিবার সময় কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা বালককে লক্ষ্য করিতে দেওয়া প্রয়োজন। মনে করুন আমার পকেটে ।০ আছে, আমি দোকান হইতে ৷৷/০ আনা দামের একখানা বই কিনিলাম, আমি দোকানদারকে আমার পকেট হইতে টাকাটি দেই; সে তাহার পুস্তকের দাম ৷৷/০ রাখিয়া আমাকে বাকী (১৬ আনা — ৯ আনা) ।৶০ আনা ফেরৎ দিবে, আমি এই ।৶০ আনা পকেটে রাখিয়া দেখি আমার পকেটে পূর্ব্বের ৪ আনা ও এখনকার ৭ আনা মোট ৷৷৶০ রহিয়াছে। এখানে আমি কি করিলাম? দোকানদারকে আমার পকেটের সব টাকা পয়সা (১।০) দেই নাই, তাহাকে ১টী টাকা দিলাম, বাকী ।০ আনা আমার পকেটেই রহিল, ১।০ বা ২০ আনা হইতে ৷৷/০ বিয়োগ করা হয় নাই, ১৲ বা ১৬ আনা হইতে ৯ আনা বিয়োগ করিয়া ৭ আনা ফেরৎ পাওয়া গিয়াছে, উহা (৭ আনা) পূর্ব্বের (৪ আনা) সহিত যোগ করিয়া ১১ আনা অবশিষ্ট পাইলাম। বিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মে মিশ্রবিয়োগ না করিয়া, যদি এই ব্যবহারিক প্রথা অবলম্বন করি, তবে বালক মিশ্রবিয়োগ সহজে বুঝিবে ও দ্রুত করিতে সমর্থ হইবে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে উহা স্পষ্টতর হইবে:—

বিয়োগ।

৬৷৷/৫
৪৷৷৶১০

১৸/১৫

প্রক্রিয়া:—২০ (গণ্ডা) থেকে ১০ (গণ্ডা) গেলে ১০, আর ৫ (গণ্ডা) হল ১৫ (গণ্ডা), ১৬ (আনা হইতে ১২ (আনা) গেলে ৪, আর ৯ (আনা হ'ল ১৩ (আনা); ৬ (টাকা) থেকে ৫ গেলে র'ল ১ (টাকা)।

মিশ্র গুণনের প্রচলিত প্রথা বালকের নিকট বড়ই বিরক্তিকর। ইহা দূর করা যাইতে পারে, নিম্নলিখিত উপায়ে।

গুণন। দৃষ্টান্ত :—২৫৷৷১০ × ২১২ গুণ কর। ১০কে ২১২ গুণ করার চেয়ে, ২১২কে ১০ দিয়া গুণ করা সহজ, যদিও ফল একই কারণ ২ × ৩ = ৩ × ২, কিন্তু বড় রাশি দ্বারা গুণ করার চেয়ে ছোট রাশি দ্বারা গুণ করা সহজ ও কম বিরক্তিকর।

এখানে ১০ × ২১২ না করিয়া ২১২ × ১০ দ্বারা গণ্ডা বাহির করা হইয়াছে, এবং উহাকে আনায় নিয়া, ৯ × ২১২ গুণ না করিয়া ২১২ × ৯ গুণ করিয়া আনার সংখ্যা বাহির করা হইয়াছে; এবং ২৫ × ২১২ গুণ না করিয়া ২১২ × ২৫ গুণ করিয়া টাকার রাশি বাহির করা হইয়াছে।

ভূগোল।

(১) ভূগোল শিক্ষা করিলে বালক পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ, যাতায়াতের সহজ পথ ও উপায় ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবে। ইহাতে ধনাগমের সুবিধা হয় এবং দেশ সমৃদ্ধশালী হইতে পারে।

ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(২) মানচিত্র ও নক্সা দেখিয়া বালক বিভিন্ন স্থানের দিক্ ও দূরত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়; ভূমির উচ্চতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিষয়ও জ্ঞাত হইতে পারে।

(৩) ইতিহাস, সাহিত্য, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে নানাবিধ দেশ, নদী, পর্ব্বত ও লোকের বিবরণ উল্লেখ থাকে; সুতরাং ভূগোলের সাহায্যে উহা বুঝিতে সহজ। ভূগোলের জ্ঞান না থাকিলে সংবাদপত্রে বর্ণিত যুদ্ধের বিবরণ ইত্যাদি বুঝিতে পারা যায় না।

(৪) ইহার সাহায্যে, কল্পনা, যুক্তি ও স্মরণশক্তির পরিচালনা হয়।

ভূগোল শিক্ষাদানের বিশেষ প্রণালী।

(১) সপ্তম বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকদিগকে বস্তুপাঠ, গল্প ও ছবির সাহায্যে ভূগোলের প্রথম পাঠ দিতে হয়। চা, পাট, তুলা, কিস্‌মিস্, কয়লা, অভ্র, লোহা, কাচ, দিয়শলাই, রবার, কাপড় ইত্যাদি বিষয়ক বস্তুপাঠ দিলে বালকগণ উহাদের উৎপত্তিস্থান জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। সপ্তমবর্ষের পর বালকের যখন বস্তুপাঠের প্রতি তেমন আগ্রহ থাকে না, তখন ভূগোল শিক্ষা দিতে হয়।

(২) **ভৌগোলিক সংজ্ঞাগুলি** পুস্তক হইতে শিক্ষা না দিয়া, বালককে পুকুর, খাল, বিল, জলের গতি, টিলা, জঙ্গল ইত্যাদি প্রদর্শন

করিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালকগণ কাদা ও বালিদ্বারা কাঠ ও টিনের থালাতে ভৌগোলিক আদর্শ প্রস্তুত করিবে এবং উহার বর্ণনা করিয়া সংজ্ঞা শিক্ষা করিবে। শিক্ষক একখানি থালাতে আদর্শ প্রস্তুত করিবেন, বালকগণ নিজের থালাতে শিক্ষকের অনুকরণ করিবে। এইরূপে শিক্ষা দিলে বালক উহা ভালরূপে বুঝিবে ও স্মরণ রাখিবে।

(৩) প্রথমতঃ বিড়াল, গরু, পাখী, গাছ, ঘর ইত্যাদি পরিচিত বস্তুর ছবি অঙ্কন করিতে দিলে, বালক বাধ্য হইয়া তাহার কাগজে বা শ্লেটে বস্তুসমূহের ছবি ছোট করিয়া আঁকিবে। তৎপর বালকগণ বিদ্যালয়ের আসবাব, গৃহ ইত্যাদি মাপ করিয়া রেখার সাহায্যে ছোট ও বড় করিয়া কাগজে উহাদের নক্সা অঙ্কিত করিবে। বস্তুপাঠ ও গণিত শিক্ষা করিবার সময়ও বালকের ইহা করিতে হয়। ইহাতে বালকের **স্কেল সম্বন্ধে জ্ঞান** হয়। বড় বস্তুগুলি ছোট করিয়া এবং ছোট বস্তুগুলি বড় করিয়া অঙ্কন করিতে হয়।

(৪) এইরূপে স্কেলের জ্ঞান হইলে বালককে **গ্রামের নক্সা** অঙ্কন করিতে শিক্ষা দিতে হয়। শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে ৪ ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবেন ও কেন্দ্রস্থলে বিন্দুদ্বারা বিদ্যালয় চিহ্নিত করিবেন। বিদ্যালয় হইতে বৃত্তের পরিধি পর্য্যন্ত স্থানের দূরত্ব অর্দ্ধমাইল কল্পনা করিতে বালককে বলিতে হইবে। বিদ্যালয়ের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ইত্যাদি দিক শিক্ষাদান করিয়া বিদ্যালয়ের অর্দ্ধমাইলের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ বালককে ব্লাকবোর্ডে চিহ্নিত করিতে বলিবেন। তৎপর বিদ্যালয় হইতে ৮ ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অপর একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া এক মাইল পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ বালক ব্লাকবোর্ডে চিহ্নিত করিবে। এইরূপে গ্রামের নক্সা প্রস্তুত হইবে।

(৫) গ্রামের নক্সা শিক্ষা করিয়া থানা, মহকুমা, জেলা, বিভাগ, প্রদেশ ও দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া বালক ভৌগোলিক বিবরণ শিক্ষা করিবে।

(৬) প্রদেশের বা দেশের **মানচিত্র** অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া উহাতে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা চিহ্নিত করিবে। তৎপর দেশের সীমা অঙ্কিত করিবে। মানচিত্রে স্কেলের পরিমাণ ও চতুর্দ্দিকের স্থানসমূহের নাম উল্লেখ করিবে। ভৌগোলিক বিবরণসমূহ মানচিত্রে অঙ্কন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। পুস্তক মুখস্থ করিলে ভূগোল শিক্ষা হয় না।

(৭) মানচিত্রগুলিতে বহু নাম সন্নিবেশিত করিলে ভূগোল শিক্ষা করিতে অসুবিধা হয়। আবশ্যক নামসমূহ উল্লেখ করিতে হয়। এজন্য বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পৃথক মানচিত্র যেমন প্রাকৃতিক মানচিত্র, ঐতিহাসিক মানচিত্র) ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

(৮) "জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষাদান করিতে হয়," (৬২ পৃঃ) এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ বালক স্বীয় গ্রাম বা সহরের ভূগোল ভালরূপে শিক্ষা করিবে। রাস্তাগুলি কোথা হইতে আসিয়াছে বা কোথায় নিয়া যাইবে? রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা হয় কেন? কিরূপ বৃক্ষ রোপণ করা হয়? নদী বা খালের জল কোথা হইতে আসে ও কোথায় যায়? বর্ষায় গ্রামের কোন্ কোন্ স্থান জলে ডুবিয়া যায়? বৃষ্টির জল কোথায় যায়? মেঘ, শীলা, কোয়াসা কেন হয়? বড় বড় হাটবাজার নদীর তীরে বসে কেন? পুকুরে ও কূপে জল থাকে কেন? কখন জল বৃদ্ধি পায় ও কখন তলায় পড়িয়া যায়? বাতাস কখন কোন্ দিকে বহে? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, কখন হয় এবং বাতাস তখন কোন দিকে বহে? সূর্য্যের ছায়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে

ও সন্ধ্যায় কোন্ দিকে পড়ে ও কত বড় হয়? সূর্য্যের তাপ কখন বৃদ্ধি পায়? দিন রাত্রি কখন বড় হয়? চন্দ্র কখন কিরূপ বৃদ্ধি পায় ও অদৃশ্য হয়? জোয়ার-ভাটা চন্দ্রের উদয়াস্তের সঙ্গে সঙ্গে কখন পরিবর্ত্তিত হয়? কখন কোন্ শস্য উৎপন্ন হয়? সকল শস্য এক সময় হয় না কেন? কোন্ শস্যের চাষ অধিক হয়? কোন্ কোন্ জন্তু আমাদের ব্যবহারে আসে? আমাদের খাদ্য ও পোষাক কিরূপ? আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য কি? ইহাদের কোন্গুলি আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় এবং কোন্-গুলি বিদেশ হইতে আসে? কোন্ কোন্ রোগে আমাদের দেশে অধিক লোক মরে ও কেন ঐ সকল রোগ দেশে অধিক হয়? কোন্ কোন্ জিনিষ গ্রামের বাহিরে চলিয়া যায় ও কেন যায়? বালকের গ্রামে কোন্ বৃক্ষ জন্মে ও উহারা কোন্ কাজে লাগে? গ্রামের উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বেও পশ্চিমে কোন্ কোন্ গ্রাম আছে?

(৯) নিজের গ্রামের ভূগোল ভালরূপে শিক্ষা হইলে কল্পনাবলে অপরিচিত দেশের বিবরণ শিক্ষা করা যাইতে পারে; এজন্য ছবি, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদি ব্যবহার করিলে বিষয়টী সুস্পষ্ট হইবে। নিজ গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিবরণগুলি তুলনা করিয়া বুঝিতে হয়, অপর অপর দেশের নদীর গতি, নিম্নভূমি, উৎপন্ন দ্রব্য, যাতায়াতের সুবিধা, লোকের পোষাক ও খাদ্য, নানাবিধ বৃক্ষ ও জন্তু, বৃষ্টিপাত ও বাতাসের গতি ইত্যাদি তুলনা করিয়া শিক্ষা করিলে পাঠে বালকের অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং বালক উহা অনায়াসে স্মরণ রাখিতে পারে।

(১০) প্রত্যেক বালক মানচিত্র দেখিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিবে, প্রত্যেক বালকেরই একখানি মানচিত্রের বহি (Atlas) থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

(১১) প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে দেশের বিবরণ শিক্ষা না করিয়া রাজনীতিক অবস্থানুসারে দেশের বিবরণ শিক্ষা করাই বালকদিগের পক্ষে সুবিধাজনক। কয়েকটী প্রাকৃতিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া দুইটী পৃথক রাজনীতিক দেশের বিবরণ তুলনা করিতে হয়, যেমন জাপান ও ইংলণ্ড, বাঙ্গালা ও মিশর দেশ বা পাঞ্জাব; একখানা বর্গক্ষেত্র-অঙ্কিত কাগজ, দুইটী বিভিন্ন দেশের মানচিত্রের উপর ফেলিয়া উহাদের আয়তন পরিমাপ করা যায়; ভূমির উচ্চতার সহিত আবহাওয়ার সম্বন্ধ এবং আবহাওয়ার সহিত দেশের শস্যের সম্বন্ধ স্থির করিতে হয়।

উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভূগোল শিক্ষা করিলে, শিক্ষা কার্য্যকর হয় ও বালক আনন্দ উপভোগ করে।

ইতিহাস।

ইতিহাস শিক্ষাদানের দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য (১) চরিত্রগঠন ও (২) স্বদেশপ্রীতি। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিয়া বালক মহৎ ব্যক্তিগণের গুণাবলী অনুকরণ করিতে আকৃষ্ট হয় এবং হীনচরিত্র ব্যক্তিগণের দোষসমূহ ঘৃণা করিতে শিক্ষা করে। ইহাতে বালকের বিচার, যুক্তি ও অনুসন্ধিৎসা শক্তি বৃদ্ধি পায়। বালকের মন সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া উদারভাবাপন্ন হয়।

ভারতের মহাপুরুষগণ কিরূপে ভারতকে জ্ঞানে, কর্ম্মে, প্রেমে, সম্পদে ও সুখ-শান্তিতে শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে গিয়া

প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস পাঠ করিয়া অবগত হইলে, বালকের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠিবে এবং ভারতের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়া স্বদেশকে জগতে পুনরায় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে তাহারা যত্নবান হইবে।

ইতিহাস শিক্ষাদানের বিশেষ প্রণালী।

শিক্ষাদানের যুক্তিমূলক-পদ্ধতি সমূহের মধ্যে, "জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাত বিষয়" এবং সরল বিষয় হইতে জটিল বিষয়" এই দুইটী পদ্ধতি (৬০-৬১ পৃষ্ঠা দেখুন) ইতিহাস শিক্ষাদান কালে ব্যবহৃত হয়।

(১) কেহ কেহ "জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের" কারণ অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান ঘটনাসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া অতীত কালের অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান ঘটনাসমূহ প্রকৃতপক্ষে বালকের জ্ঞাত নহে। ঘটনাসমূহ আধুনিক হইলেও বালক উহাদের জটিলতা বুঝিতে অসমর্থ। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী, ব্যবস্থাপক সভা. মন্ত্রীসভা ইত্যাদি সম্বন্ধে বালকের কোন জ্ঞান নাই; এবং অল্পবয়স্ক বালকগণ এই জটিলতা বুঝিতে অসমর্থ; সুতরাং পাঠে বালকের অনুরাগ জন্মে না। এই জন্য এই প্রথা অল্পবয়স্ক বালকের নিকট কার্য্যকারী হয় না।

(২) কেহ কেহ "সরল বিষয় হইতে জটিল বিষয়" শিক্ষা করিবার প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ প্রাচীন ঘটনাসমূহ বালককে শিক্ষা দেন এবং ক্রমশঃ বর্ত্তমান জটিল ঘটনাসমূহ শিক্ষাদান করিতে থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ঘটনাসমূহ বালকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সুতরাং উক্ত ঘটনাসমূহে বালকের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে না। প্রাচীন মুদ্রা, অস্ত্র, চিত্র, প্রস্তরলিপি ইত্যাদির সাহায্যে বালকের অনুরাগ জন্মিতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নিম্নশ্রেণীর বালকগণ আধুনিক ঘটনাসমূহের

বিবরণ কিছুই শিক্ষা করে না এবং উপরের শ্রেণীর বালকগণ প্রাচীন ঘটনাসমূহ আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুবিধা পায় না।

(৩) এককেন্দ্রিক প্রণালী (Concentric method) অনুসারে কয়েকটী প্রধান জীবনী বা ঘটনা (যেমন বেদ, পুরান, বুদ্ধদেব, অশোক বিক্রমাদিত্য, সোমনাথের মন্দির, চিতোর আক্রমণ, আকবর, আওরঙ্গজেব, শিবাজি, পলাশীর যুদ্ধ, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, সিপাহী-বিদ্রোহ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি) অবলম্বন করিয়া বা কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া ইতিহাস শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। ইহাই উৎকৃষ্ট প্রণালী। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রণালীর অসুবিধাগুলি এখানে নিতান্ত কম।

নিম্নশ্রেণীতে অল্পবয়স্ক বালদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গল্পচ্ছলে উক্ত বিষয়সমূহের সাধারণ জ্ঞান তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হয়। উপরের শ্রেণীতে অধিকবয়স্ক বালকদিগের অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত বিষয়গুলির বিবরণ ক্রমে বর্দ্ধিত করিতে হয়। এই ব্যবস্থাই ইতিহাস শিক্ষাদানে প্রশস্ত। কয়েকটী প্রধান ঘটনা কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ উহাদের সহিত সংযোগ করিয়া ইতিহাস শিক্ষা করিলে ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ স্মরণ রাখা সহজ। এখানে ঘটনাসমূহের মধ্যে সময়ের সান্নিধ্য ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং আমাদের ধারণার সংযোগ সহজ (৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ইতিহাস শিক্ষাদান করিবার সময় নিম্নলিখিত ত্রুটী ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

(১) দৈনিক পাঠের পরিমাণ প্রায়ই অত্যধিক হয়।

(২) সূক্ষ্ম বিবরণের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়ে। ইহাতে বালক মূল বিষয়টি ভুলিয়া যাইতে পারে।

(৩) ঘটনাসমূহের ভিতর বালক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লক্ষ্য করে না।
র। য়া ঐতিহাসিক বিবরণ কণ্ঠস্থ করিলে উপকার হয় না।

(৪) ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের কার্য্যের উপর বালক ভালমন্দ নৈতিক বিচার করে না।

(৫) মানচিত্র, ছবি, নক্সা, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি সাহায্যে যথেষ্ট প্রদীপনের কার্য্য (১০৭—১০৯ পৃষ্ঠা দেখুন) হয় না।

(৬) বালক প্রায়ই সময় রেখা প্রস্তুত করে না। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের তারিখ স্মরণ রাখিবার জন্য সময়-রেখা সাহায্য করে। ইহা প্রস্তুত করিতে বহু ঘটনার উল্লেখ করা অনুচিত; প্রধান কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ থাকিবে। অন্যান্য সামান্য ঘটনার তারিখ প্রধান ঘটনাসমূহের তারিখের সহিত তুলনা করিয়া বালক নির্দ্ধারণ করিবে।

"ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কখনই বিচ্ছিন্ন ও অসম্বন্ধ নয়, কালের স্রোতে সব এক হইয়া মিশিয়া যায়। অতীতের অঙ্কুর হইতেই বর্ত্তমানের বিকাশ। বর্ত্তমানের ভিতর দিয়া অতীতের প্রবাহ অন্তঃসলিলার ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানকে সফল ও সম্পূর্ণ করিতে হইলে অতীতের উপকরণ ও প্রভাব ব্যবসায়ের মূলধনের ন্যায়। ইহা আগেই নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। জাতীয় জীবনে পুরাতনের অবিরোধে নূতনকে গড়িতে হইবে; নহিলে নূতন ভূমি ও ভিত্তি না পাইয়া আকাশকুসুম ও আতসবাজির ন্যায় কাল্পনিক বা ক্ষণিক হইবে। জাতীয় জীবন সংস্কারে এই মূল তথ্য ও সূত্রটীর অবলম্বন অত্যাবশ্যক।"

চিত্রাঙ্কন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে চিত্রাঙ্কনের মূল্য প্রচুর। কিন্তু ইহা শিক্ষাদানের জন্য খুব অল্প সময়ই শ্রেণীতে ব্যয় করা হয়। কথা

বলা ও লেখা বালকের পক্ষে যেরূপ স্বাভাবিক, চিত্রাঙ্কনও তাহার পক্ষে তদ্রূপ স্বাভাবিক—ইহা শিক্ষকের স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং বালককে তাহার উপযোগী চিত্রাঙ্কনে অভ্যস্ত করিতে হইবে। আমরা মনের ভাব যেমন কথা বলিয়া ও লিখিয়া ব্যক্ত করি তেমন চিত্রাঙ্কন করিয়াও উহা ব্যক্ত করি ও সৌন্দর্য্যোপভোগ করিয়া থাকি। সৌন্দর্য্যবোধ সকল বালকেরই রহিয়াছে। কখনও ইহা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। শিক্ষক মহাশয় এই শক্তিটিকে বিকসিত করিয়া তুলিতে যত্ন করিবেন; শৈশব হইতেই এই বিষয়টী শিক্ষা দিতে হয়। সকল বালকই কিছু একটা করিতে চায়। শিক্ষকের নিজের সৌন্দর্য্যবোধ না থাকিলে ইহা শিক্ষা দেওয়া চলে না।

বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই শিশুকে আঁকিতে দেখা যায়; পেন্সিল, খড়িমাটী এমন কি অঙ্গারদ্বারাও সে আঁকে। তাহার প্রাথমিক অঙ্কন বিশৃঙ্খল, নিজের ইচ্ছামত সে যা-তা আঁকে; ইহাতে বাধা দিতে নাই। কারণ সে এইভাবে হস্তের মাংসপেশীসমূহকে স্ববশে আনিতে যত্ন করে। এইজন্য বহু সময় ক্ষেপণ করিতে হয়।

প্রথমতঃ বালকদিগকে বিশুদ্ধরূপে বস্তুর চিত্রাঙ্কন করিতে চেষ্টা করিলে বালক বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে। ভাষা ও লিখন শিক্ষাদানের ন্যায় এখানেও ক্রমশঃ বালকের চিত্র বিশুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইবে। শিক্ষক একটী পরিচিত বস্তু সম্বন্ধে গল্প বলিয়া, উহা দেখাইয়া, বালককে উহার চিত্রাঙ্কন করিতে বলিবেন; বালক যাহা প্রথমতঃ আঁকিবে, হয়ত অপরে উহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিবে না। কিন্তু শিশু নিজে উহার অর্থ বুঝিবে। শিক্ষক ইহাতে হতাশ হইবেন না। বালকের অঙ্কিত চিত্রখানি তাহাকে বর্ণনা করিতে বলিবেন। (৭১) পৃঃ)

(২) সরলরেখা, বক্ররেখা ইত্যাদি অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত করাইয়া বালককে, কোন পদার্থের চিত্র নকল করিতে দিলে, চিত্রাঙ্কনে অনুরাগ জন্মিতে ও উহা শিক্ষা করিতে বালকের বিলম্ব ঘটে। শিশু গোড়া থেকেই

এমন কিছু আঁকিতে চায়, যাহার একটী অর্থ বুঝা যায়। অর্থশূন্য কয়েকটী রেখাপাত করিতে সে অনুরাগ প্রকাশ করে না। ড্রইং পুস্তকের চিত্র নকল করিয়া কেহ ভাল চিত্রকর হয় না।

(৩) **কাগজ কাটিয়া ছবি তৈয়ার করা।** ছেলেমেয়েদের সৌন্দর্য্যবোধ বিকসিত করিবার জন্য তাহাদের ছবি প্রস্তুত করা দরকার। শিক্ষক ছবি আঁকিবেন ছেলেরা উহাতে রং সংযোগ করিয়া ছবিটী কাটিয়া, একখানা বড় কাগজে আঠা দিয়া আটকাইয়া রাখিবে। এইরূপে কতকগুলি ছবি একত্র আটকাইয়া কোন গল্প বা যে বিষয়ে ছেলেদের অনুরাগ থাকে, এমন কোন ঘটনার প্রদীপন করিয়া তাহারা আনন্দ উপভোগ করিবে। শিক্ষক একখানা নৌকার চিত্র আঁকিলেন, বালক উহাতে রং সংযোগ করিয়া কাটিয়া, একখানা বড় কাগজে আটকাইল, এবং রঙ্গিন পেন্সিলদ্বারা উপরে আকাশ ও নীচে সমুদ্রের রং বা নদী আঁকিতে পারে। শিক্ষক কোন ফলের গাছ—আম, বেল, নারিকেল, কাঠাল, তাল, খেজুর, সুপারি—বড় একখানা কাগজে আঁকিলেন, এবং কতকগুলি ফলও অন্য কাগজে আঁকিলেন; বালক ফলগুলিতে রং সংযোগ করিয়া, কাটিয়া গাছের চিত্রে যোজনা করিল। এইরূপে পাখী, ভ্রমর, গো, ছাগল, মৎস্য ইত্যাদির চিত্রে রং সংযোগ করিয়া, কাটিয়া কাগজে আটকাইয়া রাখা যায়। চিত্রাঙ্কনে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে, বালক এইরূপে ছবি প্রস্তুত করিয়া সৌন্দর্য্যবোধ ও ছবির প্রতি অনুরাগ বিকসিত করিতে সমর্থ হয়।

(৪) চিত্রাঙ্কনে বালকের অনুরাগ জন্মাইতে হইলে, তাহাকে তাহার পরিচিত পদার্থের চিত্র অঙ্কন করিতে দিতে হয়। প্রথমতঃ সরল পদার্থের চিত্রাঙ্কন করিবে। ক্রমে জটিল পদার্থের চিত্র আঁকিবে। যেমন পেন্সিল, রুলার, জানালা, গাছের ডগা, চাবি, পাতা ইত্যাদি প্রথমতঃ আঁকিবে।

(৬) বালকেরা সজীব পদার্থ, ছুটাছুটি ইত্যাদির প্রতি অধিক অনুরক্ত। কিন্তু মানুষ বা জন্তুর ছবি বিশুদ্ধরূপে আঁকা, ছোট ছেলেদের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু কয়েকটী বিন্দুপাত ও রেখা টানিয়া যদি তাহারা উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাদিগকে সেই আনন্দ হইতে বঞ্চিত না করাই শ্রেয়ঃ। যেমন বালক দৌড়াইতেছে, খেলিতেছে, কৃষক মাঠে গরু লইয়া যাইতেছে, গোয়ালা দুধের ভার নিতেছে, বেহারা ডুলি বহিতেছে ইত্যাদি বিষয় বালক কয়েকটী রেখা ও বৃত্তাভাসদ্বারা প্রকাশ করিতে পারে। এখানেও শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন বালক যেন দেহ, মস্তক, হাত, পা ইত্যাদির অনুপাত শুদ্ধ করিয়া অঙ্কন করে।

(৭) বালক চিত্রাঙ্কনে কতদূর অগ্রসর হইলে, যে সকল গল্প বালক শুনে বা পাঠ করে তাহা চিত্রাঙ্কন করিয়া ব্যক্ত করিতে যত্ন করিবে। ছেলেদের খেলা, বর্ষার দিন, বিদ্যালয়ের পথে, দেবালয়ের সম্মুখে, কৃষকের গৃহ, জ্যোৎস্না রাত্রি, ধানের ক্ষেত, আমের ক্ষেত, সূর্য্যাস্ত, মাঠ, মেঘ ও আকাশ, পুকুর পার ইত্যাদি চিরপরিচিত বিষয়ের চিত্র অঙ্কন করিয়া বালক অশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারে।

(৮) এইরূপে চিত্রাঙ্কনে অভ্যস্ত হইলে বালকদিগকে পূর্ব্বের কোন পদার্থের চিত্র **স্মৃতি হইতে দ্রুত অঙ্কন** করিতে বলিতে হয়। স্মৃতির সহায়তায় চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য বালকদের সম্মুখে কোন বস্তু—যেমন ছুরি, চর্ব্বিবাতি, ধনুক, পাখা, ছাতা ইত্যাদি—দুই-তিন মিনিট কাল রাখিয়া তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলিবেন, তৎপর বস্তুটী অন্তরালে রাখিয়া বালকদিগকে স্মৃতির সাহায্যে উহার চিত্র অঙ্কন করিতে বলিবেন। এই ব্যবস্থায় বালকগণঃ বস্তুটী দ্রুত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া **স্মৃতিসাহায্যে অঙ্কন** করিতে শিখে।

(৯) ক্রমে বালকদিগকে **দূরত্বের সঙ্গে বস্তুর আয়তনের পরিবর্ত্তন** শিক্ষা দিতে হয়। প্রথমতঃ বালকগণ একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে

বিভিন্ন আয়তনের বস্তু স্থাপন করিয়া উহাদের চিত্র অঙ্কন করিবে। ইহাতে বালকের ছোট-বড় জ্ঞান চিত্রে ধরা পড়ে। ইহাতে অভ্যস্ত হইলে কোন একটী বস্তু নিকটে ও তৎপরে দূরে রাখিয়া বস্তুটীর চিত্র অঙ্কন করিবে। দূরত্বদ্বারা বস্তুটী কিরূপে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায় তাহা বালকদিগকে বুঝাইয়া, শিক্ষক বিভিন্ন অবস্থায় উহার চিত্র ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকিয়া বালকদিগকে বুঝাইবেন। শিক্ষক ব্লাকবোর্ডের চিত্র মুছিয়া ফেলিবেন। বালকগণ এখন বস্তুটী নিকট ও দূরে রাখিয়া উহার চিত্র অঙ্কন করিবে। শিক্ষক আবশ্যকমত তাহাদিগকে সহায়তা করিবেন।

(১০) প্রথমতঃ মূল রঙ্গের (লাল, নীল, পীত) পদার্থসমূহ বালক অঙ্কন করিবে, তৎপর মিশ্ররঙ্গের (সবুজ, কমলা, বেগুণে ইত্যাদি) ব্যবহার করিবে। বস্তুর স্বাভাবিক রঙ্গ ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ আকাশ ও মাঠের চিত্রে রং ব্যবহার করা সহজ। মাঠটী প্রথমতঃ নীল রঙ্গে চিত্রিত করিয়া উহার উপর হলুদ রং ফলাইতে হয়। রং ব্যবহার করিতে কাগজের বামদিকের উপর হইতে ডান দিকে চলিয়া যাওয়া উত্তম। একস্থানে পুনঃ পুনঃ রং সংযোগ করিতে নাই; রঙ্গটী পরিষ্কার ও পাতলা হইয়া বসা দরকার। বালক সর্ব্বদাই বস্তুটী দেখিয়া চিত্রাঙ্কন করিবে কখনও শিক্ষকের চিত্র নকল করিতে নাই।

বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার সহজ প্রণালী।

(Direct method of teaching foreign languages)

প্রচলিত প্রণালী অনুসারে আমরা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া (Indirect method) ইংরাজী শিক্ষা করি। ইহাতে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয় এবং বিদেশীয় ভাষার গঠনপ্রণালী মাতৃভাষা হইতে পৃথক্ হওয়াতে অনুবাদের সাহায্যে শিক্ষা করা অসুবিধাজনক। এইজন্য যে প্রণালী অবলম্বনে (কথাবার্ত্তা বলিয়া) মাতৃভাষা শিখি, সেই প্রণালী অবলম্বনে

বিদেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রণালীকে সহজ-প্রণালী (Direct method) বলা হয়। সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফরাসী, জার্ম্মেণ ইত্যাদি জাতির ভাষা একজন ইংরাজ অল্প সময়ে শিক্ষা করিতে পারে। আমাদের বালকগণও এই সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসামী, হিন্দি, উর্দ্দু, গুজরাটী, তামিল, মহারাষ্ট্রীয়, ইংরাজী, জাপানী ইত্যাদি ভাষা অল্প সময়ে শিক্ষা করিতে পারে।

শিশু যেমন পিতামাতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া শব্দ উচ্চারণ ও শব্দযোজনা করিয়া বাক্য রচনা করিতে শিখে, তদ্রূপ উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট বিদেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা শুনিয়া বালক বিদেশীয় ভাষায় শব্দ উচ্চারণ করিতে ও শব্দ যোজনা করিতে শিখে। বালক মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার পর অন্যভাষা শিক্ষা করে। সুতরাং বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে মাতৃভাষার সাহায্যে বালকের নানা বিষয়ের জ্ঞান পূর্ব্বেই জন্মে; কিন্তু মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে বালক বিশেষ কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। এই স্থানেই মাতৃভাষা ও বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার পার্থক্য রহিয়াছে। সহজ প্রণালীতে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে মোটামোটি মাতৃ-ভাষা শিক্ষাদানের প্রণালীই অবলম্বন করিতে হয় (৩২৮-৩৩১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

(১) প্রথমতঃ বালককে পরিচিত বস্তুর নাম বিদেশীয় ভাষায় উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষক একটী পেন্সিল হাতে নিয়া বালককে উহা দেখাইয়া বলিবেন "It is a pencil." বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া উচ্চারণ করিবে "It is a pencil"। ভুল হইলে, শিক্ষক বালকের উচ্চারণ সংশোধন করিয়া দিবেন।

তৎপরে বালকের নিকট হইতে পেন্সিলটী পাইবার জন্য শিক্ষক হাত বাড়াইয়া বলিবেন "Give me the pencil." বালক শিক্ষকের হাতে পেন্সিল দিয়া বলিবে "I give you the pencil"। এইরূপে শ্রেণীর অপর বালকও ইহা অনুকরণ করিবে।

অক্ষরপরিচয়ের জন্য pencil শব্দটী শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া অক্ষরগুলির নাম ও পৃথক্ উচ্চারণ বালকদিগকে শিক্ষা দিবেন। বালক নিজের নোট্ বহিতে শব্দটী লিখিয়া রাখিবে। এইরূপে বালককে তাহার পরিচিত ও নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থের নাম উচ্চারণ করিতে ও শিক্ষা দেওয়া যায়। যেমন Book, Ink, Table, Chair, Door, Window, Shelf, Man, Eye, Nose, Mouth, Foot, Tongue, Head, Rice, Milk, Mango, Apple, Cat, Dog, Cow, Mouse, Cook, Cloth ইত্যাদি।

(২) ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক নিজে নানাপ্রকার কার্য্য করিবেন ও বাক্যদ্বারা উহা প্রকাশ করিবেন, বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিবে। শিক্ষক তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া বিদ্যালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া বলিবেন "I go to the door" বালক ও শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া বলিবে "I go to the door", শিক্ষক দৌড়িবেন ও বলিবেন "I run", বালকও দৌড়িবে ও বলিবে "I run",। এইরূপে শিক্ষক নিজে কার্য্য করিয়া বা ছবিপ্রদর্শন করিয়া বালককে বিভিন্ন ক্রিয়ার উচ্চারণ ও প্রয়োগ শিক্ষা দিবেন। যেমন Stand, Sit, See, Hear, Look, Smell, Go, Come, Open, Shut, Bring, Play, Smile, Laugh, Eat, Drink, ইত্যাদি ক্রিয়া শিক্ষাদান করা যায়।

ক্রমে You run, He runs, He ran, He will run ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হয়।

(৩) বিশেষণ পদ শিক্ষাদিবার জন্য দুইটী ভিন্ন গুণের পদার্থ শিক্ষক বালকের নিকট রাখিবেন এবং নিজে ঐরূপ দুইটী পদার্থ রাখিবেন। ইহার সাহায্যে বালককে গুণবাচক শব্দ শিক্ষা দিবেন। যেমন একটী ছোট ও একটী বড় লম্বা কাঠি শিক্ষক হাতে নিয়া বলিবেন "This is a short stick", "This is a long stick", বালক শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া

ছোট কাঠি হাতে নিয়া বলিবে "This is a short stick" এবং বড়টী হাতে নিয়া বলিবে "This is a long stick"। বালকের যথার্থ জ্ঞান হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক পুনরায় হাত বাড়াইয়া বলিবেন "Give me the short stick", বালক ছোট কাঠিখানা শিক্ষকের হাতে দিয়া বলিবে "I give you the short stick", শিক্ষক পুনরায় বলিবেন "Give me the long stick", বালক উহা দিয়া বলিবে "I give you the long stick"। এইরূপে বিভিন্ন পদার্থের সাহায্যে Red, Blue, Thick, Thin, Broad, Narrow, Large, Small, Full, Empty, Old, New, High, Low, Dark, Bright, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যায়।

(৩) নূতন ও কঠিন শব্দসমূহের বানান ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

(৪) বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিতে শিক্ষক শ্রেণীতে মাতৃভাষা যতদূর সম্ভব অল্প ব্যবহার করিবেন। সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল।

(৫) চিত্রপ্রদর্শন বা পুস্তক অবলম্বনে কথোপকথন দ্বারা শিক্ষক ভাষা শিক্ষা দিবেন।

(৬) বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে বাক্য-রচনা শিক্ষা দিবেন।

(৭) কথোপকথন ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলাযুক্ত হইবে।

(৮) রচনা ও কথোপকথনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের বিভিন্ন গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হয়।

(৯) পাঠে যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাকরণের সূত্র, নিয়ম ইত্যাদি শিক্ষাদান স্থগিত রাখিতে হয়।

অন্যান্য ভাষাও সহজ-প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষাদান করা যায়।

নূতন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অভিমত।

I

Sir Gooroo Das Banerjee M. A., Dh., Ph. D. Kt.— I thank you for the book which you have so kindly presented to me. I have looked over portions of it and I think it is well-written, and will benefit those teachers who are unacquainted with English and who cannot therefore read books on **teaching** written in that language. **The book deserves encouragement as one of the best and perhaps the first of its kind in the Bengali language.**

II

Sir K. G. Gupta ; K. C. S. I.—"I thank you for a copy of your book "Nutan Shikha Pranali" I have glanced through it. **You have dealt with an important subject with considerable method and originality.**

III

Dr. Naresh Chandra Sen Gupta, M. A. ; D. L.— "I have read with great interest your hand book on the new method of Education named "নূতন শিক্ষা প্রণালী।" I have great pleasure to **testify to the excellence of the book.** Your grasp of principles is **perfect** and exposition **very lucid.** I hope that **your work will help in improving the methods of education unfortunately in vogue in our schools and homes even now.**

IV

Dr. J. Ghosh, M. A. Ph. D. ; Principal Ananda Mohan College—'Nutun Siksha Pranali' by Mr. Pramatha Nath Das Gupta is an **admirable exposition of approved method of education.** It is **the first work of its kind in Bengali,** but this is not its only claim to a favourable reception at the hands of the reading public.

The author has based his theries and recommendation on the broad foundation of the psychology of child-life. He has also sought to dispel popular prejudices on the subject of education. **His treatment is thorough and systematic.** But it has more than a mere academic interest. **The suggestions embodied in it are eminently practical,** and if widely adopted in our primary schools **will bring about a genuine improvement in our** mode **of education.**"

V

Calcutta,
The 20th May 1924.

I have read your "Nutun Sikha Pranali" with great interest. It is **an excellent little treatise** on the art of teaching. In the course of my connection with several Schools and also in the course of training my own children, I have felt the need for such a book. It contains in a lucid and attractive from the main principles of educating little children and **many valuable suggestions as to how young minds should be handled so as to unfold their delicate natural powers to best advantage.** I think child education is bound to remain a haphazard thing in our country so long as teachers and guardians are ignorant of the broad facts of child mind. Your book explains these in a manner calculated to be understood even by those who read only Bengali. **It is sure to be welcomed as an acquisition to the Bengali literature.**

(Sd) **Khagendra Nath Mitter** M. A.
Professor of Philosophy, Presidency College
Fellow, Calcutta University
and
Sometime Member Legislative Assembly.

VI

Dr. N. Gupta Ph, D.; Superintendent, Rangpur Normal School--"Nutan Shiksha Pranali" by Babu Pramatha Nath Das Gupta is **an excellent book** on the method of teaching. The book is based on psychology and **its treatment is unique** in Bengali language. I have no doubt, it will be of great help to the students of the Normal and Guru Training Schools."

VII

Maulavi Kazi Imdadul Huque, B. A.; B. T; Superintendent, Calcutta Normal School—"Your charming book on the Principles of education and your kind letter reached me just before the Eid. **I Congratulate you on your excellent production. To my mind it is the best book of its kind.** I notice that its small size, cheap price and fine get-up, combined with the nice arrangement and treatment of various topics are the chief merits of the book. I am sure it will earn a wide popularity amongst the Vernacular teachers of Bengal.

VIII

Babu Harendra Narayan Chakravartty, B. A; Retired Inspector of schools—"I have gone through the book entitled "Nutun Shikha Pranali" by Babu Pramatha Nath Das Gupta B. A. B. T.; and I am of opinion that **the book is probably the best of its kind.** It is **a comprehensive treatise** on the art of teaching and school management written in Bengali. **It contains a great deal of necessary up-to-date information.** The book may be used with advantage in our Normal and G. T. schools. The price is moderate. * * *

IX

Miss. M. Bose, B. A. ; B. T. ; Head Mistress Vidyamayee Govt. High School—"I have gone through your "Nutan Sikha Pranali" and it seems to me to be the **first of its kind** in Bengali. We have always felt the want of a really good book for the training of children, in Bengali. Yours is **the first and very successful move** in this direction. The book will be **useful not only to teachers but to all who have to deal with children.**

X.

Mr. K. C. Nag, B. A ; Bar-at-law (Justice of the Calcutta High court)—"I have perused with great interest your নূতন শিক্ষা-প্রণালী।" **Every home in Bengal should possess a copy of your book.** Wrong methods of teaching often lead to extremely unfortunate results. The psychology of life is either ignored or imperfectly understood by the guardians of our wards, the result being that children very often take a dislike to acquiring knowledge. I do sincerely hope that, not only the pubiic at large, but the educational authorities as well would make the fullest use of your excellent book."

XI.

21 Elgin Road, Allahabad.
17 April, 1918.

Dear Sir,

On seeing the advertisement of your book "নূতন শিক্ষা প্রণালী" in Prabashi I sent for a copy and am more than satisfied with its contents.

You have done a real service to the country and to the cause of Bengali Language. I had long ago thought of getting a book compiled from English works, But you have realized my dreams.

Yours truly
Sd. Abinash Chandra Banerjee.

"নূতন শিক্ষা-প্রণালী।" শ্রীপ্রমথনাথ দাশগুপ্ত বি, টি প্রণীত

অনেক বালক তাড়াতাড়ি পাঠ শিক্ষা করিতে অসমর্থ, আমাদের দেশে তাহারা অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় এবং তাহাদের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না। এই সকল ছাত্র বড় হইয়া নানাবিধ সামাজিক অনিষ্ট ঘটায় তাহাদের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিলে হয়ত তাহারা কালে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিত। ইউরোপ ও আমেরিকার এই শক্তির অপচয় নিবারণার্থ শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর ফল কি হইতেছে গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন ৬।৭ বৎসরের ছেলেকে "এই আমার নাক, এই মোর কাণ" ইত্যাদি কর্ম্ম সঙ্গীত শিক্ষা করিতে দেখা যায় এবং ৬।৭ বৎসর বয়স্ক কৃষকের ছেলেকে শিক্ষক প্রশ্ন করেন "বলত গরুর কয়টি পা" এবং যাহাদের অক্ষর শিক্ষা অভ্যাস হইয়াছে তাহাদের কাঠি, বীজ ইত্যাদি সাজাইয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। বালকের পিতামাতা ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া যান এবং নূতন শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি এই অভাব লক্ষ্য রাখিয়া "নূতন শিক্ষা-প্রণালী" প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রায় ২০ খানি ভাল ভাল ইংরেজী পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, মানসিক শিক্ষা, গৃহশিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শাসন, শারীরিক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা organisation প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। শিশুর মনস্তত্ত্ব ও শিশুপ্রকৃতি সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা ও বাধাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে নূতন শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা জন্মিবে সন্দেহ নাই এবং যাহাদের হস্তে শিশু শিক্ষার ভার ন্যস্ত তাহারা অনেক আবশ্যকীয় নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী—বৈশাখ—১৩২৫।

(২) গৌতমবুদ্ধ (জীবনী ও উপদেশ)

মূল্য — ১৲ ।

ভারত-গৌরব স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রাদ সর্ব্বাধিকারী, এম-এ, এল্-এল-বি, সি-আই-ই, কে-টি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"Is one of the most acceptable preseutments of the life and teaehing of Buddha that has been published in Bengali. He has made use of original sonrces of information without contributing to heaviness or complexity of treatment. And he as effectively enlivened his story by copious and suitable extracts from standard poetical works like Nabin Chandra Sen's 'Amitava'. This has contributed to the attractiveness as well as lucidity of the work. Its importance has been considerably enhanced by extracts from Buddha's teaching and explanations of his aphorisms that have been capable of easy assimilation by the learner.

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি, এম, এ ; পি, এইচ্, ডি ; লিখিয়াছেন :—

"আপনার রচিত **গৌতম বুদ্ধ** নামক পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। উহার ভাব যেমন গভীর ভাষা তেমনি সরল ও প্রাঞ্জল।"

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক **শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার** এম, এ ; পি, এইচ্, ডি ; লিখিয়াছেন :—

I have read your book on Gautama Bnddha with great interest. It describes the story of **Buddha** in a popular way and gives a very interesting exposition of the religion introduced by him. The book will be eminently suitable for young boys and girls and they would derive both pleasure and moral edification from it. I hope your book will be extensively used by them.

প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক **শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য**, এম, এ লিখিয়াছেন :—

"It is with a genuine pleasure that I have gone through the nice little book **Gautama Buddha**" written by Mr. Pramathanath Das Gupta, B. T, It presents in lucid and attractive manner, the life and teachings of the great apostle, and throws a clear light of the times in which he flourished. The moral lessons inculcated by the famons teacher have been put in, in a clear and pleasant manner and these are sure to make a great impressi৲n upon young minds.

It is in my opinion, eminently suitable as a charming popular account of the life, and times of Buddha, and as such, it will undoubtedly meet with a cordial reception at the hands of the public."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **ডাঃ অক্ষয়কুমার গুহ** এম, এ, পি, এইচ, ডি ; লিখিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশগুপ্ত বি-এ, বিটি, প্রণীত," "গৌতম বুদ্ধ পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে বৃহৎ। গ্রন্থকার যতদূর সম্ভব মূলের সহিত মিল রাখিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতা কিরূপ ছিল এই গ্রন্থপাঠে পাঠকবর্গ কতক পরিমাণে অবগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক মুলনীতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থখানিকে সরস করিয়া তুলিয়াছেন।"

কাগজ, ছাপা, বাঁধান উত্তম। প্রচ্ছদপত্রে প্রস্ফুটিত কমলের উপর দণ্ডায়মান শিশু-বুদ্ধের ত্রিবর্ণরঞ্জিত মনোহর চিত্র রহিয়াছে। ভিতরে

বহু ছবি ও সেই কালের ভারতের মানচিত্র রহিয়াছে। এই পুস্তকখানা আপনার লাইব্রেরীর গৌরব বর্দ্ধন করিবে। বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণের দিবস বালক-বালিকাদিগকে **"গৌতম-বুদ্ধ"** উপহার দিন। ইহার দর্শনে ও পঠনে তাহারা বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে, আর অভিভাবকগণ দুই হাত তুলিয়া আপনার শুভ কামনা করিবেন।

(৩) সরল স্তবমালা।

(মূল্য চারি আনা)

এই পুস্তকে শ্রুতিমধুর, সরল ও ভগবদ্‌প্রেমে ভরপুর কয়েকটী শাস্ত্রসঙ্গত স্তব সংগ্রহ করা গেছে। শ্লোকের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ বুঝিবার জন্য সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে আয়াস বোধ হইবে না। এই স্তবগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার সকল অবস্থাতেই উপযোগী, সুতরাং উহাদের প্রতি অনুরাগ জীবনে নষ্ট না হইয়া স্থায়িভাব ধারণ করিবে। উল্লিখিত কারণের সমাবেশে ছেলেমেয়েদের ও অনেক গৃহস্থের স্তবগুলি প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাল্যে এইগুলি কণ্ঠস্থ করিলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দুশাস্ত্রের প্রতিও অনুরাগ স্বাভাবিক হইয়া,উঠিবে।

স্মরণ থাকিতে অদ্যই পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান :—

বীণা লাইব্রেরী ১৫নং কলেজ স্কোয়ার; ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো ৩১—এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও মফঃস্বলের প্রধান লাইব্রেরীসমূহ।